মূল্য ৩, তিন টাকা মাত্র

গৃহস্থ-জীবন

অমূল্য জ্ঞান-ভাণ্ডার।

"মহারাণী ভিক্টোরিয়া" প্রণেতা

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্তপ্রণীত।

২৩নং যুগল কিশোর দাসের লেন,

শ্রীউদয়চরণ পাল।

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

মাণিকতলা ষ্ট্রীট,—২৩ নং যুগলকিশোর দাসের লেন

নূতন বাল্মীকি যন্ত্র।

শ্রীউদয়চরণ পালদ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৩ বঙ্গাব্দ।

বিজ্ঞাপন।

আমাদিগের গৃহস্থঘরে যে সকল বিষয়ের নিত্য প্রয়োজন, তৎসাধনোপযোগী জ্ঞান একত্রে লাভ হয় এমন একখানিও পুস্তক নাই দেখিয়া আমি "গৃহস্থ জীবন" পুস্তক খানি প্রকাশ করিলাম। ইহাতে যে সকল বিষয় সন্নিবেশিত হইল তাহাই যে প্রচুর এমন কথা বলা যাইতে পারে না কিন্তু গ্রন্থখানির আকার প্রকারাদি বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহাতে যে সকল বিষয় লিখিত হইল, তাহাতে গৃহস্থের সম্যক্ অভাব পূরণ না হইলেও যথেষ্ট হইয়াছে। বারান্তরে আমরা ইহার কলেবর বৃদ্ধির সহিত আরও বহুবিধ বিষয় সন্নিবেশিত করিতে চেষ্টা করিব। যাহাতে "গৃহস্থ জীবন" আপনার নাম সার্থক করিতে পারে তদ্বিষয়ে পরিশ্রমের ত্রুটি করিব না। এক্ষণে "গৃহস্থ-জীবন" পাঠে যদি পাঠকগণ কিছুমাত্র উপকার লাভ করেন তাহা হইলেই শ্রম ও অর্থব্যয় সফল জ্ঞান করিব।

১৩নং জোড়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা
৮ই জানুয়ারী ১৮৮৭

শ্রী প্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক।

বক্তব্য।

আমার প্রকাশিত "গৃহস্থ জীবন" পুস্তক, যাহার যাবতীয় সত্ত্বে সত্ত্ববান থাকিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত ও বিক্রয় করিয়াছি, সেই "গৃহস্থ-জীবনের" তৃতীয় সংস্করণের সত্ত্ব উপযুক্ত মূল্য গ্রহণে শ্রীযুক্ত বাবু উদয়চরণ পাল মহাশয়কে বিক্রয় করিলাম উদয় বাবু এই তৃতীয় সংস্করণ মাত্রের সত্ত্বাধিকারী হইয়া মুদ্রণ, পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন প্রভৃতি যাহা তাঁহার আবশ্যক হইবে, তিনি তাহাই করিতে পারিবেন, তাহাতে আমার কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না তৃতীয় সংস্করণের পর পুনরায় গৃহস্থ-জীবনের স্বত্ব আমার অধিকার হইবে এবং আমি তখন ইচ্ছা মত ব্যবহার করিতে পারিব, তাহাতে উদয় বাবুর কোন স্বত্ব থাকিবে না এতদার্থে উদয় বাবুর নিকট নির্দ্ধারিত মূল্য গ্রহণ করিয়া তৃতীয় সংস্করণ বিক্রয় করিলাম ইতি তারিখ ২রা ফাল্গুন। ১২৯৩ সাল

শ্রীপ্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়
১৩ নং ঘোড়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

পাঠকগণের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, ইতিপূর্ব্বে পৌষমাসে "অমূল্য জ্ঞান ভাণ্ডার" নামক পুস্তকের যে, বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়, এবং সেই সমস্ত বিজ্ঞাপন পাঠে যাঁহারা গ্রাহক হইয়াছিলেন, এবং পুস্তক প্রাপ্তির জন্য সরকার গণের নিকটে নাম লিখিয়া যাঁহারা গ্রাহক হন, তাঁহারা পুস্তক প্রাপ্তিরজন্য ব্যবস্থার পত্র লিখিতেছেন মাঘ মাসের শেষে পুস্তক প্রেরণের কথা ছিল কিন্তু এতদিন যাবধি দৈব বিপদে পতিত হওয়ায় তাহা ঘটিয়া উঠে নাই ৺ইচ্ছায় এখন বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছি সত্য, কিন্তু গ্রাহকগণের যেরূপ আগ্রহ তাহাতে পুস্তক মুদ্রিত করিয়া দেওয়ার বিলম্ব তাঁহারা যে সহ্য করিবেন এরূপ বিশ্বাস হয় না, তজ্জন্য "অমূল্য জ্ঞান-ভাণ্ডারে" যে সমস্ত বিষয় স্থান পাইবার কথা ছিল, সেই সমস্ত বিষয়পূর্ণ এবং তদ্রূপ আকার বিশিষ্ট "গৃহস্থ-জীবন" নামক পুস্তকের ৩য় সংস্করণের সংখ্যা ক্রয় করিয়া গ্রাহকগণকে প্রেরণ করিতেছি গ্রাহকগণ আমার বিলম্বজন্য ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া ইহা গ্রহণ করুন। ভরসা করি অসন্তুষ্ট হইবেন না দৈব দুর্বিপাকে পতিত না হইলে কখনই এত বিলম্ব হইত না নিজের শারীরিক স্বাস্থ্যনাশ তাহার উপর সরকার গণের স্বার্থসিদ্ধি ও কার্য্যশিথিলতায়

মাকে অনেক অসুবিধা ও অনেব ক্ষতি সহ্য কবিতে হইয়াছে গ্রাহকগণেব তালিকা অপহৃত হইয়াছে কেবল কর্ম্মচাবীগণেব কার্য্যশিথিলাব জন্য তজ্জন্য সেই পূর্ব্বতন কর্ম্মকাবীদে কর্ম্মচ্যুত কবিযাছি এবং নানা অসুবিধায় স্থান ও পবিবর্ত্তন কবিতে হইয়াছে একণে গ্রাহকগণের নিকট নিবেদন তাঁহাবা যেন আমাব অপবাধ মার্জ্জনা কবিযা তাঁহাদিগের আকাঙ্ক্ষিত "অমূল্য জ্ঞান-ভাণ্ডাব গ্রহণ কবিয়া সুখী হউন ইহাই আমাব একমাত্র প্রার্থনা।

শ্রীউদয়চবণ পাল।

গৃহস্থ-জীবন।

অমূল্য-জ্ঞানভাণ্ডার।

ব্যবহার অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পিতা ও কন্যা।

সর্ব্বেশ্বর বিদ্যাবিনোদ সংস্কৃত সাহিত্যে ও দর্শন শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন। তিনি নিতান্ত সেকেলে টুলো ভট্টাচার্য্য ছিলেন না। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার কিছু জ্ঞান ছিল; কলেজে অধ্যাপকতা করিয়া ওষ্ঠদন্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে আজিকালি কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া শেষদশায় গবর্ণমেণ্টের বৃত্তির উপর নিরুপদ্রবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি ছাড়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কিঞ্চিৎ সঞ্চিত অর্থও আছে। কলেজের চাকরী করিবার সময় অন্নপ্রাশন, বিবাহ এবং শ্রাদ্ধাদির নিমন্ত্রণ পত্র ও হক্‌নাহকের ব্যবস্থা দেওযায় বেশ দশটাকা লাভ ছিল। তিনি স্বভাবতঃ কিছু মিতব্যয়ী; তাহাতেই দশটাকা সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার সংসারে অন্নবস্ত্রের কষ্ট ছিল না। এখনও বাজে উপায় কম নাই। যজমান, শিষ্য

সেবকদিগের প্রাত্যহিক নিত্য নৈমিত্তিক কাজকর্ম্মে সংসারের অধিকাংশ ব্যয় সংকুলান হইয়া থাকে এই সকল বিষয় দেখিলে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে সুখী বলা যাইতে পারে। পাঠদশায় আতপ তণ্ডুল আর কদলী ফল ভক্ষণ করিয়া তিনি যে প্রভূত বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহাকে চিরজীবনের তরে সুখী করিয়াছিল তাঁহার সহধর্ম্মিণী এখনও জীবিতা। তাঁহাদিগের দুইটী কন্যা প্রথমা কন্যা কৈলাস বাসিনী তিনি শ্বশুরালয়েই প্রায় থাকেন কনিষ্ঠা কন্যা বিন্দুবাসিনী এখনও পিত্রালয়ে অবস্থিতি করেন, বিবাহের পর এপর্য্যন্ত দ্বিরাগমন হয় নাই একাদশ বর্ষে তাঁহার পরিণয় হয়, যোড়াবছরের অনুরোধে তাহার পরবৎসরটাও কাটিয়াছে এ বৎসর কালশুদ্ধ, শুক্রদেবও পশ্চাতে উদিত, কোন ওজর আপত্তি করিবার উপায় নাই পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বিন্দুবাসিনী কনিষ্ঠা কন্যা, এজন্য তিনি তাঁহার মাতার কিছু অধিক আদরের বিন্দুকে শ্বশুর বাড়ীতে বিদায় দিলে তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিবার কেহ থাকে না, এজন্য কোন মতে তাঁহার ইচ্ছা নয় যে কিছুদিন বিন্দুকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দেন। এজন্য কর্ত্তাকে বিশেষ অনুরোধও করা হইয়াছিল যে শাস্ত্রসঙ্গত কোন প্রতিবন্ধকতার ওজর করিয়া বিন্দুকে আর একটা বৎসর রাখিয়া দেওয়া হয় কিন্তু জামাইটী কুলীনের ছেলে, প্রায় ইংরাজী নবিশ, বিদেশে চাকরী করেন, তিনি বিশেষ অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছেন—না পাঠাইলেই নয়—এজন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্রাহ্মণীর পরামর্শ যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না, কন্যা বিন্দুকে পাঠাইতে স্বীকার করিলেন

তখনও দ্বিরাগমনের দিন নিকট নহে; প্রায় দুইতিন মাস বিলম্ব, কিন্তু গমন অবধারিত হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহিণী একদিন স্বামীকে বলিলেন,—"তোমা’ তাঁরা একান্তই বিন্দুকে লইয়া যায়, তবে আগে থাকতে তার ব্যবস্থা করিয়া রাখা ভাল, বিন্দু সেখানে সকল কাজে যাতে সুখ্যাতি পায় তেমন করতে হবে।"

সর্ব্বে। বিন্দুকে আর সে সব শিখাতে হবে না, সকলেই ত' সে জানে।

বি, মা। তা ব'লে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। কোনকালে কখন কি ব'লে দেওয়া হয়েছে তা কি তার মনে আছে?

সর্ব্বে। আচ্ছা! তবে আমার যা যা শিখাবার আছে শিখাইয়া দিব, বাকী তুমিও সকালে বৈকালে এক একবার কাছে করে বসো।

কর্ত্তব্যকার্য্যে ভট্টাচার্য্য মহাশয় একদিন একমুহূর্ত্তের জন্য ইতস্ততঃ করিবার লোক নহেন। তিনি সেই দিন আহ্নিক করিয়া কন্যা বিন্দুকে আপনার নিকট ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন মা! বাল্যাবধি তুমি আমার নিকট যা কিছু শিক্ষা পাইয়াছ সে সমস্ত মনে আছে ত'?

বিন্দু। সব কথা ঠিক মনে নাই। কতক সম্পূর্ণ মনে আছে, কতক ভাঙ্গা ভাঙ্গা, কতক বা একেবারে ভুলে গিয়াছি; এখন আর একবার বলে দিলে বোধ হয় কখন ভুলিব না।

সর্ব্বে। আচ্ছা, সে ত একদিনে শেষ হইবার নহে, তোমাকে আমি অবসরমত প্রত্যহই ক্রমে ক্রমে তোমার যে সকল বিষয় শিক্ষা করা আবশ্যক সে সমস্তই বলিয়া যাইব,

যে গুলি সহজে স্মরণ হইবার নহে সে গুলি লিখিয়া লইও। তোমাকে আমি বাল্যকাল হইতেই লেখাপড়া শিখাইয়াছি। আশা করি তুমি কন্যা নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিবে।

বিন্দু। আচ্ছা আজি হইতে আপনি সকালে সন্ধ্যায় এক এক বার আমাকে শিক্ষা দিলেই আমি সব মনে করে রাখ্‌বো আর লিখে নেবার কথা যা বল্লেন দরকার হলে তাও কোরবো।

সর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেই দিন হইতেই প্রতিদিন দুইবার করিয়া বিন্দুবাসিনীকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। বিন্দুবাসিনী পিতৃগৃহে থাকিয়া যে সমস্ত বিষয় শিক্ষা পাইয়াছিলেন তাহাই গৃহস্থ-জীবন অমূল্য জ্ঞান ভাণ্ডার নাম দিয়া আমরা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতেছি

"দেখ মা। এখন তুমি বালিকা তোমার সাংসারিক জ্ঞান এ পর্য্যন্ত কিছু মাত্র জন্মে নাই, সংসারে কিরূপে চলিতে হয়, আত্মীয় গুরুজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবাসী, অতিথি-অভ্যাগত, অনুগত দাস-দাসী দিগের সহিত কিরূপ আচরণ করিতে হয় কিছুই তুমি জান না। এমন কি কিরূপে আপনার স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হয়, পীড়া হইলেই বা তৎপ্রতিকারের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হয় ইত্যাদি সংসারের আবশ্যকীয় বিষয় কিছুই তোমার পরিজ্ঞাত নহে বিবাহের পর সবে মাত্র এই তুমি প্রথম বার শ্বশুরালয়ে যাইতেছ এতদিন পিত্রালয়ে আছ, শৈশবাবধি এখানে প্রতিপালিত হইয়াছ—এখানকার সকলের সহিত তোমার আজন্ম পরিচয়। তাহাদের কেহ

তোমার সহিত বাল্যসখীত্ব প্রযুক্ত, কেহ বা তোমার জননীর, কেহ বা আমার ভালবাসার বা ভক্তিশ্রদ্ধার বশীভূত হইয়া তোমাকে ভাল বাসেন অথবা যাহাদিগের সহিত তোমার সর্ব্বদা সহবাস, এমন সখীভাবাপন্ন বালিকারা তোমার নিজ-গুণে তোমাকে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও যত্ন করে, এবং ভাল বাসিয়া থাকে, কিন্তু তুমি অতঃপর সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে যাইতেছ। সেখানে তোমার আত্মীয় অনাত্মীয় কাহারও সহিত জানা শুনা নাই, এবং তাঁহারাও তোমাকে ভালরূপে জানেন না তাঁহারা কিরূপ স্বভাবের লোক তাহা তুমি অবগত নহ, আর তোমারই বা স্বভাব কেমন তাঁহারাও তাহা জানেন না অথচ তোমাকে তাঁহাদিগেরই সহিত চিরদিন বাস করিতে হইবে, তাঁহাদের সুখে সুখী এবং তাঁহাদের দুঃখে দুঃখী হইতে হইবে। যাহাদিগকে ভালরূপ জান নাই তাঁহাদিগের সহিত ভালবাসা বিনিময় করিতে হইবে এ বড় সহজ কথা নহে। যাহার সহিত বাল্যাবধি পরিচয়, যাহার অন্তর্বাহ্য উত্তমরূপ দেখিয়া লইয়াছ, বুঝিয়া চলিতে না পারিলে তাঁহারও সহিত মনের ছোট বড় হয় তবে তুমি বালিকা, বুদ্ধির তত্তটা পরি-পক্কতা জন্মে নাই। এ অবস্থায় অপরিচিত স্থানে অপরিচিত লোকের সহিত এক পরিবারভুক্ত থাকিয়া সুখ্যশ ক্রয় করা অল্প বুদ্ধির কার্য্য নহে। কিন্তু তুমি স্বভাবতঃ যেরূপ শিষ্ট-শান্ত, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, তুমি অল্প আয়াসেই সকলের প্রশংসা লাভ করিতে পারিবে।

চক্ষু কর্ণ নাসিকাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের সকলগুলিরই এক একটী ক্রিয়া, যথা—দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট আছে—কিন্তু

জিহ্বার ক্রিয়া দুইটি, এক স্বাদগ্রহণ, দ্বিতীয় বাক্য কথন দেখ, জগতের সকল রস অপেক্ষা মিষ্ট রস যেমন প্রিয় তেমন আর কিছুই নয়। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে কোথাও বৈষম্য নাই, ইহাতেই তিনি মানবকে যেন শিক্ষা দিয়া রাখিয়াছেন যে, মিষ্টরসাভিলাষিণী জিহ্বার তৃপ্তিজন্য সুরস ব্যতীত কুরসে যেমন প্রবৃত্তি হয় না, তেমনি তাহা হইতে কটুকুবাণ বাক্য নির্গত করিয়া তাহাকে কলুষিত করাও উচিত নয়। কিন্তু নির্ব্বোধ মানব তাহা বুঝিলে ভাবনা ছিল কি? সৃষ্টির প্রত্যেক পদার্থে, প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহার স্বর্গীয় পবিত্র উপদেশ জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে, তাহা সকলে বুঝিয়া চলিলে মানুষের আর দুঃখ কিসের? অতএব সকলকেই মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিবে, কাহারও প্রতি নীরস কর্কশ বাক্য ব্যবহার করিবে না। সংসারে এমন পামর কেহই নাই যে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট না হয়। মিষ্ট কথায় শত্রুও বশীভূত হয়, ক্রোধের একটানা স্রোত উজান বহে, একারণ সর্ব্বদা সকলকে মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিতে ক্ষান্ত থাকিবে না।

তাহার পর সদাচার;—মিষ্টকথা শুনিবামাত্র মন দ্রবীভূত হয় বটে, কিন্তু তাহা কাজে কুলান না হইলে তত্তটা সুখের ভয়ে হয় না। কথার মিষ্টতা কাজে ঘনীভূত করিয়া লইতে পারাকেই সদাচার বলে। মিষ্ট কথা সুগন্ধী পুষ্প, সে পুষ্প যেমন দেখিতে ভাল, ঘ্রাণে তৃপ্তিকর, মিষ্ট কথাও সেইরূপ শুনিয়া কর্ণ জুড়ায়, মনশীতল হয়। সদাচার তাহার ফল,—ফল খাইতেও মিষ্ট, আর উহা ভক্ষণে রসনার যেরূপ তৃপ্তি জন্মে, উদরেরও তেমনি পরিতোষ হয়। সেই সদাচারে লোক আরও বশীভূত

হয় সুমিষ্ট কথা, আর সদাচারে অর্থব্যয় বা কায়িক কষ্ট নাই কুকথা বলিতেও যত সময় লাগে, সুকথা বলিতে তাহার অধিক সময় লাগে না ব্যবহারের পক্ষেও তদ্রূপ তবে যাহাতে লোকের মনে আঘাত লাগে এমন বাক্য প্রয়োগ বা এমন ব্যবহার করা সুবুদ্ধির কার্য্য নহে অতএব সকলের প্রতি সদাচার ও সদ্ব্যবহারশীলা হইবে

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্বশুর ও শ্বশ্রূ।

শ্বশুর শ্বশ্রূ ও অন্যান্য গুরুজনবর্গকে যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিবে। সতত তাঁহাদিগের আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে, যাহাতে মনে কষ্ট বা বিরক্তি জন্মে এমন কোন কাজ করিয়া তাঁহাদিগের অপ্রিয় হইবে না একেত সংসারে থাকিয়া কাহারও অপ্রিয় কাজ করা অনিষ্ট ভিন্ন কদাচ ইষ্টকজনক নহে, তাহাতে আবার তাঁহারা পরমাত্মীয়, সর্ব্বদা তাঁহাদিগের সহিত একত্র বাস করিতে হইবে, তাঁহাদিগের মঙ্গলামঙ্গলের সহিত তোমার ভাল-মন্দের বিশেষ সম্পর্ক সকলের উপর তাঁহারা তোমার পূজ-নীয়। তাঁহাদিগের মনঃকষ্ট জন্মাইলে তাহাতে নানান্ অশুভের সম্ভাবনা, এমত স্থলে তাঁহাদিগকে সদা প্রসন্ন ও প্রফুল্লচিত্ত রাখিবার জন্য তাঁহাদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া চলিবে। কোন কাজ করিতে হইলে তাঁহাদিগের যুক্তি ভিন্ন করিবে না। যৌবনের প্রাধান্যে মনে হঠকারিতা আপনাপনিই আসিয়া উপ-

স্থিত হয় সেই হঠকারিতার বশবর্ত্তিনী হইয়া অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা ব্যতীত কোন কাজ করিলে নানা অনিষ্ট ঘটিতে পারিবে প্রবীণেরা অনেক দেখিয়া শুনিয়, স্বয়ং ঠেকিয়া সাংসারিক সকল বিষয়ে পরিপক্কতা লাভ করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদিগের যুক্তি সকল স্থলে নিতান্ত প্রয়োজনীয় যুক্তি পরামর্শ ভিন্ন সংসারে কোন কাজই করা যায় না। কেহ বা পুস্তক পড়িয়া, কেহ বা বিচক্ষণ বিবেচক ব্যক্তিদিগের বাচনিক পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। সংসারে যাঁহাদিগের সুখ দুঃখের সহিত আপনার সুখ দুঃখ ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট, ও যাঁহারা বয়সে প্রবীণ, একপ গুরুজনের উপদেশ সকলের অপেক্ষা আদরণীয়

শ্বশুরালয়ের শ্বশ্রূর ন্যায় হিতকারিণী ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী কেহ নাই। পুত্র যেমন তাঁহার স্নেহের পাত্র ও আদরের সামগ্রী, বধূও তদ্রূপ, এজন্য তাঁহাকে জননীর সমান জ্ঞানে ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে। তোমার জননী যেমন তোমার মঙ্গলের জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়া থাকেন তোমারও শ্বশ্রূও তদ্রূপ করিবেন এজন্য কদাচ তাঁহাকে ভিন্ন ভাবিয়া ভক্তি শ্রদ্ধা বা যত্নের ত্রুটি করিবে না আপাততঃ তোমার মনে হইতে পারে যে, আপনার বাড়ী ছাড়িয়া পরের বাড়ী যাইতেছ, সুতরাং পরের বাড়ীর যত কষ্ট, যত অসুবিধা সম্ভব, সকলই তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। এই বিবেচনা করিয়া অশেষ ভাবনার সঞ্চার হইতেছে, কিন্তু সে সকল অফল চিন্তাকে মনোমধ্যে স্থান দিবার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না ভাবিয়া দেখ তোমার জননীর জন্মভূমি কোথায়? যে সকল সহচরীর সহিত তিনি বাল্যকাল অতিবাহিত

করিয়াছেন তাঁহারা এখন কোথায়? এমন কি পিতৃকুলের পরমাত্মীয় ভাই ভগ্নী, যাহাদিগকে এক মুহূর্ত্তের জন্য চক্ষের অন্তরাল করিয়া থাকিতে পারিতেন না, তাহারাই বা এক্ষণে কোথায়? তিঁনি সেই পিতা মাতা, ভাই ভগ্নী, আত্মীয় অন্তরঙ্গাদি, জন্মভূমি সকলকে ছাড়িয়া বিদেশকে স্বদেশে, পরকে আপনার করিয়া সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিতেছেন এখন তাঁহাকে স্থানান্তরে গিয়া পরিচয় দিতে হইলে অগ্রে এখানকার পরিচয় দিয়া পশ্চাৎ, আবশ্যক হইলে, পিত্রালয়ের বিষয় বলিতে হয়।

যত দিন বাল্যাবস্থা থাকে তত দিনই বালিকারা পিতামাতার আশ্রয় ও যত্নে রক্ষিতা, তাহার পর একটু বড় হইলে যখন তাহাদিগকে শ্বশুরালয়ে গমন করিতে হয়, তখন হইতে তাহারা স্বামীপ্রভৃতি গুরুজনদিগের আশ্রিতা এখন তোমার বাল্যকাল অতীত হইয়াছে,আর অধীক দিন আমাদিগের নিকট থাকা লোকতঃনিন্দনীয় উপযুক্ত স্বামীর আশ্রয়ে যৌবনকাল অতীবাহিত করা স্ত্রীলোকের শ্লাঘনীয় তাহা হইলে পিতা-মাতা, ভাই ভগ্নী, আত্মীয় স্বজন দিগের নিকট বিলক্ষণ আদর ও সম্ভ্রম থাকে। বিধিবিড়ম্বনায় রমণীগণকে স্বামীভিন্ন অপর আত্মীয়ের আশ্রয় প্রার্থনী হইতে হইলেই তাঁহাদিগকে গলগ্রহ বিবেচনা করিতে হয় পরমাত্মীয় বলিয়া আবদার করিতে সংসারে তাঁহাদের স্বামী ভিন্ন আর কেহই নাই

প্রাণপণেশ্বশুর ও শ্বশ্রূর পরিচর্য্যা করিবে, পরমগুরুজ্ঞানে তাঁহাদিগের আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে কদাচ অপ্রিয় বাক্যপ্রয়োগে তাঁহাদিগের মনে পীড়া জন্মাইবে না তাঁহাদিগের

এক এক বিন্দু অশ্রুক এক একটা অতলস্পর্শ মহাসমুদ্র বলিয়া জানিবে। তোমার অতুল ঐশ্বর্য্য অপরিমেয় সুখের উপর পড়িলেও সেই সমস্তকে রসাতলগত করিতে পারে। তাঁহাদিগের অপ্রসন্নতা তোমার প্রকৃত দুঃখের কারণ বলিয়া জানিবে। এজন্য তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা প্রসন্ন রাখিতে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিবে দৈবাৎ ভ্রমপ্রযুক্ত কোন অপরাধ করিলে তৎক্ষণাৎ কায়মনোবাক্যে মার্জ্জনা প্রার্থনা করিবে, নতুবা তদ্বারা তোমার বিলক্ষণ দুরদৃষ্ট ঘটিবে। তাঁহাদিগের বার্দ্ধক্যে সংসারিক যাবতীয় কার্য্যের ভার আপনি বহন করিয়া তাঁহাদিগকে সুখী ও সচ্ছন্দ রাখিবে। তাঁহাদিগের সেবা শুশ্রূষা করিতে গিয়া যদি অসাবধানতায় মনে কোনপ্রকার বিকার জন্মে, তাহা হইলে আপনার প্রভূত অমঙ্গলের কারণ বলিয়া জানিবে। অতএব শুদ্ধান্তঃকরণে ও সরলভাবে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিবে। স্বামী স্ত্রী জীবনের একমাত্র উপাস্য দেবতা শ্বশুর তাঁহার জন্মদাতা, শ্বশ্রূ তাঁহার গর্ভধারিণী অতএব তাঁহাদিগকে মহৎ দেবজ্ঞানে ভক্তি করিবে। প্রাণপণে তাঁহাদের প্রতি আপনার কর্ত্তব্যকার্য্য পালন করিলে তবে বধূধর্ম্ম রক্ষা করিবে ও প্রচুর পুণ্য সঞ্চিত হইবে, নতুবা দুর্ব্বহ পাপভারে এই বিপদসঙ্কুল সংসার মধ্যে তোমাকে দারুণ দুঃখভোগ করিতে হইবে। তাঁহারা যখন পুত্রগণকে বাল্যাবস্থায় লালনপালন করেন তখন কত আশাকে মনোমধ্যে পোষণ করিয়া থাকেন—পুত্র বড় হইয়া জ্ঞানবান হইবে, দশজনের নিকট সমাদর পাইবে, দশটাকা উপার্জ্জন করিয়া তাঁহাদিগের অসময়ে আনুকূল্য করিবে, বিবাহ দিয়া যে বধূলাভ করিবেন,

তিনি তাঁহাদিগের সেবা ও শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যাদি দ্বারা সামর্থহীন বার্দ্ধক্যক্লেশ দূর করিবেন সংসারে সকল স্ত্রীপুরুষই এইরূপ আশা করিয়া থাকেন এবং এরূপে কার্য্য না হইলে সংসার নিরবচ্ছিন্ন বিষাদময় হইয়া উঠে পিতা-মাতা পুত্র-কন্যাদিগের অসহায় বাল্যকালে প্রতিপালন করেন, পুত্র কন্যাগণ বৃদ্ধ পিতা-মাতার অসময়ে সমধিক যত্ন লইয়ে, সেবা করিবে ইহাই সংসার-ধর্ম্মের প্রধানতম অঙ্গ এবং ঈশ্বরের অভিপ্রেত। না করিলে ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইতে হয়, এবং উহা যে অকৃতজ্ঞতার একমাত্র জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত তাহাতে আর দ্বিরুক্তি করিবার কথা নাই। পিতা-মাতা পুত্রকে লালন পালন করিবেন, আর পুত্র-কন্যাগণ যদি তাঁহাদিগের উপকারের প্রতিশোধ দিবার চেষ্টা না করিয়া উপেক্ষা করে তাহা হইলে সংসার কোন মতে চলিতে পারে না।

পুত্রগণ সর্ব্বদাই অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিষয় কার্য্যে লিপ্ত থাকেন, এজন্য গৃহকর্ম্ম এবং শ্বশুর ও শ্বশ্রূদিগের সেবাদির ভার সাধারণতঃ বধূদিগেরই উপর ন্যস্ত থাকে। অতএব তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা প্রাতঃকালে আপনাপন শিশু পুত্র-কন্যাদিগকে যেমন জলখাবার দেন, স্নানকালে স্নান ও আহারকালে আহার করাইয়া দেন, নিতান্ত স্থবির না হইলে, অর্থাৎ যতদিন তাঁহাদিগের উপযুক্ত সামর্থ থাকে ততদিন স্বহস্তে সে সকল কাজ না করিলেও চলে, কিন্তু তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং তাঁহারা অসমর্থ হইলে উহা তোমার নিজের কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে। গৃহমধ্যে বহুল দাসদাসী থাকিলেও এই সকল কাজ সম্যক-

হবে তাহাদিগের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু সকল সময় সকল স্থানে উপযুক্ত দাসদাসী মিলিয়া উঠে না অতএব এই সকল মহান্ কার্য্যে ত্রুটি জন্মিলে সংসারের নানান্ অমঙ্গল এবং আপনাদিগেরও বিশেষ মনস্তাপের আশঙ্কা আছে। একারণ সততঃ সাবধান থাকিবে যাহাতে তাঁহাদিগের সেবার ত্রুটি না হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বামী।

বাছা বিন্দু যে সকল কথা বলিতেছি যেন পাথরের আঁকের মত তোমার মনে লেখা থাকে, কদাচ ভুলিবে না একটি কথা ভুলিলে তোমাকে সংসারে নানান্ কষ্টভোগ করিতে হইবে, তোমার সংসার দারুণ দুঃখের লীলাস্থল হইয়া উঠিবে, তুমি ভুরি অখ্যাতি জন্মিবে, লোকসমাজে মুখ দেখাইতে পারিবে না, আর আমাদিগকেও অপ্রতিভ হইতে হইবে অতএব দেখিও মা। সাবধান, আমার সকল কথা যেন তোমার মনে থাকে।

দেবতাকে মনের প্রীতি ও ভক্তিসহকারে পুজা ও বন্দনাদি করিলে মনুষ্যের যেমন সকল দুষ্কৃতির খণ্ডন হইয়া বিবিধ সুখোৎপত্তি হয়, স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীকে তেমনি জানিবে। স্বামী স্ত্রীর প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ। রমণীগণের ব্রত উপবাস, দান-ধ্যান, যপ-তপ ইত্যাদি যতকিছু ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান আছে সকলই স্বামী তাঁহারা যদি উপরোক্ত কোন

কর্ম্ম করিতে না পারেন তবে কেবল একমাত্র স্বামীসেবা ও স্বামীভক্তিদ্বারা তাঁহাদিগের অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়। আমাদিগের হিন্দুশাস্ত্রোক্ত কয়েকটী প্রধান ব্রত কথায় কেবল পতিব্রতা ধর্ম্মের অপার মহাত্ম্য বর্ণিত দেখিতে পাইবে, এবং আমাদিগের যাবতীয় প্রাতঃস্মরণীয়া আর্য্যরমণীদিগের বহুল গুণ কীর্ত্তন পুরাণাদি গ্রন্থে পাঠ কর, তাঁহাদিগের সকলেই যার পর নাই পতিপরায়ণতার জন্য প্রসিদ্ধ। যাবতীয় সদ্‌গুণের মধ্যে স্ত্রীগণের পাতিব্রত্যগুণই উৎকৃষ্ট। পতিদ্বেষিণী স্ত্রীলোক সহস্রগুণে গুণবতী হইলেও নিন্দনীয়া জানিবে

পরমেশ্বরী দুর্গা যিনি ব্রহ্মাণ্ডের রক্ষা ও পালনকর্ত্রীরূপে কীর্ত্তিত, তিনি পরমা পতিব্রতা বলিয়া তাঁহার অপর একটি নাম সতী। সেই সতী পতিনিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ দ্বারা আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। দময়ন্তীর পতিপ্রাণতা দেখ। স্বামী রাজ্যেশ্বর, তিনি রাজ্যেশ্বরী ছিলেন, স্বামী বনবাসী তিনিও তাঁহার সঙ্গে বনগামিনী হইলেন প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য স্বামী কত বুঝাইলেন, কত উপদেশ দিলেন, কিছুতেই ফিরিলেন না। পরিশেষে বনে কত কষ্ট দৈবদুর্বিপাক, কত যন্ত্রণা, কিন্তু তাঁহার অটুট পতিভক্তি ও কায়মনঃ বাক্যে পতিসেবার ফল কোথায় যাইবে? সেই রাজ্যধন, সেই সুখৈশ্বর্য্য, সেই আত্মীয়-স্বজন সকলই ফিরিয়া পাইলেন। মহারাজ রামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী জানকী, রাজা দশরথের পুত্রবধূ দৈবতঃ তাঁহার স্বামী বনগমনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন সাধ্বী স্বামীর অনুগমন করিলেন, অরণ্যে অশেষ কষ্ট পাইলেন, দুরাত্মা রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা, যার পর নাই নিপীড়িত, দারুণ দুর্দশা-

প্রস্তা হইয়া পরে তাঁহার সেই দুঃখের পরিহার হইল পট্টেশ্বরী হইয়া কোশলরাজ্যের সিংহাসনে বসিলেন অদৃষ্ট চক্রের আবর্ত্তনে পড়িয়া আবার তাঁহাকে বনবাসিনী হইতে হইল স্বামীর প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা হইয়াও তৎকর্ত্তৃক নির্ব্বাসিতা হইলেন, কিন্তু এরূপ অবস্থাতে ও একদিনের জন্য তাঁহার প্রভুত পতিভক্তির বিন্দুমাত্রও অপচয় হয় নাই ; তিনি প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের নিকট স্বামীর মঙ্গলকামনা করিতেন

এই সকল মহিয়সী কীর্ত্তিশালিনী রমণী অশিক্ষিতা ছিলেন না তাঁহারা আজিকালিকার সভ্য দেশীয়া স্ত্রীলোকগণ অপেক্ষা নানা শাস্ত্রে পারদর্শিনী ছিলেন তাহার দৃষ্টান্তস্থলে খনা ও লীলাবতীর উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে . আজিকালিকার মহিলাগণও শিক্ষিতা হইতেছেন বটে, কিন্তু আমাদিগের সমাজে এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষার যত আগ্রহ, আবার স্থল-বিশেষে তত হাহাকারের কথাও শুনা যাইতেছে অধুনা দেশমধ্যে অনেকেই স্ত্রীশিক্ষার অনুকূল, আবার অনেকেই তাহার প্রতিকূল দেখিতে পাওয়া যায় যে কালে ভারত পৃথিবীর মধ্যে সভ্যতম দেশ বলিয়া পূজিত, ভারতীয় ললনা পৃথিবীর সমস্ত রমণীর আদর্শস্থানীয়া, যাঁহাদিগের পতিভক্তি ধর্ম্ম প্রবৃত্তির কথা পুরাণ ও ইতিহাসে পড়িতে পড়িতে শরীর শিহরিয়া উঠে, মন পুলকিত হয়, যাঁহাদিগের সদ গুণরাশির বিষয় পাঠ করিতে করিতে মন গলিয়া যায়, যাঁহাদিগের মনের উচ্চতার পরিমাণ করিতে পারা যায় না, যাঁহাদিগের অসাধারণ স্বার্থত্যাগ, অলৌকিক আত্মনির্য্যাতনের কথা স্মরণ-করিয়া দেবতা বলিয়া ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে ইচ্ছা হয়, সেই দেশে

সেই সকল প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীগণের সন্ততিদিগের বিদ্যাশিক্ষা আজি উপহাসের মধ্যে হইয়াছে, শুনিতে কষ্ট বোধ হয়। স্ত্রীশিক্ষার বিরোধীগণ বলেন, এখনকার অঙ্গনাকুল শিক্ষালাভ করিয়া বিলাসপ্রিয় হইয়া উঠেন, সংসারের অপর সকলের সহিত বড় সহানুভূতি রাখেন না, ততটা লজ্জাশীলতা ভাল বাসেন না, স্বামীকে সেকালের মত দেবমূর্ত্তিতে দেখেন না। বাছা বিন্দু! আমি এসকল কথা লইয়া বড় অধিক বাদ প্রতিবাদ করিব না, তবে এইমাত্র বলিব যে এই সকল দোষপরিহারের জন্যই স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন। তুমি বুদ্ধিমতী স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমার আর কিছু বলিবার আবশ্যক নাই।

এই কর্ম্মভূমি পৃথিবীতে স্ত্রীপুরুষের শারীরিক মানসিক বৈষয়িক ব্যাপারে এতদূর ঘনিষ্ঠতা আছে যে আর কাহারও সহিত ততটা নাই। স্ত্রীপুরুষ পরস্পরের অনুরূপ না হইলে দম্পতির মধ্যে সুখশান্তির প্রত্যাশা বড়ই কম। অনেকস্থলে প্রায়ই একজনকে উভয়ের মধ্যে প্রবল পক্ষের মতানুসরণ করিতে হয়। এজন্য উভয় পক্ষেরই সুশিক্ষিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সুখে সম্পদে, আপদে বিপদে, স্ত্রী স্বামীর চিত্তবিনোদনে ও তাঁহাকে মন্ত্রীর ন্যায় পরামর্শদানে যত্নশীলা থাকিবেন। স্বামীও তাঁহার পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য। বাধ্য বলিয়া কি ন্যায়ান্যায় বিবেচনা না করিয়া তাঁহার স্ত্রীর উপদেশ পালন করিবেন? কখনই না। স্বামীকে পরামর্শ-দিতে স্ত্রীর যেরূপ অধিকার আছে, সেই পরামর্শ ন্যায় কি অন্যায় তাহা বিবেচনা করিবার জন্যও তিনি ধর্ম্মতঃ সেইরূপ বাধ্য।

স্বামী যদি ভালমন্দ বিবেচনা না করিয়া তাঁহার যুক্তিমত কার্য্য করেন এরূপ হয়, তবে অসৎ বিষয়ে যুক্তি দিবার জন্য স্ত্রী তাঁহার পাপভাগিনী হইবেন।

অনেক সভ্যতাভিমানিনী মহিলা মনে করেন তাঁহারা স্বামীর সহধর্ম্মিণী, স্বামীর সুখ দুঃখের অংশভাগিনী, স্বামীর সময় অসময়ে পরামর্শদায়িনী অতএব ন্যায়ের চক্ষে দেখিতে হইলে একত্র খাওয়া-দাওয়া, সর্ব্বদা বসা দাঁড়ান একত্র কাজ কর্ম্ম, হাট বাজার সকলই করিবার তাঁহাদের অধিকার আছে, কিন্তু সে গুলি নিতান্ত দূষণীয় আমাদিগের হিন্দুপরিবার মধ্যে এই সকল প্রথা সর্ব্বত্র সকল সময়ে বজায় করিয়া নিরাপদে চলিতে পারা যায় না অনেক সময় এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, তাহাতে সম্ভ্রম রক্ষাকরা কঠিন হইয়া উঠে, এবং তদ্দারা নানা প্রকার বিপদ ঘটিয়া থাকে ও বিলক্ষণ মনকষ্ট সহ্য করিতে হয় অবরোধ প্রথা অনেকাংশে দূষণীয় বটে, আবার অনেকাংশে মঙ্গলদায়িকা তাহার সন্দেহ নাই কিন্তু আমাদিগের দেশের সমাজের এবং আমাদিগের নিজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এই বর্ত্তমান প্রথা প্রচলিত থাকায় আমাদের কোন অমঙ্গল নাই যাহাতে অমঙ্গল নাই, অথচ যাহা উঠাইয়া দিলে কোন বিশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা আপাততঃ দেখিতে পাওয়া যায় না, এরূপ স্থলে উহা থাকিলে ক্ষতি কি? অন্তঃপুরে থাকিয়া স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষালাভ, জ্ঞানালোচনা সকলই চলিতে পারে অন্তঃপুরের বাহির হইলেই যে শতগুণে তাহার বৃদ্ধি হইবে এমন কোন কথা নাই।

বন্ধু, তুমি আমার নিকট বাল্যাবধি শিক্ষালাভ করিতেছ,

সময়ে সময়ে তোমাকে আমি সাংসারিক নানা বিষয়ের উপদেশ দিয়াছি। বিবিধ বিদ্যায় তোমার মন পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। পতিভক্তি, পতিসেবা ও পতিপ্রাণতাসম্বন্ধে তোমাকে আমি অধিক আর কি বলিব? যেমন তর্কদ্বারা ঈশ্বরাবধারণ অসম্ভব, তদ্রূপ নারীজন্মে স্বামী যে একমাত্র উপাস্যদেবতা, ভবসমুদ্রের একমাত্র কর্ণধার, সংসার সুখের অদ্বিতীয় বিধাতা, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব তাঁহার প্রতি অচলা ভক্তি রাখিয়া তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিবে। তাঁহার গুরুত্ব তোমার অপেক্ষা অনেক অধিক; তুমি কোন অংশে তাঁহার তুল্য বলিয়া অভিমান করিবার অধিকারিণী নও।

পাশ্চাত্য সভ্যতাভিমানী জাতিদিগের মধ্যে দাম্পত্য প্রেমের ভিন্ন মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদিগের মধ্যে স্ত্রীপুরুষের উভয়ের সমান আধিপত্য, সমান মর্য্যাদা এবং সমান আনুগত্য থাকা আবশ্যক, এবং স্ত্রীপক্ষে এতাবতের অধিক ব অধিক দেখা গিয়া থাকে। এজন্য তাঁহাদিগের পুরুষজাতিকে যে সময়ে সময়ে গুরুতর অত্যাচার ভোগ করিতে হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যে দেশে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতার সমান অধিকার, সেই দেশে উভয়ের মনোবিচ্ছেদের অধিকারও তদ্রূপ, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। যে গৃহস্থলী মধ্যে স্ত্রীপুরুষে মনোবিচ্ছেদ থাকে, সেই গৃহস্থলীতে অশান্তিরও অভাব থাকে না। অতএব সতত স্বামিসকাশে শান্ত ও বিনীতভাবে অনুগত ও তাঁহার বশবর্ত্তিনী থাকিবে, তাহা হইলে তিনিও তোমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিবেন। উভয়ের সম্প্রীতি সংসার শান্তি ও সুখের আশ্রয় হইবে। কলহ

এ বিবাদ প্রাণপণেও গৃহস্থলী মধ্যে পাদবিক্ষেপ করিতে সক্ষম হইবে না, তাহা হইলে সকল সুখে সুখী হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দেবর ও অন্যান্য আত্মীয়।

আমাদিগের হিন্দু পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের পরস্পরের মধ্যে যাদৃশ সহানুভূতি ও আত্মীয়তার বন্ধনী যেরূপ দৃঢ়ব্যাপিনী, একের সুখ দুঃখ নিতান্ত আত্মীয় ব্যতীত অন্যান্য দূরসম্পর্কিত ব্যক্তিগণের সুখদুঃখের সহিত যত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ, এমত আর কোন জাতির ভিতর নাই। আমাদিগের পরিবারমধ্যে পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রকন্যা সহোদর সহোদরা, পিতৃব্য পিতৃব্যপত্নী, পিতৃব্যপুত্র পিতৃব্যকন্যা নিতান্ত আত্মীয়। তাঁহাদিগের সহিত আমরা একান্নবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগের সুখদুঃখে আপনাদিগের সুখদুঃখ জ্ঞান করিতে আমরা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য। এতদ্ব্যতীত অবস্থাবিশেষে পিতৃস্বসা মাতৃস্বসা, মাতুলপুত্র মাতুলকন্যা, ভাগিনেয় প্রভৃতি কুটুম্বদিগকেও আমরা একপরিবারভুক্ত করিয়া প্রতিপালন করিবার জন্য দায়ী, তাহা না করিলে লোকতঃ নিন্দাভাজন ও ধর্ম্মতঃ পতিত।

অন্যান্য জাতিদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা ব্যতীত অন্য কেহ অবশ্যপালনীয় নহে।

অপর সকল অনুগ্রহ পাত্র, তাঁহাদিগের ভরণপোষণভার গ্রহণ করিতে পারিলে পুণ্য ও প্রশংসা আছে, নিন্দা নাই, কিন্তু আমাদিগের মধ্যে সেরূপ নহে এই জন্যই একজন হিন্দুর পরিবার যত বড় অন্য জাতির পরিবার তাহার চতুর্থ ভাগের একভাগ অপেক্ষাও কম আমাদিগের মধ্যে আত্মীয় প্রতিপালনের প্রথা এরূপ বলবতী বলিয়াই আমাদিগের মধ্যে স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বনের প্রাধান্য অধিক। যেখানে দেখিবে বড় দাদা বা পিতৃব্য বা মাতুল দশ টাকা উপার্জ্জন করেন, দশ জনকে প্রতিপালন করিতে ক্ষমবান, সেই খানেই দেখিবে ছোট ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয় বা শ্যালকশ্রেণীস্থ দুই এক জন নন্দলালীগোচ বিলাসদাস আছেন এই সকল আলালেরঘরের দুলালেরা অল্প বয়স হইতে অপরের গলগ্রহ হইয়া আপনাদের আখের নষ্ট করিয়া বসে ও চিরকাল কষ্ট পায়

এইরূপ হয় বলিয়া আমি কিছু এমন কথা বলিতেছি না যে সকল পরিবার মধ্যেই এইরূপ গলগ্রহ ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয় প্রভৃতির আত্মীয় আছেন থাকুন চাই নাই থাকুন যাহারা হউন কেন তাঁহারা গলগ্রহ হউন বা পরপ্রতিপালক হউন, তাঁহাদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে হইবে আমাদিগের হিন্দুপরিবার এইরূপেই চলিয়া আসিতেছে আমাদিগের আত্মীয়পালন প্রধান ধর্ম্ম নীতি। পরিবার ... যে ... দশ টাকা উপার্জ্জন করিলে যাহার মন ... ... না হয় বা তাহার প্রতিকারের জন্য ... ... তিনি ... মধ্যে নীচ ঈশ্বরের নিতান্ত বিড়ম্বিত, তিনি ... মনুষ্যত্ব দূষিত

তুমি শ্বশুরালয়ে গিয়া কাহারও সহিত অসদ্ভাব বা অসদাচরণ করিবে না। তোমাকে সোজা কথায় বলিতেছি, সংসারে আসিয়া যিনি যত অধিক লোকের প্রিয় তিনি তত পুণ্যবান। পরানুগ্রহলাভ অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। বহুগুণ না থাকিলে লোকের প্রিয় হওয়া যায় না। দেখ, কেহ কেহ এমনিই সৌভাগ্যবান যে, পথের পথিকের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহাকে এমন আপ্যায়িত করিতে পারেন যে, বিদায়কালে তিনি প্রকৃত দুঃখানুভব করেন। আবার কোথায় কিরূপে সাক্ষাৎ হইবে তাহার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। আবার কেহ কেহ এমন দুর্ভাগ্যবান্ যে, পরিবারস্থ ভাই ভগ্নী, পিতামাতা প্রভৃতির সহিত কলহ করিয়া তাঁহাদের অপ্রিয় ভাজন হয়। পৃথিবীতে এমন নৃশংস কেহই নাই যে বিনয় ও শিষ্টাচারে বশীভূত হয় না। অতএব অন্যের প্রিয় হইতে হইলে বিনয় ও শিষ্টাচার অবলম্বন করিতে হইবে। বিনয়গুণে পরম শত্রুও বশীভূত হয়, অতএব বিনয় ও শিষ্টাচারে কি ছোট কি বড় সকলকেই পরিতুষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে।

পিত্রালয়ে ছোট ভাই, আর শ্বশুরালয়ে দেবর, সমান ভালবাসার সামগ্রী। এতদুভয়ের সহিত সম্বন্ধ যেমন নিকট সহানুভূতিও তেমনি মধুর। আমাদিগের হিন্দুশাস্ত্রে দেবর পুত্রবৎ পালনীয়। অতএব তাহাদিগের যত্নলইতে তাহাদিগকে স্নেহকরিতে কদাচ উপেক্ষা করিবে না। পরিবার মধ্যে যতই ভালবাসা দেখাইতে পারিবে সংসার ততই সুখময় হইবে। তাহাদিগকে সময়ে খাইতে দেওয়া, তাহাদিগের অসুখ করিলে উপযুক্ত ঔষধ দেওয়া এবং মাতৃ-

স্থানীয় হইয়া তাহাদের সকল আবদার সহ্য করিতে পারিলেই তোমার কর্ত্তব্য পালন করা হইল। সাংসারিক কার্য্যের ব্যস্ততা হেতু তাহাদিগের প্রতি কদাচ বিরক্তিভাব প্রদর্শন করিবেনা। সদা সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবে। ধীর শান্তমতি স্ত্রীলোক সংসারে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা, কখন তাঁহার কষ্ট হয় না। তিনি চিরকাল সুখে সচ্ছন্দে হাসিতে হাসিতে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া সংসার হইতে বিদায় লইতে পারেন। অতএব সাবধান হও, কদাচ কাহারও প্রতি অপ্রিয় ব্যবহার করিও না।

স্বামীর অগ্রজ স্ত্রীদিগের পিতৃস্থানীয়। শ্বশুর যেমন ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র, তিনিও তদ্রূপ। তাঁহার প্রতি সতত ভক্তিমতী থাকিবে। তিনি তোমাদিগের পরম হিতেচ্ছু। সামান্যা স্ত্রীলোকেরা তাঁহার ও দেবরের সহিত জ্ঞাতিভাব অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা ঝগড়া করে; স্বামীর সহিত তাঁহাদিগের মনোবিচ্ছেদ ঘটাইয়া সংসার মধ্যে নানাপ্রকার অমঙ্গলের সঞ্চার করে, তাহাতে কোনমতে মন্দ বই ভাল হয় না। পরিবারস্থ সকলে একত্র থাকিয়া যে কতসুখ তাহা তাহারা কখন জানে না। পৃথক হইয়া স্ত্রীপুরুষে ভাল খাইব, ভাল পরিব, অপরাপর আত্মীয়গণের দুঃখ চক্ষু মিলিয়া দেখিব। তাহারা যেরূপ উপায়ক্ষম তাঁহাদের অদৃষ্ট যেমন তাহার ফলভোগ করুক কেন তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া আপনারা কষ্ট পাই? যে সকল স্ত্রীলোক এরূপ মনে করে তাহারা সকলের ঘৃণার সামগ্রী,— তাহাদের মন অতি সংকীর্ণ, সংসারে ভগবান তাহাদিগকে কখন সুখে রাখেন না। যিনি দশজনের দুঃখ চিন্তা করেন ও তাঁহাদের দুঃখ স্বাপ-

নার বলিয়া জ্ঞান করেন, ঈশ্বর তাঁহার ভাল করেন, তাহাকে কখন কষ্ট পাইতে হয় না।

এইবার তোমার স্বামীর সোদরপত্নীগণের সহিত ব্যবহারের কথা বলিব তাঁহাদিগের সহিত ব্যবহারেই তোমার সদাচার ও সচ্চরিত্রার প্রকৃত প্রমাণ পাওয়া যাইবে, আর তাঁহাদিগকে সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলেই তোমার সুখ্যাতি সর্ব্বত্রব্যাপিনী হইবে। মনে করিয়া দেখ, তাঁহারা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন বংশোদ্ভুতা, ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে একত্র সম্মিলিতা, পরস্পর সকলেই অপরিচিতা, এবং সকলেই বিভিন্ন প্রকৃতির হওয়া সম্ভব কিন্তু এক পরিবারস্থ হওয়ায় সকলকেই পরমাত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইতে হইয়াছে, সকলেরই সহিত সহোদরার ভাব অবলম্বন করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলে তবে সুখী হইতে পারিবে, নতুবা মহান্ অনর্থের সম্ভাবনা, চিরকাল যে জ্বালাতন হইতে হইবে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই সংসারে, এমন কি সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একজন মনেরমত লোক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু অবস্থাবিশেষে পাঁচ সাত বা ততোধিক লোককে লইয়া চলিতে হইবে তাঁহাদিগের সহিত কোন বিষয়ে মনোমালিন্য ঘটিলে সংসারে সকল কাজ পণ্ড হইবে ধন বল, মান বল, যশ বল, সকলই বিফল হইবে অতুল ঐশ্বর্য্য, বিষয় বিভবের উপর বসিয়া থাকিয়াও সুখী হইতে পারিবে না। আর হয়ত দুসন্ধ্যা দুবেলা এক এক মুষ্টি শাকান্ন ভোজনেও তাঁহাদিগের সহিত সম্প্রীতি থাকিলে অতুল সুখে সুখী হইতে পারিবে এরূপ স্থলে বড় সাবধান ও বড় যত্নবতী হইয়া কাজ

করিতে হইবে দেখিও যেন একটু মাত্র বৈপরীত্য না ঘটে তাঁহাদিগের সহিত সদ্ভাব বজায় রাখিবার একমাত্র উপায় স্বার্থত্যাগ যে বিষয়ের জন্য পক্ষাপক্ষ হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে একটু ত্যাগস্বীকার করিলেই আর কিছু হয় না। সকল বিরোধ আপনা হইতেই মিটিয়া যায় স্বার্থ লইয়াই সংসারে যত বিবাদ, যত কলহ, যত মনোবাদ এই স্বার্থ পূর্ণমাত্রায় বজায় করিতে গেলেই অপরের সহিত মনোমালিন্য জন্মিবে সেরূপ ত্যাগ স্বীকার যার পর নাই উন্নত মনের লক্ষণ তাহার সন্দেহ নাই সকলের দ্বারা তাহা হইবার নহে, কিন্তু চেষ্টা করিলে যে সকলে পারেন না এমনই কথা কি? সকলের মন সমান হইলে আর সংসারে দুঃখ কিসের? আমার বিশ্বাস আছে যে তুমি কলহপরায়ণা নহ, সামান্য বিষয়ে তোমার মন ন্যায়পথভ্রষ্ট হইবার নহে, তুমি অনায়াসে আপন মহত্ত্বের পরিচয় দিয়া সাধারণ্যে সুখ্যাতি লাভ করিতে পারিবে

এতদ্ব্যতীত অপর সকলের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাহা আর বিস্তারিত বলিতে হইবে না সামান্যতঃ আমার উপদেশ এই যে সকলেরই প্রিয় কার্য্য করিবে, তাহা হইলে সকলেই তোমাকে ভাল বাসিবে কাহারও সহিত কখন অপ্রণয় ঘটিবে না

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দাস-দাসী

সংসারে আত্মীয় অন্তরঙ্গের পরেই দাস দাসীর সহিত আমাদিগের সংস্রব অনেকটা ঘনীভূত। আমাদিগের পরিচর্য্যা ও আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য বেতন দিয়া যে সকল দাস দাসী রাখি, তাহাদিগের সহিতও আমরা সদাচার ও সদ্ব্যবহার করিতে বাধ্য। সত্য বটে আমরা তাহাদিগের পরিশ্রমের বেতন, বস্ত্র ও আহারীয় প্রদান করিয়া থাকি কিন্তু তাহা হইলেও তাহাদিগের প্রতি কর্কশ ব্যবহার বা অসাধু বাক্য প্রয়োগ করা নিতান্ত অন্যায়। যেহেতু প্রধানই হউন, আর নিকৃষ্টই হউন, প্রভুই হউন আর ভৃত্যই হউন, সকলেরই আপনাপন অবস্থাগত আত্মসম্ভ্রম আছে, সেই সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া বাক্য প্রয়োগ করা ও উপযুক্ত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। যাহার যেরূপ সম্ভ্রম ও পদমর্য্যাদা আছে তাহার ক্ষতি হইতে পারে এমন বাক্য প্রয়োগ করিলে বা তাহার প্রতি তাদৃশ ব্যবহার করিলে মনঃক্ষোভ জন্মিতে পারে। কাহারও মনঃকষ্ট হয় এমন বাক্য ব্যবহার করা নিতান্ত গর্হিত।

দাসদাসীগণের প্রতি মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ ও সদ্ব্যবহার করিলে তাহাদিগের মন আপনা হইতেই কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ও প্রভুর আজ্ঞাপালনে প্রবৃত্ত থাকে এবং তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে তাহাদিগের মন স্বতঃই উৎসুক হয়। কঠোর ও অপ্রিয় বাক্য উচ্চারণ করিতে যত সময় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন,

মিষ্ট ও প্রিয় বাক্য সম্বন্ধেও তদ্রূপ একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রত্যুত মিষ্ট কথায় মন পরিতুষ্ট থাকিলে সহজে ও অল্প সময়-মধ্যে তাহাদের নিকট কাজ পাওয়া যায়। এজন্য চতুর প্রভু কখন আপনার ভৃত্যবর্গের প্রতি অসদ্ব্যবহার করেন না, বরং তাহাদিগকে সতত সদাচারে বশীভূত রাখেন অনেকে মনে করেন দাস-দাসীদিগের প্রতি পুরুষ ও অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ-করিলে কর্ত্তব্য-কার্য্যসম্পাদনে তাহাদিগের সাবধানতা ও আগ্রহ থাকে কিন্তু তাহাতে কার্য্যহানির সম্ভাবনাও অল্প নহে নিঃশঙ্কচিত্তে কোন কাজ করিতে পারিলে তাহা যেমন সুন্দর ও সহজে করা যায়, মনের সঙ্কোচ বা আশঙ্কা রাখিয়া করিলে তেমন হয় না।

তাহাদিগের প্রতি সদা প্রসন্নচিত্ত থাকিবে, দয়া করিবে দৈবাৎ কোন অপকার্য্য করিলে ক্ষমা করিবে। মনে মনে তাহাদিগকে অপত্যবৎ ভাল বাসিবে, কিন্তু সেই ভাল-বাসা মনের গভীরতম প্রদেশে প্রচ্ছন্ন রাখিবে। যেন লঘু পদার্থের ন্যায় ভাসিয়া বেড়াইতে না পায়। সেরূপ করিতে না পারিলে,—তাহারা প্রায়ই নিম্ন শ্রেণীর লোক, লেখাপড়াজ্ঞান একবারেই নাই, স্বভাবতঃ চপলপ্রকৃতি—হয়ত প্রশ্রয় পাইয়া তোমার কার্য্যহানি করিবে; এবং তাহারা অল্প বেতনভুক, অল্পবুদ্ধির লোক, প্রায়ই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, এজন্য তাহাদি-গকে উপদেশের দ্বারা আপনার কার্য্যসাধনোপযোগী করিয়া লইতে হয়। অন্যায় কার্য্য করিলে একবার দুইবার তিনবার পর্য্যন্ত ক্ষমা করা যাইতে পারে, তাহার পর মিষ্টবাক্যে ভৎর্সনা করিয়া তাহার কৃত মন্দকর্ম্মের অপকারিতা বুঝাইয়া দিলে বোধ

হয় এমন নির্ব্বোধ কেহই নাই যে সে পুনর্বার সেইরূপ কাজ করিয়া প্রভুর অপ্রিয়ভাজন হইবে। দাসদাসীরাও স্বভাবতঃ প্রভুতুষ্টির জন্য প্রাণপণ যত্ন লইয়া থাকে।

প্রভুভক্ত ভৃত্যেরা প্রভুর প্রভূত মঙ্গলকামনা করিয়া থাকে; প্রভুর হিতের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে পরাঙ্‌মুখ নহে। সেরূপ ভৃত্যের সাধুকার্য্যের সর্ব্বদা পুরস্কার দিবে। তাহা-হইলে সৎকার্য্যে তাহাদিগের প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে, এবং তদ্দ্বারা ভৃত্যশ্রেণীস্থ অপরাপর লোকেরও প্রভুসেবায় উৎসাহ বাড়িতে থাকিবে।

পুরাতন ভৃত্য অন্য পরিবারস্থ হইলেও প্রভুপরিবারের সহিত দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠতায় তাঁহার পরিবারের মধ্যে দশ জনের এক জন হইয়া উঠে। তখন সে সংসারের ভাল মন্দ সকল বিষয় অবগত হয়; বিশ্বস্তভাবে কাজ করায় সংসারের গুহ্যাদপি-গুহ্য কিছুই তাহার অপরিজ্ঞাত থাকে না। তাহার প্রতি স্নেহ ও মমতা অনেকটা বৃদ্ধি পায়। তাহার সুখ-দুঃখে সাহানুভূতি জন্মে; এরূপ হইলে সেই ভৃত্যকে পরিত্যাগ করা বিচক্ষণ প্রভুর পক্ষে কোনমতে শ্রেয় নহে। আমাদের শাস্ত্রে বলে, "প্রাচীন ভৃত্যকে পরিত্যাগ করা দুরদৃষ্টের লক্ষণ, অতএব বহু-দিন প্রতিপালিত দাসদাসীকে হটাৎ পরিত্যাগ করিবে না।"

ভৃত্য ব্যতীত ভদ্রলোকের একদণ্ড চলিবার উপায় নাই। গৃহস্থলীর কার্য্য করিতে ভৃত্য চাই, বিদেশে যাইতে হইলে ভৃত্যের প্রয়োজন, ভৃত্য ব্যতীত কোনমতে সম্ভ্রম রক্ষা হয় না। এজন্য ভদ্রপরিবার মাত্রেই এক একটি ভৃত্য থাকা চাই, এবং তাহার সহিত সদ্ব্যবহারে আপনার সুখে তাহাকে সুখী ও দুঃখে

দুঃখী এরূপ করিয়া চলিতে পারিলে বড়ই সুখের বিষয় হয় ভৃত্যপ্রতিপালক প্রভু সৌভাগ্যবান তাহার সন্দেহ নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গৃহ ধর্ম্ম

প্রতিদিন প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া মুখ হাত ধুইবে গৃহদ্বার পরিষ্কার করিবে, বাড়ীর পরিবারদিগের সকলের সংবাদ লইবে—তাঁহারা কে কেমন আছেন; কেননা যদি কাহারও শরীর মন্দ থাকে, তবে তাঁহার আহার, বা আবশ্যক হইলে ঔষধাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই কাজটী ও পরে যাহা যাহা বলিতেছি সমস্তই বাড়ীর গৃহিণীর অবশ্যকর্ত্তব্য, নতুবা গার্হস্থ-ধর্ম্ম সুন্দররূপে রক্ষা করাযায় না। তাহার পরে ছোট ছোট বালক-বালিকাদিগের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা করিবে এমন সময়ে পরিবারদিগের আত্মীয়ের বন্দোবস্ত করিয়া বাজার করিতে পাঠাইবে। এই সকল কাজ সারিয়া নিজে স্নান করিয়া আসিবে; স্নানের পর পাকের আয়োজন করিয়াদিবে। গৃহস্থের মধ্যে পৃথক পাচিকা থাকুক বা নাই থাকুক, এ কাজটি তুমি নিত্য নিজে দেখিবে। বাজারের জিনিষপত্র যাহা আনিতে দিবে স্বয়ং তাহা দেখিয়া লইবে। পাকানুষ্ঠান হইয়া আসিলে বাড়ীর পুরুষদিগকে স্নান করিবার কথা জানাইবে তাঁহারা স্নান করিয়া আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহাদিগের স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে জল-যোগের জন্য কিছু কিছু খাবার রাখিবে। তাহার পরে যখন তাহাদের জলযোগ হইয়া যাইবে, স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহা-

দিগকে আহারাদি করাইবে। যেন আহারীয় দ্রব্য পরিষ্কার স্থানে ও পরিষ্কার পাত্রে দেওয়া হয়, খাবারগুলি যেন পরিচ্ছন্ন হয়, আপনি তাহা দেখিয়া দিবে। সত্যবটে আমাদিগের দেশের রীতি অনুসারে শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনদিগের সাক্ষাতে বাহির-হওয়া লজ্জাহীনতার পরিচায়ক, কিন্তু আজিকালি অনেকে সেটা ততদূর দূষণীয় মনে করেন না, এজন্য আমার বক্তব্য যে, যে পরিবার মধ্যে এসম্বন্ধে যেরূপ প্রথা প্রচলিত আছে তাহাই করিবে সাক্ষাতে উপস্থিত না হইযাও যে তাঁহাদিগের আহারাদির তত্ত্বাবধারন করা যায় না এমন নহে। অন্তরালে থাকিয়া ছোট ছোট বালক-বালিকাকে দিয়া তাঁহার তদ্বির করা যাইতে পারে।

তাঁহাদিগের আহারাদি শেষ হইলে বালক বালিকাদিগকে আহার করাইবে তাহাদিগকে আহার করাইবার সময় কোনমতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার দিবে না; তাহাতে তাহাদিগের পীড়া জন্মিতে পারে। এমন অনেক স্ত্রীলোক আছেন যাঁহারা মনে করেন অপরিমিত খাবার দিয়া দিবা-রাত্র বালক-বালিকাদিগের উদরপূর্ণ রাখিতে পারিলেই যেন তাহারা বলিষ্ঠ ও বর্দ্ধিতাঙ্গ হয়; বাস্তবিক তাহা বড় ভ্রমের কাজ। অল্প পরিমাণ খাদ্য সুন্দররূপে জীর্ণ করিতে পারিলে শরীরে বল হয়, আর অধিক আহার করিয়া তাহা জীর্ণ করিতে না পারিলে অজীর্ণ দোষে নানা প্রকার পীড়া জন্মে

ইহার পরে অনুসন্ধান করিবে কোন অতিথি অভ্যাগত উপস্থিত হইয়াছে কিনা আমি এমন কিছু বলিতেছি না যে তাহারা তোমার ঐ সমস্ত কাজের পূর্ব্বে উপস্থিত হইলেও

তুমি আপনার পরিবারস্থ সকলকে আহারাদি করাইয়া তবে তাহাদের অনুসন্ধান করিবে দাসদাসীরা যাহারা সর্ব্বদা অন্তঃপুরের বাহিরে অবস্থিতি করে, তাহাদিগকে বলিয়া রাখিবে, অতিথি অভ্যাগত আসিয়া আহারীয় প্রার্থনা করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের সৎকারের ব্যবস্থা করিয়া দেয় তবে এই সমস্ত লোক প্রায়ই মধ্যাহ্ন সময়ে গৃহস্থের আশ্রয় লয়, এই জন্য বিশেষ করিয়া বলিতেছি, যে আপনারা আহার করিবার পূর্ব্বে বিশেষ করিয়া একবার অনুসন্ধান লইবে অতিথি প্রতিপালন গৃহস্থাশ্রমের একটী প্রধান ধর্ম্ম আমাদের শাস্ত্রে বলে অতিথি বৈমুখ হইলে গৃহস্থের মহা অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে, অতএব সাবধান হইবে কোন অতিথি যেন বিমুখ না হইতে পায়।

সকলকে আহারাদি করাইয়া তবে আপনি আহার করিবে আহার করিবার পর অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিবে; তাহার পরে অনেক সময় থাকে, সেই সময় বৃথা গল্প করিয়া না কাটাইয়া সৎপুস্তক পাঠ বা শিল্পকার্য্যে মনোনিবেশ করিবে। সৎপুস্তক পাঠে মন বড় পবিত্র থাকে

বেলা অবসান হইয়া আসিলে আবার গৃহকার্য্যের প্রয়োজন হইবে, ... ন আবার একবার সব ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া গা হাত ধুইয়া আসিবে। তাহার পর দীপালোকের আয়োজন করিবে সন্ধ্যা হইলে সমস্ত গৃহে আলোক প্রজ্জ্বলিত করিয়া একটু ধুনা দিয়া গৃহ সুগন্ধময় করিবে ধুনার ধুম দূষিত বাষ্প নষ্ট করিবার প্রধান উপায় আমাদিগের দেশের সামাজিক ও সাংসারিক সমস্ত কাজেই ধর্ম্মের দোহাই দেওয়া আছে; তাহার কারণ এই, আমাদিগের দেশের প্রাচীন ব্যবস্থাপকগণ

বড়ই বুদ্ধিমান ছিলেন, সাধারণ ব্যক্তিমাত্রেই ধর্ম্মকে বিলক্ষণ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভয় করিত এজন্যই আমাদিগের পণ্ডিতগণ সামাজিক আচার ব্যবহার, সাংসারিক ক্রিয়াকলাপে ও স্বাস্থ্য-রক্ষা প্রভৃতি অনেক কাজেই ধর্ম্মের দোহাই দিয়া গিয়াছেন, নতুবা লোকের প্রবৃত্তিহানির সম্ভাবনা ছিল। দেখ সাধারণতঃ সকলেই জানে সন্ধ্যাকালে গৃহমধ্যে ধূনা জ্বালিলে লক্ষীশ্রী হয়, কিন্তু বাস্তবিক উহার উদ্দেশ্য স্বাস্থ্য বজায়করা। আর প্রকারান্তরে ভাবিয়া দেখ, গৃহস্থাবলী ও স্বাস্থ্যশালী হইলে অর্থো-পার্জ্জনে অসমর্থতা থাকে না আমাদিগের দেশের শাস্ত্র-কারেরা অভ্রান্তরূপে সকল ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াগিয়াছেন; আধুনিক মূঢ় ব্যক্তিরাই তাঁহাদিগের মহৎ উদ্দেশ্যের ভিতর প্রবেশ করিতে না পারিয়া তাঁহাদিগের প্রণীত নিয়মাবলী ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে পুনরায় আহারাদির আয়োজন করিয়া দিবে। রাত্রি নয়টা উর্দ্ধসংখ্যা দশটার মধ্যে যাহাতে সকলের আহারাদি হইয়া যায় তাহার চেষ্টা করিবে, কারণ অধিক রাত্রে আহার করিলে অজীর্ণ হয়। আহারাদির পরেই শয়ন করিবে। কারণ সকাল সকাল শয্যা হইতে গাত্রোত্থান এবং সকাল সকাল শয়ন করা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী শয়ন করিবার পূর্ব্বে সকল বালক—বালিকার খোঁজখপর লইবে। বাড়ীর সকলে আহারাদি করিয়া শয়ন করিয়াছে কি না তাহা জানিবে পরে গৃহস্থালীর জিনিষ পত্রগুলি ঠিক আছে কিনা এবং তাহা তত্ত্বাবধায়ন ও অন্তঃপুরের দ্বারগুলি বন্ধ করিয়া আপনি শয়ন করিবে।

আহারীয়ের মধ্যে কখন কুদ্রব্য ব্যবহার করিবে না। ভাল খাবার অল্পও ভাল, মন্দ অনেকও কিছু নয়, কারণ আহারীয়ের উপর আমাদিগের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। অতএব কুদ্রব্য ভোজন কোনমতে শ্রেয় নহে। মন্দ খাবার যেমন পীড়াদায়ক, মন্দ পরিধেয়ও তদ্রূপ অনিষ্টজনক; এজন্য শয্যা ও পরিধেয় বস্ত্র যাহাতে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তাহার ব্যবস্থা করিবে। বস্ত্র ও বিছানা গুলি ময়লা হইলে ধৌত করাইবে ও আর্দ্র হইলেই শুষ্ক করিবে। শরীরের ঘর্ম্মে ময়লা না হইলেও সময়ে সময়ে বিছানা আর্দ্র হয়, সেই আর্দ্রতা নষ্ট করিবার জন্য দুই একদিন অন্তর বিছানা গুলি রৌদ্রে উত্তমরূপ শুকাইয়া লইবে। যাহাদিগের গৃহে দাস-দাসীর অপ্রতুল নাই, তাঁহারাও যেন এইসকল কাজ আপনারা দেখেন।

এই সময়ে সংসারের খরচ-পত্রসম্বন্ধে মোটামুটী গোটা-কতক কথা বলিয়া রাখা নিতান্ত আবশ্যক। ব্যয়সম্বন্ধে একটা সোজা কথা মনে রাখিবে যে, একটী পয়সা বাঁচাইতে পার, সেই একটি পয়সাই লাভ বলিয়া জানিবে। খরচের পয়সা হইতে যাহা বাঁচিবে তাহাই লাভ। দুই আনায় যাহা সারিতে পারিবে তাহার জন্য নয় পয়সা খরচ করিবে না। সাংসারিক খরচে যত আঁটাআঁটি করিতে পার ততই ভাল। সংসারযাত্রা সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিতে হইলে কিছু কিছু সংস্থানের নিতান্ত প্রয়োজন। যে ব্যক্তি সংসারী হইয়া সঞ্চয় করিতে না পারে তাহার দুঃখ কখন ঘুচে না। আজি দশটাকা উপার্জ্জন হইতেছে, হাত দরাজ করিয়া তাহাই খরচ করিতেছি, একটী

পয়সাও হাতে রাখিতেছি না, ভবিষ্যতে কি হইবে তাহার চিন্তা-কেও মনের মধ্যে স্থানদি ই নাই। আবার যখন প'াচটাকা উপায় হইতেছে তখন দশটাকার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছি, দেনা করিতেছি, অলঙ্কার পত্র জমি-জায়গা ব'াধা দিতেছি, সেরূপ করা বড় অন্যায়। যাহার সংসারে একবার দেনা প্রবেশ করিয়াছে তাহার কিছুতেই মঙ্গল নাই। কোনকালে তাহার অর্থাভাব মিটে না এজন্য খরচের পক্ষে বিলক্ষণ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য সংসারে সকলের চিরদিন সমান যায় না। আয়ের কমবেশী আছেই আছে আজি দশটাকা উপার্জ্জন হইতেছে, কালি হয়ত তাহা না হইতে পারে এজন্য আয়ের সময় সংস্থান করিবে. যাহাতে কষ্ট পাইতে না হয়।

কোন একটী অবস্থাপন্ন গৃহস্থের মধ্যে একটী প্রবাদ আছে যে "মনে করিলে এক মুহূর্ত্ত, এমন কি একদণ্ড মধ্যে শত সহস্র, লক্ষ বা ততোধিক মুদ্রা ব্যয় করিতে পারা যায়, কিন্তু ইচ্ছা করিবামাত্র এক পয়সা উপার্জ্জন করা যায় না" অত এব এরূপ অর্থের যত্ন না করিয়া যে তাহা অনায়াসে যদৃচ্ছা ব্যয় করে সে অতি নির্ব্বোধ। সংসারিক নির্দ্দিষ্ট আয়ের অতিরিক্ত একটী পয়সা ব্যয় করিতে হইলে অগ্রপশ্চাৎ বিলক্ষণ বিবেচনা করিবে যাহা নিতান্ত না হইলে নয়, তাহাই করিবে, নতুবা করিবে না সংসারে আহারীয় ব্যয় সর্ব্বাগ্রে নিতান্ত প্রয়োজন। এই ব্যয় অবস্থা ও আবশ্যক বিশেষে ন্যূনাধিক হইয়া থাকে। যেরূপ আহারীয় গ্রহণ করিলে শারীরিক স্বাস্থ্য ভঙ্গ না হয় সেই রূপ খাদ্য গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ সেরূপ খাদ্য গ্রহণ করিতে হইলে অধিক ব্যয়ের প্রয়োজন করে না।

আহারীয়ের পর পরিধেয় পরিধেয় সম্বন্ধেও তদ্রূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বৃথা অর্থব্যয় করিবার আবশ্যক নাই। সে যাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইলেই হইল। খাওয়া পরা ও ধর্ম্মার্থে দান ব্যতীত অপরাপর যাহা কিছু ব্যয় করা যায় তাহাই অনর্থক সেরূপ ব্যয় যদি এক পয়সাও করা যায় তাহা হইলে তাহা জলে পড়িল এবং কোন ব্যবহারে আসিল না বুঝিতে হইবে

যাহার যেমন আয় মনে করিলে সকলেই তাহা হইতে কিছু কিছু সংস্থান করিতে পারেন ভিক্ষাদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে এমন দরিদ্রকেও প্রতিদিন এক মুষ্টি তণ্ডুল হাণ্ডিমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া কিছু কাল মধ্যে দুই চারি শত মুদ্রা সঞ্চয় করিতে দেখা গিয়াছে

চিকিৎসা

অধ্যায়।

---000---

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জ্বর-প্রতিকার।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে বাস, নির্ম্মল বায়ু সেবন, পরিষ্কার জল পান, উপযুক্ত সময়ে নির্ম্মল জলে স্নান, নিয়মিত কালে পরিমিত ভোজনদ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষায় যত্নবান্ হইলে শারীরিক অস্বাস্থ্যতার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার ঐ সকল নিয়ম সমুদায় সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া উঠা শরীরী মাত্রেরই এক প্রকার অসাধ্য; এজন্য পীড়া হইলে সহজে যাহাতে আরোগ্যলাভ করিয়া শরীর স্বচ্ছন্দ করিতে পারা যায় তৎসম্বন্ধে আমি কতকগুলি ঔষধ ব্যবস্থা করিতেছি সেগুলি ব্যবহার করিতে পারিলে চিকিৎসকের সাহায্য ততটা আবশ্যক করে না তবে যেখানে বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন হয়, সেই-স্থানে তাঁহাদিগের সাহায্য ভিন্ন কোন উপায় নাই ফলতঃ বিবে-চনা করিয়া কার্য্য করিতে পারিলে এই সকল ঔষধ ব্যবহারে নির্ব্যাধিত্ব লাভ করিবার পক্ষে কোন সন্দেহ থাকে না। আমি বহুকাল হইল আমার কোন পরম বন্ধু, বিজ্ঞচিকিৎসকের নিকট এই সকল উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, তাঁহার পরামর্শমত চলিতে পারিলে শরীরে কোন ব্যাধিই থাকে না। অতএব তুমি সেগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখ, সময়বিশেষে অনেক প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারিবে। বলা বাহুল্য যে এই সকল ঔষধের অধিকাংশই এপর্য্যন্ত সাধারণের পরিজ্ঞাত নাই

সামান্য জ্বরে একমাত্র উপবাসই মহৌষধ শুধু উপবাসে না শুধরাইলে কিম্বা গা হাত ভার থাকিলে, বা কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে, হরিতকী, সোনামুখীর পাতা, বিটলবণ ও যমানী জলে বাটিয়া গরম করিয়া সেবন করিলে দুই তিন বারে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া গা হাতের বেদনা ও জ্বর নষ্ট হইবে।

যদি তাহাতেও জ্বর না যায় তবে, দশমূল পাঁচন সেবন করিতে হইবে। দশমূলে নিম্নোক্ত দ্রব্য গুলি দিতে হয় এবং অর্দ্ধসের জলের সহিত অগ্নিতে চাপাইয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া দুই তিন বারে পান করিতে হয়। বেলছাল, সোনা-ল ছাল, গাম্ভারছাল, পারুলছাল, আক্তাসছাল, চাকলে শালপাণি, কণ্টীকারী, ব্যাকুড়, গোক্ষুরী প্রত্যেকে ১৬ রতি। জল আধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া; দুইবারে সেব্য সকল পাঁচনই এইরূপ পরিমাণ জলে সিদ্ধ করিতে হয়।

আয়ুর্ব্বেদ বা ডাক্তারী যে মতেই চিকিৎসা হয়, ঔষধ প্রায় একই রূপ দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, ঔষধের প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী ভিন্নরূপ। আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসায় বৈদ্যমহাশয়েরা তরুণজ্বরে মিঠা, কর্জ্জলী, সোঁকো প্রভৃতি দ্রব্য জলে বা কোন উদ্ভিদের রসে মর্দ্দন করিয়া যে বটীকা প্রস্তুত করেন, তাঁহাই রোগীকে সেবন করিতে দেন। আর ডাক্তারমহাশয়েরা Aconite, Marouy, Arsenic প্রভৃতি দ্রব্যের অরিষ্ট (আরক) ব্যবস্থা করেন। তবে ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা আজিকালি অনেক নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিতেছেন। তাহাদিগের ব্যবহারে বিলক্ষণ উপকার দর্শিতেছে। আরও নূতন জ্বরের কতকগুলি উত্তম ঔষধের উল্লেখ করিতেছি।

এই গুলি ব্যবহারে বিশেষ ফললাভ করা যায় যথা—পারদ গন্ধক, লৌহভস্ম, তাম্র ভস্ম, সীসাভস্ম, হিঙ্গুল, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, গোলমরিচ ; প্রত্যেকের ওজন চারি আনা। আর্দ্রক রসে মর্দ্দন করিয়া চনক প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ; আকনাদীমূলের রসের সহিত সেবন বিধি।

শোধিত সেঁকো ১ তোলা, উচ্ছেপাতার রসে সাতবার মর্দ্দন করিয়া সাতবার শুকাইতে হইবে, তাহার পরে চিনির ঠুলী মধ্যে রাখিয়া দুই ধান পরিমাণ একবার মাত্র সেবন করিয়া স্নিগ্ধ দ্রব্য আহার করিতে হইবে।

পারা ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, মরিচ ২ তোলা, সোহাগার খৈ ২ তোলা, চিনি ৩ তোলা, রোহিত মৎস্যের পিত্তে তিন বার মর্দ্দন করিয়া তিনবার শুষ্ক করিতে হইবে। তাহার পর দুই কুঁচ পরিমাণ বটি প্রস্তুত কর্ত্তব্য এবং আদার রসের সহিত সেবন করিবার নিয়ম

পারা, গন্ধক, অমৃত প্রত্যেকে ১ তোলা, জায়ফল ১৷৷০ তোলা, পিপপলী চূর্ণ ২০ তোলা, পানের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া দুইটি কুচের পরিমাণ এক একটি বটী করিবে অনুপান মধু

পারা, গন্ধক, অমৃত সেঁকো শিমূল, ক্ষার, আফিঙ্গ তাঁবা-ভস্ম, ধুতরাবীজ প্রত্যেকে ০ তোলা। একদিবস আকপাতার রসে মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে, পর দিবস ঐরূপে নিমপাতার রসে মর্দ্দন করিয়া ও তাহার পর দিন দন্তীপত্রের রসে মর্দ্দন করিয়া ছোট মটরের মত বটি প্রস্তুত করিবে। অনুপান তুলসীপত্রের রস

গোন্দন্তী ২ তোলা, দারুমোচ ১ তোলা, রসাঞ্জন, ২ তোলা,

তাঁবাভস্ম ২ তোলা, মণ্ডূর ৩ তোলা, হিঙ্গুল ১ তোলা আদাকে পোড়াইয়া তাহার রসে মর্দ্দন করিয়া দুইটি কুঁচের পরিমাণ এক একটী বটিকা প্রস্তুত করিবে অনুপান চিনির সরবত।

পারা, গন্ধক, অমৃত, বিল্বপত্রচূর্ণ, মরিচ, মুথা, প্রত্যেকে সমান ভাগ, জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া মটর প্রমাণ বটি করিবে। অনুপান ডাবের জল

কম্প জ্বরে রসসিন্দুর, সোহাগার খৈ প্রত্যেকে ।০ আনা, এক দিন আগকলশাকের রসে ও পর দিন গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া দুই রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান চিনির সরবৎ

সেঁকো ২ তোলাকে চুনেরজল, কাঁটানটের রস, বটের ঝুরির রস, বক পুষ্পপত্রের রস, কেশুত্যার রসে এক এক দিন মর্দ্দন ও শুষ্ক করিবে, পরে বটিকা প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত হইলে অর্দ্ধ-ধান ওজনে এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে অনুপান চিনির জল।

জ্বরে পিপাসা থাকিলে নিমছাল ৪ তোলা ১ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ০ সের থাকিতে নামাইয়া তাহাতে ফটকিরি চূর্ণ ০ তোলা মিশাইয়া কুলি করিতে দিবে

বটের ঝুরির অগ্রভাগ, লোধকাষ্ঠ, দাড়িম্বখোলা, যষ্টিমধু, চিনি ও মধু সমভাগে একত্র করিয়া চারি আনা পরিমাণ ■ তোলা চাউল ভিজান জলের সহিত ভক্ষণ করিবে

কর্জ্জলী ২ রতি মধুর সহিত ভক্ষণ মেউন্ডীপাতার রস ১ তোলা ০ চার আনা মধুর সহিত ভক্ষণ।

জ্বরে গাত্রদাহ থাকিলে—সিজপত্রকে অগ্নিতে গরম করিয়া

তাহার রস, খুমা ে পিজিয়া তাহার গুঁড় একত্রে মিশ্রিত করিয়া গাত্রে মর্দন।

জেঁযাতাপ তার ২ তোলা, কটু তৈল ১ তোলা একত্রে সূর্য্যপক্ব করিয়া গাত্রে মর্দন

নিমছালের ক্বাথ ১ তোলার সহিত ২ রতি রসসিন্দূর এক-বারে শেষ করিবে

কমলালেবুর খোসা, যষ্টিমধু, কুলআঁটীর শস্য, বেণার মূল, কাশীর চিনি ৵০ আনা প্রত্যেক ভাগ জলে বাটিয়া ভক্ষণ

জ্বরে কম্প থাকিলে—টীংচারওপিয়াই ২০ ফোঁটা, ১ আউন্স জলের সহিত সেবন করাইবে

পুরাতন জ্বরে—পারা, গন্ধক তাঁবা, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা, স্বর্ণমাক্ষী, লৌহ, হিঙ্গুল, অভ্র,রসাঞ্জন, স্বর্ণভস্ম প্রত্যেকে ।০ তোলা কাটানটের রসে মাড়িয়া ছোট মটরের মত বটি করিবে। অনুপান মধু

পারা, গন্ধক, অমৃত, তাঁবাভস্ম, সৈন্ধবলবণ, অভ্র, মরিচ প্রত্যেকে ।০ তোলা; লৌহভস্ম ৩০ তোলা, ইৎচুবপাতার রসে মর্দন করিয়া চনক প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে অনুপান পানের রস

রসসিন্দূর ০ তোলা, অভ্র ।০ আনা, রৌপ্যভস্ম, স্বর্ণমাক্ষী, রসাঞ্জন, সীসা, তাঁবা, মুক্তা, প্রবাল লৌহ, শীলাজতু, গেঁড়ীমাটী মনঃশীলা, গন্ধক, স্বর্ণভস্ম প্রত্যেকে ১ তোলা ছোট ক্ষিরিয়ার রস, পানের রস, শ্বেত পুনর্ণবার রস, আঙ্গুক্তি ভুম্যামলকী, খাযালতা, কটুকী, পুরভীপাতার রস, বিষলাঙ্গুলের রস, ফটকিরি, শাসালি ও গন্ধভাদুলের রসে ক্রমান্বয়ে মর্দন করিয়া

শুকাইতে হইবে চারিটী কুঁচের আকারে এক একটী বটী। অনুপান পানের রস, মধু ইত্যাদি

তিলতৈল ৪ সের, মঞ্জিষ্ঠা ৪ তোলা, কাঁজী ৪ সের, (কল্ক) কুড় ৮ তোলা, সৈন্ধবলবণ ৮ তোল, গন্ধদ্রব্য যথা বিধি

কটুতৈল ৪ সের, (মূর্চ্ছনা) মঞ্জিষ্ঠ ১ পোয়া, লোধ, নালুকা, বালা, বটের ঝুরি, কেতক, মেথী, হরিদ্রা, মুথ, ত্রিফলা প্রত্যেকে ১ ছটাক (ক্বাথ) চিরাতা ১ সের, জল ১৬ সের, শেষে ৪ সের মুরগামুল ১ সেরজল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। লাক্ষারস ৪ সের, কাঁজি ৪ সের, দধির মাথা ৪ সের। (কল্ক) মুর্ব্বামুল, লাহা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সৈন্ধব, কণ্টকারী, রাস্না, গজপিপ্পলী, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, বাথলশশাধরমুল, দেবদারু, পুনর্ণবা, জটামাংসী, বালা, শতমুলী যষ্টিমধু, মুথা, রক্তচন্দন, কটুকী, অশ্বগন্ধা, শোলকা, বেণুক, বেণীমূল, পদ্মকাষ্ঠ, বেলেড়া, পিপ্পলী, ধন্যা, ত্রিফলা, যমানী, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গ, শালপানি, গোক্ষুরী, গুলঞ্চ, চাকুল্যা, দন্তীমূল, চিরতামুল, ক্ষেতপাপড়া, জীরা, কৃষ্ণজীরা, গেঠেলা, পিপ্পলীমূল, বিড়ঙ্গ, নিমছাল, বাকসছাল, যবক্ষার, শুণ্ঠী প্রত্যেকে ১ তোলা গন্ধদ্রব্য

কুইনাইন ১২০ গ্রেণ, নাইট্রোমিউরিয়েটিক য়্যাসিড ৪ড্রাম, টীংচার ফেরিমিউরিয়েটিক ৪ ড্রাম জল ১৬ আউন্স, ৩২ ভাগ করিয়া প্রতিদিন তিনবার সেবন।

পাল্‌ভ্‌ রাই কম্পাণ্ড ১০ ড্রাম, স্পিরিট য়্যারোমেটিক য়্যামোনিয়া ১০ ফোঁটা, মৌরীর জল ১০ ড্রাম; একবার সেব্য।

পাল্‌ভরাই ০ ড্রাম, পল্‌ভ কলম্বা ॥০ ড্রাম পল্‌ভ জিঞ্জার ॥০ ড্রাম পল্‌ভ ইপিক্যাক ২ গ্রেন, কুইনাইন ১ ড্রাম, ফেরিসল্‌ফ

গ্রেণ ১২ মোড় হইবে প্রতিদিন অবমণ্ডে তিনবার সেব্য

কাবনেট অফ য়্যামোনিয়া ৩০ গ্রেণ, লাইকর আর্সেনিক ৩৩ ফোঁটা, জল ৫ আউন্স, ৬ দাগ হইবে জ্বরমগ্নে তিন ঘন্টা অন্তর প্রতিদিন ২ বাব সেবন করিতে দিবে ।

পল্‌ভ রুবার্ব ০ ড্রাম, পল্‌ভ কলম্বা ।০ ড্রাম, পল্‌ভজিঞ্জার ০ ড্রাম, পল্‌ভ ইপিক্যাক ২ গ্রেণ, কুইনাইন সল্‌ফ ০ ড্রাম, ফেরি সল্‌ফ ১২ গ্রেণ ১২ মোড়া হইবে, জ্বরমগ্নে প্রতিদিন ৩ বাব খাইবে।

উপরি উক্ত কয়েকটি ডাক্তারী ঔষধ কলিকাতা প্রচলিত বিখ্যাত "পেটেণ্ট" ঔষধ বলিয়া গণ্য প্লীহাযুক্ত ম্যালেরিয়া-জ্বরে ব্যবহার করিলে বিশেষ ফললাভ হয়

প্লীহাযুক্তজ্বরে আকন্দপত্র ১০৮ টা, যমানি ১ ছটাক, সৈন্ধব ১ ছটাক, দধির সার ১০ সের, কোন পাত্রমধ্যে রাখিয়া দুই প্রহর কাল অগ্নিতে জ্বাল দিবে পরে ঐ ঔষধ ০ আনা পরিমাণ প্রতিদিন প্রাতে জলের সহিত ভক্ষণ করিবে।

শোধিত হিঙ্গুল, যবক্ষার, বিটলবণ, প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা, জামের আরকে মর্দ্দন করিয়া মটর প্রমাণ বটি করিবে তাহার এক একটী প্রাতে বাসী জলের সহিত সেবন বিধি

শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, হরিতকী, বহেড়া, আমলা, মুথা, বিড়ঙ্গ, জিরা, কৃষ্ণজিরা, যমানী, বনযমানী, চিরাতা, তেউড়ী, দন্তী, চিতামূল, সৈন্ধব, প্রত্যেকে ২ তোলা, চিনি ১৬ পল, ত্রিফলার জল ৪ সের, ১৬টা গোঁড়ালেবুর রস, লৌহ ৮ তোলা, ঘৃত ১৬ তোলা, যথাবিধি পাক করিবে প্রতিদিন প্রাতে কুল-

আঁটীর মত বটি পাকাইয়া বাসী জলের সহিত এক একটী খাইবে

পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চক্রি, চিতামূল, শুণ্ঠী, দেবদারু, মরিচ, হরিতকী, বহেড়া, আমলা, মুথা, বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে ৩ পল, মণ্ডুর ৭২ পল, গোমূত্র ৭২ সের যথারীতি পাক করিয়া কুলআঁটির আকারে গুলি করিয়া প্রতিদিন প্রাতে জলের সহিত এক একটী বটি ভক্ষণ করিবে

পেঁপের আটা ৵০ আনা, চিনি ৵০ আনা একত্রে তিনটি গুলি প্রস্তুত করিবে, প্রতিদিন প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে এক একটি ৭ দিন সেবন করিবে

টোটকা—জোনাক পোকা একটা কলার ভিতর রাখিয়া তিন দিবস ভক্ষণ বাঘের জিহ্বা কলার ভিতর রাখিয়া এক দিন ভক্ষণ। ছুঁচোর মাংস এক এক টুকরা পোড়াইয়া কলার ভিতর করিয়া তিন দিন ভক্ষণ হিঙ্গু কলার ভিতর করিয়া প্রাতে তিন দিন ভক্ষণ।

একদিন অন্তর জ্বরের টোটকা—জ্বরের পালার দিন প্রাতঃকালে মুখ না ধুইয়া (ফল হয় না এমন) কুলের শিকড় লাল সূতায় বাঁধিয়া দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিবে জ্বর না হইলে পর-পালা দেখিয়া ফেলিয়া দিবে পেঁটারির শিকড় ছেঁড়া মাদুরের দড়ি দিয়া ঐরূপ সময়ে দক্ষিণ হস্তে বাঁধিবে জ্বর বন্ধ হইলে উপরোক্ত রূপে ফেলিয়া দিবে অপামার্গের শিকড় ঐরূপে ব্যবহার করিবে

দুইদিন অন্তর জ্বরে—হরিতালভস্ম দুই ধান পরিমাণ তিন দিন প্রাতে জলের সহিত সেবন বাঁশপাতা হরিতালকে ফুট্‌-

কিবির গুঁড়ার সহিত একটী মাটির কৌটায় রাখিয়া এক বুরুল প্রমাণ মাটির প্রলেপ ঐ পাত্রে দিয়া শুকাইয়া একটী গর্ত্তের মধ্যে ঘুঁটের পোড়ে এক প্রহরকাল পোড়াইলে হরিতালভস্ম প্রস্তুত হয়।

টোট্‌কা—পালার দিন প্রাতে হরহরের পাতা বাটিয়া দক্ষিণ হস্তে, যেখানে নাড়ীর গতি অনুভব হয় তাহার উপর, রাখিয়া কচি কলাপাতা দিয়া একখানা নেকড়া ও সূতাদ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে, আর জ্বরের সময় উত্তীর্ণ হইলে ফেলিয়া দিবে

নিমুখালতা জ্বরের পালার দিন প্রাতে মুখ না ধুইয়া দক্ষিণ হস্তে তিন ফের দিয়া তাগার মত বাঁধিয়া রাখিবে জ্বর না আসিলে পরপাল পর্য্যন্ত রাখিবে

দোকালীন জ্বরে—দারুহরিদ্রা, দেবদারু, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠ, শ্যামালত, আকনাদীমূল, শঠী, শুঠী, বেণামূল, চিরাতা, গজ-পিপ্‌লী, গন্ধভাদুলে, পদ্মকাষ্ঠ, হাড়ভাঙ্গ, ধন্যা, দুবালভা, মুথা, বেলেড়া, রক্তচন্দন, লাল সজিনা, বালা, বাকস, হরিতকী, কণ্টি-কারী, শ্বেতপাপড়া, কুশমূল, কটুকী, অনন্তমূল গুলঞ্চ, শুড়, প্রত্যেকে সমানভাগে ১৬০ রতি অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয় এক ছটাক পরিমাণে প্রাতে ও সন্ধ্যায় ২ বার সেবন করিবে

পারা এক তোলা ও গন্ধক ১ তোলা একত্রে কর্জ্জলী করিয়া তাহা অগ্নিতে চাপাইলে যখন দ্রব হইয়া আসিবে তখন তাল-পাতার অগ্রভাগ দ্বারা তাহা লইয়া কলাপাতায় গোবর ঢাকা দিয়া যে পুঁটুলীর মত হইবে তাহা দ্বারা চাপিয়া চটী প্রস্তুত করিবে, সেই চটী স্বর্ণ ০ আনা, লৌহ, তাম্র, অভ্র প্রত্যেকে

২ তোলা ; বঙ্গ, গেরিকমৃত্তিকা, প্রবাল প্রত্যেকে ।০ তোলা ; মুদ্রাশঙ্খ, মুক্তা ০ আনা ঝিনুকের ভিতর রাখিযা প্রলেপ দিয়া গজপুটে পাক দুইটী কুঁচের পরিমাণ বটী, অনুপান পিপ্পলী চূর্ণ, হিঙ্গু, সৈন্ধব

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অজীর্ণ ও উদরাময় প্রতিকার।

জ্বরাতিসারে—শালপাণি, চাকুল্যা, বেলেড়া, বেলশুঁঠা, দাড়িম্বখোসা প্রত্যেকে ৩২ রতি জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক ছটাক পরিমাণ পান করিবে।

পারা, গন্ধক, সাচিকাক্ষার, সোহাগার খৈ, যবক্ষার, বিটলবণ, করকচ, সচল, শাস্তারী, সৈন্ধব, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরিতকী, বহেড়া, আমলা, ইন্দ্রযব, জির, কৃষ্ণ জিরা, চিতামূল, যমানী, হিঙ্গু, বিড়ঙ্গ, শোলকা, প্রত্যেক সমান ভাগ, চনক প্রমাণ বটি, অনুপান মধু

অতিসারে—আফিঙ্গ ১২ রতি, পুরাতন গুড় ১২ রতি, কলি-চুণ ৮ রতি, রক্তচন্দন ৪ রতি, একত্র মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি পরিমাণ বটি অনুপান মরিচের কাথ ১ তোলা।

হিঙ্গু, জিরা, মরিচ, সোহাগার খই লবঙ্গ, বেলশুঁঠা, দাড়িম্ব-খোসা, রসাঞ্জন প্রত্যেক্যে ০ আনা, আফিঙ্গ ১ তোলা, ছাগী-

দুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া কুঁচের মত এক একটি বটি প্রস্তুত করিবে অনুপান চাউল ভিজান জল

জায়ফল, শ্বেত ধুনা, ধাতকী পুষ্প, আতইব, অভ্র, জিরা, মোচরস, আফিঙ্গ, সোহাগার খই, এলাইচ বীজ, মুথা, লবঙ্গ, তেজপত্র, গোঁড়ালেবুর বীজ, বেলের বীজ, দাড়িম্বরীজ, কুটজবীজ, বেণামূল, বালা, প্রত্যেকে সমান ভাগ প্রতিদিন ৩ বার।০ আনা ওজনে ছাগল দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ করিবে।

জায়ফল, সোহাগার খই, অভ্র, ধুতরাবীজ, প্রত্যেকে ০ আনা, আফিঙ্গ ০ আনা, গন্ধভাদুলের রসে মর্দ্দন করিয়া দুইটী কুঁচের পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে অনুপান বাসীজল

লবঙ্গ, বেলশুঁঠা, বেলেড়া, আতইচ, মোচরস, ধন্যা, ধাতকী জীরা, অভ্র, লোধ, ধুনা, ইন্দ্রযব, বঙ্গ, বালা, যবক্ষার, কাঁকড়া শৃঙ্গী, সৈন্ধব, জয়ত্রী, জায়ফল, রসাঞ্জন, মুথা, প্রত্যেকে ২ মাসা, লবঙ্গ ১ ৵০ আনা, পোস্ত দানা ১ তোলা, জল ১ ছটাক, পূর্ব্বরাত্রে ভিজাইয়া সেই জলে মর্দ্দন করিয়া দুই কুচ প্রমাণ বটি অনুপান বাসী জল।

বেলশুঁঠা, মোচরস, আকনাদিমূল, ধাতকী, ধন্যা, বরাক্রান্তা, শুণ্ঠী, মুতা, আতইচ, আফিঙ্গ, অভ্র, দাড়িম্বখোসা, কুড়চিছাল, পারা, গন্ধক, প্রত্যেকে সমান ভাগ পরিমাণ দুই আনা। অনুপান বাসী জল

গাম একেশিয়া ১ ড্রাম, টীংচার ওপিয়াই ১০ ফোঁটা, টীংচার ক্যাটিকিউ ১৫ ফোঁটা, ক্রিটা প্রেপেরেটা ১০ ফোঁটা, টিংচার কাইনো ১৫ গ্রেণ, জল এক আউন্স দিন চারিবার খাইবে

ভাইনম ইপিক্যাক ৫ ফোঁটা, টিং কাইনো ১৫ ফোঁটা,

টিং.ক্যাটিকিউ ১৫ ফোঁটা, টিং ওপিয়াই ১০ ফোঁটা, টিং বেঞ্জিযন কম্পাউণ্ড ২০ ফোঁটা একষ্ট্রাক্ট হেমটেক্সিলোই ১০ গ্রেণ, মিউসিলেজ ৩ গেণ, ইনফিউজন সিনেমন ১ আউন্স, হেমটেক্ সিলই এক এক বাবে প্রতিদিন ৪ বাব খাইবে

পাল ভ ইপিক্যাক ২ গ্রেণ ওপিবম ০ গ্রে০ , এক এক মোড়া কবিয়া প্রতিদিন তিনবাব খাইবে

সুগাব অফ লেড্ ২ গ্রেণ, ওপিযম ০ গ্রেণ এক এক মোড়া কবিয়া প্রতিদিন তিনবাব খাইবে

বক্তাতিসারে বেলশুঁঠা ২ তোলা, ছাগিদুগ্ধ ৮ তোলা, জল ৩২ তোলা সিদ্ধ কবিয়া ২ তোলা থাকিতে নামাইয়া তাহাতে মোচবস ও চিনি ১৪ বতি মিশাইযা দিনে ২ ৩ বাব খাইবে

দাডিম্ব ১ তোলা, কুড়চিবছাল ১ তোলা, আধ সেব জলে সিদ্ধ কবিযা অর্দ্ধ পোযা থাকিতে নামাইযা আযাপানপাতাব রস ১ তোলা, মিছবি ১ মাসাব সহিত প্রতিদিন ৩ ৪ বার ভক্ষণ কবিবে

ঘৃতভর্জ্জিত জাঙ্গি হবিতকী ৮ তোলা, মিছবি ২ তোলা একত্র কবিয ০ আন পবিমাণে গবম জল ৪ তোলাব সহিত প্রতিদিন ৪ বাব সেবন কবিবে

কড়চিব ছাল ১ সেব, চাবি সেব জলে সিদ্ধ কবিয়া ১ সেব থাকিতে, বলধমীব বস ১ পোযা তাহাতে দিযা অর্দ্ধসেব থাকিতে নামাইযা ঐ ক্বাথ এক ছটাক পবিমাণে প্রতিদিন ৩ বার খাইবে

বটেব ঝুবিব বস ১ তোলা আতপ তণ্ডুল চূর্ণ ০ আনা একত্রে প্রতিদিন ৩ ৪ বাব ভক্ষণ কবিবে

গুলঞ্চ, বক্ত শূঁদিমূল, প্রত্যেকে ১ তোলা, ছাগীদুগ্ধ অৰ্দ্ধ পোয়া, জল ১ পোয়া সিদ্ধ করিয়া ২ তোলা থাকিতে নামাইয়া প্রতিদিন ২ বার করিয়া সেবন করিবে

সোচবস ২ তোলা, শ্বেত নূন ১ তোলা, চাউল ভিজান জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বর্টি এক একটি প্রতিদিন দুইটী করিয়া ৪ দিন খাইবে

কুড়চির ছাল ১ সেব, ৪ সেব জলে সিদ্ধ করিয়া ১ সেব থাকিতে নামাইয়া থুলকুড়িব বস এক পোয়াব সহিত লেহ পাক করিয়া, প্রতিবাবে ১ তোলা পরিমাণ ॥ আনা মধুব সহিত তিন বাব ভক্ষণ

মানেব শিকড ১ মাসা, গোল মরিচ ২০ টা, জল ১ তোলার সহিত ভক্ষণ

কুডচিব ছাল ৩ পোয়া ৩ সেব জলে সিদ্ধ করিয়া ৩ পোয়া থাকিতে নামাইয়া আতইচ ভাজা ৵০ আনা, কাঁচা আতইচ ৵০ আনা একত্র করিয়া পূর্ব্বোক্ত ১ পোযা ক্বাথেব সহিত ৩ বার ভক্ষণ

ভাজা আমলা ২ তোলা, কাঁচা আমলা ২ তোলা, মহুরি ভাজা ২ তোলা, কাঁচা মহুরি ২ তোলা, সাব গুড়েব সহিত মর্দ্দন করিয়া অৰ্দ্ধতোলা পরিমাণ ঔষধ বাসী জলেব সহিত ভক্ষণ

গ্রহিণী বোগে—ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ ২১ তোলা, ভূমিকুষ্মাণ্ডেব রসে দিন ১ বার করিয়া ৭ দিন মর্দ্দন করিয়া শুকাইয়া সেই চূর্ণ ১ তোলা, নির্জ্জলা দুগ্ধ ১৬ তোলা, ছবি ২ তোলা, মৃত্তিকা পাত্রে পাক করিবে, ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া ষড়গুণ

মকরধ্বজ ১ রতির সহিত ভক্ষণ করিবে। এইরূপ ২১ দিন করিলে গ্রহণী রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে

চাউল ভিজান জল ৮ তোলা, মহরি ৫ আনা, বনযমানী ।৹ আনা, একত্রে বাঁটীয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া দিন দুইবার করিয়া সেবন করিবে

মহরী, শুঠী জাঙ্গিহরিতকী, প্রত্যেকে ১ তোলা, ঘৃতে ভাজিয়া চূর্ণ করিবে। উহার ।৵৹ আনা চূর্ণ প্রতিদিন ১ বার শীতল জলের সহিত ভক্ষণ করিবে।

পারা, গন্ধক, লৌহ, শঙ্খভস্ম, সোহাগার খই, হিঙ্গু, শঠী, তালিশপত্র, মুথা, ধন্যা, জিরা, সৈন্ধব, ধাতকী, আতইচ শুঠী শুলি, হরিতকী, বেলাবুঁটি, তেজপত্র, জায়ফল লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাইচ, বালা, বেলশুঁঠ, মেথী, সিদ্ধি প্রত্যেক সমভাগ। ছাগলদুগ্ধে মর্দন করিয়া ২ মাসা প্রমাণ বটি অনুপান ছাগীদুগ্ধ

আমাশায়—মহরী শুঠী, জাঙ্গিহরিতকী সমভাগ ঘৃতে ভাজিয়া চূর্ণ করিবে। ঐ চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা জলের সহিত খাইবে।

শুঠী, যমানী, সৈন্ধব, হরিতকী সমান ভাগে গুঁড়া করিয়া ।৹ আনা পরিমাণে জলের সহিত ভক্ষণ করিবে

জায়ফল, লবঙ্গ, মুথা, দারুচিনি, এলাইচ, সোহাগার খই, হিঙ্গু, জিরা, যমানী, শুঠী, সৈন্ধব, তেজপত্র, লৌহ, অভ্র, পারা, গন্ধক, তাঁবাভস্ম, প্রত্যেক ১ পল, গোলমরিচ ৩ পল, ছাগীদুগ্ধে কিম্বা আমলকীর রসে মর্দন করিয়া মটর প্রমাণ বটি করিবে। অনুপান বাসী জল

অগ্নিমান্দ্যে—পারা, গন্ধক, সোহাগার খই, অমৃত, কড়িভস্ম, মরিচ, প্রত্যেকে ২ তোলা পোঁড়ালেবুর রসে ৭ বার মর্দন

করিয়া ৭ বার শুকাইবে দুই রতি প্রমাণ বটী অনুপান মরিচের ।।৷ ২ তোলা।

এলাইচবীজ, দারুচিনি, মুথা লবঙ্গ, প্রত্যেকে সমান ভাগ মধু, চিনি, কাঁচা তেঁতুলের রস, আমরুলশাকের রস একত্র করিয়া মুখের ভিতর রাখিবে

অজীর্ণ রোগে হরিতকী, বহেড়া, আমলা, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ সপ্তু্ব, প্রত্যেক ১ তোলা, জয়পাল বীজ ০ তোলা ; প্রথম গুলঞ্চর রসে মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে, পরে আদ্রর্ক রসে মর্দ্দন করিবে দুইটী কুঁচের আকার বটি অনুপান বাসী জল

চ খড়ি, রসাসিন্দুর, মরিচ প্রত্যেক সমভাগ, জলে মর্দ্দন করিয়া ২ কুঁচ প্রমাণ বটি করিবে অনুপান আমরুলশাকের রস

বচ হরিতকী, হিঙ্গু, যবক্ষার, আমচুর, সৈন্ধব, যমানি, প্রত্যেকে সমভাগ চূর্ণ ৫ রতি পরিমাণ। বাসী জল, ঘোল কিম্বা ভ তোর জলের সহিত খাইবে

বিসূচীকা (ওলাউঠা) রোগে বিসূচীকা প্রবল স্থানে বাস-কালে কপূর ও হিঙ্গু সমান ভাগে লইয়া তাহার আঘ্রাণ গ্রহণ, বাসগৃহের বায়ু পরিষ্কার রাখিবার জন্য গন্ধক ও ধুনা জ্বালান কর্ত্তব্য পার স্থলী কিঞ্চিৎপরিমাণে পূর্ণ রাখা উচিত, কোনমতে নীরোগ দেহে উপবাস থাকা অবিধি এবং স্থান পরিবর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যক

(পীড়া হইলে) সর্ব্বাগ্রে স্পিরিট কাম্ফর ৪ ৫ ফোঁটা বাতাসার ভিতর রাখিয়া সেবন করা কর্ত্তব্য

তাহার পরে পারা ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া যখন গন্ধকচূর্ণ প্রায় কৃষ্ণবর্ণ হইবে তখন তাহাতে পারার

কোন চিহ্ন থাকিবে না তখন উহাতে ছোট এলাইচ ১ তোলা, সিদ্ধি ১ তোলা, প্রিয়ঙ্গু ১ তোলা, সোর ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ পোয়া আমরুলশাকের রসে আফিম ভিজাইয়া ছাঁকিয়া তদ্দ্বারা মর্দ্দন করিবে মর্দ্দনান্তে কুলআঁটীর মত এক একটী বটি প্রস্তত করিয়া ১ ঘণ্টা অন্তর জলের সহিত ৩। ৪ বার সেবন করাইবে

গোলমরিচ ২৷৷০ গ্রেণ, আফিম ।০ গ্রেণ, হিঙ্গু ১ গ্রেণ, কর্পূর ১ গ্রেণ; এক একটী বটি জলের সহিত সেবন।

গোলমরিচ ৩ গ্রেণ, লঙ্কামরিচ ৷৷০ গ্রেণ, আফিম ০ গেণ, হিঙ্গু ১ গেণ। একত্রে এক একটী বটী জলের সহিত সেবন।

(হাত পা কন্‌কন্ করিলে)—তারপিন, কর্পূর ও স্পিরিট একত্রে মালিশ করিবে

(ঘর্ম্ম হইলে)—হরিদ্রা ও শুঁঠচূর্ণ মালিশ করিবে।

হিক্কারোগে—পাকা কদম্বফলের রস ১ তোলা, চিনি ৷৷০ তোলা একবারে সেবন

বার্ত্তাকুরস ২ তোলা, মিছরি ৷৷০ তোলা একবারে পান।

সেওড়াপত্রের রস ১ তোলা, কাচা হরিদ্রার রস ১ তোলা, মিছরি ১ তোলা একত্রে ভক্ষণ

অলাবুর শাঁস বাহির করিয়া তাহার খোসায় দধি পাতিয়া পরদিনে সেই দধি ২ তোলা পরিমাণে সেবন

কচি তালের জল, গোলাপ জল, প্রত্যেকে ২ তোলা, মিছরি ৷৷০ তোলার সহিত একত্র পান

অম্লপিত্ত ও অজীর্ণ রোগে—পারা গন্ধক, অমৃত, সোহাগা খই, জায়ফল, লবঙ্গ, প্রত্যেকে ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, জলে,

মর্দ্দন করিবা কুঁই কুঁচ প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান বাসী জল।

কলিচুন ২ তোলা ও লবণ ২ তোলা ভাজিয়া চূর্ণ ২ মাসা জলের সহিত ভক্ষণ

অরোচক রোগে—মুথা, এলাইচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, প্রত্যেকে ১ মাসা, চিনি মধু, আমরুলশাকের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া পুনঃপুঃ সেবন

যবানীচূর্ণ অর্দ্ধ তোলা, কাচা তেঁতুলের মাড়ি অর্দ্ধ তোলা, একবার করিয়া সেবন।

দারুচিনি, মুথা, এলাইচ, ধন্যা প্রত্যেকে সমান ভাগে লইয়া মুখে রাখিবে মুথা, আমলা, দারচিনি, সমভাগে এক এক চিমটা সর্ব্বদা মুখে রাখিবে।

দারুচিনি, দেবদারু, যমানী, পিপ্পলী, চক্তি সমভাগে লইয়া সেবন করিবে পরিমাণ ৪ রতি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

উদরের অন্যান্য রোগপ্রতিকার।

কৃমিরোগে—পালিধারস ৪ তোলা, মধু ■ মাসা, একবারে ভক্ষণ।

কাঁউমূলের রস ২ তোলা, মধু ৪ মাসা এককালে সেবন

সাঞ্চিড়া শাকের রস ২ তোলা, মধু ৪ মাসা একত্র ভক্ষণ।

মধু ২ তোলা, জল ৪ তোলা সরবৎ করিয়া পান।

বিড়ঙ্গ চূর্ণ ২ তোলা মধুর সহিত অবলেহ করিয়া ক্রমে ক্রমে সেবন

তিতলাউএর বীজচূর্ণ ২ তোলা, ঘোল ৮ তোলা একবারে ভক্ষণ।

বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, চিরাতা, মুথা, পলাশবীজ, কট্‌কী, দাড়িম্ব-ছাল, নিম্বছাল, প্রত্যেকে ২ মাসা, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ১ ছটাক করিয়া দিবসের মধ্যে ২ বার সেবন

হরিতকী, বহেড়া, আমলা প্রত্যেকে ২ সের, পিপ্পলী ও উহার মূল, চব্যি চিতামূল, শুন্ঠীপ্রত্যেকে ২৫০ তোলা, দশমূল প্রত্যেকে ১২ তোলা ৬ মাসা, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয় ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ৪ সের ঘৃত মুর্চ্ছাইয়া তাহাতে দিয়া সিদ্ধ করিবে পরে সৈন্ধব ২ সের লবঙ্গ, জিরা, কৃষ্ণজিরা, জায়ফল, প্রিয়ঙ্গু, দারুচিনি, এলাইচ, চিতামূল, শঠি, তালিশ পত্র, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, তেউড়িমূল, দন্তিমূল, জয়ত্রী, বন যমানি, যষ্টিমধু, পিপ্পলীমূল, বিড়ঙ্গ, মুথা, হরি-তকী; বহেড়া, আমলা হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বামুনহাটি, কুমুড়া, ধন্যা, বেলেড়া, মহুরী প্রত্যেকে ৪ তোলা, চিনি ১ সের যথাবিধি পাক। গরম দুগ্ধের সহিত অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে প্রতিদিন প্রাতে সেবন করিবে

বটের আটা ১ তোলা, চিনি ১ তোলা, একত্রে ভক্ষণ

শূলরোগে—তালমোচক্ষার, যবক্ষার, পুরাতন মন্দিরের খোয়া, তেঁতুলছালের ক্ষার, হিংচার ক্ষার, সৈন্ধব, বিটলবণ, করঞ্চ এই সকল জিনিস সমানভাগে আমলার রসের সহিত মর্দ্দন

করিয়া একটী ভাঁটার মত করিবে, তাহার পর তাহাকে তিন দিন রৌদ্রে শুকাইয়া দাড়িম্বের ভিতর পুরিয়া পুট পাক করিবে। এক মাসা পরিমাণে, রোগ পিত্তজন্য হইলে গরম দুগ্ধের সহিত, বায়ুজন্য হইলে ত্রিফলার কাথের সহিত, কফজন্য হইলে সাজিনার রসের সহিত সেবন করিবে

শিলাসন্তান চূর্ণ ১৬ তোলা, চিনি ৮ তোলা, একত্র করিয়া তাহার এক এক তোলা ঠাণ্ডা জল ৮ তোলার সহিত ভক্ষণ করিবে

শুণ্ঠী, এরণ্ডমূল, প্রত্যেকে এক তোলা আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া তাহাতে হিঙ্গু ২ মাসা, সৈন্ধব ৪ মাসা মিসাইয়া ভক্ষণ

শতমূলীর রস ৪ তোলা, মধু ৪ মাসা একত্র ভক্ষণ পারা, গন্ধক, লৌহ, প্রত্যেকে ১ তোলা, ঘৃত ১২ পল, দুগ্ধ ১ পল, প্রক্ষেপ, বিড়ঙ্গ ত্রিফলা (হরিতকী, বহেড়, আমলা) চিতামূল ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল মরিচ) প্রত্যেকে ১ পল অর্দ্ধ তোলা পরিমাণ গরম দুগ্ধের সহিত সেবন

নাগেশ্বর, বালা রক্তচন্দন, ত্রিকটু, আমলা, পেয়ালকাষ্ঠ, পান, তেজপত্র, এলাইচ, দারুচিনি, জিরা, কৃষ্ণজিরা, পাণিফল, বংশলোচন, জায়ফল, জয়ত্রী, লবঙ্গ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা শটি, কট-ফল, কুড়, তালিশপত্র পেঁঠেলা, গোরক্ষ চাকুলে, কাঁকড়া শৃঙ্গী, চিতামূল প্রত্যেকে ২ তোলা, শুণ্ঠীচূর্ণ ৪ পল, গুবাকচূর্ণ ৮ পল, জটামাংসী, শুঁদিমূল, শতমূলী প্রত্যেকে ২ তোলা, চিনি ৫০ পল, দুগ্ধ ৮ সের, ঘৃত ৪ পল; পাক যথাবিধি অনুপান গরম দুগ্ধ; পরিমাণ অর্দ্ধ তোলা

গুল্মরোগে—কেতকপত্রভস্ম ২ তোলা, পুরাতন গুড় ২ তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধ তোলা পরিমাণ ঔষধ, জল ৪ তোলার সহিত সেবন

শুণ্ঠী, কুড়, দন্তী, চিতামূল, টুণ্ডরি, শঠি, বচ, তেউড়ীমূল, প্রত্যেকে ২ তোলা, শোধিত হিঙ্গু ৬ তোলা, যবক্ষার ৪ তোলা, অম্ল বেতস, জিরা, মরিচ, ধন্যা, প্রত্যেকে ০ তোলা, কৃষ্ণজিরা, বনযমানী, প্রত্যেকে ১ তোলা, টাবালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া কুলের বীজের মত বটী বাসী জল অনুপান

পারা, গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষী, মনছাল তাঁবা প্রত্যেকে ১ তোলাকে একদিন পিপ্পলীর ক্বাথে, পরদিবস শীজ আটায মর্দ্দন করিয়া মটর প্রমাণ ঔষধ ৪ তোলা গরম দুগ্ধের সহিত সেবন

গোটা হরিতকী ২৫টা দন্তীমূল ২৫ পল, চিতামূল ২৫ পল ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ সের থাকিতে নামাইয়া পুরাতন গুড় ২৫ পল, তেউড়ীমূল চূর্ণ ৪ পল পিপ্পলী ১ পল, তিলতৈল ৪ পল শুণ্ঠী ১ পল, দারুচিনি, এলাইচ, নাগেশর প্রত্যেকে ২ তোলা ও মধু ৪ পল একত্র করিয়া ২ তোলা পরিমাণে সেবন। অনুপান গরম দুগ্ধ।

উদররোগে ত্রিকটু, যবক্ষার, সৈন্ধব, সমভাগে একত্র করিয়া ১ তোলা পরিমাণে গরম দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ

শাস্তারী, সচল, সৈন্ধব, বনযমানী, যবক্ষার, বিড়ঙ্গ, হিঙ্গু, পিপ্পলী, চিতামূল, শুণ্ঠী, সমভাগ এক তোলা পরিমাণে ঔষধ ২ তোলা গরম দুগ্ধের সহিত সেবন বিধি

পুনর্ণবা নিম্বছাল, পটলপত্র, শুণ্ঠী, কটকী গুলঞ্চ, দারু

হরিদ্রা, হরিতকী প্রত্যেকে ২ মাসা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া দুই বারে সেবন।

ত্রিকটু, বনযমানী, সৈন্ধব, জিরা কৃষ্ণজিরা, হিঙ্গু প্রত্যেকের সমান ভাগ পরিমাণ ।০ তোলা, অনুপান ২ তোলা গরম দুগ্ধ

পুরাতন তেঁতুলের মাড়ি উদর পূর্ণ করিয়া একবারে সেবন

শোধিত জয়পালবীজ ১ তোলা, এরণ্ডবীজ ৩ তোলা, একত্র জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া মটরপ্রমাণ বটী করিবে। অনুপান হরিতকীর ক্বাথ

কোষ্ঠবদ্ধ রোগে—সোণামুখীর পাতা, জাঙ্গিহরিতকী, মৌরী রেউচিনি, চিরাতা, যষ্টিমধু, মিছরি, মনেক্কা, প্রত্যেকে ।০ আনা ৩ ছটাক, গরম জলে ৪ দণ্ডকাল ঢাকিয়া রাখিয় পরে সেই জল পান করিবে।

শোধিত জায়ফল ২ রতি, লৌহ ১০ রতি, সৈন্ধব ১।০ রতি. একবারে ভক্ষণ।

সোনামুখীর পাতা ২ তোলা, জাঙ্গি হরিতকী ১ তোলা, রেউচিনি ১ তোলা, জোলেফা ৪ তোলা, চিনি ৪ তোলা, এক রাত্রি শিশিরে রাখিবে পরে উহার ১ মাসা পরিমাণ ৪ তোলা গরম দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ।

লবঙ্গ ১ তোলা, রেউচিনি ১ তোলা, মৌরী ৯ তোলা, সোণামুখীর পাতা ৩ তোলা, গুড় ৬ তোলা একত্র বাটিয়া কুলের মত বড় বটিকা করিয়া শীতল জলের সহিত একটী গুলি রাত্রিকালে সেবন করিবে

পুরাতন তেঁতুল ২ তোল, মিচরি ২ তোলা, সোনামুখীর

পাতা ২ তোলা, জাঙ্গিহরিতকী ২ তোলা রাত্রিকালে ১ ছটাক জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন প্রাতে ভক্ষণ

সোনামুখীর পাতা চূর্ণ ০ আনা আদার রসে মর্দ্দন করিয়া একটী বটির আকারে সেবন করিবে।

মনেক্কা ৩ তোলা, সোনাপাতা চূর্ণ ৬ তোলা, মিছরি ১২ তোলা, ত্রিফল প্রত্যেকে ১ তোলা, মধুতে মাড়িবা শীতল জল ১ পোয়ার সহিত ভক্ষণ

সোনাপাতা ২ তোলা, লবঙ্গ, সংবী হরিতকী, মিছরি প্রত্যেকে ১ তোলা ১০ পোয়া জলে পূর্ব্বরাত্রে ভিজাইয়া পর-দিবস ঐ জল একবারে পান

হরিতকী ৩ তোলা, মিছরি ২ তোলা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া একবারে গরম গরম ভক্ষণ

গোটা জাঙ্গিহরিতকী ১৬ তোলা ২ সের গোমূত্রে অষ্টপ্রহর ভিজাইয়া ঐ হরিতকীকে তুলিশ ৪ তোলা গুঁড়া বিটলবণ তাহাতে মাখাইয়া অর্দ্ধপোয়া ঘৃতে ভাজিবে ও প্রতিদিন আহারের পর ২ বার ৪ ৫টি করিয়া হরিতকী একবারে ভক্ষণ করিবে

জলাপ ৪ আউন্স, কার্ব্বনেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া ৪ আউন্স, জিঞ্জার ১ আউন্স একত্র মিশ্রিত করিলে "পল্ভ রিউবাই কম্পাউণ্ড" বা গ্রেগরিজ পাউডার প্রস্তুত হয় মাত্রা ২০ গ্রেণ হইতে ১ ড্রাম।

জ্যালাপ ২০ আউন্স, এ্যাসিড টার্টারেট অফ পোটাশ ৩৬ আউন্স, পল্ভ জিঞ্জার ৪ আউন্স, একত্র মিশ্রিত করিয়া নাবি-কালে ১৫ হইতে ৬০ গ্রেণ পরিমাণে সেবন করা যাইতে পারে। ইহার নাম "পুল্ভ জোলাপ কম্পাউণ্ড"

এক্‌ষ্ট্রাক্ট কলসিন্থ ৫ গ্রেণ, এক্‌ষ্ট্রাক্ট হায়োসায়েমস ॥০

গ্রেণ, হাইড্রার্জ্জি ম্যালামেলেশ ২ গ্রেণ, পড়ফাইল রেজিন ০ গ্রেণ, সর্ব্বসমুদায় একত্র একবারে সেব্য ইহারই নাম "ক্যাথেটিক পিল"

ছর্দ্দি বা বমন রোগে চূণের জল পান খড়ি ভিজান জল পান অশ্বত্থছালকে পোড়াইয়া জলে ভিজাইয়া সেই জল পান কেতক (কেয়া) গাছের মেথির রস ১ তোলা, মিছরি ০ আনা একত্র ভক্ষণ

চারা খেজুরগাছের মূলের রস ১ তোলা, এলাইচ কর্পূর প্রত্যেকে ৫ রতি একত্র করিয়া ভক্ষণ

শ্বেতচন্দন নেকড়ায় মাখাইয়া একটি ময়ূরপুচ্ছের চতুর্দ্দিকে জড়াইয়া শুকাইলে আগুণে পোড়াইয়া তাহার ধূম নাসিকায় দিবে

এলাইচ, যষ্টিমধু, দাক্ষা, প্রত্যেকে সমানভাগে মধুর সহিত অবলেহবৎ সেবন

কর্পূর ২ আনা, খটকিরি চূর্ণ ২ আনা, জল অর্দ্ধপোয়ার সহিত ক্রমে ক্রমে পান করিবে

এলাইচ, কর্পূর মরিচ, তেজপত্র প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা অর্দ্ধপোয়া জলে বাটিয়া পাঁচ ২ ছাঁকিয়া পান করিবে

মর্বিন্দু ২ রতি, ছোট এলাইচ ১ রতি, জলের সহিত সেবন করিবে

যষ্টিমধু ৵০ আনা, ছোটএলাইচ ৵০ আনা মধুর সহিত মিশাইয়া অবলেহবৎ সেবন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রক্তপিত্তের রোগপ্রতিকার

কাসরোগে কণ্টিকারি কণ্টকারী, বলগ বলাই, শুঠী বাসক ছাল, এরগুমূল পাঁচ্যাক ৩২ রতি, ০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে সেবন।

জ্বর। যে পান খাইয়া বেড়ায় তাহার সিরপ, ভাজিয়া চূর্ণ ।০ আনা ও মিস্রির ৵০ আনা জলের সহিত ভক্ষণ।

কণ্টকারী ২ তোলা অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে, পিপুল চূর্ণ ০ তোলা বাকসপত্র রস ১ তোলা মধু ২ তোলা, একত্র মিশাইয়া একবারে ভক্ষণ করিবে

কিসমিস ১ তোলা, বাসকছাল ১ তোলা অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া মধু ।০ তোলার সহিত পান করিবে

স্বর্ণভস্ম ১ তোলা অভ্র ২ তোলা, লৌহ ৩ তোলা, পারা ৩ তোলা গন্ধক ৪ তোলা, সৈন্ধব ২ তোলা, মুক্তাভস্ম ২ তোলা, প্রবালভস্ম ২ তোলা, একত্র করিয়া গেঁমুলীর কাথে ইহুবর বাসকমূলের ছালের কাথে ২ বার, ইক্ষুরসে দুইবার মর্দ্দন ও শুষ্ক করণানন্তর বর্তুলাকার করিয়া শুকাইবে, তাহার পর কৌটার ভিতর রাখিয়া প্রলেপ দিবে, একটী হাঁড়ির দুই ভাগ বালুকাপূর্ণ করিয়া তাহার উপর কৌটাটি বসাইয়া

হাঁড়িটী বালুকা পূর্ণ করিয়া চারি প্রহর মন্দ মন্দ জ্বালে ২ প্রহর মধ্যমরূপ ২ প্রহর খরজ্বালে পাক করিবে তাহার পর নামাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া সোণাভি ১ তোলা কর্পূর ২ তোলা একত্র মর্দ্দন করিবে অনুপান পিপুলচূর্ণ ৫ রতি ও মধু। পরিমাণ ৪ রতি পথ্য —ঘৃতসৈন্ধবে পাক করা ব্যঞ্জন, মৎস্য, মাংস, বাতে রুটী এই ঔষধ যক্ষ্মাকাশে ব্যবহৃত হয়

বামুনহাটীর ছালচূর্ণ ১ তোলা, গুলঞ্চ গুঁড়া ১ তোলা, তুলসী পত্র চূর্ণ ৩ তোলা, পিপ্‌লি চূর্ণ ২ তোলা, সৈন্ধব ২তোলা, দুগ্ধ ৮ তোলা; ঘৃত ৪ তোলা, মধু ৪ তোলা একত্র পাক করিবে। পরিমাণ তিন মটর অনুপান গরম জল ১ তোলা

লবঙ্গ, জায়ফল, জয়ত্রী, দ্রাক্ষা, তালিশপত্র, কুড, ত্রিফলা প্রত্যেকে ২ মাসা, বাসক রস চূর্ণ, বিরমির রস চূর্ণ, আদার রস চূর্ণ, বৃহতীর রস চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা, সিদ্ধি ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা একত্র করিয়া ৵০ আনা ঔষধ জলের সহিত ভক্ষণ করিবে

টীং ক্যাম্ফার কম্পাউণ্ড ১৫ ফোঁটা, টীং হায়েসায়েমস ১০ ফোঁটা ভাইনম্ ইপিক্যাক ৫ ফোঁটা ভাইনম য্যাংটীমোনি-য়ালিশ ১০ ফোঁটা, জল ১ আউন্স একমাত্রা

টীং ক্যাম্ফর কম্পাউণ্ড ২ ড্রাম, টীং হায়েসায়েমস ১ ড্রাম ভাইনম য্যাণ্টিমোনিয়ালিস ১ড্রাম, ভাইনম ইপিক্যাক ১ ড্রাম, স্পিরিট ক্লোরোফরম ১ ড্রাম, ইথারনাইট্রোসাই ১ ড্রাম, গঁদ ১ ড্রাম, মধু ৪ ড্রাম, কর্পূরের জল ৫ আউন্স পূর্ণ মাত্রা ১ আউন্স

কার্ব্বনেট অফ য্যামোনিয়া ১ ড্রাম, ভাইনম ইপিক্যাক ১

ড্রাম, ক্লোরিক ইথার ॥ ড্রাম, টীং সিঙ্কোনা ৬ ড্রাম, ভাল ব্রাণ্ডি ৩ আউন্স, টীং ক্যাডেমম্ ৬ ড্রাম, সিরপ জিঞ্জার ১ আউন্স, ইন্‌ফিউজন সেনেগা ১২ আউন্স ১২ বারে ২ ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন

ক্যাজুপটী অয়েল ১ আউন্স, টার্পিণ ১ আউন্স একত্র মিশাইয়া পাঁজরে ও পেটে মালিস করিবে

শ্বাসে—পুরাতন গুড় ২ তোলা, তিল তৈল ২ তোলা, একত্র করিয়া ১ তোলা পরিমাণে প্রতিদিন ভক্ষণ

সোমরাজ, জাঙ্গীহরিতকী, গাঁটী হরিদ্রা, পাঙ্গা লবণ প্রত্যেকে ৪ তোলা গুঁড়া করিয়া একটা ভাঁড়ে ৪ টা আকন্দ-পাতা পাতিয়া তাহার উপর ঐ গুঁড়া রাখিয়া উপরে ৪ টা আকন্দ-পাতা ঢাকা দিবে, তাহার পর ভাঁড়ের মুখ বন্ধ করিয়া সমস্ত ভাঁড়ে প্রলেপ দিবে—শুকাইয়া ঘুঁটের পোড়ে পোড়াইবে অনুপান ছাঁচিপানের রস, পরিমাণ ২ রতি মাত্রা ক্রমে বাড়িতে থাকিবে।

লোম সহিত ছাগলের চামড়া কুঁচিকুঁচি করিয়া ভাণ্ডের ভিতর রাখিয়া ঢাকাদিয়া বিল ঘুঁটের জ্বালে ভস্ম করিয়া মধুর সহিত অবলেহবৎ সেবন

আকন্দ আটা ৪ তোলা, আতপ তণ্ডুল ১ তোলা একত্র শুষ্ক করিয়া গুঁড় করিবে ঐ গুঁড়া ০ আনা শীতল জলের সহিত ভক্ষণ করিবে

বাসকছাল, গুলঞ্চ, কণ্টকারী, প্রত্যেকে ৫৩ ০ রতি, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া প্রতিদিন ২ বার সেবন

পানের শেকড় ১ তোলা, গোলমরিচ ৩ রতি, কর্পূর ১ রতি, শ্বেতচন্দন ঘষা ৫ রতি একত্র ভক্ষণ।

সৈন্ধব লবণ ১ তোলা, অর্দ্ধ নিমটিনের আকারে গুঁড়া করিয়া একটী নেকড়ার পুঁটুলী করিয়া তাহার উপর এক বুরুল পুরু মাটির প্রলেপ দিয়া ৮ প্রহর অগ্নিতে পোড়াইলে উহার রং নীলবর্ণ আকাশের মত হইবে। ঐ গুঁড়া পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি পক্ষে ১ গ্রেণ। অনুপান জল।

স্বরভঙ্গে—কেবল মেথী শুষ্ক করিয়া কলিকায় সাজিয়া তাহার ধূমপান।

বিরমির রস ১ তোলা, মিছরি ০ আনা একত্র করিয়া সেবন।

সেফালিকাছালের রস ১ তোলা, আদার রস ১ তোলা, একত্র সেবন। তেজপত্রের ধূমপান। বিরমী ঘৃতে ভাজিয়া ভক্ষণ।

হরিদ্রা বচ, কুড় পিপ্পলী, শুন্ঠী, যমানি, জিরা যষ্টিমধু, সৈন্ধব, হিং, অম্ল, প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা চূর্ণ। ঘৃতের সহিত অবলেহরূপে সেবন।

রক্তপিত্ত রোগে পিপ্পলী চূর্ণ ০ তোলা মধুর সহিত ভক্ষণ। লাক্ষাচূর্ণ ০ তোলা ঘৃতের সহিত ভক্ষণ। পিপুল, ০ তোলা ঘৃত ও মধুর সহিত ভক্ষণ।

ফটকিরির খই ১ তোলা, বগসিন্দুর ১ তোলা, একত্র মাড়িয়া ২ মাসা ঔষধ ঘৃতকুমারীর রস ১ তোলার সহিত ভক্ষণ।

হরিতকী চূর্ণ ০ তোলা, ৭ বার বাসকরসে মর্দ্দন ও শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে। ঐ চূর্ণ ০ তোলা মধুর সহিত ভক্ষণ।

ছোট এলাইচ, দারুচিনি, তেজপত্র, লবঙ্গ প্রত্যেকে ১ তোলা, রক্তকম্বলের ডোঁড়ো চূর্ণ ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া ।০ আধা পরিমাণে ১ তোলা ছাগলদুগ্ধের সহিত প্রতিদিন ২ বার করিয়া সেবন করিবে

এলাইচবীজ, দারুচিনি, তেজপত্র প্রত্যেক ১ তোলা, পিপুল ৫ তোলা, চিনি, যষ্টিমধু, পিণ্ডিখেজুর, দ্রাক্ষা প্রত্যেকে ৮ তোলা মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ তোলা পরিমাণ গুলি জলের সহিত ভক্ষণ করিবে

শিশুপত্র ১ তোলা, জল অর্দ্ধপোয়া মিছরি ১ তোলা রাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জল ছাঁকিয়া প্রাতে পান করিবে

কুষ্মাণ্ডশস্য ৫০ পল, ঘৃত ২ সের, কুমড়ার জল ৮ সের, চিনি ৫০ পল, পিপ্পলী শুঁঠী, জিরা প্রত্যেকে ৮ তোলা, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, মরিচ, ধন্যা প্রত্যেকে ২ তোলা. শীতল হইলে মধু ১ সের, পাক যথাবিধি। পরিমাণ ১ তোলা, অনুপান গরম দুগ্ধ ১ ছটাক বা জল।

যক্ষ্মারোগে—ক্ষেত্রপাপড়, রক্তচন্দন, বালা, পদ্ম, যষ্টিমধু, শুঁঠী প্রত্যেকে ১ তোলা দেড়সের জলে সিদ্ধ করিয়া দেড়পো থাকিতে নামাইয়া বোতলে রাখিবে, আর প্রতিদিন ১ ছটাক পরিমাণে সেবন করিবে।

খই চূর্ণ ৪ তোলা, ঘৃত ১ তোলা চিনি ১ তোলা, মধু ২ তোলা একত্র করিয়া ১ তোলা পরিমাণে প্রতিদিন ২ বার সেবন করিবে।

তৃষ্ণারোগে খইচূর্ণ ২ তোলা মধুর সহিত অবলেহ করিয়া সেবন

দ্রাক্ষা, ইক্ষুরস, দুগ্ধ, যষ্টিমধু, নীলোৎপল সমভাগে নস্য-গ্রহণ।

ক্লোরেট অব পোটাশ ১ ড্রাম, নাইট্রিক য়্যাসিড ১ ড্রাম, শীতল জল ২০ আউন্স। ক্রমে ১। ১ আউন্স সেবন।

ফটকিরির খই ০ আনা, জল ১ পোয়া, ক্রমে ২ বার পান।

আমছাল, জামছাল, প্রত্যেকে ১ তোলা, জল ।০ সের সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া তাহাতে ০ তোলা মধু মিশাইয়া খাইবে

জ্বরবিকারের তৃষ্ণা কালেও এই সকল ঔষধ দেওয়া যায়।

হৃদ্রোগে—গমচূর্ণ, অর্জ্জুনছালচূর্ণ, ঘৃত, মধু, চিনি সমভাগে মিলিত করিয়া ভক্ষণ

গোরক্ষ চাকুল্যাচূর্ণ ২ তোলা, গরম দুগ্ধ অর্দ্ধ পোয়ার সহিত ভক্ষণ

অর্জ্জুনছালচূর্ণ ২ তোলা, গরম দুগ্ধ অর্দ্ধ পোয়ার সহিত ভক্ষণ।

ঘৃত ৴ সের, অর্জ্জুনছালের রস ১ সের, কল্কার্থ অর্জ্জুনছাল ১ সের।

উরগ্রহরোগে—সোঁয়াতাগাত, সজিনাছাল, হুবহুবা প্রত্যেকে ২ তোলা, হিঙ্গু ৫ রতি সেবন অথবা পঞ্চ লবণ ও ম স ভক্ষণ

পুরাতন গুড় ২ তোলা, তেউরিমূল চূর্ণ ৩ মাসা একত্র ভক্ষণ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মূত্র ও ধাতুগত রোগপ্রতিকার।

মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে—কাঁচা হরিদ্রার রস ২ তোলা, মধু ॥০ তোলা একত্রে সেবন

ছাগীদুগ্ধ ৬ তোলা, বাবলার কুড়ি ২ তোলা মিছরি ১ তোলা একত্রে বাটিয়া ছাঁকিয়া সেবন।

যবক্ষার ১ তোলা, পুরাতন কুমড়ার জল ১ তোলা একবারে ভক্ষণ

লাউফুলের রস ১ তোলা, সোরা ১ তোলা একত্র সেবন

শুশনিশাকের রস ১ তোলা, দাড়িম্বের রস ১ তোলা একত্র সেবন।

হিংচা শুকাইয়া হাঁড়িতে রাখিয়া প্রলেপ দিয়া ভস্ম করিবে ঐ ভস্ম [illegible] আনা, মধু [illegible] আনা একত্রে ভক্ষণ

শতমূলী ৮ তোলা, ফটকিরি [illegible] আনা একত্রে দুইবার সেবন

কাঁচা দুগ্ধ ৮ তোলা মিছরি [illegible] তোলা, ফটকিরি ৶০ আনা একত্র দুইবারে ভক্ষণ

আমলকী চূর্ণ ২ তোলা, পুরাতন গুড় ২ তোলা, একত্র করিয়া [illegible] তোলা জলের সহিত সেবন

কুমড়ার জল ৮ তোলা, চিনি ১ তোলা, সোরা ২ মাসা একত্র করিয়া [illegible] বারে ভক্ষণ

নবনীত ও চিনি ২ তোলা জল ৪ তোলার ভিজাইয়া কর্পূর ১ রতি মিশ্রিত সেবন

হরিদ্রা কাঁচা জলে বাটিয়া মর্দ্দন

ঘোল ৮ তোলা, সোরা ০ তোলা, কর্পূর ১ মাসা একত্রে ভক্ষণ

কিংশুকমূলের রস ৫ ০, কাল কচুপাতার রস ৫ পঃ, নূতন মৃত্তিকাপাত্রে পাক করিবে পারা ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, ঘৃত ৪ রতি, মধু ৪ রতি, একত্র করিয়া কুঁচের মত বটী করিবে অনুপান অডহর পত্রের রস

রক্তচন্দন রস ২ তোলা, কাশীর চিনি ২ তোলা একত্রে সেবন

গোলাপফুল ১ তোলা, হরিণের শৃঙ্গঘসা ১ তোলা, শতমূলীর রস ১ তোলা, জল ৪ তোলা একবারে ভক্ষণ

কুশমূল কেশেমূল, খাগড়ামূল, ইক্ষুমূল, বেণামূল প্রত্যেকে ৮ পল, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ সের থাকিতে নামাইয়া তাহাতে যষ্টিমধু, কাকুড়বীজ শশাবীজ, বংশলোচন, আমলা, তেজপাতা, দারুচিনি, নাগেশ্বর, বকুলছাল, গুলঞ্চ প্রিয়ঙ্গু প্রত্যেকে ২ মাসা দিয়া অবলেহ পাক করিবে অনুপান জল, পরিমাণ ০ তোলা

কোপেবা অয়েল ১০ ফোঁটা, মিছরি ২ ড্রাম, গম একেশিয়া ২০ গ্রেণ, টীং কেবি ৫ ফোঁটা, জল ১ আউন্স একমাত্রা দিনে ৩ ৪ বার ঐরূপ মাত্রার সেবন

মূত্রাঘাত -শশাবীজ ২ তোলা সৈন্ধব ০ তোলা বড়ি ৪ তোলা একত্র করিয়া একবারে ভক্ষণ

ত্রিফলা ২ তোলা, সৈন্ধব ।০ তোলা, জল ৪ তোলা একত্র করিয়া একবারে সেবন

গোক্ষুরী, এরণ্ডমূল, শতমূলী, পর্পট প্রত্যেকে ২ মাসা, জল দেড়পোয়া, দুগ্ধ আধপোয়া, সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ২ বারে ভক্ষণ

সোমরাজবীজ ১ তোলা যবক্ষার ১ তোলা ঘোলে বাটিয়া গরম করিয়া নাভিতে প্রলেপ

গাঁদা ফুলের পাতা ১ তোলা ফটকিরি ১ তোলা জলে বাটিয়া নাভিতে প্রলেপ

ফটকিরি, ছ[illegible] সমান ভাগে বাটিয়া নাভির চতুর্দ্দিকে প্রলেপ

প্রমেহরোগে—প্রবাল ১ তোলাকে একপোয়া দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া সমস্ত দুগ্ধ শুকাইয়া গেলে সেই প্রবাল চূর্ণ করিয়া ১ রতি তদুপযুক্ত মধুতে মর্দ্দন করিয়া দিনে দুইবার সেবন

কাঁচা আমলকীর রস ২ তোলা হরিদ্রা চূর্ণ ৪ মাসা, মধু ২ মাসা একত্রে ভক্ষণ

ত্রিফলা, দেবদারু, মুথা প্রত্যেক ৩২ রতি, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া মধু ৪ মাসা, বঙ্গ ২ রতি একত্র সেবন

বঙ্গ ২ রতি মধুর সহিত প্রাতঃকালে ভক্ষণ

ডাবের ভিতর যে জল থাকে সেই জল ২ তোলা, ছোলার ছাতু, মিছরি, ঘৃত সমান ভাগে ১ তোলা জলের সহিত ভক্ষণ।

পাপড়িখয়ের ।।০ তোলা, কাঁচা দুগ্ধ আধ ছটাক, জল ১ ছটাকের সহিত ভক্ষণ

মেড়দিপাতা ২ তোলা মুচাইস ৮ তোলা জলেতে ভিজে ইয়া র খিলা স্নানের পর চিনির সহিত সেবন

মকরধ্বজ, লৌহ, অভ্র, শিলাজতু, বিড়ঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষী, শোধিত গন্ধক প্রত্যেকে ২ তোলা স্বর্ণভস্ম ১ তোলা ঘৃত ও মধুতে মাড়িয়া কুঁচের মত বটী প্রস্তুত করিবে তাহার এক একটী বটী প্রাতে মধু, চাকা শিমুলের শিকড়ের রস ও চিনির সহিত সেবন।

পারদ, গন্ধক, শিলাজতু একত্র মর্দন ও বর্তুলাকার করিয়া মাটীর কৌটার বাহির তাহাতে প্রলেপ দিবে, প্রলেপ শুকাইলে দুই প্রহর কাল জ্বাল দিয়া নামাইবে তাহার ১ রতি মধুর সহিত প্রাতে ভক্ষণ

সমুদ্রের ফেণ, গেরিকমাটী, দমেঃ গাছের মূল, প্রত্যেকে সমান ভাগ, দধোপ্রএবরে মাড়িয়া মটর প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান মধু তেলাকুচ রপ ভাব রস ১ তোলা

কাবাবচিনি ২ তোলা, সোরা ২ তোলা একত্র করিয়া ১ তোলা পরিমাণে, মিছরি ০ আনা ও জল ৪ তোলার সহিত ভক্ষণ

বিউনের ১০ গ্রেণ, সালসম কোপের ১০ ফোঁটা, টীং হায়েসায়েমস্ ১৫ ফোঁটা, নাইট্রেট অফ পোটাশ ৫ গ্রেণ, জল ১ আউন্স একমাত্রা দিনে ৩ বার সেবন

কিউবেব ১০ গ্রেণ, নাইট্রেট অফ পোটাশ ৫ গ্রেণ, নাইট্রিক ইথার ১০ ফোঁটা, জল ১ আউন্স, ১ মাত্রা, ৩ বার সেবন

বহুমূত্ররোগে কাঁটালিকলা চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া মধুর সহিত প্রাতে সন্ধ্যায় ২।৩ বার ভক্ষণ

এক তোলা কধু ৪ তোলা জলে ভিজাইয়া তাহা পান

পানিকলার মূলের রস ২ তোলা, মিছরি ০ তোলা একত্রে ভক্ষণ

চোঁচখড়িকার চাউল চূর্ণ ৪ তোলা, কালিন্দী ধান্যের চাউলভাজাচূর্ণ ৪ তোলা ৪ তোলা মধুতে মাড়িয়া কুলপ্রমাণ ২টী বটী করিয়া জলের সহিত প্রাতে ও সন্ধ্যায় ২ বার সেবন

আমের শিকড়ের রসে গেরিমাটী, তুষা, খড়ি মাড়িয়া নাভিতে প্রলেপ মাসকলাই ১ তোলা, বেণার মূল ১ তোলা, জল অর্দ্ধসেরে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া তাহা পান

গঁদাবুলের পাতার ও অবহেপত্রের রস বাহির করিয়া ২ তোলার সহিত ২ রতি বঙ্গ সেবন।

অর্জ্জুনছাল, সোঁদা, বেণামূল, রক্তচন্দন, আজ্ঞাস্ত, হরিদ্রা, আমলা, দাড়িমবীজ, গুলঞ্চ যবনামূল প্রত্যেকে ৪ তোলা; পারা, গন্ধক, বঙ্গ, মুথা, এলাইচ, তেজপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, লৌহ, রসাঞ্জন, আকনাদি, ত্রিফলা, সোনামুখী প্রত্যেকে ৩ মাসা, গুলঞ্চ ৪ তোলা রসের সহিত মাড়িয়া ১৬ রতি প্রমাণ বটী, অনুপান ডাবের জল, ছাগীদুগ্ধ।

কেবলমাত্র মাখনতোলা দুগ্ধ তিন দিন সেবন, ঐ তিন দিন অন্য কিছু আহার করিবে না

ক্রিয়াশোট ৩ ফোঁটা, য়্যাসেটিক য়্যাসিড ৭ ফোঁটা, জল ৩ আউন্স; ৩ বারে সেবন

লৌহ ২ তোলা, পারা, গন্ধক, এলাইচ, তেজপত্র, হরিদ্রা,

দারহরিদ্রা, কাসনীজ, বেণামূল, কুবীবীজ, বিড়ঙ্গ জিব, আকনাদীমূল, আমলা, ডিম্বীজ সোহাগা শুলফ, বক্ত চন্দন, লোধ, কর্দমচ..., সাজন ছ গিজুগে মাড়িয়া ১০ রতি প্রমাণ বটিকা অনুপান ছাগলদুগ্ধ

শুষ্ক ঝিঙ্গে পোড়াইয়া তিন ছটাক জলে ভিজাইয়া সেই জল প্রাতে পান

স্বর্ণভস্ম, রৌপ্যভস্ম, সীসাভস্ম, মুক্তাভস্ম, লৌহ, অভ্র, জহু স্বর্ণমক্ষী, যষ্টিমধু, পিপ্পলী ওঠী মরিচ প্রত্যেকে সমান ভাগে কেশুত্যার রসে, ভীমরাজের রসে ও সিদ্ধিপাতার রসে ক্রমে মাড়িয়া শুকাইবে পরিমাণ ২ রতি, অনুপান মধু।

ধ্বজভঙ্গে—কুকসিমার রসে ময়দা মাখিয়া তাহার রুটি দিন ৪ ৫ খানা ভক্ষণ

তবকীসোণা, তবকীরূপা, প্রবাল গুঁড়, মুক্তাগুঁড়া, মরকতগুঁড়া সমান ভাগে লইয়া গোলাবজলে মর্দন করিয়া মটরের মত বটী করিবে অনুপান গোদুগ্ধ পথ্য বলকর দ্রব্য যথা,—মাংস, রুটি ইত্যাদি পথ্য

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র প্রত্যেকে ১ তোলা, স্বর্ণভস্ম ০ আনা ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দন করিয়া মটরপ্রমাণ বটীকা করিবে অনুপান পানের রস, মচ্ছরির জল ইত্যাদি

চড়ুইপাখীর মাংস ঘৃতে ভাজিয়া ... রসের ঝোল সেবন

খোরমা (আঁটী বাদে) ০ গোয়া ঘৃতে ভাজিয়া তাহাতে মিছরির বুকনী দিয়া দিবসে তিনটী খোরমা তিনবারে খাওয়াইবে।

পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, প্রত্যেকে ২ তোলা, স্বর্ণভস্ম ০ তোলা ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী। পানের রস, মধু এবং মধু ও পিপ্পলী চূর্ণ ইত্যাদি অনুপানের সহিত অবস্থাবিশেষে সেবন করাইবে

মকরধ্বজ ১ তোলা, লৌহ, অভ্র, প্রত্যেকে ০ তোলা, স্বর্ণভস্ম ৵০ আনা ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ২ কুঁচপ্রমাণ বটী উপরোক্ত অনুপানের সহিত সেবন

সালসার চূর্ণ ১ তোলা, অনন্তমূলের পাতা ১ তোলা গুলঞ্চের পাতা ১ তোলা, অনন্তমূলের রসে মর্দ্দন করিয়া বড় মটরের মত এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে অনুপান মধু দিবসে একবার সেবন বিধি

আকুল সিংহের শিকড় রাত্রে শুষ্ক করিয়া তাহার গুঁড়া ৪ তোলা মধুতে মর্দ্দনানন্তর ১৬টি বটী করিবে। প্রতিদিন ১টী বটী জলের সহিত সেব্য।

ধাতুদৌর্ব্বল্যে—কচিলাকলা, চিরতা, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, মিছরি প্রত্যেকে সমান ভাগ, জল ৮ গুণ, একত্র সিদ্ধ করিবা যখন বটী বাঁধিবার মত হইবে তখন বংশলোচন কিছু মিশাইয়া ২ গ্রেণ পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া জলের সহিত ব্যবহার করাইবে পরম দুগ্ধ পথ্য তাহাতে শরীর গরমবোধ হইলে ০ সের দুগ্ধ, মিছরি ২ তোলা একত্রে পান করিবে

ফেরিবেট অ্যামোনিয়া সাইট্রাস ১ ড্রাম লিকার ষ্ট্রীকনিয়া ০. ড্রাম ইন্‌ফিউজন কোয়াসিয়া ৮ আউন্স, ৮ মাত্রা। দিবসে তিন মাত্রা সেবন

জিন্সাই সংকার ১০ গ্রেণ, একষ্ট্রাক্ট জেনসিয়ান ৪০ গ্রেণ,

ইলেবাচগীন ও কট্কী ২ তোলা একত্র করিয়া ২টী বটী করিবে অনুপান জল প্রতিদিন ২টী ২টী ভক্ষণ

জাতীবীজ, ছোট জাতীর নগদ নারিকেলের শস্য, ছোট এলাইচ, দারুচিনি, প্রত্যেকে ২ তোলা, চিনি অর্দ্ধ পোয়া, দুগ্ধ ০ সের পাক করিয়া ১ তোলা পরিমাণে গুলি পাকাইয়া জলের সহিত প্রতিদিন প্রাতে ভক্ষণ

অনন্তমূল যষ্টিমধু কাকলী ক্ষীরকাকলী, অশ্বগন্ধা, বেলেড, গুলঞ্চ, বংশলোচন, জল দেড় পোয়া, দুগ্ধ অর্দ্ধ পোয়া সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া দিন একবার করিয়া খাইতে দিবে

রোহিতমৎস্যের মস্তকের ভিতর হিঙ্গু ০ আনা ও সৈন্ধব লবণ ০ তোলা প্রবেশ করাইয়া রীতিমত রন্ধনান্তে প্রতিদিন ভক্ষণ

স্বপ্নদোষে শয়নের পূর্ব্বে ব্রোমাইড পোটাশ ১০ গ্রেণ জলের সহিত সেবন

শয়নের পূর্ব্বে অণ্ডকোষে ৪ গাড়ু জল ক্রমে ক্রমে ঢালিয়া তাহার পর শয়ন করিলে আর স্বপ্নবিকার হইবে না

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গুহ্য ও উপস্থ দিগ রোগপ্রতিকার।

অর্শরোগে মহিষের শৃঙ্গ ০ তোলা আগুনে দিয়া তাহার ধূম "বলিতে" দিবে

হরিণের শৃঙ্গের ধূম ঐরূপে "বলিতে" দিবে সিদ্ধি পোড়াইয়া তাহার ধূম "বলিতে" দিবে।

মোরগফুলের বীজ ০ আনা ছানার জলে বাটিয়া বটী করিবে একটী বটী একবারে ৪ তোলা বুটকলায়ের জলে মর্দ্দন করিয়া খাইবে

মূলার রস ১ তোলা, সোরা ১ তোলা একত্র ভক্ষণ শতধৌতঘৃত [illegible] তোলা, ভাজা যবক্ষার ০ আনা, যষ্টিমধু।০ আনা, একত্র মিশ্রিত করিয়া "বলিতে" দিবে

ঘৃত ৪ তোলা, তেলাকুচাপাতার রস ২ তোলা একত্র পাক করিবে তাহার পর নামাইয়া তুঁতেভস্ম ০ আনা তাহাতে মিশ্রিত করিয়া বলিতে ৩৪ বার প্রলেপ দিবে।

মান, ওল, তেউড়িমূল, দন্তীমূল, চিতামূল, মুথা, বিড়ঙ্গ, ত্রিফল, ত্রিকটু, ভেলার অটি প্রত্যেকে ১ আনা লৌহ ৩০ তোলা। অনুপান ৪ তোলা দূর্ব্বার রস পরিমাণ ৶০ আনা পথ্য পলাণ্ডুর ব্যঞ্জন ও তাহার রস প্রশস্ত

তণ্ডুল ১ তোলা, চিনি ১ তোলা, মিছরি ১ তোলা, তালমূলী ১ তোলা একত্রে চর্ব্বণ করিয়া ভক্ষণ

হরীতকী ১ তোলা, চিনি ১ তোলা একবারে ভক্ষণ

বটের ঝুরি ১ তোলা, চিনি ১ তোলা বাটিয়া ভক্ষণ

শুশনিশাক, নেঁপে, ওল ও থোড় একত্রে ব্যঞ্জন করিয়া ভক্ষণ, তাহাতে লঙ্কা ঝাল ও সরিষা দেওয়া নিষেধ

বকুলবীজ ২ তোলা, হাতীর দাঁত গুড় ৬ তোলা আগুনে দিয়া তাহার ধূম "বলিতে" দিবে

রক্তচিতামূল ।।০ তোলা, লবণ ০ তোলা একত্র বাটিয়া 'বলিতে' প্রলেপ দিবে

"বলিতে" ৭ দিন গণেশমালার আটা লাগাইবে

চিতামূল ৵০ আনা, বচ ৮ হরিদ্রা ০ আনা বাটিয়া 'বলিতে' প্রলেপ দিবে

মেউদিমূলের ছাল ১ তোলা, শুণ্ঠী ১ তোলা জলে বাটিয়া "বলিতে" ৩ দিন প্রলেপ দিবে।

কৃষ্ণতিলের তণ্ডুল ও চাহবিজ, পচা কাঁঠালোকলা দধিতে বাটিয়া প্রলেপ

মকরধ্বজ, বংশলোচন, লৌহ, অভ্র বঙ্গ প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা তেলাকুচাপাতার রসে, ছানার জলে, হংকুমারীর ..., শাঙ্কার রসে, ইক্ষুরসে, গোলাপজলে ক্রমশঃ মর্দ্দিয়া শুকাইবে দুইরতি প্রমাণ বটী অনুপান জল

বগন্দরে সিজআটা আকন্দআটা, দারুহরিদ্রা সমভাগে বাটিয়া বাতি করিবে ও ... ডাইয়া তাহার ধূম লাগাইবে।

তিল, হরীতকী, লোধ, নিম্বপত্র, হরিদ্রা দারুহরিদ্রা, বচ সমানভাগে একত্র করিয়া প্রলেপ

ত্রিকটু, ত্রিফলা, ..., বিডঙ্গ, চিতামূল, শঠী; এলাইচ, পিপ্পলীমূল, ..., দেবদারু, বচ, কুড, চবি ... , যবক্ষার, হরিদ্রা, বিটলবণ, শচল, সৈন্ধব গজপিপ্পলী প্রত্যেকে ।।০ তোলা, শোধিত গুগ্গুল ২৭ তোলা জলে মাড়িয়া ১ তোলা প্রমাণ বটী জলের সহিত ভক্ষণ

কাল বিড়ালের অস্থি ঘর্ষণ করিয়া তাহার প্রলেপ।

উপদংশ—(শরীর ব্যাপোহে)—ফুলের ডাঁটি, আকন্দপত্র.

বামুন হাটী, হিঙ্গুল প্রত্যেকে ০ তোলা একত্র মর্দন করিয়া নেকড়ায় মাখাইয়া তাহার বাতি করিয়া সেই বাতি পোড়াইয়া তাহার ধূম দিবে।

ত্রিফলার কাথে ও ভৃঙ্গরাজের রসে ক্ষতস্থান ধৌত করিবে।

ত্রিফলাভস্ম মধুমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে।

বাবলাপাতাচূর্ণ, দাড়িম্বফলচূর্ণ, মনুষ্যাস্থিচূর্ণ, মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার প্রলেপ।

হোয়াইট প্রেসিপিটেট্ অফ মার্করী ১ ড্রাম, মাখন ১ আউন্স উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া নেকড়ায় লাগাইয়া পটির মত ঘায়ে বসাইয়া দিবে, আর তিন ঘণ্টা অন্তর সেই পটী বদলাইবে।

অশ্বথের ছোকালী চূর্ণ, পাথুরেকয়লার গুঁড়া সমানভাগে মুখের লালা (থুথু) দিয়া বাটিয়া নেকড়ায় মাখাইয়া বসাইয়া দিবে ও ৬ ঘণ্টান্তর ঐ পটি বদলাইবে।

আটসাওড়ার শিকড়কে গুঁড়া করিয়া ক্রমাগত দিতে দিতে যখন ঘা লালবর্ণ হইয়া আসিবে, তখন বিশেষ উপকার বুঝিতে হইবে। তাহার পর ২।৩ দিন দিনের মধ্যে ৪ বার ঐ চূর্ণ দিতে দিতে সম্পূর্ণ শুকাইয়া যাইবে। এই ঔষধ সকলপ্রকার ঘায়ে দেওয়া যায়।

হাতীশুঁড়া গাছের পাতা ও শিকড় জলে বাটিয়া প্রলেপ। প্রতিদিন ২।৩ বার দিতে হইবে।

ক্যালোমেল ৩ রতি ছয় ভাগ করিয়া ৬ দিবসে খাওয়াইবে।
যে সময়ে সব জ্বর আসিবে সেই সময় নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। জোলাপ ৫ রতি, ক্রিম টার্টার ৫ রতি, এই দুই

দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া জলে গুলিয়া খাইতে দিবে। ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে এবং মুখ ধরিয়া যাইবে।

সাচিকবাসের তৈল ৫ ফোঁটা করিয়া দিবসের মধ্যে তিন বার খাওয়াইবে।

সালসা ৩ মাসা জল ১ সের একত্র সিদ্ধ করিয়া ০ সের থাকিতে নামাইয়া প্রত্যহ ১ ছটাক করিয়া খাইতে দিবে।

একশিরায় তামাকের পাতা বাঁধিয়া রাখা, কদম্বপত্র বাঁধিয়া রাখা, এবং পানসেকিয়া বাঁধিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

আফুলা শিমুলের কাঁটার মুখ কাটিয়া, ছুঁচদ্বারা বিঁধিয়া সূতাতে গলাইয়া কোমরে ধারণ করিতে দিবে।

মুসব্বর জলে ঘুটাইয়া আটা আটা হইলে ৭।৮ দিন তাহার লেপ দিতে হয়। ইহাতে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে।

টিং ওপিয়াই একভাগ, সরিষার তৈল দুইভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ ২।৩ বার মালিস করিতে দিবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মুখরোগ প্রতিকার।

দন্তরোগে—ফটকিরি চাখড়ি, গাপড়িখয়ের, কর্পূর সমান ভাগে চূর্ণ করিয়া তাহাতে মুখ ধুইবে।

গরম জলে ফটকিরি দিয়া ক্ষণেক্ষণে কুলি করিবে। নারিকেলপাতার ছাই দিয়া দাঁত মাজিবে।

পুরাতন দেয়ালের মাটী, তুঁতের খই, সুপারিপোড়া সমান ভাগে একত্র করিয়া তাহাতে দাঁত মাজিবে

•ধুনাচূর্ণ ২ তোলা, তিলতৈল ২ তোলা একত্র করিয়া মঞ্জন

ত্রিফলাচূর্ণ মধুর সহিত মঞ্জন।

কুড়, দারুহরিদ্রা, লোধ, মুথা, বরাক্রান্ত, আকনাদীমূল, লতাকটকিরি হরিদ্রা সমানভাগে মিশ্রিত করিয়া মাজন প্রস্তুত করিবে, এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাহাদ্বারা দাঁত মাজিবে

বকুলফল চর্ব্বণ।

মধু, পিপুলের গুঁড়া, ঘৃত সমানভাগে মুখে করিয়া রাখিবে

কুঁচিলাফলের কয়লা, জাঙ্গিহরিতকীর কয়লা তুঁতের খই সমানভাগে একত্র করিয়া দন্তে ঘর্ষণ

ফটকিরি ০ তোলা চাখড়ি ০ তোলা, তাম্বুলচূর্ণ ০ তোলা তুঁতেভস্ম ১ তোলা, লবঙ্গ ৮ টা, লবণ ০ তোলা, উনানের পোড়া মাটী ০ তোলা, কর্পূর ০ আনা, কয়লাচূর্ণ ০ আনা, মরিচ ৪ টা একত্র চূর্ণ করিয়া দিবসে তিনবার দন্তে দিয়া ঘর্ষণ করিবে

মুখরোগে—ঘৃত ।০ পোয়া, তেশিরা মনসার শস্য ।০ পোয়া একত্রে ঘুঁটের পোড়ে পিতল বাটীতে চাপাইয়া পাক করিতে করিতে জ্বলিয়া উঠিলে ফটকিরির গুঁড়া ২ তোলা তুঁতে ।০ তোলা তাহাতে দিলে জ্বলিয়া উঠা থামিবেন পরে আবার জ্বলিয়া উঠিলে নামাইবে এই ঘৃত দিন ৩৪ বার মুখের ঘায়ে দিবে৯

জিহ্বার শোথে বুড়ি গুয়াপানের পাতা ও খদির একত্র দিনে ৩।৪ বার চিবাইবে

গরম ঘৃত মরিচের গুঁড়ার মাখাইয়া ২। ৩ বার লাগাইবে

জাতিফুলের পাতা ঘৃতে ভাজিয়া জিহ্বাতে দিবে

কর্ণরোগে আলকুশী পাতা ছেঁচিয়া পোড়াইবে এবং তাহার রস ১ ফোঁটা কর্ণে দিবে

কাঁচা নারিকেলমুচি পোড়াইয়া তাহার রস ঐরূপে দিবে।

কর্ণ কট্ কট্ করিলে—কয়েৎবেলের পাতার রস গরম করিয়া ২ ফোঁটা কাণের ভিতর দিবে

টাবালেবুর রস আদার রস, অকন্দপত্রভস্ম, কিয়াপটের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া কর্ণের ভিতর দিবে

[illegible] রস ৩ ফোঁটা কর্ণে দিবে

শীতলষষ্ঠীর পাত আগুনে সেঁকিয়া তাহার রস ৩।৪ ফোঁটা কাণের ভিতর দিবে

কাণে দুর্গন্ধ হইলে কর্ণের মধ্যে গুগ্গুল পোড়াইয়া তাহার ধূপ দিবে

সরিষার তৈল ১ সের, শম্বুকমাংস ০ পোয়া ৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১ সের থাকিতে নামাইবা তাহা ফোঁটা ফোঁটা করিয়া কাণে দিবে।

কাণে তালা লাগিলে শুন্ঠীচূর্ণ ১ তোলা, পুরাতন গুড় ১ তোলা একত্রে নেকড়ার ভিতর বাধিয়া, পুনঃপুনঃ নস্যের ন্যায় তাহার ঘ্রাণগ্রহণ

নাসারোগে শ্বেতবেড়েলার মূল চূর্ণ, বাসীপ্রদীপের তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার নস্য

হিঙ্গুল, হরিতাল, জায়ফল প্রত্যেকে ০ [illegible] তোলা, মধু ১ তোলা, ঘৃত ০ তোলা একত্র মাড়িয়া বস্ত্রে মাখাইয়া অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ আবন্দডালে জড়াইয়া তাহার ধূম নাসিকায় দিবে

গুগ্গুল ও মধু একত্র করিয়া তাহার ধূম নাসিকায় দিবে

জয়ন্তী পত্রের রস তৈল [illegible] সমান [illegible] লইয়া তাহার নস্য লইবে

চক্ষুরোগে [illegible] দিবে

হরিতকী ঘৃতে ভাজিয়া তাহার পর [illegible] পক্ক গেরিমাটী রক্তচন্দন, [illegible] চোচখড়িয়া বচ প্রত্যেকে সমানভাগ [illegible] তাহার নস্য

অসগন্ধ, নিসিন্দা, পটোলপত্র, কটুকী, গুলঞ্চ, চন্দন, রক্তচন্দন, ইন্দ্রযব, [illegible], চিতামূল, শুণ্ঠী, চিরতা, ত্রিফলা যব ইহাদের জলে [illegible] পরিবে [illegible] সেবন

হরিতকী, বচ, কুড়, নিসিন্দা, [illegible] বচ, [illegible] নস্য নাভিমধ্য [illegible] প্রত্যেকে সমভাগে [illegible] বর্ত্তি পাক হইয়া সেই বর্ত্তি [illegible] পানধারা চক্ষে লাগাইবে

শিরোরোগে [illegible] কলাগাছের শিকড়, শ্বেতচন্দন, পুরাতন ঘৃত একত্রে বাটীয়া মস্তকে প্রলেপ

নাকশিকলি গাছকে গুঁড়া করিয়া তাহার নস্য গ্রহণ

কাগজিলেবুর গোবরের ঠুলির ভিতর করিয়া তাহাকে পোড়াইয়া তাহার রস ১ তোলা পুরাতন [illegible] একত্রে [illegible] পাক করিয়া মাথায় মর্দন

আকন্দআটা ১ তোলাতে ঘৃতেবছাই মাড়িয়া রৌদ্রে শুখা-
ইয়া ৩ হইতে নস্য দিবে ৮ । ৪ বার দিবে

১০ সাহা [illegible] নস্য [illegible] ৩ । ৪ বার লইবে ।

পানের বোঁটা ১ তোলা গব্যঘৃতে বাটীয়া তাহার প্রলেপ

শতধৌতকে শতবার জলে ধৌতকরিয়া মস্তকে মর্দ্দন

কর্পূর রক্তচন্দন, কুঙ্কুম, দারচিনি প্রত্যেকে ০ তোলা
ছাগদুগ্ধে বাটীয়া তাহার প্রলেপ

ঘৃতঘসীপত্র পোড়াইয়া তাহার রস ১ তোলা, কর্পূর ০ আনা
একত্রে মস্তকে প্রলেপ

পারা, গন্ধক, লৌহ অভ্র [illegible] সোহাগার খই, শীসা
শুণ্ঠ, পিপ্পল, যবক্ষার, [illegible], যষ্টিমধু প্রত্যেকে
এক তোলা, আর বামনহাটী [illegible] , পুনর্নবা কাল-
মেঘ, গান্ধারী, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুরী, সোদাল, ভীমরাজ,
[illegible] পালিধা আকন্দ [illegible] চিতা, আদা এই সক
লের ১ । ১ তোলা রসে মাড়িয়া ও শুকাইয়া [illegible]
বটী প্রস্তুত করিবে অনুপান আদার রস

উপরোক্ত সমস্ত ঔষধ সেবনের অগ্রে [illegible] সেবনে
জোলাপ লওয়া উচিত

[illegible] ১ ড্রাম [illegible]
আউন্স ৩ মাত্রা দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বায়ুরোগ প্রতিকার।

মূর্চ্ছারোগে তেলাকুঁচা পাতার রস ১ তোলা মরিচচূর্ণ ০ আনা একত্রে নস্য গ্রহণ

শুণ্ঠী, গুলঞ্চ কণ্টকারী, কুড়, গেঠেলা প্রত্যেকে ১ তোলা একত্র করিয়া অর্দ্ধতোলা ঔষধ পিপ্পলীর কাথ ২ তোলার সহিত ভক্ষণ

ঘৃত অর্দ্ধসের, অর্দ্ধতোলা ০ দ ব ীয়া মূর্চ্ছা হইবে এবং যষ্টিমধুর গুঁড় ৮ তোলার সহিত এবং ... ভক্ষণ

পুরাতন বৎসরের পুরাতন তেঁতুল কাঁচিয়ে ০ এক পোয়া জলে ভিজাইয়া পরদিন (তেঁতুল বাদে) জল ২ তোলা চিনির সহিত খাইবে।

শিরোরোগে কাব যব গুঁড়াইয়া তাহা ০ তোলা, গোলমরিচের গুঁড়া ০ তোলা একত্রে মিশাইয়া নস্য প্রদান।

ঘৃত ৪ সের, মূর্চ্ছনার্থ হরিদ্রা, টাবালেবুর রস, ত্রিফলা ... কাথ—পাচন ছ লবাদে, দশমূলের ৯ খান, বাসক এরণ্ডমূল তেউড়ি, বেড়েলা, পুনর্নবামূল, শতমূলী প্রত্যেকে ১৬ তোলা (২ পণ) ১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৪ সের থাকিতে নামাইয়া ঐ কাথ কল্ক—রাখালশশা, ত্রিফলা বেণুক, দেবদারু, এলবালুক, শালপাণি, পান শিউলির ছোপড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা অনন্তমূল, শ্যামালতা প্রিয়ঙ্গু শুঁদিমল, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা দন্তীমূল, দাড়িম্বখোসা নাগেশ্বর, তালিশপত্র বৃহতী

মালতীপুষ্প চাকুন্দা ফুল রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ প্রত্যেকে ২ তোলা অনুপান গোলমরিচ, পরিমাণ ১ তোলা

সমযোগে নড়মেথী ২ তোলা, ছুরিকা ২ তোলা এবং নাটা মস্তকে প্রলেপ

বংশলোচন ৩ তোলা, মকরধ্বজ ২ রতি মাড়িয়া একবারে ভক্ষণ

বাদামের তৈল মস্তকে মর্দন

রক্তচন্দন কুচি করিয়া জলে ভিজাইবে, সেই জল আধপোয়া মিছরি ০ তোলার সহিত সেবন করিতে দিবে

মদ অত্যাগে পিণ্ডখর্জুর, দ্রাক্ষা, মহাদা, আমকলশার দাড়িম্ব, নাগেশ্বর, জষ্টিমধু, আমলকী, বংশচূর্ণ, সমান ভাগে ২ তোলা পরিমাণ একবারে ভক্ষণ

চিতা, মুতা, হরিদ্রা, শুণ্ঠী, বচ, সমান ভাগে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত সেবন

একটু হিঙ্গু, সৈন্ধব বচ, কটকী, শিরীষবীজ, শ্বেতসর্ষপ গোমূত্রে পিষিয়া বর্ত্তি করিয়া তাহার নস্য দান

পুরাণ কুষ্মাণ্ডের জল ৪ তোলা, কুড়চূর্ণ ২ মাসার সহিত ভক্ষণ

গোরক্ষচাকুলে ২ তোলা, জল ১৬ তোলায় সিদ্ধ করিয়া ৪ তোলা থাকিতে নামাইয়া কুড়চূর্ণ সহিত ভক্ষণ

পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, মধু, গোরোচনা, সমভাগে একত্র করিয়া অঞ্জন দিবে নিম্বপত্র, বচ, হিঙ্গু, সর্পের খোলস, শ্বেত সর্ষপ, সমভাগে ধূপ কার্য্য করিবে

তিলতৈল ০ পোয়া, পাতি লেবুর রস ০ পোয়া একত্র করিয়া মর্দন

লৌহ অভ্র, বঙ্গ, মকরধ্বজ, প্রত্যেকে ০ আনা আমড় কো-পাতার রসে সাত দিন মাড়িয়া ১ কুঁচের মত বটী করিবে মিছরীর জলের সহিত ১টী করিয়া বটী প্রতি দিন প্রাতে সেবন বিধি

অপস্মাররোগে—রসাঞ্জন, পায়রার বিষ্ঠা সমান ভাগে ঘৃতের সহিত অঞ্জন

বচচূর্ণ ১ তোলা মধুর সহিত অ পহ করিয়া কিছু কিছু ভক্ষণ

বিরমির রস ২ তোলা, মধু ০ তোলা একবারে ভক্ষণ।

ঘৃত ১ সের, হরিদ্রা ৪ তোলা, গোময় রস ১ সের, অম্ল দধি ১ সের, দুগ্ধ ১ সের পাক করিয়া ১ সের থাকিতে নামাইয়া ঘৃত ২ তোলা ও গরম দুগ্ধ ৵০ পোয়ার সহিত ভক্ষণ।

পুরাতন ঘৃত ১ সের, বিরমির রস ৪ সের কল্কার্থ বড় কুড়, বেলেড়া প্রত্যেকে ১১ তোলা ৵০ আন

ত্রিকটু ত্রিফলা, মুথা চিতামূল, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চ, বংশলোচন, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, কাকলী, ক্ষিরকাকলী, পানি, মাসানি জীবন্তি, যষ্টিমধু, প্রত্যেকে ০ আন, লৌহ ৪ তোলা একত্রে জলে মাড়িয়া দুই কুঁচ পমাণ বটী অনুপান জল

বাতব্যাধিতে গাভিদুগ্ধ ৪ সের, জল ৪ সের, রসুন ১ পোয়া ছেঁচিয়া সকলকে একত্রে সিদ্ধ করিবে ছাকিয়া ২ সের থাকিতে দধি বসাইয়া মন্থন করিয়া ঘৃত প্রস্তুত করিবে সেই ঘৃত মাখাইবেক

শৃগালবণ্ডা ১ পোয়া, কৃষ্ণতিল ১ পোয়া, ভেরেণ্ডাবীজ ১ পোয়া ছেঁচিয়া ২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার স্বেদ

বেণেড়া ২ তোলা, জল ০ আধ সের সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে সৈন্ধব ০ তোলা দিতে হয়।

শ্বেতবেড়েলা ২ তোলা, দুগ্ধ ১ পোয়া, জল ॥ আধসের একত্র সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া একবারে ভক্ষণ।

মাসকলাই, বেড়েলা, আলকুশী, গন্ধতৃণ, রাস্না, অশ্বগন্ধা, এরণ্ডমূল প্রত্যেকে ২৩ রতি, জল আধসেরে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া হিঙ্গু ৫ রতি, সৈন্ধব ৫ রতি মিশাইয়া ২ বারে সেবন।

সেফালিকা পত্র ২ তোলা, জল আধসেরে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইবে দশমূলের ক্বাথ ৮ তোলা তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া ১ ছটাক পরিমাণে সেবন

পুরাতন ঘৃত রোগীকে মাখাইয়া তাপ ও বা আগুন জ্বালিয়া তাহার স্বেদ

পুরাতন ঘৃত অর্দ্ধ তোলা অর্দ্ধ পোয়া গরম দুগ্ধে মিশাইয়া তাহা পান

মকরধ্বজ ১ তোলা স্বর্ণভস্ম ॥ তোলা, মুক্তাভস্ম ০ তোলা, বঙ্গ, লৌহ, অভ্র প্রত্যেকে ॥ তোলা, ঘৃতকুমারীর রসে সাত বার মাড়িবে ও শুকাইবে দুই রতি প্রমাণ বটী অনুপান মধু

নবম পরিচ্ছেদ।

সার্ব্বাঙ্গিকরোগ প্রতিকার।

বাতরক্তরোগে—গন্ধচূর্ণ ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ২ তোলা, একত্রে প্রলেপ

এরণ্ডবীজ ২ তোলা, দুগ্ধ ২ তোলা, একত্র প্রলেপ এবং শতধৌত ঘৃত মর্দ্দন।

সর্ষপতৈল ১ সের, মূর্চ্ছনা মঞ্জিষ্ঠা ৪ তোলা, হরিদ্রা ১ তোলা, কল্ক—চাউলের শাক চিরাতা বুঁচলা, হালিম, হাকচ বীজ প্রত্যেকে ২ তোলা শেষ ১ সের থাকিতে নামাইবে।

ভেলাবুটি ১ সের, চারি সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১ সের থাকিতে নামাইয়া গরম থাকিতে থাকিতে চিনি অর্দ্ধপোয়া, ঘৃত একপোয়া, দুগ্ধ ১ সের লেহবৎ পাক করিবে এবং ১ তোলা পরিমাণে খাইবে

চালমুগরার তৈল মর্দ্দন চাউল মুগরা ২ টা শস্য প্রতিদিন ভক্ষণ

তিলপুষ্প সৈন্ধব প্রত্যেক ৮ তোলা, সর্ষপ-তৈল ০ সের, গোমূত্র ০ সের, রৌদ্রে পাক করিয়া গাত্রে মর্দ্দন

নিম্বপত্র, নিমের মূল, নিমের ছাল, নিমফুল, নিমফল, প্রত্যেকে ৩২ রতি, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া একবারে পান করিবে

সফেদ সমন্দ ১২ মা, গোলমরিচের চূর্ণ ৪ মাসা, সমন্দ ৪ মাসা এই কয়েক দ্রব্যের একত্র চূর্ণ করিয়া সমভাগে ষোলটী বটীকা করিবে এবং প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় একটী করিয়া ষোল দিবস পর্য্যন্ত খাওয়াইবে।

মেহরোগে—মধু ৪ তোলা, জল ৪ তোলা, একত্রে ভক্ষ।

বিড়ঙ্গ, শুণ্ঠী, যবক্ষার প্রত্যেকে ১ তোলা, লৌহ ৩ তোলা জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া চারিটী কুঁচের পরিমাণ বটী করিবে অনুপান মধু।

যব, আমলকী চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা, মধু ১ তোলা একত্র করিয়া একবারে ভক্ষণ।

নাগেশ্বর, বেণামূল, শিরীষছাল লোধ সমানভাগে চূর্ণ মর্দন।

আমবাতরোগে রাস্না, গুলঞ্চ, দেবদারু, গোক্ষুর, গোক্ষুরী, এরণ্ডমূল, পুনর্ণবা প্রত্যেকে ২০ রতি, ॥ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ২ বারে সেবন

আদার রস ২ তোলা, কর্পূর ১ তোলা একত্রে মর্দন। পারা, গন্ধক, তাঁবা, তুঁতের খই, সোহাগার খই, সৈন্ধব, প্রত্যেক ১ তোলা, নিসুন্দা তিনে ৩০ তোলা, চিতার মূল ৩০ তোলা রসে মর্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী করিবে অনুপান কুলত্থ কলাই কাথ ৪ তোলা

সর্ষপতৈল ০ পোয় গন্ধবিরজা ৪ তোলা কর্পূর ১ তোলা, পাক করিয়া গাত্রে মর্দন করিবে

এরণ্ডতৈল ০ পোয়া, সাবান ১ তোলা অহিফেন ০ তোলা উষ্ণ করিয়া মর্দন।

সর্ষপতৈল ০ পোয়া, তেকাটাশীরের আটা ॥ পোয়া পাক করিয়া মর্দন করিবে

শোথরোগে।—শুণ্ঠমূল, ত্রিফলা গুলঞ্চ একত্রে ২০ তোলা জল ০ সেরে সিদ্ধ করিয়া ৵০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ২ বারে সেবন।

পুনর্ণবা, পুরাণ মূলা, আদা তিনে ২ তোলা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া ৵০ আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সোরা ০ তোলার সহিত একবারে ভক্ষণ

শিঙ্গিচূর্ণ, শুণ্ঠীচূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা [illegible] সেবন করিবে। ঔষধ, গাবিয়াক ২ রতি করিয়া [illegible] প্রত্যহ সেবন। অনুপান [illegible]।

তালকোটি ক্ষার, [illegible] প্রত্যেক ৪ তোলা [illegible] করিয়া তোল ঔষধ [illegible] [illegible]।

[illegible] ১ আউন্স একমাত্র [illegible] দিনে ২ বার [illegible] ১ তোলা [illegible] সিদ্ধ করিয়া [illegible] রোগাইয়া হইলে যেমন

চোটাংভিন্না, [illegible] প্রত্যেকে ১ তোলা [illegible] সহযোগে [illegible]

কুষ্ঠরোগে—[illegible], আকন্দআটা সমস্ত [illegible]।

অমৃত, [illegible], [illegible] তেল, [illegible] আকন্দআটা, সিজআটা [illegible]।

[illegible] চিতা [illegible]।

[illegible]।

[illegible] প্রত্যেকে ২ তোলা, [illegible] জলে সিদ্ধ করিয়া [illegible] হইলে [illegible] করিবা। [illegible] করিয়া [illegible]।

ঘৃত ১ সের, মূর্চ্ছা [illegible] হরিদ্রা, কণ্টকারী, [illegible] ছাল, পটোলপত্র, কণ্টকারী প্রত্যেকে ২০ তোলা, জল ১৬ সের সিদ্ধ করিয়া ৪ সের থাকিতে নামাইবে। পরে আকন্দ [illegible], বিড়ঙ্গ, দেবদারুছাল, [illegible] রাস্না, মরিচ [illegible], শুঁঠী, হরিদ্রা, [illegible] সোন্দাল, চাকুন্দা, [illegible] লতা, ফটকিরি, ইন্দ্রযব, ত্রিবৃতা, চিতামূল, কটকী, তেলা, বচ, পিপ্পলীমূল, মঞ্জিষ্ঠা, আতইচ, বনযমানী, ত্রিফলা প্রত্যেকে ১ তোলা, গুগ্গুল ১৬ তোলা, পাক যথাবিধি পরিমাণ ১ তোলা, অনুপান দুগ্ধ।

পাণ্ডুরোগে পুরাতন মন্দিরের খোয়া, বাঁশের ঘুণ, লবঙ্গ, এলাইচ, দারুচিনি প্রত্যেক সমভাগে বস দুগ্ধের সহিত সেবন

আতপ [illegible] ১ তোলা, মরিচ [illegible] আনা একত্রে পান করিবে

পুরাণ শালুক, শুণ্ঠীচূর্ণ, [illegible] রস, ইক্ষুরসের রস একত্রে মাড়িয়া চূর্ণ টব মত বটী করিবে। ঐ বটী দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ

গুড় ২ তোলা মণ্ডুর [illegible] মাড়িয়া এক হইলে [illegible] তোলা পরিমাণে মধুর সহিত সেবন

মণ্ডুর ৮ তোলা, চিনি ৮ তোলা, মধু ৮ তোলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা মুথা, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, লৌহ প্রত্যেকে ১ তোলা লৌহ পাত্রে ভিজাইয়া রাখিবে, পরে বড় কলায়ের মত বটী করিয়া আহারের সময় প্রথম গ্রাসে, মধ্যম গ্রাসে ও শেষ গ্রাসে ৩টী করিয়া বটী ২ সপ্তাহ সেবন করিবে

পুনর্ণবামূল, তেউড়ীমূল, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতামূল, কুড়, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দন্তীমূল, চই, ইন্দ্রযব,

কট্‌ফলী, পিপুলমূল, মুথা প্রত্যেকে ২ তোলা, মণ্ডুর ৮০ তোলা, গোমূত্র ১০ সের, পাক যথারীতি পরিমাণ ০ তোলা অনুপানে গরম দুগ্ধ

ত্রিকটু, ত্রিফল, মুথ বিড়ঙ্গ চিতামূল প্রত্যেকে ১ তোলা, লৌহ ৯ তোলা মাসাপ্রমাণ বটী— অনুপানে জল

বসন্তরোগে মরিচ, রুদ্রাক্ষ প্রত্যেকে ০ তোলা জল ।০ পোয়াতে সিদ্ধ করিয়া শেষে ৪ তোলা থাকিতে নামাইয়া একবারে ভক্ষণ

কাঞ্চনছাল ২ তোলা আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া ৵০ আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া তাহাতে ৪ মাসা স্বর্ণমাক্ষী দিয়া ১ বারে সেবন করিবে।

(পাকিবার সময়) ঝুনার কড়িকের জল পালকের দ্বারা চারি কিম্বা পাঁচ বার দিবসের মধ্যে ফোস্কার উপর লাগাইবে যে পর্য্যন্ত না খোলস উঠে সে পর্য্যন্ত এইরূপ করিলে ভাল হইবার পরে উহার চিহ্ন বড় অধিক থাকিবে না

ঝুনা (পাকা) নারিকেলের জলও ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহার হইয়া থাকে

খুঁইস পাঁচড়া চুলকনি ইত্যাদি রোগে—নারিকেলতৈল, চুণা মধু সমান ভাগে একত্র করিয়া ঠাণ্ডা হইলে তাহাতে পাকের গুড় সমান ভাগে মাড়িয়া লাগাইবে

সরিষার তৈল গরম করিয়া তাহাতে মুদ্রাশঙ্খ পাক করিয়া সেই তৈল দিবে।

সরিষার তৈল গরম করিয়া ফুটিয়া উঠিলে তাহা গাঁজা দিয়া পাক করিয়া সেই তৈল দিবে।

[illegible] কিঞ্চিৎ উত্তমরূপে মিশাইয়া [illegible] লাগাবে

আলকাতরা, গন্ধক ও আম ভক্ষণে নিত্য [illegible]। প্রেসিপিটেট অব সালফার ১ ড্রাম অর্দ্ধ তোলা নারিকেল তৈলে মর্দ্দন করিয়া দিলে তিনদিনে ভাল হইবে; কিন্তু এই রোগে সকল ঔষধ ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে উত্তমরূপে আক্রান্তস্থানে সাবান দিয়া ধুইতে হইবে

কাটাঘায়ে পাথরকুচি গুঁড়া করিয়া ঘায়ের ভিতর দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে কাটাস্থান জুড়িয়া যাইবে।

ঘেঁটুগাছের ডগা বাটিয়া [illegible] কড়ায় দিয়া বাঁধিয়া দিলে ২।৩ দিনে আরাম হইবে

কাল কচুর আঠা দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে [illegible] লাগিয়া যায়

পোড়া ঘায়ে চূণ ও সরিষার তৈল মর্দ্দন করিয়া দিবে নারিকেল তৈল ও চূণের জল সমান ভাগে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ ব্যবহার্য্য

পুঁইশাকের রস লাগাইয়া দিবে। পুড়িবা মাত্র সেই স্থানে মুখের লালা মাখাইয়া দিবে

শুষ্ক কবিচুণ ১ ছটাক ১ সের গরম জলে মিশাইয়া [illegible] উক্ত গর্জ্জনতৈল মিশ্রিত করিয়া পাঁচড়ার ঘায়ে দিনে ২।৩ বার লাগাইবে ইহাতে ঘা শুকাইলে সাবান অথবা গরম জলে ঘা ধুইয়া ময়দার গুঁড়া তাহার উপর ছড়াইয়া দিলে নিশ্চয় আরাম হইবে

দদ্রু (দাউদ) রোগে—দাদমারীর পাত বাটিয়া দিবে।

গর্জ্জনতৈল ১ ছটাক, গন্ধকচূর্ণ ১ ছটাক মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ ২। ৩ বার লাগাইবে

পেঁপে ফলের আটা দাউদের উপর মালিশ করিবে

দশম পরিচ্ছেদ।

স্থানিক রোগপ্রতিকার

বাতরোগে কর্পূর ১ আউন্স, তৈল ৮ আউন্স, মিশ্রিত করিয়া মর্দন।

মেথীর তৈল, তার্পিন, সফেদা, ব্রাণ্ডি, গব্য-ঘৃত সমান ভাগে একত্রিত করিয়া মর্দন

বাঁটা গুড়কামড়ি গাছের শিকড় ওঁকের জলে বাটিয়া গরম করিয়া ৭ দিন ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই বেদনা নষ্ট হইবে

মযিণ জোয়ানবীজ, সজিনার ছাল যবক্ষার, গোক্ষুরী বীজ গোমূত্রে মর্দন করিয়া অগ্নিতে পাক করিয়া প্রলেপ দিলে কনকনানি তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইবে। দুই একবার ব্যবহারে উপকার না দর্শিলে হতাশ হইবে না

গজপিপুলের ছাল, গুগগুল, শুঁঠী, ভেরেণ্ডার ছাল জলে বাটিয়া গরম করিয়া মর্দন করিবে

গলগণ্ডরোগে—সরিষা, সজিনাবীজ, মযিণা, যব মসনাবীজ প্রত্যেকে সমভাগ, ঘোলে মাড়িয়া লেপ

পানাভস্ম বটুতৈলে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ

পুরাতন চুণের জল ১ তোলা [illegible] ও [illegible] লবণ উভয়ে ১ তোলা মিলিত করিয়া [illegible]

[illegible] ৪ সের [illegible] ২ [illegible] তোলা তিতলাউয়ের রস ১৬ সের [illegible] বিডঙ্গ [illegible] বচ বাস, চিতা মূল ত্রিকটু, দেবদারু প্রত্যেকে ৮ তোলা পাকান্তে যথা-বিধি [illegible]

শীপদ বা গোদ [illegible] প্রত্যেকে সমানভাগে [illegible]

হরিদ্রাচূর্ণ, পুরাতন গুড় [illegible] ৪ তোলা একত্র করিয়া ১ তোলা [illegible]

পিপ্পলী ২ তোলা, চিতামূল [illegible] তোলা, [illegible] ৮ তোলা [illegible] ২ [illegible] একত্র [illegible] ৩০ [illegible]

ঘৃত ৪ সের [illegible] তোলা, জল ১৬ সের, [illegible] ৪ সের [illegible] ৪ সের, দধি ৪ সের [illegible] ইচন, দেবদারু ত্রিকটু, ত্রিফলা, [illegible] বিডঙ্গ, চিতামূল [illegible], পিপ্পলীমূল, গুগ্‌গুল, [illegible] বচ [illegible], আকনাদিমূল, শুণ্ঠী, [illegible], বীজতাড়ক, প্রত্যেকে ২ তোলা, পাক যথাবিধি।

ব্রণশোথে—[illegible] পেষণ করিয়া লেপ [illegible]

[illegible] ও [illegible] একত্র পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ উচ্ছেপত্র বাটিয়া তাহার প্রলেপ [illegible] প্রলেপ। কুড়ুলা এবং [illegible] একত্র বাটিয়া প্রলেপ

ব্রণরোগে—ঘৃত, মধু সমান ভাগে প্রলেপ।

আপাঙ্গমূল বাটিয়া তাহার সেদ। করঞ্জাপত্র নিম্বপত্র,

ইংচুবপত্রের বসে লেপ নিম্বপত্র, ত্রিফলা, হিঙ্গু, ঘৃত, সৈন্ধব, সরিষা, সমভাগে ধূপ প্রদান

১ নাভিরং রোগে মধু সৈন্ধব সমভাগে অর্দ্ধতোলা ভক্ষণ।

শোধিত গুগ্‌গুল ১২ তোলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা প্রত্যেকে ২ তোলা ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া ০ আনা ঔষধ ৫ তোলা গরম দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ।

উরুস্তম্ভে দশমূলের ক্বাথ অর্দ্ধপোয়, শিলাজতু ৪ মাসার সহিত ভক্ষণ। দশমূলের ক্বাথ গুগ্‌গুল ৪ মাসার সহিত ভক্ষণ। পাঁথা, ত্রিফলা, চাকি, ত্রিকটু, পিপ্পলীমূল প্রত্যেকে ১ তোলা একত্র গুঁড়া করিবে, পরিমাণ ৪ মাসা, অনুপান মধু। গুগ্‌গুল ৪ মাসা, গোমূত্র ২ তোলার সহিত ভক্ষণ।

ডহরকরঞ্জা ফল ১ তোলা বাইসরিষা ১ তোলা, গোমূত্রে বাটিয়া প্রলেপ। মধু, বাইসরিষা, উইমাটী একত্রে প্রলেপ।

বিস্ফোটকে শিরীষছাল বাটিয়া নেকড়ায় লাগাইয়া প্রলেপ। যবক্ষার জলে গুলিয়া গরম করিয়া ঈষদুষ্ণ তাহার প্রলেপ। [illegible] বাটিয়া গরম করিয়া তাহার প্রলেপ।

বেণামূল, নাগেশ্বর, কাঁটাগুড়চাউলি জলে বাটিয়া তাহার প্রলেপ।

পাতাপাতা, নবনী একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে ফোড়া পাকিয়া ফাটিয়া যাইবে।

সব্যামণিফুলের পাতা চুনের জলে বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে শীঘ্রই ফাটিয়া যায়।

অঙ্কুর। শিমুলের বাঁটা দধিতে বাটিয়া প্রলেপ।

স ন গুঞ্চ মাবাচিনি এ া ে মর্দন কবিব তহার প্রলেপ।

ে ৬ স ে উঠিবে নুদ ে এ ই এক গদ্দের স ং ো ে বেণ ে ে া সে ি ২ ঘণ্টাম্বতে সাটি ঘব

মা ৬ট স ব ে সমবিচ সিয় দিলে সঞ্চিার অাটা ল ে ও ক ন কচুন আ া দিলে বসিয়া যায়

মথা উক্ত হইলে নাবিকেলাতৈল ও কর্পূব একত্ব মাথায় মর্দন

বাড়ে ে ন সময় নে ব ত পা উপব মালিশ করিবে চাপা ে মাথ ন খি খুলা ে ব

বাত ো ে ে া ত মা া ে ে ে তাহাতে

মধ উক হইে ো া া হুয়, বৃহতী া তাকে

তাইত ে ে, না ে ে া ি ে থ মনাস আ, া ভ নাপিত নাস, ন অি বিষ, ওয়ারল, বাথ া, পে ে া ট িা ব মন নদেব্য যথ বীতি

একাদশ পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীরোগ ও বা রোগ প্রতিকার

প্রদরে দারুহরিদ্রা, রসাঞ্জন, বাসকছাল, মুথা, চিরতা, বেলশুঁঠা, তেল শুঁঠপুষ্প প্রত্যেকে ২ মাসা আধসের জলে

সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া মধু ৪ মাসা তাহাতে মিশাইয়া ২ বার সেবন।

বাসকপাতার শিকড়, আটচাকুলের শিকড়, বঙ্গাদর্শার শিকড়, বঙ্গবকুলের শিকড়, অশোকের শিকড়ের ছাল, প্রত্যেকে ৩২ রতি আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেবন।

ধলাকুলের ৩টি চাপানটের মূল ১ তোলা, চাউল ভিজান জলে বাটিয়া ৩ দিন সেবন করিবে এবং চাউল ভিজান জলে মাড়িয়া খাইবে।

সেওড়া ছাল, কলিচুণ, আতপ তণ্ডুল, ক্ষেতের মেথী, প্রত্যেকে।০ আধতোলা জলে বাটিয়া একটী বটী করিবে, সেই বটী প্রতিদিন নূতন প্রস্তুত করিয়া জলের সহিত খাইবে।

গোলমরিচ ০ আনা, রক্তচন্দন ০ আনা, চিনি ০ আনা, মধু ০ আনা একত্রে ভক্ষণ।

কুলের মূল ০ তোলা চিনি ২ তোলার সহিত ভক্ষণ। অভ্র, লৌহ প্রত্যেকে ১ তোলা, সোহাগার খই, দারচিনি, এলাইচ, কর্পূর, গোরোচনা, জটামাংসী বালা, মুথা, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, কুড়, ধনিয়া, প্রত্যেকে ০ তোলা জলে মাড়িয়া ছায়াতে শুষ্ক করিয়া ৪টী কুঁচের সমান একটী বটী। অনুপান জল।

অম্লক ছাল, দেবদারু, বাসকমূল, বড় কণ্টকারীর গোড়া অংশ, বকছাল প্রত্যেকে ৩২ রতি, জল অর্দ্ধসের ও দুগ্ধ ১ ছটাক সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া একবারে সেবন।

শ্বেতপ্রদরে। রক্তকম্বলের গোড়া ২ তোলা, সাদা জবাফুল ৮ তোলা, মরিচ ১০টী একত্রে বাটিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় ২ বারে সেবন। (পথ্য দুগ্ধ, দধি ও কাঁচা গুড় নিষেধ)।

বেলেড়া গো শা চা শতমূলী, ৩ সের মেথী, ৬ার হরিতকী, বহেড়া, আমলকী, ... পাকুড় শুঁঠ, মোথা, দশমূল, ... পাঁচ, যবানি শালকাকে ... গাজুলী, যষ্টিমধু তিল, শন বাঁজ, কলা প্রত্যেকে ৪ তোলা, দুগ্ধ ১৬ সের, জল ৮ সের, ঘৃত ৪ সের পাক যথাবিধি অনুপান গরম দুগ্ধ পরিমাণ আধতোলা

রজঃ বন্ধ হইলে—শতাবরী বিধি যবাক্ষার দুর্ব্বা, জবা সমান ভাগে জলে বাটিয়া ভক্ষণ

ঋতুস্নানের পর হেচেতাগাছের পাতার রস ও পানের রস ৴ ছটাক দুইবারে সেবন

অধিক রক্ত স্রাব হইলে—গ্যালিক য়্যাসিড ০ ড্রাম, ডিল সালফিউরিক য়্যাসিড ড্রাম টিং ডিজিটেলিস ১ ড্রাম জল ৬ আউন্স। ছয়বারের মাত্রা

গজপিপ্পলী ০ তোলা আমের কুশি ১টা ... ১টা একত্রে পিষিয়া ২ ৩ দিন সেবন করিতে হইবে

বন্ধ্যা রোগে—সুচিলাঙ্গল পোড়াইয়া তাহার ছাই ১ রতি পরিমাণ জলের সহিত ঋতুস্নানের পর তিন দিন সেবন ইহাতে ১মাসে না হয় ২মাসে না হয় তিনমাসে গর্ভ হইবেই।

শ্বেত অপরাজিতার মূল অর্দ্ধ তুলা পরিমাণ ১টা মধুর সহিত বাটিয়া ঋতুস্নানের পর ভক্ষণ

গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ হইলে কেবল মাত্র ক্যাষ্টর অয়েলের জোলাপ দেওয়া যাইতে পারে

গর্ভাবস্থায় জ্বর হইলে— জ্বর মগ্নে কুইনাইন ১০ গ্রেণ ৩ বারে দেওয়া যাইতে পারে।

অপ ২৪ রতি ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া ৮টা বটী করিবে। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক একটী বটী জলের সহিত সেবন করিলে স মাঃ/ জ্বর বন্ধ হয়

(অল্প অল্প জ্বরে) সোরিসাই.টড অ (?) কুইনাই- ৪ ৫ গ্রে করিয় সেবন করিলে তিন দিনে জ্বর যাইবে

অপভস্ম ২ তোলাকে ঘৃতকুমারীর রসে মর্দন করিয়া তাহার সহিত ভেরেণ্ডামূলচূর্ণ, গুলঞ্চের শুঁঠ মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, দেবদারু, পদ্মকাষ্ঠ প্রত্যেকে ০ তোলা মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন ৫ রতি করিয় ২ ৩ বার জলের সহিত সেবন করিলে গ ঃ জ্বর নিবারণ হইবে

জ্বর ও উদরাময়ে বালা, সোনাছাল রক্তচন্দন, বেলেড়া, ... শুলঞ্চ, আকনাদিমূল, বেনামূল, ... গুলঞ্চ ... , ... প্রত্যেকে চূর্ণ তোলা সকলের সমান চিনি এই ঔষধ ৬ রতি পরিমাণে প্রতিদিন ২।৩ বার করিয় জলের সহিত সেবন করি.ব

শালুকমূল ১ তোলা ... ১টা, আরফুট ৪ পোয়া চিনি আর পোয়ার ... প্রতিদিন ২ বার সেবন

প্রসবের পর স্তনে দুগ্ধ ... ভূমিকুষ্মাণ্ড ... ০ তোলা, ... ০ তোলা, দুগ্ধের সহিত ১ সপ্তাহ সেবন

সূতিকা গ্রহণী রোগে চৈতমূল, ধন্যা, বন ... , যষ্টিমধু, সৈন্ধব, পদ্মকাষ্ঠ, দেবদারু, শুঁট, নাগেশ্বর, ত্রিজাতক, কাঁকড়াশৃঙ্গী জটামাংসী, ত্রিমদ, হরিদ্রা দারুহরিদ্রা, ... কৃষ্ণজীরা, রেণুক রক্তচন্দন, দারুচিনি বাঁশক , নাগকেশর ...

চন্দন, নাগেশ্বর, জিরা [illegible], পাটা [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], দাড়িম্ব [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] খদির, [illegible], সমস্ত [illegible] চূর্ণ করিয়া ৪ মাষ [illegible] [illegible] জলের সহিত দিনে ২ বার সেবন

রসাঞ্জন ৫ রতি, [illegible] [illegible] [illegible] সহিত প্রতিদিন একবার করিয়া [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible], [illegible], [illegible] প্রত্যেকে [illegible] তোলা প্রতিদিন ৫ রতি পরিমাণে জলের সহিত ৩ বার সেবন

[illegible] —(৫টা) [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাম ইয়া [illegible] সেবন।

[illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চূর্ণ [illegible] [illegible] [illegible] সেবন

[illegible] সহিত [illegible]

[illegible] ও [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], প্রত্যেকে সম [illegible] [illegible] সহিত [illegible]

বকুল, [illegible], শুণ্ঠী, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] সমানভাগে মধুর সহিত [illegible]

৭৮ মুথা, দেবদারু, শুঠী, আতইচ, প্রত্যেকে ২ মাস, জল একপোয়াতে সিদ্ধ করিয়া /০ ছটাক থাকিতে নামাইয়া ২ বারে সেবন

মুথা, আতইচ, বালা, ইন্দ্রযব প্রত্যেকে ০ আনা একপোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া /০ ছটাক থাকিতে নামাইয়া ২ বারে সেবন

দাড়িমবীজ, জবা, নাগেশ্বর প্রত্যেকের চূর্ণ ০ আনা, চিনি ও মধুর সহিত সেবন

উদর আধ্মানে —পেটে সাবান মাখাইয়া গরম জলের সেক। হাইড্রার্জ কম্ক্রিটা ২ গ্রেণ, সোডা ৫ গ্রেণ মিশাইয়া জলের সহিত ভক্ষণ

সর্দ্দি বসিলে —কাজুপুটী আয়েল বক্ষে মালিশ, আনড়া পোড়াইয়া তাহার শস্য ঘৃতের সহিত বক্ষস্থলে দেওয়া, সরিষার তৈল গরম করিয়া মালিশ এবং ভাইনাম্ ইপিক্যাক ১০ ফোঁটা ১ ছটাক জলের সহিত মিশাইয়া ৩ ৪ বারে সেবন কর্ত্তব্য।

আদার রস ||০ তোলা, বিরবিরে রস ০ তোলা একত্র করিয়া ৩ ঘণ্টা অন্তর ৩ বার সেবন করান কর্ত্তব্য।

সরিষার তৈল ০ আউন্স, লিকর য়্যামোনিয়া ১ ড্রাম মিশাইয়া বক্ষে মালিশ করিবে

তড়কা হইলে আইওডাইড অফ পোটাশিয়ম ৩ গ্রেণ, ব্রোমাইড অফ পোটাসিয়ম্ ১০ গ্রেণ, টিং বেলাডোনা ৩০ ফোঁটা, সিরপ জিঞ্জার ২০ ফোঁটা, মৌরীর জল ১ আউন্স ইহা মাত্রা ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সর্পাঘাত প্রভৃতি বিষধরজীবদংশনের প্রতিকার

সর্পাঘাত — সর্পাঘাতমাত্র ঘায়ের উপরিভাগে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া লোহ গরম করিয়া ক্ষতস্থান ও তাহার চারিদিক পোড়াইয়া দিবে

নাইট্রিক য়্যাসিড তুলা দ্বারা ঘায়ে [illegible] দিবে।

লাইকর য়্যামোনিয়া ১০ ফোঁটা, ৬। ১ আউন্স খাইতে দিবে

গরম গব্যঘৃত, সর্পাঘাত হইবামাত্র আধপোয়া আন্দাজ খাওয়াইয়া দিবে তাহা হইলে বিষ পাকস্থলীতে গিয়া কিছুই করিতে পারিবে না

ঘলঘসাপাতার রস ৮ ছটাক খাওয়াইয়া দিবে, উক্ত পাতা বাটিয়া মস্তকের তালুতে ও ক্ষত স্থানে বসাইয়া দিবে, পরে অন্যান্য চিকিৎসা করিবে, ইহা করিলেও রোগী সুস্থ হইতে পারে

শ্বেতকরবীর শিকড় ১ আনা ২০ টি মরিচে মাড়িয়া খাইতে দিবে।

লক্ষণফুলের শিকড় তৎক্ষণাৎ তুলিয়া ৮ রতি আন্দাজ ২০ টি মরিচের সহিত বাটিয়া খাইতে দিবে এবং জলে বাটিয়া ক্ষতস্থানে দিবে। ক্ষতস্থানের উপরিভাগে চিরিয়া দিয়া যদি জলের মত সামগ্রী বাহির হয় তবে আরও দূরে কোন স্থান চিরিয়া দেখিবে, যেখানে রক্ত পাইবে সেইস্থানে চিরিয়া এই

শিকড় বাটিয়া বসাইয়া দিবে। রোগী যদি ঔষধ গলাধঃকরণ করিতে না পারে তবে কচি কলাপাতাদ্বারা গলাধঃকরণ করাইয়া দিবে।

সর্পাঘাত হইবামাত্র যাবের উপরিভাগ বাঁধিয়া একটা আটসাওড়ার গাছ শিকড়সমেত উপড়াইয়া তাহার মূল চিবাইয়া তাহার রস খাইতে থাকিবে। যতক্ষণ আটসাওড়ার স্বাদ না বোধ হইবে ততক্ষণ বিষ আছে জানিবে, যখনই নির্ব্বিষ হইবে তখনই আটসাওড়ার প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যাইবে। একটা শিকড় শেষ হইলেও যদি ঔষধের স্বাদগ্রহ না হয়, আর একটা শিকড় তদ্রূপে চিবাইয়া তাহার রস খাইতে থাকিবে, অবশ্যই আরোগ্য হইবে। দেখা গিয়াছে নকুলগণ সর্পদষ্ট হইয়া এই গাছের ডগা চিবাইয়া থাকে।

কুক্কুর ব শৃগাল কামড়াইলে—ক্ষতস্থান তৎক্ষণাৎ পোড়াইয়া দিবে। খামুখে নাইট্রিক য্যাসিড্ তুলায় মাখাইয়া বসাইয়া দিবে।

নিশাদল ও শুষ্ক কলিচুণ মিশিত করিয়া যার উপর ১৫ দিন প্রলিপ্ত করিবে।

বিছা, বোলতা ও ভীমরুল কামড়াইলে—খামুখে মুথা ঘাসের রস দিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা থামিবে। হুপি ক্যাম্ফ্যারহ্য জলে গুলিয়া মাখাইয়া দিলে জ্বালা থামিবে। বিচিতিপাতা ঘসিয়া দিলে জ্বালা থামিবে।

মাকড়সার মূত্র লাগিলে—কুড়চির ছাল ১ মাস, গোলমরিচ ৪ টা একত্র বাটিয়া মর্দন করিলে সপ্তাহমধ্যে ভাল হইবে।

জ্যোতিষ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাশিচক্র ও গ্রহগণের গতি

মাণিক! [illegible] চারি মাস পূর্ব্বে তোমাকে যাহা যাহা লিখি-য়াম তাহাতে সাংসারিক কার্য্যে তোমার অনেকটা অনুকূল্য হইবে বলিয়া বোধ হয়, [illegible] এক্ষণে তোমাকে আর একটী নিতান্ত দরকারী বিষয়ে কিছু লিখি[illegible] চিকিৎসা শাস্ত্র যেমন মঙ্গলকর, যথার্থ উহার ফল যেমন [illegible] [illegible] এই মহোপকারী শাস্ত্র জানা থাকিলে আমাদিগের [illegible] মানসিক ও শারীরিক মঙ্গল, সুখ ও স্বচ্ছন্দ্য, [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] অনুমান [illegible] আমা[illegible] দেহের [illegible] পরিবর্ত্তন [illegible] সহিত মনের যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা বোধ হয়,

তোমাকে বলিতে হইবে না, এবং মনের সহিত[illegible] বিষয়িক ক্রিয়া-কলাপের সম্বন্ধও যে যাব পর নাই ঘনীভূত তাহাও বলা বাহুল্য। চন্দ্র ও সূর্য্য আমাদিগের দেহ, মন ও বিষয়কর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে যেরূপ আধিপত্য বিস্তার করে, অন্য গ্রহ-নক্ষত্র দিও তদ্রূপ আধিপত্য করিতে ত্রুটি করে না। আমরা যখন লো জন্মগ্রহণ করি, সেই সময়ে চন্দ্র, সূর্য্য, [illegible] ও [illegible] যে যে স্থানে, যেরূপ ভাবে অবস্থিত রহে। আমাদিগের দেহের উপর সেরূপ প্রাধান্য বিস্তার করে, এবং সময়-বিশেষে সেই স্থান [illegible] হইয়া যেরূপ ভাব অবলম্বন করিয়া আমাদিগের [illegible] আমাদিগের দেশের জ্যোতির্বিদ্‌পণ্ডিতেরা সূক্ষ্ম [illegible] [illegible] শাস্ত্র-মধ্যে লিপিবদ্ধ [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] দৈহিক, মানসিক এবং [illegible] যেরূপ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লোপবাদি [illegible] আশুতে [illegible] [illegible] আমাদিগের [illegible] [illegible] তাহার [illegible] কতকগুলি উপদেশ [illegible] [illegible] করিতে [illegible] তোমার [illegible] [illegible] মনে করিও না যে [illegible] কোন [illegible] প্রয়োজন নাই। মনুষ্যমাত্রেরই [illegible] [illegible] ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কালত্রয়ের বিষয় [illegible] [illegible] অবগত [illegible] ভাবে মন একাগ্র [illegible] করিতে পারা যায়। প্রাচীনকালে বিদ্বান্‌গণ, জ্যোতিষশাস্ত্র [illegible] জ্ঞানসঞ্চয় করিয়া কোটী কোটী পুরুষের পূজনীয় হইয়া

গিয়াছেন অতএব এই অবশ্যজ্ঞাতব্য জ্যোতিষশাস্ত্রের উপদেশ কোনমতে অবহেলা করিবে না

তুমি বোধ হয় ভূগোলে পড়িয়াছ যে পৃথিবীকে আমরা এমন অচলা মনে করি, অর্থাৎ যেখানকার সেইখানেই আছে। সূর্য্য প্রতিদিন আকাশের পূর্ব্বদিকে উদয় হইয়া পশ্চিমদিকে অস্ত যায়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, সূর্য্য যেখানকার সেইখানেই আছে পৃথিবী যেমন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে তেমনি আরও কত শত জ্যোতিষ্ক তদ্রূপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে যে সকল জ্যোতিষ্ক এইরূপে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে তাহাদিগকে গ্রহ বলে সকল গ্রহই যে কিছু সূর্য্যের সমান দূরে থাকিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে তাহা নহে। তাহাদিগের মধ্যে বুধ গ্রহই সূর্য্যের অধিক নিকটবর্ত্তী বুধ অপেক্ষা শুক্র, শুক্র অপেক্ষা পৃথিবী, পৃথিবী অপেক্ষা মঙ্গল মঙ্গল অপেক্ষা বৃহস্পতি, এবং বৃহস্পতি অপেক্ষা শনি অধিক দূরবর্ত্তী পথে অবস্থিত অনন্ত আকাশমণ্ডলে অন্যান্য অনেক গ্রহ থাকিলেও তাহাদিগের ক্ষুদ্রতা এবং অধিক দূরত্বহেতু পৃথিবীর উপর এই সকল গ্রহের ন্যায় প্রাধান্য বিশেষ উপলব্ধি হয় না এই জন্য আমাদিগের জ্যোতিষে তাহাদিগের গণনাও নাই গ্রহগণ সূর্য্য হইতে নির্দ্দিষ্ট দূরে অবস্থিতি করিয়া যে পথে তাহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে, সেই পথকে তাহাদিগের আপনাপন কক্ষ কহে যে গ্রহ সূর্য্যের যতদূরে আছে তাহার কক্ষপথও তত বিস্তৃত এবং সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া আসিতে তাহার তত অধিক সময় লাগে এইজন্য সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী বুধগ্রহের ৮৭ দিন ৫৮ দণ্ড ৯ পল

১৭ বিপল শুক্রের ২২৪ দিন ৪২ দণ্ড ৩ পল, পৃথিবীর ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পল ৩১ বিপল মঙ্গলের ৬৮৬ দিন ৫৮ দণ্ড ৯ পল ২০ বিপল, বৃহস্পতির ১১ বৎসর ১০ মাস ১৫ দিন ৩৬ দণ্ড ৮ পল শনির ২৯ বৎসর ৫ মাস ১৭ দিন ১২ দণ্ড ৩০ পল এবং রাহু ও কেতুর ১৮ বৎসর ৭ মাস ১৮ দিন ১৫ দণ্ড লাগে।

জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ সূর্য্যমণ্ডলকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে অনন্ত গগনমণ্ডলে যে একটী চক্র কল্পনা করেন, সেই চক্রের ভিতর দিয়া সমস্ত গ্রহগণের সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিবার পথ। ঐ চক্রের নাম রাশিচক্র। সেই রাশিচক্রকে তাঁহারা ১২টী ভাগে বিভক্ত করেন যথা—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন। রাশিচক্রের এই বারটী অংশের নামানুসারে এক একটী রাশি হইয়াছে। রাশিচক্রের মধ্যে ১ অশ্বিনী, ২ ভরণী, ৩ কৃত্তিকা, ৪ রোহিণী, ৫ মৃগশিরা, ৬ আর্দ্রা, ৭ পুনর্ব্বসু, ৮। পুষ্যা, ৯ অশ্লেষা, ১০ মঘা, ১১ পূর্ব্বফাল্গুনী, ১২ উত্তরফাল্গুনী, ১৩ হস্তা, ১৪ চিত্রা, ১৫ স্বাতি, ১৬ বিশাখা, ১৭ অনুরাধা, ১৮ জ্যেষ্ঠা, ১৯ মূলা, ২০। পূর্ব্বাষাঢ়, ২১। উত্তরাষাঢ়, ২২ শ্রবণা, ২৩ ধনিষ্ঠা, ২৪ শতভিষা, ২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ, ২৬ উত্তরভাদ্রপদ, ২৭ রেবতী এই ২৭টী নক্ষত্র প্রায় সমভাবে একটীর পর একটী বিস্তৃত আছে। এই নক্ষত্রগুলিকে অনেকে এক একটী তারা বা একটী মনে করিয়া থাকেন, বস্তুতঃ তাহা নহে। উহারা প্রত্যেক একটী নক্ষত্রপুঞ্জ। ঐ ২৭টী নক্ষত্রে নভোমণ্ডল। যে যে সময়

সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে এবং পূর্ব্ববর্ণিত রাশিচক্রের মধ্যে অবস্থিত, তাহাতে তাহাদের ২৭ সওয়া দুইটী নক্ষত্রে যে স্থান ব্যাপিয়া আছে তাহা এক একটী রাশির সীমা। এই বলিয়া তুমি মনে করিও না যে কোন দুইটী ও অপর একটী নক্ষত্রের সীমার কিছু অংশ লইয়া যে কোন রাশি হইবে। যখন নক্ষত্রগুলির এবং রাশিচক্রের সীমা সম্বন্ধ ঠিক করিয়া লওয়া হইয়াছে তখন বিশেষ নক্ষত্রের সহিত বিশেষ বিশেষ রাশির সম্বন্ধ বজায় আছে। যথা—অশ্বিনী নক্ষত্রের সমস্ত, ভরণীর সমস্ত এবং কৃত্তিকার এক পাদ লইয়া মেষরাশির সীমা স্থির হইয়াছে। এইরূপে কৃত্তিকার অবশিষ্ট ৩ পাদ রোহিণীর ৪ পাদ এবং মৃগশিরার ২ পাদ এই ৯ পাদে বৃষরাশির সীমা। এইরূপে রেবতী নক্ষত্র পর্য্যন্ত মীনরাশির সীমা স্থিরীকৃত হইয়াছে। নক্ষত্র গুলির সহিত রাশিচক্রের এরূপ সামঞ্জস্য থাকায় রাশিচক্রের অপর একটী নাম নক্ষত্রচক্র বলা গিয়া থাকে।

রাশিচক্র আরও একটু বিশদরূপে বুঝাইতে হইলে পৃথিবী ও সূর্য্য সম্বন্ধে গুটিকতক অত্যাবশ্যক কথা বলিতে হইবে। পৃথিবী নিয়ত আপন মেরুদণ্ডে দেহাবর্ত্তন করিতে করিতে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। একবার উহার দেহাবর্ত্তন করিতে ৬০ দণ্ড লাগে, উহাতেই দিবারাত্রি হয়। আর সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে যে আপন কক্ষপথ আছে উহা পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পল ও ৩১ বিপল লাগে, উহাতেই গ্রীষ্মবর্ষাদি ঋতুভেদ এবং দিবা ও রাত্রিমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। কোন দ্রুতগতি যানে থাকিয়া তাহার চতুর্দ্দিক-

বর্ত্তী সকলকে যেমন ঘূর্ণায়মাণ দেখায়, সূর্য্যসম্বন্ধেও সেইরূপ পৃথিবী সচল, সূর্য্য অচল। কিন্তু তাহা হইলেও আমরা সূর্য্যকে পূর্ব্বদিকে উদয় ও পশ্চিমদিকে অস্ত যাইতে দেখিয়া সাধারণত যেমন উহার গতি বর্ণন করিয়া থাকি, তদ্রূপ পৃথিবীর প্রদক্ষিণ হইতে অনুবার্ষিক যে হয় তাহাতেও আমরা সূর্য্যের সংক্রমণ বলিয়া থাকি। আমাদিগের প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদগণ সূর্য্যের এইরূপ কল্পিত গতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, অতএব আমিও তোমাকে সেইরূপে সমস্ত বিষয় বলিয়া যাইব।

আমরা প্রতিবর্ষের আষাঢ় মাসে সূর্য্যকে আকাশের উত্তর-পূর্ব্বদিকে যে শেষসীমায় যাইতে দেখি, অর্থাৎ বৎসরের অন্য কোন দিনে যে সীমা অতিক্রম করিয়া সূর্য্য অধিক উত্তরে গমন করে না, সেই উত্তর প্রান্তের সীমার নাম উত্তরক্রান্তি। বৎসরের মধ্যে ঐ দিনের দিনমান সকল অপেক্ষা অধিক। আর শ্রাবণমাস হইতে পৌষমাস পর্য্যন্ত ঐরূপ তাহাকে যে দিন দক্ষিণপূর্ব্ববর্ত্তী প্রান্তে উপনীত হইতে দেখি, অর্থাৎ বৎসরের অন্য কোন দিবসে সূর্য্যকে যাহার সীমা অতিক্রম করিয়া অধিক দক্ষিণে না যাইতে দেখি তাহার নাম দক্ষিণ-ক্রান্তি। ঐ দিনের দিনমান সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। এইরূপে, সূর্য্য যে দিন দক্ষিণ হইতে উত্তরদিকে গমনারম্ভ করে তাহাকে 'উত্তরায়ণ' ও যে দিন উত্তর হইতে দক্ষিণদিকে যাইতে থাকে তাহাকে 'দক্ষিণায়ন' কহে। এই দুইটী সীমা রেখার মধ্যে পৃথিবীর যে অংশ পতিত হয় তাহাকে মধ্যখণ্ড কহে। মধ্য-খণ্ডের উপরি সূর্য্যমার্গে রাশিচক্র। তাহার উপরে উত্তরখণ্ড ও

দক্ষিণে দক্ষিণখণ্ড। এই দুই খণ্ডেও অনেক গ্রহ উপগ্রহ আছে কিন্তু তাহাদিগের সহিত আমাদিগের সংস্রব অতি অল্প।

উত্তরক্রান্তি হইতে সূর্য্য যথাবিধি ষষ্ঠমাসে যত দক্ষিণ দিকে আসিতে থাকে দিনমান ততই বৃদ্ধি হয়, এবং দক্ষিণক্রান্তি হইতে যতই উত্তরদিকে যাইতে থাকে দিনমান ততই ছোট হয়। এইরূপে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে যাইতে যাইতে বৎসরের মধ্যে দুই বার অর্থাৎ বৈশাখ ও কার্ত্তিক মাসে যে যে দিনে দিন ও রাত্রিমান সমান হয়, সেই দুইদিন সূর্য্য পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থলে আইসে। ঐ স্থানটীকে 'নিরক্ষবৃত্ত' কহে এজন্য স্পষ্টই বুঝিতে পার যাইতেছে যে, নিরক্ষবৃত্তের উত্তর দিকে মেষ বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ ও কন্যা রাশির স্থান এবং দক্ষিণ দিকে তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন রাশির স্থান।

রাশিচক্রটী ৩৬০ ভাগে বিভক্ত, এজন্য এক একটী রাশিতে উহার ৩০টী করিয়া অংশ আছে। পৃথিবী এক এক দিনে উহার এক এক অংশ অতিক্রম করিয়া একটী রাশি একমাসে এবং সমস্ত রাশিচক্র এক বৎসরে পরিভ্রমণ করিয়া আইসে। তাহা হইলে ৩৬০ দিনে বৎসর হওয়া উচিত, কিন্তু রাশিচক্রের বক্রিম হেতু এবং পৃথিবীর গতি অন্যান্য গ্রহগণের গতির ন্যায় কখন কখন বক্রতা অবলম্বন করে, এজন্য সূর্য্যের চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়া আসিতে পৃথিবীর ৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পল ও ৩১ বিপল অতিরিক্ত লাগে। এজন্য আমাদিগের ভারতীয় জ্যোতিষে রবির রাশিভোগকাল ৩০ দিন বলা গিয়া থাকে। চন্দ্রের এক

একটী রাশিতে অবস্থিতির কাল ২ দিন ১৫ দণ্ড, মঙ্গলের ৪৫ দিন, বুধের ১৮ দিন, বৃহস্পতির ১২ মাস, শুক্রের ২৮ দিন, শনির ৩০ মাস, এবং রাহু ও কেতুর ১৮ মাস। ইহাদ্বারাই তুমি বুঝিতে পারিতেছ যে গ্রহগণ সকলে সূর্য্যের সমান দূরে অবস্থান করেন, এবং যে যত দূরে আছে তাহার কক্ষপথও তত বিস্তৃত, সুতরাং সেই কক্ষপথস্থ ১২টী রাশির এক একটী ভ্রমণ করিতে তত অধিক সময় লাগে। এ সময়ে তোমার পূর্ব্বকথা স্মরণ করা উচিত যে, ১২টী রাশিকে যেমন গ্রহগণ পর্য্যায়ক্রমে ভ্রমণ করে, তাহাদের অন্তর্গত নক্ষত্রগুলিকেও তদ্রূপে ভোগ করিয়া থাকে। গ্রহগণের নক্ষত্র ভোগকাল নির্ণয় করিতে হইলে এক একটী রাশি (মাসকে) ৯ ভাগ করিলেই এক এক ভাগ তত্তৎ নক্ষত্রের কাল নিরূপিত হয়।

এখন তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার যে গ্রহগণের চক্র দি গতির কি কোন নিয়ম নাই? এবং সেইরূপ গতির কারণই বা কি? তদুত্তরে আমি তোমাকে তাহাদের গতি। নিয়ম ক্রমে বলিতেছি শ্রবণ কর। সমস্ত সৌরজগতের মধ্যে সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কগণ পরস্পরের আকর্ষণ ও বিয়োজন দি শক্তি দ্বারা নিরন্তর সূর্য্যপথে পরিভ্রমণ করিতেছে। ঐ শক্তি দ্বারা গ্রহগণের আটপ্রকার গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রাশিচক্রের প্রথম ৬০ অংশে গ্রহগণের শীঘ্রগতি, ৯০ অংশ পর্য্যন্ত সমগতি, ১২০ অংশ পর্য্যন্ত মন্দগতি, ১৮০ অংশ পর্য্যন্ত বক্রগতি, ২৪০ অংশ পর্য্যন্ত অতি বক্রগতি, ৩০০ অংশ পর্য্যন্ত সরলগতি এবং ৩৬০ অংশ পর্য্যন্ত পুনরায় শীঘ্রগতি হয়।

যে সময়ের মধ্যে পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডে দেহাবর্ত্তন করে,

তাহাকে পৃথিবীর আহ্নিকগতি এবং যে সময়ের মধ্যে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া আইসে তাহাকে বার্ষিক গতি বলে। উহা দ্বারা সৌরকাল নির্ণয় হইয়া থাকে। আর চন্দ্র আপনার গতি অনুসারে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে যে সময়ে ১২ অংশ অন্তরে গমন করে, সেই সময় এক এক তিথির ভোগ-কাল। এইরূপে শুক্লপ্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন ১২ অংশ গমন করিয়া ১৫ দিনে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়, পরে ঐপ্রকারে ১২ অংশ গমন করিয়া যে ১৫ তিথিতে [illegible] সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইয়া সমসূত্রপাতরূপে পুনরায় সূর্য্যে সন্নিবর্ত্তী অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী হয়, সেই ১৫ তিথিকে কৃষ্ণপক্ষ বলে। সূর্য্যদেব [illegible] ১২ অংশ দূর গমন করে, [illegible] চন্দ্রের তাহা দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। প্রায় যত ১৩ অংশ [illegible] ২৪ [illegible] কলা অদৃশ্য হয়। সূর্য্যের উভয় পার্শ্বে ১২ অংশমধ্যে চন্দ্রের অবস্থিতি হইলে তাহার অদর্শন হয়, অতএব অমাবস্যা [illegible] সোমাবধি শুক্লপ্রতিপদের শেষ পর্য্যন্ত চন্দ্রকে দেখিতে পাওয়া যায় না। চন্দ্র আপনি ১২ অংশ দূর যাইলে তবে সূর্য্য ১ অংশ চন্দ্রের নিকটস্থ হয়, ঐ একাংশগমনে চন্দ্রের যত কাল লাগে, তাহার সহিত চন্দ্রের ১২ অংশ গমনের কালের ঐক্য করিলে প্রায় ৫৯ দণ্ড হয়। ইহাতে চন্দ্রের গতি [illegible] অংশ ১০ কলা। কিন্তু চন্দ্রসূর্য্যের গতির হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে তিথির হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১ তিথিতে এক চান্দ্রদিন, ৩০ তিথিতে এক চান্দ্রমাস এবং ১২ চান্দ্রমাসে এক চান্দ্রবৎসর গণনা করা যায়। চান্দ্রমাস তিনপ্রকার হয়, ১ প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত যে ত্রিশ তিথি তাহাকে মুখ্য চান্দ্র, কৃষ্ণ

প্রতিপদ অবধি পূর্ণিমা পর্য্যন্ত যে ত্রিশ তিথি তাহাকে গৌণ চান্দ্র এবং শুক্ল বা কৃষ্ণপক্ষের যে কোন তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য পক্ষীয় তাহার পূর্ব্ব তিথি পর্য্যন্ত যে ত্রিশ তিথি গণনা করা হয় তাহাকে চান্দ্র আমণ মাস কহা গিয়া থাকে

মেষ হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্য যেমন অন্যান্য রাশিতে গমন করে, তদ্রূপে বৎসরের এক এক মাসেরও গণনা হইয়া থাকে ; যথাঃ—মেষ বৈশাখ, বৃষ জ্যৈষ্ঠ, মিথুন আষাঢ় ইত্যাদি।

মেষ রাশির আকার মেষাকার, বৃষের বৃষাকার, মিথুন পুরুষাকার, কর্কট কর্কটাকার, সিংহ সিংহাকার ইত্যাদি স্ব স্ব নামের উপযোগী আকারবিশিষ্ট।

মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু, কুম্ভ, ইহাদিগকে ওজরাশি কহে।

বৃষ, কর্কট, কন্যা, বিছা, মকর, মীন, ইহারা যুগ্মরাশি।

মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু, কুম্ভ, ইহারা বিষমরাশি

বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর, মীনকে সমরাশি বলা গিয়া থাকে।

মেষ, কর্কট, তুলা, মকর, চররাশি।

বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক, কুম্ভ স্থিররাশি।

মিথুন, কন্যা, ধনু, মীন, দ্ব্যাত্মক রাশি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

লগ্ন ও তাহার অংশাদি।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে পৃথিবীর গতির কথা যাহা বলা হইয়াছে, তদ্রূপে ঘুরিতে ঘুরিতে ৬০ দণ্ডে উহার যে আহ্নিক গতি হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে কয়টী লগ্নের উদয় হয়। ঘুরিবার সময় পৃথিবীর যে স্থান পূর্ব্বদিকে যে কোন রাশির সম্মুখে উপস্থিত হয়, এবং যতক্ষণ সেই রাশির সীমা উত্তীর্ণ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই রাশি, অর্থাৎ তন্নামোক্ত লগ্নের উদয় বলা যায়। ঐ সময়কে লগ্নমান কহে। লগ্নকে দুইভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগের নাম হোরা। বিষম রাশি রবির এবং সমরাশি চন্দ্রের হোরা হয়। ঐরূপে এক এক লগ্নকে তিনভাগ করিলে এক এক ভাগকে দ্রেক্কাণ এবং নয় ভাগ করিলে নবাংশ, দ্বাদশ ভাগ করিলে দ্বাদশাংশ এবং ত্রিশ ভাগ করিলে এক এক ভাগকে ত্রিংশাংশ কহে। ঐ সকল অংশের এক একটী অধিপতি গ্রহ থাকে। তাহাদিগের স্বভাব অনুসারে ভিন্ন ফল ফলিয়া থাকে। ইহারই নাম ষড়বর্গ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি গ্রহগণ যেরূপ সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করে, সূর্য্যও গ্রহ ও উপগ্রহগণকে লইয়া অন্য এক নক্ষত্রের চতুর্দ্দিকে সেইরূপ ভ্রমণ করে। ৬৬ বৎসর ৮ মাসে সূর্য্য এক অংশ করিয়া সরিয়া যায়, এজন্য ঐ সময়ের পরে অয়নাংশ গণনায় কিছু

কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে এবং রাশিচক্রের বক্রতা ও রাশিগণের স্ব স্ব অবস্থিতি স্থানের বক্রতাহেতু দেশভেদে সকল রাশির লগ্নমান সমান নহে, পশ্চাৎ তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

সকল মাসের সকল দিনে সেই সেই রাশিতে সূর্য্যের উদয় এবং তাহার সপ্তম রাশিতে অস্ত হয়। বৈশাখমাসে মেষে উদয় এবং মেষের সপ্তম রাশি তুলায় অস্ত। জ্যৈষ্ঠমাসে বৃষে উদয়, বিছায় অস্ত ইত্যাদিক্রমে সূর্য্যের উদয়াস্ত হইয়া থাকে। যে মাসে যত দিন হইবে, ঐ দিনসংখ্যা দিয়া উদয় লগ্নমানকে ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগ রাত্রির অন্তর্গত হয়, ঐ ভাগকে রবিভুক্ত কহে। বলা বাহুল্য যে, মাসের যত দিনসংখ্যা বাড়িতে থাকে, ঐ এক এক ভাগ রবিভুক্তিও তেমনি প্রতিদিন বৃদ্ধি হয়। ঐরূপে অস্তলগ্নেরও সেইরূপ ভাগ দিবার অন্তর্গত হয়। দিবসের লগ্ন স্থির করিতে হইলে সেই দিনের রাত্রিপ্রবিষ্ট অংশ ত্যাগ করিয়া তাহার পর পর লগ্ন যোগ করিয়া যে সময়ের লগ্ন স্থির করিতে হইবে সেই সময় কোন্ লগ্ন তাহা জানা যাইবে। রাত্রিকালে লগ্ন স্থির করিতে হইলেও ঐরূপে দিবার অন্তর্গত অংশ বাদ দিয়া পর পর লগ্ন যোগ করিলে অভিপ্রেত সময়ের লগ্ন স্থির হইবে।

আজি কালি দেশবিশেষে যেরূপ লগ্নমান স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল ;—

কলিকাতা, মেদিনীপুর ও তাহার সমান রেখায় পূর্ব্বপশ্চিমস্থ দেশের অয়নাংশ শোধিত লগ্নমান যথা মেষ ৪ ৭৭, বৃষ ৪ ৩৯ ৫০, মিথুন ৫ ২৮ ২০, কর্কট ৫ ৪১ ২৬, সিংহ ৫ ৩০ ৫১, কন্যা ৫ ২৯ ২০, তুলা ৫ ৩৫ ২৫, বিছা

৫ ৪০ ৫৭, ধনু ৫ ১৭ ৩৯, মকর ৪ ৩২ ৫৮, কুম্ভ ৩। ৫৭ ২৬ এবং মীন ৩ ৪৬ ৫০

নবদ্বীপ, বৰ্দ্ধমান ও ঢাকা প্রভৃতিস্থানে,—

মেষ ৪ ৬। ৫০, বৃষ ৪ ৪৯ ৪৭, মিথুন ৫। ২৮ ৪৯, কর্কট ৫ ৪০ ৩৫, সিংহ ৫ ৩৩ ২২, কন্যা ৫। ২৯ ৪০, তুলা ৪ ৪৬ ২৪, বিছা ৪ ৪১ ৩৫, ধনু ৫ ১৭। ২, মকর ৩। ৫৭ ৬, কুম্ভ ৪ ৪২ ৪১, মীন ৩ ৪৭ ২০।

মুর্শিদাবাদ ও তাহার পূর্ব্ব-পশ্চিমে —মেষ ৪ ৬ ৩১, বৃষ ৪ ৪৯ ৩৩, মিথুন ৫ ২৮ ৪৬, কর্কট ৫ ৪০ ৪১, সিংহ ৫ ৩৩ ৩৩, কন্যা ৫ ৩০ ০, তুলা ৫ ৩৮ ১৫, বিছা ৪ ৪০ ৪৮, ধনু ৫ ১৭ ২০, মকর ৪ ৩৩। ৪০, কুম্ভ ৩। ৫৫ ৪৯, মীন ৩ ৪৬ ৯ ০

চট্টগ্রাম ও তাহার পূর্ব্ব-পশ্চিম প্রদেশে —

মেষ ৪ ৮ ৪, বৃষ ৪ ৪৯ ৩, মিথুন ৫ ২০ ২২, কর্কট ৫ ৪৯ ৪০, সিংহ ৫ ৩২ ৪, কন্যা ৫ ২৮ ২০, তুলা ৫ ৩৪ ৪০, বিছা ৫ ৩৯ ২৫, ধনু ৫ ১৬ ৩২, মকর ৪ ৩৫। ২৬, কুম্ভ ৩ ৫৮ ১৮, মীন ৩ ৪৭ ৩৯।

রঙ্গপুর ও তাহার পূর্ব্বপশ্চিমে।—

মেষ ৪ ১ ৩৬, বৃষ ৪ ৪৬ ২৮, মিথুন ৫ ২৯ ৩৯, কর্কট ৫ ৪৪ ৩২, সিংহ ৫ ৩৬ ৩১, কন্যা ৫ ৩৩ ২০, তুলা ৫ ৩১ ২৭, বিছা ৫ ৪৭ ৪৭, ধনু ৫ ২৬ ২৫, মকর ৪ ৩১। ২৬, কুম্ভ ৩। ৫৬ ৫, মীন ৩ ৩৯ ৪০

কুচবিহার ও তাহার পূর্ব্ব-পশ্চিমে;—

মেষ ৪ ৫৫ ৫১, বৃষ ৪ ৪৫ ৪১, মিথুন ৫। ২০। ২৫,

কর্কট ৫ ৪৫ ৩০, সিংহ ৫ ৪১ ৪৭, কন্যা ৫ ৩৮ ২৫, তুলা ৫ ৩৮ ১৬, বিছা ৫ ৪৮ ৫৮, ধনু ৫ ২১ ২৮, মকর ৪ ৩৫ ২৬ কুম্ভ ৩ ৫৯ ৪০, মীন ৩ ৩ ৪০।

রাশিগুলিকে দুই ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগের নাম হোরা। মেষ মিথুন, সিংহ, তুলা ধনু এবং কুম্ভের প্রথম হোরার অধিপতি সূর্য্য ও দ্বিতীয় হোরার অধিপতি চন্দ্র এবং বৃষ কর্কট কন্যা, বিছা, মকর ও মীনের প্রথম হোরার অধিপতি চন্দ্র ও দ্বিতীয় হোরার অধিপতি সূর্য্য

রাশিকে তিন ভাগ করিলে এক এক ভাগকে দ্রেক্কাণ কহে। যে গ্রহ যে রাশির অধিপতি তিনি সেই রাশির প্রথম দ্রেক্কাণের সেই রাশি হইতে পঞ্চম রাশির অধিপতি দ্বিতীয় দ্রেক্কাণের এবং তাহার নবম রাশির অধিপতি গ্রহ তৃতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি হয়েন

রাশিকে নয় ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগের নাম নবাংশ। নবাংশের অধিপতি স্থির করিতে হইলে এইরূপ ক্রম অবলম্বন করিতে হইবে যথা,—মেষ, সিংহ, ধনু এই তিন রাশিরই নবাংশের প্রথম হইতে নব অংশের অধিপতি যথাক্রমে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা তুলা, বিছা ও ধনুর অধিপতি যে যে গ্রহ, সেই সেই গ্রহকে জানিবে। মকর, বৃষ, কন্যা, এই তিন রাশির প্রথম হইতে নব অংশের অধিপতি যথাক্রমে মকর, কুম্ভ, মীন, মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা রাশির অধিপতিকে জানিবে। তুলা, কুম্ভ, মিথুন, এই তিন রাশির নবাংশের অধিপতি তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন, মেষ, বৃষ, মিথুনরাশির অধিপতিকে জানিবে। আর

কর্কট, বিছা, মীন, এই তিন রাশির নয় অংশের অধিপতি যথাক্রমে কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন-রাশির অধিপতিদিগকে জানিবে।

রাশিকে বার ভাগ করিলে তাহার এক এক অংশের নাম দ্বাদশাংশ যে রাশির বার অংশের অধীশ্বরকে জানিতে হইবে সেই রাশিকে অগ্রে বার ভাগ করিলে সেই রাশির অধিপতি তাহার প্রথম অংশের অধিপতি হইবে, তাহার পর যে রাশি সেই রাশির অধিপতি দ্বিতীয়াংশের অধিপতি, এইরূপে তৃতীয় চতুর্থ, পঞ্চমাদি দ্বাদশটী অংশের অধিপতি স্থির করিবে।

রাশিকে ত্রিশ ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগের নাম ত্রিংশাংশ বিষমরাশি অর্থাৎ মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভের প্রথম পঞ্চমাংশ মঙ্গলের, তাহার পর পঞ্চভাগ শনির তাহার পর অষ্টভাগ বৃহস্পতির, তাহার পর সপ্তভাগ বুধের তাহার পর পঞ্চাংশ শুক্রের আর সমরাশির অর্থাৎ বৃষ, কর্কট কন্যা, বিছা, মকর ও মীন রাশির প্রথম পঞ্চভাগ শুক্রের, তাহার পর পঞ্চভাগ বুধের, তাহার পর অষ্টভাগ বৃহস্পতির, তাহার পর সপ্তভাগ শনির, তাহার পর পঞ্চভাগ মঙ্গলের হইবে

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তিথি ও বারাদি।

রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই সাতটী গ্রহের নামানুসারে সাতটী বার গণনা হইয়া থাকে। এই সকল

গ্রহ উক্ত বার সকলের অধিপতি তাহাদের মধ্যে শুক্র, সোম, বুধ ও বৃহস্পতিবার সর্ব্বকর্ম্মে শুভ, এবং শনি, রবি ও মঙ্গলবার কোন কোন কর্ম্মে শুভ

দিবা ও রাত্রিমান প্রত্যেককে আট ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগকে যামার্দ্ধ কহে সেই যামার্দ্ধভাগে বারবেলা ও কালবেলা হইয়া থাকে

রবিবারে দিবসের চতুর্থ ভাগ বারবেলা, পঞ্চম ভাগ কালবেলা; রাত্রির ষষ্ঠভাগ বারবেলা।

সোমবারে দিবসের সপ্তমভাগ বারবেলা ও দ্বিতীয়ভাগ কালবেলা, রাত্রির চতুর্থ ভাগ কালবেলা

মঙ্গলবারে ষষ্ঠভাগ বারবেলা, দ্বিতীয় ভাগ কালবেলা; রাত্রির দ্বিতীয়ভাগ কালবেলা

বুধবারে পঞ্চম ভাগ বারবেলা, তৃতীয়ভাগ কালবেলা; রাত্রির সপ্তম ভাগ কালবেলা

বৃহস্পতিবারে অষ্টম ভাগ বারবেলা, সপ্তম ভাগ কালবেলা; রাত্রির পঞ্চম ভাগ কালবেলা।

শুক্রবারে তৃতীয়ভাগ বারবেলা, চতুর্থ ভাগ কালবেলা; রাত্রির তৃতীয় ভাগ কালবেলা।

শনিবারে ষষ্ঠ ভাগ বারবেলা, প্রথম ও শেষ ভাগ কালবেলা; রাত্রিতে পঞ্চম ও শেষ ভাগ কালবেলা

এই বারবেলা ও কালবেলাতে যাত্রা করিলে মৃত্যু, বিবাহে বৈধব্য, উপনয়নে ব্রহ্মহত্যা এবং অন্যান্য সমস্ত শুভ কর্ম্মে দোষ হয়।

উপরে বলা হইয়াছে যে, দিনমান যত দণ্ড যত পল হইবে

তাহাকে আট ভাগ করিলে তাহার প্রত্যেক ভাগের নাম যামার্দ্ধ। যামার্দ্ধ সকলের অধিপতিগ্রহ আছে। সকল বারের অধিপতি গ্রহ সেই সেই বারের প্রথম যামার্দ্ধের অধিপতি হইবে। তাহা হইতে ছয় ছয় অন্তরে গণনায় যে যে বার হয়, সেই সেই বারের অধিপতিগ্রহ দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি যামার্দ্ধের অধিপতি হইবে।

রাত্রিমান যত দণ্ড যত পল হইবে, তাহাকে আট ভাগ করিলে তাহার প্রথম যামার্দ্ধের অধিপতি পূর্ব্ববৎ সেই বারের অধিপতি গ্রহই হইবে। প্রথম যামার্দ্ধপতি গ্রহ হইতে পাঁচ পাঁচ গণিয়া যে বার হইবে, সেই সেই বারের অধিপতি গ্রহ দ্বিতীয়, তৃতীয় চতুর্থাদি যামার্দ্ধের অধিপতি হইবে।

যামার্দ্ধকে চারি ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগের নাম দণ্ড। ঐ সকল দণ্ডের এক একটী অধিপতি গ্রহ আছে। তাহাদিগকে দণ্ডাধিপতি বলে। যে বারের যে যে সময়ে যে গ্রহ যামার্দ্ধপতি হইবে, সেই গ্রহ সেই যামার্দ্ধের প্রথম দণ্ডের অধিপতি হইবে। আর ঐ যামার্দ্ধের প্রথম দণ্ডপতি যে গ্রহ, তাহার সংখ্যাকে দুই ভাগ করিলে যে সংখ্যা হইবে, তাহার ভগাংশ থাকিলে তাহা বাদ দিয়া যে গ্রহ হইবে সেই গ্রহ দ্বিতীয় দণ্ডের অধিপতি হইবে। এইরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ যামার্দ্ধের অধিপতিগ্রহের সংখ্যাকে দুইভাগ করিলে ঐ প্রকারে যে যে গ্রহ হইবে তাহারা দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দণ্ডের অধিপতি হইবে।

যে বারের রাত্রির যামার্দ্ধপতি যে গ্রহ হইবে, সেই গ্রহই প্রথম দণ্ডের অধিপতি হইবে। তাহা হইতে ছয় ছয় গ্রহ অন্তর

গণনায় যে যে গ্রহ তাহারা ক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দণ্ডের অধিপতি হইবে

চন্দ্রের হ্রাস ও বৃদ্ধি অনুসারে দুই পক্ষ—কৃষ্ণ ও শুক্ল। উভয় পক্ষে প্রতিপদ, দ্বিতীয়াদি ১৫টী তিথি আছে তিথি সকলের অধিপতি নির্দ্দিষ্ট আছে উভয় পক্ষের প্রতিপদাদি তিথির অগ্নি, প্রজাপতি, গৌরী, গণেশ, সর্প, কার্ত্তিক, সূর্য্য, শিব, দুর্গা, যম বিশ্ব, হরি, কাম হর, এবং অমাবস্যা ও পূর্ণিমার অধিপতি চন্দ্র

প্রতিপদ, ষষ্ঠী ও একাদশীর নাম নন্দা ; দ্বিতীয়া, সপ্তমী ও দ্বাদশী ভদ্রা ; অষ্টমী, তৃতীয়া ও ত্রয়োদশী জয়া ; চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী রিক্তা, এবং অমাবস্যা, পঞ্চমী, দশমী ও পূর্ণিমার নাম পূর্ণাতিথি

বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী, আষাঢ় মাসের শুক্লাষ্টমী, ভাদ্রের শুক্লাদশমী, কার্ত্তিকের শুক্লাদ্বাদশী, পৌষের শুক্লা দ্বিতীয়া ও ফাল্গুণের শুক্লা চতুর্থী মাসদগ্ধা হয়। এবং শ্রাবণের কৃষ্ণাষষ্ঠী আশ্বিনের কৃষ্ণাষ্টমী, অগ্রহায়ণের কৃষ্ণাদশমী, মাঘের কৃষ্ণাদ্বাদশী, চৈত্রের কৃষ্ণাদ্বিতীয়া এবং জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাচতুর্থী মাসদগ্ধা হয়

এই মাসদগ্ধাতে যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, অথবা কোথাও যাত্রা করে, সে ব্যক্তি ইন্দ্রতুল্য হইলেও তাহার মরণ, বিবাহে স্ত্রী বিধবা, কৃষিকর্ম্মে ফলের অভাব, বিদ্যারম্ভে মূর্খ, স্ত্রীসঙ্গমে গর্ভপাত এবং বাণিজ্যে মূলধনের বিনাশ হইয়া থাকে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গ্রহগণের প্রকৃতি ও বলাবল।

ভূমণ্ডলস্থ জীবদেহের উপর চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রাধান্য যেমন স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইতেছে তেমনি অন্যান্য গ্রহগণও আমাদিগের উপর যে বলাবল প্রয়োগ করিয়া থাকেন তাহা কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর না হইলেও জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ গণনাদ্বারা তাহা অবধারিত করিয়াছেন যদিও গ্রহগণ দ্বাদশ রাশি ভ্রমণ করে বটে, কিন্তু রাশি বিশেষে তাহাদের আকর্ষণাদি শক্তির বৃদ্ধি হয় ও তত্তৎস্থানে তাহারা বিশেষ বলশালী হইয়া থাকে ঐ সকল রাশি তাহাদের স্ব স্ব ক্ষেত্র এবং উহারা সেই সেই রাশির অধিপতি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। গ্রহগণ স্ব স্ব ক্ষেত্রে থাকিলে বিশেষ বলবান হয় ঐরূপ মিত্র গৃহে, মূল ত্রিকোণ গৃহে, উচ্চ গৃহে (তুঙ্গ স্থান) আপনাপন হোরা, দ্রেক্কাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশে থাকিলেও বিশেষ বল প্রকাশ করে

সূর্য্য হইতে তাপ ও শুষ্কতা উৎপন্ন হইয়া থাকে, এজন্য মনুষ্যগণ উহা কর্ত্তৃক সত্ত্বগুণ প্রাধান্য, স্থিরস্বভাব, ভক্তিপরপ্রিয়তা, পিত্ত প্রভৃতিকে প্রাপ্ত হয়, আর মানবদেহের মধ্যে চক্ষু, মস্তিষ্ক, হৃদয় ও দক্ষিণাংশের উপর উহার আধিপত্য। রবি পাপগ্রহ মধ্যে পরিগণিত, বর্ণলাল এবং পুরুষ। চন্দ্র, মঙ্গল ও বৃহস্পতি উহার মিত্র, শুক্র ও শনি শত্রু; আর বুধ সম, অর্থাৎ না মিত্র না শত্রু রবি জাতিতে ক্ষত্রিয় এবং পূর্ব্ব-

দিকের ও সিংহ রাশির অধিপতি মেষ রাশির ১০ম অংশ উহার তুঙ্গ বা উচ্চ স্থান, সিংহ রাশি উহার মূল ত্রিকোণ রবি বৃদ্ধভাবাপন্ন

চন্দ্র প্রধানতঃ আদ্রর্তা উৎপাদন করিয়া থাকে উহা কর্তৃক মনুষ্যেরা রজোগুণ প্রধান, লবণরসপ্রিয় ও শ্লেষ্ম-প্রাকৃতিক হয় মানবের তালু, কণ্ঠ, উদর গ্রন্থি, শোণিত ও শরীরের বাম পার্শ্বের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে শুক্লপক্ষের অষ্টমী হইতে কৃষ্ণ পক্ষের সপ্তমী পর্য্যন্ত শুভগ্রহ, পরে পাপ-গ্রহমধ্যে পরিগণিত হয়, বর্ণ গৌর এবং স্ত্রী বুধ ও রবি উহার মিত্র, কোন গ্রহই শত্রু নহে, মঙ্গল সম জাতিতে বৈশ্য, বায়ুকোণের এবং কর্কট রাশির অধিপতি বৃষরাশির ৩য় অংশ উহার উচ্চস্থান, এবং বৃষ রাশি মূল ত্রিকোণ গৃহ; মধ্যবয়স সম্পন্ন

মঙ্গলগ্রহ হইতে উত্তাপ ও শুষ্কতা উৎপন্ন হয় মনুষ্যেরা উহা হইতে পিত্তপ্রকৃতি, তমোগুণ ও কটুরসপ্রিয়তাকে প্রাপ্ত করে বামকর্ণ, কটিদেশ, রক্তবাহিকা নাড়ী এবং গুহ্যদেশের উপর উহার প্রাধান্য মঙ্গল পাপগ্রহ, বর্ণ রক্তগৌর ও পুরুষ। রবি ও চন্দ্র উহার মিত্র, বুধ, শুক্র, এবং শনি সম, জাতিতে ক্ষত্রিয়, সামবেদের, দক্ষিণ দিকের, মেষ ও বৃশ্চিক রাশির অধি-পতি, মকর রাশির ২৮ অংশ উহার উচ্চস্থান এবং মেষ রাশি মূল ত্রিকোণ গৃহ মঙ্গল যুবাভাবাপন্ন

বুধগ্রহ কখন শুষ্কতা ও কখন আদ্রর্তা উৎপাদন করে এই গ্রহের অধীনে মানবগণ বাতপিত্তকফযুক্ত সর্ব্বরসপ্রিয় ও রজোগুণবিশিষ্ট হয় বাক্য, বুদ্ধি, পিত্ত, ত্বক্, জিহ্বা ও

অধোভাগের উপর উহার আধিপত্য বুধ পাপগ্রহের সঙ্গে থাকিলে পাপগ্রহ এবং শুভগ্রহের সঙ্গে থাকিলে শুভগ্রহ মধ্যে গণ্য, বর্ণ দূর্ব্বাশ্যাম এবং ক্লীব বৃহস্পতি, রবি, শুক্র উহার মিত্র; চন্দ্র শত্রু, বৃহস্পতি শুক্র ও শনি সম বুধ জাতিতে শূদ্র; উত্তরদিকের অথর্ব্ববেদের এবং কন্যা ও মিথুন রাশির অধিপতি কন্যার ১৫ অংশ বুধের উচ্চস্থান এবং কন্যা রাশি উহার মূল ত্রিকোণ ঘর বুধগ্রহ বালক

বৃহস্পতি হইতে উষ্ণতা অনুভূত হইয়া থাকে। মানবগণ উহা হইতে মধুররসপ্রিয়তা, সত্বগুণ, পিত্ত ও কফাধিক্য প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যদেহের ফুস্ফুস্ রক্তবাহিকা নাড়ী, হস্ত, হৃদয়ের মেধ ও গলার নলীর উপর উহার প্রাধান্য বৃহস্পতি শুভগ্রহ, বর্ণ গৌর এবং পুরুষ রবি, চন্দ্র, মঙ্গল উহার মিত্র; বুধ ও শুক্র শত্রু এবং শনি সম বৃহস্পতি জাতিতে ব্রাহ্মণ, ঈশান কোণের ঋগ্বেদের এবং ধনু ও মীন রাশির অধিপতি। কর্কটের পঞ্চমাংশ উহার উচ্চস্থান এবং ধনু মূল ত্রিকোণ রাশি বৃহস্পতি বৃদ্ধ

শুক্র গ্রহ হইতে আর্দ্রতা প্রাপ্ত হওয়া যায় মনুষ্যগণ উহার প্রাধান্যে কফ ও রজোগুণযুক্ত এবং অম্লরসপ্রিয় হয়। নাসারন্ধ্র, যকৃত, শুক্র ও মাংসের উপর উহার আধিপত্য শুক্র শুভগ্রহমধ্যে পরিগণিত; বর্ণ শ্যাম এবং স্ত্রী জাতি। বুধ ও শনি উহার মিত্র, রবি ও চন্দ্র শত্রু এবং গুরু ও মঙ্গল সম। শুক্র জাতিতে ব্রাহ্মণ, অগ্নিকোণের, যজুর্ব্বেদের এবং তুলা ও বৃষ রাশির অধিপতি, মীনের ২৭ অংশ উহার উচ্চ স্থান এবং তুলা রাশি উহার মূল ত্রিকোণ গৃহ। শুক্র মধ্যবয়স্ক।

শনি শীতলতা উৎপাদন করে শনির প্রাধান্যে মনুষ্য ক্রূর, বায়ু ও কফযুক্ত, তমোগুণবিশিষ্ট, স্থিরস্বভাবসম্পন্ন এবং কষায়রস প্রিয় হয় দক্ষিণ কর্ণ, প্লীহা, শ্লেষ্মা, মস্তিষ্কের শিরা, ও মূত্রাশয়ের উপর উহা আধিপত্য করিয়া থাকে শনি পাপগ্রহ, বর্ণ কৃষ্ণ এবং ক্লীব বুধ ও শুক্র উহার মিত্র, রবি, মঙ্গল ও চন্দ্র শত্রু এবং বৃহস্পতি সম শনি অন্ত্যজজাতীয় পশ্চিমদিকের ও মকর এবং কুম্ভ রাশির অধিপতি তুলার ২০ অংশ উহার উচ্চস্থান এবং কুম্ভ রাশি মূল ত্রিকোণ গৃহ

রাহু পাপগ্রহ, কৃষ্ণবর্ণ শুক্র ও শনি উহার মিত্র, চন্দ্র ও মঙ্গল শত্রু, সম নাই রাহু নৈঋত কোণের অধিপতি মিথুন উহার উচ্চস্থান এবং কুম্ভরাশি মূল ত্রিকোণ গৃহ

কেতু পাপগ্রহ তাম্রবর্ণ রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, উহার বন্ধু এবং শুক্র ও শনি শত্রু ধনু উহার উচ্চস্থান

যে যে রাশি যে যে গ্রহের উচ্চস্থান, সেই সেই রাশি হইতে সপ্তম গ্রহ সেই সেই গ্রহের নীচস্থান গ্রহগণ আপনাদের নীচ রাশিতে শত্রুগৃহে থাকিলে বলহীন হয়

গ্রহগণের বলাবল সম্বন্ধে পূর্বে যাহা বলিয়াছি এ স্থলে তাহা অপেক্ষা আরও বিশদরূপে বলিতেছি,—শুভগ্রহগণ আপনাপন গৃহে মিত্রভাবে কিম্বা অন্য শুভগ্রহের ও মিত্রগ্রহের দৃষ্টি যে ঘরে আছে, অথবা অন্য শুভগ্রহের সহিত এক গৃহে থাকিলে তাহাদিগকে বলবান বলা যায়।

শুভগ্রহ যদি পাপগ্রহের গৃহে, শত্রুগৃহে, (যাহাতে শত্রু গ্রহ বা পাপ গ্রহের দৃষ্টি আছে), অথবা পাপগ্রহ বা শত্রু গ্রহের

সহিত এক ঘরে অবস্থিতি করে তবে সে গ্রহ অতিশয় দুর্ব্বল এবং সুফলপ্রদানে নিতান্ত অসমর্থ জানিবে

পাপগ্রহ যদি পাপগ্রহের ভবনে, শত্রুভবনে, কিম্বা মিত্র গ্রহের ভবনে থাকিয়া শত্রু অথবা পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তবে সেই পাপগ্রহকে বলবান্ বলা যায়।

পাপগ্রহ অশুভ গৃহে থাকিয়া শুভ ভবনের দৃষ্ট হইলে, অথবা শুভগ্রহের সহিত এক গৃহে থাকিলে তাহাকে দুর্ব্বল বলিয়া জানিতে হইবে।

বৃষ কর্কট ইত্যাদি সম সংজ্ঞা রাশিতে চন্দ্র ও শুক্র থাকিলে তাহারা বলবান্ হয় আর মেষ, মিথুনাদি বিষম সংজ্ঞারাশিতে রবি, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি এবং শনি থাকিলে বলবান হয়

চন্দ্র ও শুক্র গ্রহ প্রথম দ্রেক্কাণে, মঙ্গল, রবি ও বৃহস্পতি শেষ দ্রেক্কাণে এবং শনি ও বুধ মধ্যম দ্রেক্কাণে বলবান হয়

গ্রহগণ আপনাপন তুঙ্গ স্থানে থাকিলে অত্যন্ত বলশালী, মূল ত্রিকোণ ও স্ব স্ব গৃহে থাকিলে মধ্য বলশালী, আর শুভ-গ্রহদৃষ্ট গৃহে ও মিত্রগৃহে থাকিলে কিছু অধিক বলশালী হইয়া থাকে।

মঙ্গল আর রবি লগ্নের দশম স্থানে থাকিলে তাহাকে দক্ষিণ দিগ্বলী, শনি লগ্নের সপ্তম স্থানে থাকিলে তাহাকে পশ্চিম দিগ্বলী, আর শুক্র ও চন্দ্র লগ্নের চতুর্থ স্থানে থাকিলে তাহাকে উত্তর দিগ্বলী কহে

মকর অবধি মীন পর্য্যন্ত কোন রাশিতে রবি, মঙ্গল, বৃহঃ

স্পতি কিম্বা চন্দ্র ও শুক্র থাকিলে বলবান হয়; এবং কর্কট অবধি ধনু পর্য্যন্ত এই ছয় রাশির মধ্যে কোন রাশিতে শনি থাকিলে বলবান হয়; বুধ উভয় স্থানে বলবান শুভগ্রহেরা শুক্লপক্ষে এবং পাপগ্রহগণ কৃষ্ণপক্ষে বলবান হয় শুক্লপ্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া শুভগ্রহদিগের প্রতিদিন ৪ পল করিয়া বল বৃদ্ধি হইয়া পূর্ণিমার দিন পূর্ণবল প্রাপ্ত হয়, এবং কৃষ্ণপ্রতিপদ হইতে প্রতি দিন ৪ পল করিয়া হীনবল হইয়া আমাবস্যার দিন সম্পূর্ণ হীনবল হয় ঐরূপে পাপ গ্রহগণও কৃষ্ণপক্ষে ৪ পল করিয়া বল পাইয়া অমাবস্যার দিন পূর্ণবল ও পূর্ণিমার দিন হীনবল হইয়া থাকে

বৎসরের অধিপতি গ্রহ একপাদ বলবান্, মাসাধিপ গ্রহ দ্বিপাদ, দিনের অধিপতি গ্রহ ত্রিপাদ, কাল ও হোরাদি অধিপতি গ্রহ সম্পূর্ণ বলবান্

শনিগ্রহ শীতকালে, শুক্র বসন্তকালে, মঙ্গল গ্রীষ্মকালে, চন্দ্র বর্ষাকালে, বুধ শরৎকালে, বৃহস্পতি হেমন্তকালে এবং রবি গ্রহ গ্রীষ্মকালে বলবান্ হয়

রবি, বৃহস্পতি শুক্র দিবাভাগে বলবান্, বুধ দিবা-রাত্র, চন্দ্র, মঙ্গল ও শনি রাত্রিকালে বলবান্ হয় দিব ও রাত্রিমানের প্রথমার্দ্ধে শুভগ্রহ এবং দিনমানের শেষার্দ্ধে পাপগ্রহ বলবান হয় রাত্রের তৃতীয় অংশে রবি, বুধ, শনি, চন্দ্র বলবান বৃহস্পতি দিবারাত্রি সমান বলবান থাকে

জাতক বা প্রশ্ন গণনার সময় লগ্নের অধিপতি গ্রহ যদি শনি হয়, তবে তাহার বল ১ গুণ, মঙ্গল থাকিলে দ্বিগুণ, বুধ তিন গুণ, বৃহস্পতি চতুর্গুণ, শুক্র পাঁচ গুণ, চন্দ্র ছয় গুণ, রবি

সাতগুণ বলবান হয় লগ্নের অধিপতি গ্রহের যে বল, লগ্নের ও সেই বল জানিবে

শুক্লপ্রতিপদ হইতে শুক্লাদশমী পর্য্যন্ত চন্দ্র মধ্যম বলে বলি ; শুক্লাএকাদশী হইতে কৃষ্ণাপঞ্চমী পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বলী ; কৃষ্ণাষষ্ঠী হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত স্বল্প বলী হয় এবং উহার উপর শুভ গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে চন্দ্র সর্ব্বত্র বলবান হয়।

গ্রহগণ যখন যে রাশিতে অবস্থিতি করে, তাহা হইতে তৃতীয় ও দশম স্থানে তাহাদের এক পাদ দৃষ্টি, পঞ্চম ও নবম রাশিতে অর্দ্ধেক, চতুর্থ ও অষ্টমরাশিতে ত্রিপাদ এবং সপ্তম স্থানে সম্পূর্ণ দৃষ্টি জ্ঞান করিতে হইবে এই সাধারণ নিয়ম ব্যতীত তৃতীয় ও দশম স্থানে শনির পূর্ণ দৃষ্টি, পঞ্চম ও নবম রাশিতে বৃহস্পতির, এবং চতুর্থ ও অষ্টম স্থানে মঙ্গলের পূর্ণ দৃষ্টি জানিবে এতদ্ভিন্ন অন্য স্থানে গ্রহদিগের দৃষ্টি নাই

রাহুর দৃষ্টি পৃথক বিধ রাহু যে রাশিতে থাকে তাহা হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে পঞ্চম, সপ্তম, এবং দ্বাদশ রাশিতে তাহার পূর্ণ দৃষ্টি ; দ্বিতীয় ও দশম রাশিতে ত্রিপাদ ; আর তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম গৃহে অর্দ্ধেক দৃষ্টি। রাহুর পাদ দৃষ্টি বা স্বয়ং যে ঘরে থাকে সে ঘরে ও তাহার একাদশ স্থানে তাহার দৃষ্টি থাকে না। কেতুর কুত্রাপি দৃষ্টি নাই

লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম স্থানকে কেন্দ্র কহে কেন্দ্র-স্থানে থাকিলে গ্রহগণ বিশেষ বলশালী হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নক্ষত্র প্রকরণ।

নক্ষত্রদিগের নাম ও তাহারা রাশিচক্রের কোনস্থানে কিরূপে অবস্থিতি করিতেছে তাহা প্রথম পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে এক্ষণে তাহাদিগের জাতি ও অন্যান্য কার্য্য করিবার বিষয় কথিত হইতেছে

সকল নক্ষত্রের মুখ ও দৃষ্টি একদিকে নহে, এজন্য তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। যথা—ঊর্দ্ধমুখ-নক্ষত্র, অধোমুখ-নক্ষত্র ও তির্য্যগমুখ-নক্ষত্র

আর্দ্রা, পুষ্যা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, শ্রবণা, রোহিণী, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ এই নয়টী ঊর্দ্ধমুখ নক্ষত্র মূলা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, বিশাখা, ভরণী, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া এবং পূর্ব্বভাদ্রপদ এই নয়টী অধোমুখ নক্ষত্র আর অশ্বিনী, রেবতী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, পুনর্ব্বসু, জ্যেষ্ঠা, মৃগশিরা ও অনুরাধা এই নয়টী তির্য্যগমুখ নক্ষত্র

মৃগশিরা, হস্তা, স্বাতি, শ্রবণা, পুষ্যা, রেবতী, অনুরাধা, অশ্বিনী কিম্বা পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে "দেবগণ" হয় উত্তরফল্গুনী, উত্তরষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া পূর্ব্বভাদ্রপদ, রোহিনী, ভরণী ও আর্দ্রায় 'নরগণ' হয় আর জ্যেষ্ঠা, মূলা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, শতভিষা চিত্রা, মঘা ধনিষ্ঠা এবং বিশাখায় "রাক্ষসগণ' হয়

নরনারীগণ যে নক্ষত্রের যে পাদে জন্মগ্রহণ করে, তদনু-

সারে তাহাদিগের রাশি এবং নামের আদ্য অক্ষর জ্ঞান হয়, যথা,—

অ ই উ এ কৃত্তিকা ও ব বী বু রোহিনী বে বো ক কি মৃগশিরা কু ঘ ঙ চ আর্দ্রা কে কো হ হি পুনর্ব্বসু। হু হে হো ড পুষ্যা। ডি ডু ডে ডো অশ্লেষা। ম মি মু মে মঘা। মো ট টি টু পূর্ব্বফল্গুণী টে টো প পি উত্তরফল্গুণী পু ষ ণ ঠ হস্তা। পে পো র রি চিত্রা রু রে রো ত স্বাতী তি তু তে তো বিশাখা ন নি নু নে অনুরাধা নো য যি যু জ্যেষ্ঠা যে যো ভ ভি মূলা ভু ধ ফ ঢ পূর্ব্বাষাঢ়া ভে ভো জ জি উত্তরাষাঢ়া জু জে জো খ অভিজিৎ। খি খু খে খো শ্রবণা। গ গি গু গে ধনিষ্ঠা গো স সি সু শতভিষা সে সো দ দি পূর্ব্বভাদ্রপদ দু থ ঝ ঞ উত্তরভাদ্রপদ দে দো চ চি রেবতী। চু চে চো ল অশ্বিনী লি লু লে লো ভরণী

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

জাতক গণনা।

কোন বালক কিম্বা বালিকা জন্মগ্রহণ করিলে তাহার জন্ম-পত্রিকা প্রস্তুত করা নিতান্ত কর্ত্তব্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যাহার জন্মপত্রিকা নাই তাহার জীবন অন্ধকারময় জন্ম-পত্রিকা প্রস্তুত করিবার জন্য যে যে বিষয়ের জ্ঞান আবশ্যক নিম্নে তাহাদের বিষয় অনতি বিস্তৃতরূপে কথিত হইতেছে।

পুত্র কিম্বা কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র অতি সাবধানতার সহিত

তাহার সময় নিরূপণ করিবে আজি কালিকার কালে ঘটিকা-যন্ত্রের যেরূপ ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে তাহাতে সময় নিরূপণের জন্য অধিক আয়াস সহ্য করিতে হয় না জাতশিশুর জন্মসময় স্থির হইলে ঐ সময় কোন্ লগ্নের কত অংশের অন্তর্গত তাহা নিশ্চয় করিবে লগ্ন নিরূপণের বিষয় তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, অতএব তাহার পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই জন্মলগ্নকে হোরা, দ্রেক্কাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশে বিভক্ত করিয়া দেখিবে জাতশিশু কোন্ গ্রহের হোরা, দ্রেক্কাণ, নবাংশ ইত্যাদিতে জন্মিয়াছে তাহার পরে একখানি দিন পঞ্জিকা লইয়া দেখিবে জন্ম সময়ে কোন্ গ্রহ রাশিচক্রের কোন্ গৃহে, কোন্ নক্ষত্রে অবস্থিতি করিতেছে। জাতশিশুর জন্ম-পত্রিকার রাশিচক্রে ও যে যে গ্রহ যে যে রাশিতে যে যে নক্ষত্রে অবস্থিতি করিতেছে, সেই সেই রাশিতে সেই নক্ষত্রে সংখ্যা লিখিয়া সংস্থাপিত করিবে যে লগ্নের শিশুর জন্ম হইয়াছে রাশিচক্রের সেই গৃহে 'লং' এই সাংকেতিক অক্ষরটী লিখিবে জন্মকালে চন্দ্র যে রাশিতে অবস্থিতি করে, তাহাকেই জাতশিশুর জন্মরাশি এবং চন্দ্র যে নক্ষত্রে অবস্থিতি করে, তাহাকেই জন্মনক্ষত্র বলিয়া জানিবে। এইরূপে রাশিচক্র সম্বলিত জন্মশক, মাস, দিন, দণ্ড, পল, বিপল, অনুপল এবং জন্মদিনের দিবা ও রাত্রিমান লিখিত করিয়া রাখিলেই জন্মপত্রিকার সমস্ত আয়োজন সংগ্রহ করা রহিল উহাদিগকে অবলম্বন করিয়া যেরূপ বিস্তৃত ইচ্ছা করা যায় সেইরূপ বিস্তৃত জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিতে পারা যায় এস্থলে ইহাও বলিয়া রাখা উচিত যে, দিন পঞ্জিকার প্রতি মাসের প্রথমে সংক্রান্তি

সঞ্চারকালে রাশিচক্রের যে যে ঘরে যে যে গ্রহ সংস্থাপিত করা থাকে, তাহারা জন্ম দিবসে ও জন্ম সময়ে অন্য রাশিতে সরিয়া গিয়াছে কি না সে বিষয়ে একটু বিশেষ সাবধান লইবে; তাহাতে কোন ভুল না হয় সে জন্য দিনপঞ্জিকার সেই মাসের রাশিচক্রের নীচে যে গ্রহ যে দিন যে সময়ে যে রাশি ও যে নক্ষত্র হইতে সরিয়া, যে রাশি ও যে নক্ষত্রে যায়, তাহার যে একটী তালিকা দেওয়া থাকে, তাহা একটু সতর্কতার সহিত দেখিতে হইবে

জন্মকালে যে রাশিতে চন্দ্র থাকে, সেই রাশিস্থ চন্দ্রের উপর যদি শুভগ্রহ বৃহস্পতি, শুক্র, কিম্বা পাপ রহিত বুধের দৃষ্টি থাকে অথবা উক্ত শুভগ্রহের সহিত এক রাশিতে চন্দ্র থাকে, তবে প্রসূতি সুখে প্রসব করিয়াছে জানিবে আর ঐ চন্দ্র যদি পাপগ্রহ শনি, মঙ্গল, রবি, কিম্বা পাপযুক্ত বুধের দৃষ্টিপথে থাকে, অথবা ঐ সকল পাপগ্রহের সহিত এক রাশিতে স্থিত হয়, তবে প্রসূতি কষ্টে প্রসব করিয়াছে জানিবে

জন্মকালে চন্দ্র যদি শনির নবাংশে অর্থাৎ মকর কিম্বা কুম্ভের নবাংশে অবস্থিতি করে, অথবা জন্মলগ্ন হইতে গণনায় চতুর্থ রাশিতে থাকে, কিম্বা শনির দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয়, অথবা জলজ রাশির নবাংশে অর্থাৎ কর্কট কিম্বা মীনের নবাংশে অবস্থিত হয়, বা শনির সহিত এক রাশিতে থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে প্রসূতি অন্ধকারে প্রসব করিয়াছে

জন্মকালে দুইটী গ্রহের অধিক গ্রহ যদি তাঁহাদের আপনাপন নীচ রাশিতে অবস্থিতি করে তাহা হইলে তৃণপাতিত ভূমিতে প্রসূতির শয়ন জানা যায়

জন্মলগ্ন যদি সিংহ, কন্যা, তুলা, বিছা, কুম্ভ এবং মিথুন লগ্ন হয়, তবে জাতশিশুর মুখ ঊর্দ্ধে থাকিয়া মস্তক নিঃসৃত হয় যদি বৃষ, মেষ, ধনু এবং কর্কট লগ্ন হয়, তবে অধোমুখ হইয়া ঐ শিশুর পদ নিঃসৃত হইয়া থাকে যদি মীনলগ্নে জন্ম হয়, তবে অগ্রে হস্ত নিঃসৃত হয়

যে লগ্নে জন্ম হইবে সেই লগ্নের স্বামী যে গ্রহ, তিনি যদি ঐ জন্মলগ্নে অবস্থিতি করেন এবং ঐ লগ্নের যে নবাংশে জন্ম হয়, সেই নবাংশ যদি তাহার নিজ নবাংশ হয় তবে স্বীয় গৃহে প্রসব জানায়

জন্মকালে যে গ্রহ বলবান থাকিবে সেই গ্রহ দ্বারায় সূতিকা গৃহের অবস্থা জানা যাইবে যদি জন্মকালে শনি সকল গ্রহ অপেক্ষা বলবান থাকে, তবে সূতিকাগৃহ জীর্ণ জানিতে হইবে। মঙ্গল বলবান্ হইলে সূতিকাগার দগ্ধ, চন্দ্র বলবান হইলে শুক্লবর্ণ নূতন রবি বলবান হইলে কম মজবুত, বুধ বলবান হইলে নানারূপ শিল্পকার্য্যবিশিষ্ট, শুক্র বলবান হইলে মনোরম ও চিত্রযুক্ত নূতন, বৃহস্পতি বলবান হইলে দৃঢ় ও দীর্ঘকালস্থায়ী ঘর বলিয়া জানিবে

জন্মলগ্নে ব তাহার চতুর্থ, সপ্তম, দশম গৃহে যে গ্রহ থাকে সেই গ্রহ যে দিকের অধিপতি, সূতিকা গৃহের দ্বার সেই দিকে হইবে। যদি কেন্দ্রস্থানে অধিক গ্রহ থাকে, তবে যে গ্রহ অধিক বলবান সে যে দিকের অধিপতি, সেই দিকে যদি কেন্দ্রস্থানে কোন গ্রহ না থাকে, তবে লগ্নের অধিপতি গ্রহ যে দিকের অধিপতি, সেই দিকে সূতিকা গৃহের দ্বার হইবে

জন্মলগ্ন যদি মেষ, কর্কট, তুলা, বিছা, কুম্ভ হয়, কিম্বা অন্য

রাশির নবাংশ ভাগে ঐ সকল রাশি হয় তবে সূতিকা গৃহ বাটীর চতুঃসীমার মধ্যে পূর্ব্বদিকে ধনু, মীন, মিথুন, কন্যা যদি লগ হয় কিম্বা অন্যান্য রাশির নবাংশ ভাগে ঐ সকল রাশি নবাংশ হয়, তবে সূতিকা গৃহ উত্তর দিকে বৃষ কিম্বা অন্য রাশিতে বৃষ রাশির নবাংশ হয় তাহা হইলে পশ্চিমদিকে, মকর এবং সিংহ যদি লগ্ন হয় কিম্বা অন্য রাশির নবাংশ ভাগে ঐ সকল রাশির নবাংশ হয় তবে সূতিকা ঘর বাটীর দক্ষিণ দিকে জানা যায়

যে লগ্নে জন্ম হয় সেই লগ হইতে যে রাশিতে চন্দ্র থাকিবে, এই উভয় গ্রহের মধ্যে যতগুলি গ্রহ থাকিবে প্রসব ঘরে সেই সংখ্যক উপসূতিকা উপস্থিত ছিল জানিতে হইবে।

উক্ত চন্দ্র এবং লগ্নমধ্যে যে যে গ্রহ থাকে সেই সেই গ্রহের বয়স, জাতি এবং বর্ণ যেরূপ, উপসূতিকাদিগেরও বয়স, বর্ণ এবং জাতি সেইরূপ জানিবে।

যে দ্রেক্কাণে জন্ম হয় সেই দ্রেক্কাণের অধিপতি গ্রহ যদি পুরুষ হয়, তবে পুত্র জন্মিবে দ্রেক্কাণাধিপতি গ্রহ যদি স্ত্রী হয় তবে কন্যা জন্মিবে, আর ক্লীব হইলে ক্লীব জন্মিয়া থাকে; এবং দ্রেক্কাণাধিপতির যেরূপ স্বভাব, জাতশিশুরও তদ্রূপ স্বভাব হইবে কিন্তু যদি পুরুষ গ্রহ পুরুষ রাশিতে থাকিয়া লগ্নকে দৃষ্টি করে তবে পুরুষ জন্মিবে, আর স্ত্রী রাশিতে যদি শুক্র বা বুধ থাকিয়া লগ্নকে দৃষ্টি করে তবে স্ত্রী জন্মিবে এই নিয়মমতে দ্রেক্কাণাধিপতির স্ত্রীপুরুষজন্ম সম্বন্ধে ততটা বল খাটিবে না

যদি জন্মকালে সূর্য্য দণ্ডাধিপতি হয়, তবে প্রসূতির দগ্ধ বস্ত্র,

চন্দ্র হইলে শুভ্র, মঙ্গল হইলে সবক্ত হরিদ্রাবর্ণ, বুধে সছিদ্র নূতন বস্ত্র, বৃহস্পতিতে চিত্রিত, শুক্রে ছিন্ন, শনিতে ছিন্ন ভিন্ন এবং রাহুতে জীর্ণ শীর্ণ কৃষ্ণ বর্ণ বস্ত্র হইবে

মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু কুম্ভ, লগ্ন হইলে ধাত্রী সধবা, আর বৃষ, কর্কট, কন্যা, বিছা, মকর, মীন লগ্ন হইলে বিধবা হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শিশুরিষ্ট ও তাহার খণ্ডন।

যদি রাহুগ্রহ কর্কট রাশিতে থাকিয়া চন্দ্রের সহিত মিলিত হয় কিম্বা সিংহ রাশিতে সূর্য্যের সহিত অবস্থিতি করে, আর শনি ও মঙ্গল লগ্নকে দেখে, তবে জাতশিশু এক পক্ষও জীবিত থাকেনা

জন্মলগ্নের নবম স্থানে শনি, ষষ্ঠস্থানে চন্দ্রমা এবং দশম স্থানে মঙ্গল গ্রহ থাকিলে, জাতিশিশু মাতার সহিত প্রাণত্যাগ করে

লগ্নে শনি, অষ্টমস্থানে চন্দ্র ও তৃতীয় স্থানে বৃহস্পতি থাকিলে শিশুর মৃত্যু হইয়া থাকে

নবমস্থানে রবি, সপ্তম স্থানে শনি এবং একাদশ স্থানে বৃহস্পতি ও শুক্র থাকিলে শিশু একমাসও বাঁচেনা।

জন্মলগ্নে শনি ও মঙ্গল, আর অষ্টম স্থানে চন্দ্র এবং ষষ্ঠ স্থানে বৃহস্পতি থাকিলে বড় অমঙ্গলদায়ক।

যাহার জন্মসময়ে রবি ও চন্দ্র ষষ্ঠস্থানে থাকে, সে বালক কোন মতে জীবিত থাকে না

লগ্নের অষ্টমস্থানে পাপগ্রহ এবং দ্বাদশে বুধ থাকিলে যদি জাতশিশু ইন্দ্রও হয়, তবে অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে

লগ্নের ষষ্ঠ বা অষ্টম স্থানে চন্দ্র, আর সপ্তমে শনি থাকিলে মাসমধ্যে শিশুর মাতার সহিত বিনাশ হয়

লগ্নে রবি, শুক্র শনি এবং দ্বাদশ স্থানে বৃহস্পতি থাকিলে শিশুর আয়ু কোনমতে পাঁচমাসের অধিক হয় না

লগ্নে রবি, সপ্তমে মঙ্গল, লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম, দশমের কোন স্থানে শনি থাকিলে জাতশিশু মাসেক কাল জীবিত থাকে

যদি জন্মলগ্নে চন্দ্র ও শনি, দ্বাদশে রবি ও মঙ্গল থাকে এবং কোন শুভগ্রহ কর্ত্তৃক জন্মলগ্ন দৃষ্ট না হয়, তবে কোন মতে শিশুকে বাঁচাইতে পারা যায় না

লগ্নে মঙ্গল দ্বাদশে শনি এবং চতুর্থে রাহু থাকিলে বালকের আয়ু আট মাসও হইতে পায় না

লগ্নে শনি, অষ্টমে চন্দ্র, আর দ্বাদশে বৃহস্পতি থাকিলে শিশুর জীবনে বিলক্ষণ আশঙ্কা জানিবে

লগ্নে পাপগ্রহগণ আর শুভগ্রহ সকল লগ্নের দ্বাদশে অবস্থিতি করিলে শিশুর জীবন নিতান্ত অল্প হয়

লগ্নের সপ্তম কিম্বা অষ্টম স্থান কর্কট কিম্বা সিংহ রাশি হইলে, ঐ জন্মলগ্ন যদি মঙ্গল ও শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তবে জাত শিশু একপক্ষ মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

উপরে যে সকল রিষ্টের কথা বলা হইল তাহাদের এক এক-

বাটীতে যে সকল গ্রহের অবস্থিতির কথা বলিলাম, যদি তাহা-সকল গুলিই একত্র ঘটে তবেই রিষ্ট জানিবে, নতুবা নহে।

গণ্ড রিষ্ট।

অশ্বিনী, মঘা ও মূলা নক্ষত্রের শেষ ও প্রথম তিনদণ্ড গণ্ড, আর রেবতী, অশ্লেষা ও জ্যেষ্ঠার শেষ পাঁচ দণ্ড গণ্ড নামে খ্যাত জ্যেষ্ঠা ও মূলা নক্ষত্র দিবসে গণ্ড, মঘা ও অশ্লেষা রাত্রিতে এবং রেবতী ও অশ্বিনী উভয়ে সন্ধ্যাকালে গণ্ড হইয়া থাকে

যদি গণ্ডযোগে সন্ধ্যাকালে কোন বালক জন্মে, তবে সে স্বয়ং বিনষ্ট হয় রাত্রিকালে অশ্লেষার শেষ পাঁচ দণ্ড ও মঘার প্রথম তিন দণ্ডে যদি কোন শিশু জন্মে তবে তাহার মাতার মৃত্যু হয়। আর দিবাভাগে যদি জেষ্ঠার শেষ পাঁচ দণ্ডে ও মূলার প্রথম তিনদণ্ডে জন্ম হয় তবে তাহার পিতার মৃত্যু হয়

গণ্ডদোষে শিশু জন্মগ্রহণ করিলে গোশৃঙ্গের মৃত্তিক, তীর্থ-জল, হস্তিদন্তের মৃত্তিকা এবং পঞ্চগব্য একত্র করিয়া শিশুকে তাহার পিতামাতার সহিত স্নান করাইলেই কোন অনিষ্টাশংঙ্কা থাকে না এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রতিকার আছে, বিস্তৃতি ভয়ে কথিত হইল না।

পতাকী রিষ্ট।

পতাকা রিষ্ট বিচার করিতে হইলে অগ্রে বিশেষরূপে বালকের যে দণ্ডে জন্ম হইবে সেই দণ্ডের অধিপতি গ্রহ কে,

তাহা নিশ্চয় করিবে তাহার পরে একটী চক্র অঙ্কিত করিবে। পত্রাকীচক্র অঙ্কিত করিতে হইলে উপর হইতে নীচের দিকে সোজাসোজি তিনটী রেখাপাত করিবে, তাহার পরে ঐ তিনটী রেখ উপর দিয়া বাম হইতে দক্ষিণ দিকে তিনটী রেখা টানিবে এই ছয়টী রেখার ১২টী প্রান্ত হইবে ; তাহাদের উপরের সর্ব্ব ডাইনদিকটীর প্রান্ত হইতে বাম দিকে অগ্রসর হইয়া এক একটী রেখার প্রান্তে মেষাদি দ্ব দশ রাশি স্থাপন করিবে। মেষ হইতে যথাক্রমে বামদিকে ৪, ৫, ২০ ৩, ৮, ৬, ১৪, ২, ১০, ২০, ৬, ১০, অঙ্ক মেষাদি দ্বাদশ রাশির নীচে সংস্থাপন করিতে হইবে তদনন্তর রেখাগুলি যেখানে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, উপরে ও নীচে সমান দূরে রেখাগুলির বর্দ্ধিত অংশে সমান যে বিন্দুস্থাপন করিয়া মিথুন হইতে কর্কট, বৃষ হইতে সিংহ, মেষ হইতে কন্যা, মীন হইতে তুলা, কন্যা হইতে বিছা মকর হইতে ধনু এক একটী রেখা টানিবে ঐরূপে মেষ হইতে মীন, বৃষ হইতে কুম্ভ, মিথুন হইতে মকর, কর্কট হইতে ধনু, সিংহ হইতে বিছা এবং কন্যা হইতে তুলা এক একটি রেখার সংযুক্ত করিবে। তাহার পর কোন্ রাশির সহিত কোন্ রাশির বেধ হয় তাহা জানিতে হইবে।

ধনু ও মীন রাশির সহিত কর্কট রাশির বেধ, সিংহের বিছা ও কুম্ভ রাশি, কন্যার মকর ও তুলার রাশি, তুলার মীন ও কন্যা, বৃশ্চিকের কুম্ভ ও সিংহ রাশি, ধনুর মকর ও কর্কট, মকরের ধনু ও কন্যা, কুম্ভের সিংহ, ধনু ও মীনের সহিত, সিংহের বৃশ্চিক ■ কুম্ভ, কন্যার মকর ও তুলা, তুলার মীন ও কন্যা, বৃশ্চিকের কুম্ভ ও সিংহ রাশি, ধনুর মকর ও কর্কট, মকরের ধনু ও

কন্যা কুম্ভের সিংহ ও বৃশ্চিক রাশির সহিত বোধ হয়, এবং, মীনের তুলা ও কর্কট, মেষের কন্যা, ধনু ও মীন, বৃষের বৃশ্চিক, সিংহ ও কুম্ভ এবং মিথুনের মকর, কর্কট ও তুল রাশির সহিত বেধ প্রসিদ্ধ আছে।

উপরে যে কয়টী বেধের কথা বলা হইল, জাতবালকের লগ্নরাশির বেধ যে রাশি, তাহাতে যদি লগ্নের দণ্ডাধিপতি পাপ-গ্রহ অবস্থিতি করে, তবে পতাকীবেধ হয় এইরূপে যে শিশুর পতাকীরিষ্ট আছে বলিয়া স্থির হইবে, সেই শিশুর জীবন-আশা একবারে পরিত্যাগ করিবে পতাকী রিষ্ট-যুক্ত শিশুর লগ্নের সহিত যে যে রাশির বেধ হইবে, তাহাদের নিম্নে যে যে অঙ্ক লিখিত আছে, তাহাদের সমষ্টিতে যত সংখ্যা হইবে ঐ সংখ্যক দিন, মাস বা বৎসরের মধ্যে নিশ্চয় সেই শিশুর মৃত্যু ঘটিবে।

যদি লগ্নে পাপগ্রহ থাকে, কিম্বা শত্রু-ক্ষেত্রে গত পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয় তবে উক্ত সংখ্যক দিনেই বালকের মৃত্যু হইবে। যদি উভয় পাপগ্রহের পরস্পর তুল্য দৃষ্টি থাকে অথবা এক রাশিতে অবস্থিতি করে, তবে তাহাদের বল থাকুক বা না থাকুক, রিষ্টকালঅঙ্কপরিমিত মাসমধ্যে হইবে, আর যদি শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট কিম্বা শুভগ্রহের সহিত সংযুক্ত বা শুভগ্রহের ক্ষেত্রে অবস্থিতি করে, অথবা স্বামীগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তবে অঙ্ক পরিমিত বর্ষকাল মধ্যে মৃত্যু জানিবে

মাতৃরিষ্ট।

দিবসে প্রসব হইলে শুক্র গ্রহ এবং রাত্রিকালে হইলে চন্দ্র শিশুর মাতৃস্থানীয় হয়, যদি দিবাভাগে শিশুর জন্ম হয়, আর

শুক্রগ্রহ পাপগ্রহের সহিত মিলিত থাকে, অথবা পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তবে নিশ্চয়ই শিশুর মাতার মৃত্যু হইয়া থাকে

যদি রাত্রিকালে শিশুর জন্ম হয় আর চন্দ্র পাপগ্রহের গৃহে থাকিয়া অনেক পাপগ্রহের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে শিশুর মাতার মৃত্যু হইবে

জাতশিশুর জন্মলগ্ন হইতে অষ্টম কিম্বা ষষ্ঠ স্থানে চন্দ্র, আর সপ্তম স্থানে মঙ্গল যদি অনেক পাপগ্রহের সহিত মিলিত থাকে, তবে বালকের মাতার বিনাশ হয়

লগ্নে চতুর্থ স্থানে যদি বলবান পাপগ্রহ থাকে, তবে ঐ পাপ গ্রহ নিশ্চই বালকের মাতাকে নষ্ট করিবে

লগ্ন কিম্বা চতুর্থ, সপ্তম ও দশম স্থানে যদি পাপগ্রহের সহিত মিলিত হইয়া চন্দ্র থাকে তবে সপ্তাহ মধ্যে বালকের মাতার মৃত্যু হয়

পিতৃ রিষ্ট।

যদি লগ্নের অষ্টম স্থানে মঙ্গল, আর দ্বাদশ স্থানে দুই কিম্বা তিন পাপগ্রহ থাকে এবং তাহাদিগকে শুভগ্রহ দৃষ্টি না করে, তবে বালক পিতৃঘাতক হয়

রবি ও শনি রাশির দশ অংশে এবং সিংহের পঞ্চমাংশে এবং মঙ্গল ও মেষের দুই অংশে থাকিলে সপ্তাহমধ্যে বালকের পিতার মৃত্যু হয়

বালকের জন্মকালে যে রাশিতে সূর্য্য থাকিবে যদি তাহার সপ্তম স্থানে শনি ও মঙ্গল থাকে কিম্বা শনি ও মঙ্গলের মধ্যে রবি থাকে, তবে বালকের পিতার মৃত্যু হয়

জাত বালকের লগ্নের দশম স্থানে শনি, ষষ্ঠ স্থানে চন্দ্র সপ্তম স্থানে মঙ্গল থাকিলে বালকের পিতার মৃত্যু হয়।

ভ্রাতৃ রিষ্ট

যদি লগ্ন হইতে দ্বিতীয় স্থানে শনির সহিত মঙ্গল থাকে, আর তৃতীয় স্থানে রাহু থাকে তবে জাতবালকের ভ্রাতা কাল-গ্রাসে পতিত হয়

রিষ্ট ভঙ্গ।

কেন্দ্রে নবমে বা পঞ্চমে যদি কোন শুভগ্রহ থাকে এবং সেই গ্রহ যদি উদিত অবস্থায় থাকে, তবে জাতশিশুর সমস্ত দোষ নষ্ট করিয়া তাহাকে পীড়ারহিত এবং দীর্ঘায়ু করে

জন্মকালে পূর্ণচন্দ্র যদি শুভগ্রহের ক্ষেত্রে থাকিয়া শুভগ্রহের নবাংশে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে রিষ্টভঙ্গ হয়, বিশেষ যদি তৎকালে শুক্র চন্দ্রকে দেখে, তবে কোনমতেই রিষ্টদোষ থাকেনা

মেষ, বৃষ, কর্কট এই ক্রয় রাশির কোন রাশিতে যদি রাহু থাকে, তবে ঐ রাহু সমুদয় রিষ্ট হইতে বালককে রক্ষা করে— রাজা যেমন প্রসন্ন হইয়া অপরাধিকে রক্ষা করেন

যদি বৃহস্পতি কেন্দ্রস্থানে থাকে, লগ্নে বুধ এবং লগ্ন হইতে সপ্তম রাশিতে শুক্র থাকে, তাহা হইলে বালক শতবর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকে

লগ্ন হইতে তৃতীয়, একাদশ, নবম, পঞ্চমে যদি শুক্র থাকে, আর লগ্ন হইতে সপ্তম রাশি যদি সমরাশি হয় এবং উহাতে

বৃহস্পতি থাকে, তাহা হইলে জাতবালক একশত আট বৎসর জীবিত থাকে

যদি লগ্নে শুভগ্রহ এবং সকল পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকে এবং ঐ সকল গ্রহ বলবান হয়, তবে জাতবালক সুখী দীর্ঘায়ু ও রাজা হয়

বৃহস্পতি উদিত থাকিয়া জাতবালকের লগ্নের কেন্দ্রগত হইলে সমস্ত বিষ্ট নষ্ট হয়

জন্মকালে যে রাশিতে চন্দ্র থাকে সেই রাশির অধিপতি গ্রহ কিম্বা শুভগ্রহগণ কেন্দ্রস্থানে থাকিলে সমস্ত বিষ্ট ভঙ্গ হয়।

জন্ম সময়ে যদি সূর্য্যাদি গ্রহগণ শীর্ষোদয় রাশিতে অবস্থিতি করে তাহা হইলে সর্ব্ববিষ্ট নষ্ট হয়

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

লগ্ন ও রাশিফল।

মেষাদি দ্বাদশ লগ্নের কোন লগ্নে জন্মিলে কি কি ফল হয় নিম্নে তাহা লিখিত হইল

মেষলগ্নে জন্ম হইলে বালক তীব্র, কোপবিশিষ্ট, স্বপর্ণ, অতিশয় লোভী, লোকপূজ্য, বিদেশবাসী, কৃত্যকার্য্যানুবর্ত্তী, অস্থিরপ্রতিজ্ঞ ও ধনযুক্ত হয়

বৃষলগ্নে জন্মিলে বালক খুব ক্লেশসহিষ্ণু, সুখী, কৃতকর্ম্মা গৃহবাসী, শক্তি ও ধনযুক্ত সুদীর্ঘজীবি, স্থিরবন্ধু ও মধুরমূর্ত্তি হয়

মিথুনলগ্নে জন্মগ্রহণ করিলে বালক বিনীত, মৃদুস্বভাব, মনোহর, প্রিয়হাস্যময়, সঙ্গীতমন, বিমাতৃপালিত, সর্ব্বত্র আদরনীয় ও রাজমন্ত্রী ও সুখী হইবে

বালকের জন্মলগ্ন কর্কট হইলে সে অত্যন্ত মেধাবী তীব্র-গতি-সম্পন্ন, সৎকর্ম্মান্বিত, গুপ্তবিদ্যাযুক্ত, ধনভোগী, সম্পদযুক্ত সর্ব্বদা শত্রুঘাতী, দৃঢ়কায় ও স্ত্রৈণ হইয়া থাকে

সিংহলগ্নে জন্মিলে বালক স্ত্রী ও পুত্রধন ত্যাগী, নীচবুদ্ধি-সম্পন্ন ও আপনাকে প্রভুজ্ঞান করিবে এবং স্বধর্ম্মচ্যুত, মাংস-প্রিয় ও অল্পদৃষ্টি হইবে

জাতবালকের জন্মলগ্ন, কন্যা হইলে সেই বালক গন্ধর্ব্ব-বিদ্যায় পটু, অতিশয় কার্য্যকুশল, সত্যবাদী, বহুশাস্ত্রবেত্তা, দাতা, ভোক্তা, সুশীল ও ধীরপ্রকৃতি এবং ধন পুত্র-সংযুক্ত হয়।

তুলালগ্নে জন্মিলে বালকের গঠন অতিশয় কদর্য্য হয়, আর সেই বালক সর্ব্বদা লোলুপ, শীলতাহীন, ক্রূর, ধনপুত্রবিহীন ও মেধাবী হইবে।

বৃশ্চিক লগ্নে জন্মগ্রহণ করিলে বালকের জীর্ণ ও পৃথুনম্র দেহ হইবে এবং সে দীন, পরান্নভোজী, সুখবর্জ্জিত, শূর, অস-হিষ্ণু, পুত্রাদি-সম্পন্ন ও কুৎসিতবস্ত্রপরিধায়ী থাকিবে

ধনু লগ্নে জন্মিলে বালক সমস্ত গুণের আকর, সমস্ত বিদ্যায় সুনিপুণ, অতিশয় দাতা, রাজপূজ্য, সকলার্থসংযুক্ত, পরোপকারী, সুশীল ও সুন্দর শরীর হইবে

মকর লগ্নে জন্মগ্রহণ করিলে বালক সর্ব্বকার্য্যে নিপুণ, অতিশয় ধৈর্য্যশীল, উপকারী, অতিশয় মুখর, দাতা, অহং-

কারী, বিশুদ্ধচিত হইবে এবং তাহার দন্তোষ্ঠ ও মুখ অতিশয় পুষ্ট থাকিবে

কুম্ভলগ্নে জাতবালক মূর্খতর, কুকর্ম্মকারী, ক্রূরতম, অলস-শরীরসম্পন্ন, শূর্য্যগ্রহের ন্যায় নাসিকাবিশিষ্ট, মলিন, নীচসংযুক্ত, প্রশস্তনাসিকা ও চক্ষু বিশিষ্ট, কন্দর্প বিদ্যাপটু, অতিশয ধীর ও ভোগযুক্ত হইবে

জন্মরাশিফল।

মেষ রাশিতে জন্ম হইলে বিমল কেশ সম্পন্ন, চঞ্চল, ত্যাগ-শীল, দীপ্তিবিশিষ্ট, শুচি, বিলাসপ্রিয়, অতিশয বক্তা, দুর্দ্দান্ত, গৃহবাসহীন, ক্রূর, স্বল্পদৃষ্টি, অল্প-মেধাবী, ধনপতি ও দাতা হইবে।

বৃষরাশিতে জন্মিলে উত্তম স্থূল জঘন ও কপোলযুক্ত, স্থূল চক্ষু সম্পন্ন, অল্পভাষী, পবিত্র, অতিশয দক্ষ, মনোহর দেহবিশিষ্ট, সুখী, দেব-দ্বিজ গুরুভক্ত, বাতশ্লেষ্মাপ্রকৃতি হয

যাহার মিথুন জন্মরাশি হইবে সে মৃদুগতি, স্থিরগাত্রসম্পন্ন, পরোপকারী, মলিনপ্রকৃতি, বাতশ্লেষ্মাযুক্ত এবং গীতবাদ্যানুরক্ত হইযা থাকে

কর্কট রাশিতে জন্মিলে প্রবল কফযুক্ত দেহ, দেবগণে নম্র, দীপ্তিমান, স্বযং বর্দ্ধিতধনসম্পন্ন, দেবদ্বিজভক্ত, মণ্ডলাকার মূর্ত্তিকাবিশিষ্ট ও বিপুল বক্ষস্থলযুক্ত হয়

সিংহ রাশিতে জন্ম হইলে স্বীয় উদর ভরনে তুষ্ট, ক্রোধী,

মাংসলোভী, অরণ্য ও গিরি গুহা সেবনে রত, বন্ধুহীন, কপিল-বর্ণ চক্ষুযুক্ত, উচ্চ-বক্ষস্থলবিশিষ্ট, ক্ষুধাতুর, যুবতীসেবী ও পণ্ডিত হইবে

কন্যারাশিতে জন্ম হইলে নির্ম্মলবুদ্ধিযুক্ত, সুশীল, লেখ্য-বৃত্তিবিশিষ্ট অথবা পণ্ডিত, কৃশদেহ সম্পন্ন, ধনযুক্ত, কমনীয়, বীরস্বভাবসম্পন্ন, চক্ষুরোগী, ধর্ম্ম কর্ম্মে অনুরক্ত ও গুরুজনের হিতকারী

তুলারাশিতে জন্মিলে অতিশয় দীর্ঘতাবিহীন, শিথিল-গাত্রবিশিষ্ট, দানদ্বারা বান্ধবগণের পরিতোষকারী, বহুভাষী, জ্যোতিষ শাস্ত্রবেত্তা ও ভৃত্যবর্গের অনুরক্ত হইবে।

বৃশ্চিকরাশিতে অনেক ধন জন-ভাগ্য-সম্পন্ন, পত্নীভাগ্য-যুক্ত, খলবুদ্ধি, রাজসেবানুরত, উদ্যোগযুক্ত দৃঢ়বুদ্ধিবিশিষ্ট ও অতিশয় শূর হয়।

ধনুরাশিতে জন্ম হইলে কীর্ত্তিমান, পূজনীয় কুলনাথ, রসবেত্তা, অনেক ধনজনযুক্ত, দেবদ্বিজানুরক্ত, মৃদুগতিবিশিষ্ট ও অসহিষ্ণু হইবে

কুম্ভরাশিতে যে জন্মগ্রহণ করে, সে তুরগের ন্যায় সুন্দরদৃষ্টিবিশিষ্ট, সুন্দর, নির্ম্মলচেতা, স্থির, ধনাভিলাষী, কুটিলমনা, বহুধন ও পরিবারযুক্ত, জ্ঞাতি ও বন্ধুর আমোদদাতা, পরিজনের হিতকারী হইবে

মীন-রাশিতে জন্মিলে সলিলোৎপন্ন মৌক্তিকাদি-সুখভোক্তা, মৈথুনপ্রশক্ত, সমান রুচি বিশিষ্ট, অল্পশরীরসম্পন্ন, শত্রু-বিজয়ী, স্ত্রীজিত প্রকাশিত কান্তি, অতিশয় ধনোলোভী এবং পণ্ডিত হয়

নবম পরিচ্ছেদ।

তন্বাদি দ্বাদশভাগ।

জাতচক্র যে চারিটী ঘরে বিভাগ করা হইয়াছে তাহার প্রথম গৃহ (লগ্ন) তনু, দ্বিতীয় ধন, তৃতীয় সোদর, চতুর্থ বন্ধু, পঞ্চম পুত্র, ষষ্ঠ রিপু, সপ্তম জায়া, অষ্টম নিধন, নবম ধর্ম্ম, দশম কর্ম্ম, একাদশ আয় এবং দ্বাদশগৃহকে ব্যয়স্থান কহে

প্রথম গৃহ বা তনুভাবে—জাতকের আকৃতি, রূপ, বর্ণ, শারীরিক বল, স্বাস্থ্য, আয়ুর স্থূল পরিমাণ, সুখ, দুঃখ ও যাত্রাদির শুভাশুভ কল্পনা করা যায়

দ্বিতীয় গৃহ অথবা ধনভাবে—ধনরত্নাদি অস্থাবর সম্পত্তি, ধনোপায়, ঋণদান, ক্রয়, বিক্রয় ও কুটুম্বের বিষয় জ্ঞান করা যায়

তৃতীয় গৃহ অর্থাৎ ভ্রাতৃভাবে অনুজ, ভগ্নি, জ্ঞাতি, প্রতিবাসী, পরাক্রম, নিকট যাত্রা ইত্যাদি কল্পনা করা যায়।

চতুর্থ গৃহ বা বন্ধুভাবে—পিতা, বন্ধু, ভূসম্পত্তি, ক্ষেত্র, ভূগর্ভস্থিত ধন, পৈতৃক সম্পত্তি, বাহন, সমাধিস্থান, মহৌষধি, আলয়, বিশ্রাম ও সুখের স্থান জানাইয়া থাকে।

পঞ্চম গৃহ বা পুত্রভাবে—সন্তানাদী, বুদ্ধি, বিদ্যা, মন্ত্র, সন্দর্ভ, নৈপুণ্য, গর্ভ, প্রণয়িণী, দূত, শিষ্য ও অনুগত, রঙ্গভূমি, ভোজনালয়, প্রমোদস্থান ও দ্যূতক্রীড়াদি কল্পনা করা যায়

ষষ্ঠগৃহ বা রিপুভাবে—শত্রু, রিপু, ব্যাধি, ব্রণ, ক্ষত, পিতৃব্য ও পিতৃসখা, দাস-দাসী, চিকিৎসক, রাজকোপ, আশঙ্কা,

বন্ধন, অধঃপতন, রৌদ্র, কার্য্য ও গৃহপালিত পশু কল্পনা করা যায়

সপ্তম গৃহ বা জায়া ভাবে বিবাহ ভার্য্যা বিরোধকারী, কলহ, যুদ্ধ, মকর্দমা, আরোগ, অংশী, চুক্তি, দূরযাত্রা, তস্কর ও রতিক্রীড়া জ্ঞান করা যায়।

অষ্টম গৃহ বা নিধনভাবে—মৃত্যু, অপবাদ, স্ত্রীধন, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি প্রাপ্তি, যাত্রাদির শুভাশুভ, রণক্ষেত্র, দুর্ঘটনা, শোক, ভয় ও অংশজনিত লাভালাভ চিন্তা করা যায়।

নবম গৃহ বা ধর্ম্মভাবে—ধর্ম্ম, দীক্ষা, গুরু, শাস্ত্রানুশীলন, ভাগ্য, মনোবৃত্তি, সমুদ্রগমন ও তাহার শুভাশুভ, দান, দেবালয়, তীর্থযাত্রা, শ্যালক, শ্যালী, ও পৌত্রাদী চিন্তা করা যায়।

দশম গৃহ বা কর্ম্মভাবে মাতা, শ্বশুর, কার্য্য, ব্যবসা, পদ, সম্মান, যশ, প্রতাপ, কীর্ত্তি, ভোগ, আকাশবৃত্তান্ত, রাজ্য ও বিচারপতি চিন্তা করাযায়

একাদশ গৃহ বা আয়ভাবে—আয় আশা, কার্য্যসিদ্ধি, আত্মীয় বর্গ, অগ্রজ, জামাতা, পুত্রবধূ, গজাশ্ব, যান ও লাভালাভ চিন্তা করাযায়

দ্বাদশ গৃহ বা ব্যয়ভাবে—সর্ব্বপ্রকার ব্যয়, ঋণ, কারাগারে নির্ব্বাসন, শোক, বন্ধন, গুপ্তশত্রু, কার্য্যহীনতা বা কার্য্যকরণে সমর্থাভাব চিন্তা করা যায়

মা বিন্দু! রাশিচক্রের লগ্নাদি দ্বাদশগৃহে কোন্ গ্রহ কিরূপে থাকিলে কিরূপ ফল প্রদান করে ক্রমে তোমাকে তাহারই কথা বলিতেছি।

যদি মেষ, সিংহ বা ধনু লগ্ন হয়, আর সেই গৃহে রবি থাকে

তবে জাতব্যক্তি গৃহস্থ, ধর্ম্মরত, বন্ধুহিতকারী, উদ্ধত, তেজস্বী, কর্তৃত্বাভিমানী, ক্ষমাধর্ম্মপরায়ণ, মানী, উদারচেতা, দাম্ভিক ও উচ্চাভিলাসী হয় কিন্তু কর্কট কিম্বা তুলা লগ্ন হইলে, আর ঐ লগ্নের ৮ ম মধ্যে রবি অবস্থিতি করিলে, বালকের বক্র-চক্ষু নেত্ররোগ ও শিরঃপীড়া হয, আর সে প্রায়ই আত্মশ্লাঘী, ঘৃণাশূন্য ও পুত্রহীন হইয়া থাকে ঐ রবির উভয পার্শ্বে কিম্বা উহার সপ্তমে শনি ও মঙ্গল থাকিলে জাতক অল্পায়ু ও পিতাবিষ্টিযুক্ত হয

যদি মেষ, বৃষ কিম্বা কর্কট লগ্ন হয, আর তথায় পূর্ণ বা বলবান চন্দ্র থাকে, তাহা হইলে জাতক রূপবান, প্রিয়দর্শন, গুনী, ধনী, গর্ব্বিত ও ভাগ্যবান হয উক্ত তিনরাশি ভিন্ন লগ্নস্থ চন্দ্র দুর্ব্বল হইলে এবং উহার সহিত কিম্বা উহার সপ্তমে কোন শুভ গ্রহ না থাকিলে মনুষ্য মলিন, অসুস্থ, ভ্রমণশীল, ক্ষীণকায এবং অবস্থায পরিবর্ত্তনশীল হয ঐ চন্দ্রের পার্শ্বে কিম্বা উহার সপ্তমে শনি ও মঙ্গল থাকিলে, জাতক অল্পায়ু ও তাহার মাতৃবিষ্ট হয

শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া মঙ্গল যদি লগ্নে থাকে তবে জাতক তেজস্বী, উগ্রস্বভাবসম্পন্ন, সাহসী, বলবান্ দাম্ভিক ও বীরপুরুষ হয, এবং ঐ মঙ্গলের সপ্তমে বৃহস্পতি থাকিলে সে ঐশ্বর্য্যশালী ও রাজসদৃশ হয। কিন্তু যদি তাহাকে পাপগ্রহ দেখে তবে তাহার বিপরীত হইয়া থাকে

মিথুন ও কন্যালগ্নে বুধ অবস্থিতি করিলে জাতক ব্যক্তি মেধাবী, প্রিয়ম্বদ, সুচতুর, মিষ্টভাষী, বন্ধুজনের উপকারী, কৌতুকপ্রিয়, ধনী, সদ্বক্তা, বণিক বা শাস্ত্রবেত্তা হয, কিন্তু লগ্নস্থ

বুধকে যদি শনি বা মঙ্গল গ্রহ দেখিতে পায, তবে জাতবালক বাচাল, মিথ্যাবাদী, দুর্ম্মতি, শঠ, অবিশ্বাসী, প্রবঞ্চক, কুটিল-হৃদয, চোর অথবা উন্মাদ হয

মকর ভিন্ন অন্য কোন লগ্নে বৃহস্পতি অবস্থিতি করিলে জাতক বুদ্ধিমান, স্বধর্ম্মনিরত, নানাশাস্ত্রবেত্তা, সদুপদেষ্টা লোকপূজ্য, রাজসম্মানিত, ভাগ্যবান ও ঐশ্বর্য্যশালী হয

লগ্নে শুক্র থাকিলে জাতক ব্যক্তি বিলাসী, গুণবান, সুন্দরী স্ত্রী অথবা বহু ললনাযুক্ত, শিল্পশাস্ত্রবেত্তা, সঙ্গীত ও কাব্য শাস্ত্রানুরাগী, সদালাপী ও প্রফুল্লচিত্ত হয যদি জন্মলগ্ন তুলা হয় এবং তাহাতে শুক্র বাস করে, আর কুম্ভ রাশিতে বৃহস্পতি থাকে, তবে সে সুশ্রী এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী স্ত্রীর স্বামী হয কিন্তু লগ্নগত শুক্র পাপযুক্ত বা পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মনুষ্য নীচসঙ্গপ্রিয, নীচামোদরত, অপব্যয়ী, ক্রীড়াশক্ত ও পরস্ত্রীরত হয

যদি তুলা, ধনু, কুম্ভ বা মীন রাশি লগ্ন হয, আর তাহাতে শনি থাকে তবে জাতক দীর্ঘায়ু ঐশ্বর্য্যবান ও বহুলোক প্রতি-পালক হয ঐ শনির সপ্তমে বৃহস্পতি থাকিলে মনুষ্য পরম ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া থাকে ; কিন্তু লগ্নগত শনি অন্য রাশিতে থাকিলে মানব কান্তিহীন, অশোভন দন্তযুক্ত, সর্ব্বদা পীড়িত, নীচাশয ও সুখবিহীন হয।

মেষ হইতে কন্যা পর্য্যন্ত কোন রাশি লগ্ন হইলে এবং তাহাতে রাহু থাকিলে মনুষ্য অন্য গ্রহবিষ্টি হইতে মুক্তি লাভ করে ইহার অন্যথা হইলে রাহু অশুভ ফলকে দেয়।

লগ্নে রবি থাকিলে জাতক বাল্যকালে সর্ব্বদা পীড়াভোগ করে, চক্ষুরোগে কষ্ট পায়, নীচ সেবাতে রত হয়, গৃহস্থধর্ম্ম-পালনে অনুরাগী হয় এবং তাহার অঙ্গবৈকল্য হইয়া থাকে, এবং সে দরিদ্র ও স্ত্রীপুত্র বিহীন হয়

লগ্নে চন্দ্র থাকিলে মনুষ্য বিপুল ধনশালী, সুশীল, পরাক্রান্ত, সুন্দর, সবলশরীর, বহুধন উপার্জ্জনক্ষম হইয়া থাকে; কিন্তু ঐ লগ্নস্থ চন্দ্র যদি নীচ গৃহে অথবা পাপগ্রহের সহিত একত্রে বা পাপগ্রহ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ দৃষ্ট হয়, তবে বালক জড়মতি, দীন ও ধনহীন হইয়া থাকে

লগ্নে মঙ্গল থাকিলে সন্তান কুব্জ ও কুষ্ঠ, ভগন্দর বা অর্শযুক্ত হইবে, তাহার নাভিস্থল উচ্চ থাকিবে, সে লোকের নিকট নিন্দনীয় হইবে

বুধগ্রহ লগ্নস্থ হইলে মানব সুশ্রী, নিপুণ, শান্ত, মেধাবী, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্বান ও দয়ালু হয়

বৃহস্পতি লগ্নে থাকিলে জাতশিশু কবি, সুন্দর গায়ক, প্রিয়দর্শন, দাতা, ভোক্তা, সুখী, রাজপূজিত, দেবদ্বিজভক্ত ও ধনবান হয়

শুক্র লগ্নে থাকিলে মানব ধর্ম্মপরায়ণ, পণ্ডিতপ্রধান ও শিল্পশাস্ত্রবিশারদ এবং তাহার মন সর্ব্বদা যুবতীসহ ক্রীড়া-কৌতুকে অনুরক্ত থাকিবে।

শনি লগ্নস্থ হইলে মানব নরাধম, চক্ষুরোগভোগী হইবে; কিন্তু ঐ শনি যদি নিজ গৃহগত হয়, তবে ঐ ব্যক্তির শরীর অধিক বলহীন হইবে।

লগ্নে রাহু থাকিলে মনুষ্য সর্ব্বদা রোগযুক্ত মলিন ও ছিন্ন-

ধস্তুধারী, বহুভাষী বক্রচক্ষু, পাপরত, কুকথনিষ্ঠ ও সর্ব্বদা সাহসিক কার্য্যে তৎপর থাকে

দ্বিতীয় বা ধনস্থান—রবি ধনস্থানে থাকিলে জাত ব্যক্তি ধনহীন হয়, অথবা তাম্রখণ্ড বা রক্ত দ্রব্য দ্বারা ধনবান হইতে পারে

যদি ধনস্থানে চন্দ্র থাকে তবে জাতক অহঙ্কারশূন্য, ধন ধান্যে পরিপূর্ণ, মণি রত্ন প্রভৃতি অতুল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন এবং কর্পূর চন্দন ইত্যাদি আসক্ত হইবে

মঙ্গল ধনস্থানে থাকিলে বালক কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী, বক্তা, প্রবাসী, অল্পধনী, ধাতুকার্য্যেরত ও দূতক্রীড়াসক্ত হইবে

ধনস্থানে বুধ থাকিলে জাত ব্যক্তি সত্যবাদী, প্রগল্ভ, প্রবাসী, পিতৃভক্ত, সুন্দর ও সম্পূর্ণ সৌভাগ্যশালী হইবে

বৃহস্পতি ধনস্থানে থাকিলে বালক ধনবান, মান্য, হর্ষযুক্ত, চন্দন ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্য বিভূষিত, এবং বৃদ্ধাবস্থায় ধনহীন হইবে

যদি শুক্র ধনস্থানে থাকে তবে জাতশিশু নিজ বিদ্যাবলে ধনোপার্জ্জন করিবে এবং স্ত্রীধনে ধনবান হইবে তাহার ধনাগার রজতদ্বারা পূর্ণ থাকিবে।

শনি ধনস্থানে থাকিলে জাতব্যক্তি অঙ্গার ও তৃণকর্ত্তৃক ধনবান হইবে, কুকার্য্যদ্বারা ধনসঞ্চয় করিবে এবং নীচ, বিদ্যানুরাগী ও দুঃখিত চিত্ত হইবে

রাহু ধনস্থানে থাকিলে জাতক চোরধর্ম্মরত, সন্তপ্তহৃদয়, বহুদুঃখভোগী, মৎস্য-মাংসদ্বারা ধনবান ও নীচগৃহবাসী হইবে।

সহোদর-স্থানে রবি থাকিলে মনুষ্য ভ্রাতৃহন্তা, প্রিয়জন-হিতকারী, স্ত্রীপুত্র কর্তৃক অভিযুক্ত, ধৈর্য্যশালী, গুণবান, বিপুল ধনব্যয়ে বিলাসী ও নাগরীদিগের প্রতীকর হইবে।

তৃতীয় স্থানে পাপগৃহে চন্দ্র থাকিলে মনুষ্য বহুভাষী, মূর্খ ও ভ্রাতৃহন্তা হইবে কিন্তু যদি ঐ সহোদর স্থানস্থ চন্দ্র শুভ-গ্রহের গৃহে থাকে তবে মানব সুখভোগী, সর্ব্বগুণান্বিত ও কাব্যশাস্ত্রামোদী হয়

সহোদর গৃহে মঙ্গল থাকিলে মনুষ্যের ভ্রাতা নষ্ট হয় কিন্তু ঐ মঙ্গল উচ্চ গৃহস্থিত হইলে সেই ভ্রাতাকে দীর্ঘজীবী ও রাজ্যস্থ করে।

সোদরস্থানে বুধ থাকিলে মানব বহুতর ঐশ্বর্য্যশালী হয়, কিন্তু যদি ঐ বুধ পাপগৃহে বা পাপের সঙ্গে থাকে, তাহ হইলে জাতমানব ভ্রাতৃহন্তা হইয়া থাকে ঐ বুধ সম্পূর্ণ উচ্চস্থানে থাকিলে মনুষ্যের বহুতর স্ত্রী পুত্র হয় এবং সে চঞ্চলমতি নির্লজ্জ ক্ষীণজঙ্ঘা কৃষকায় ও বাল্যকালে রোগান্বিত হয়

বৃহস্পতি তৃতীয় স্থানে থাকিলে মানব নির্ধনের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াও ধনবান হইবে এবং সে কৃপণ ভ্রাতৃসংযুক্ত কুটুম্ববিশিষ্ট ও রাজপূজিত হইবে

শুক্র তৃতীয় স্থানে থাকিলে মনুষ্য বহু ভাই ভগিনীযুক্ত, নয়নরোগসম্পন্ন বলবান, কৃপণ ও খল হয়

শনি সহোদর স্থানে থাকিলে প্রথমে সহোদরের মৃত্যু হয়, পরে সে ব্যক্তি উত্তম স্ত্রী-পুত্র-সমন্বিত ও রাজতুল্য হয়।

রাহু তৃতীয় গৃহে থাকিলে মনুষ্যের ভ্রাতৃবিনাশ হয়

কিন্তু ঐ রাহু যদি উচ্চস্থানস্থিত হয়, তবে অসীম ধনসম্পত্তি, গজ, বাজী, ভৃত্য, পুত্র, কলত্র ও সুখসামগ্রী প্রাপ্ত হয়।

সহোদর গৃহের যত নবাংশ মঙ্গল ও চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইবে, বালকের তত সহোদর জন্মিবে ঐরূপ ঐ গৃহের যত নবাংশে শনির দৃষ্টি থাকিবে তত সংখ্যা সহোদরের মৃত্যু হইবে

চতুর্থ বা বন্ধু স্থান—সূর্য্য বন্ধুগৃহে থাকিলে মানব বিবিধ ধনে বিলাসী, মৃদুপ্রকৃতি গীতবাদ্যানুরক্ত, প্রচুর ধনশালী, উত্তম স্ত্রীরত্নযুক্ত ও রাজপ্রিয় হইবে সে ব্যক্তি যুদ্ধস্থলে বা দুর্গে কখন পরাঙ্মুখ হইবে না

চন্দ্র চতুর্থ গৃহগত হইলে মনুষ্য বহুবিধ ধনে ধনী, আত্মীয়হিতকারী, রমণীপ্রীতিজনক, রোগহীন মৎস্য মাংস-লোলুপ এবং হস্তীর অধিপতি ও নিয়ত অট্টালিকাবাসী হইবে

বন্ধুগৃহে মঙ্গল থাকিলে মনুষ্য বন্ধুহীন, দীন ও ভূমী-জীবী হইবে এবং মশক, জলৌকা প্রভৃতি কীটপূর্ণ ভবনে বাস করিবে

জন্মকালে পাপশূন্য বুধ চতুর্থস্থানে থাকিলে মানব বহু-মিত্রযুক্ত, প্রচুরধনশালী ও নানা রসে বিলাসী হইবে, কিন্তু ঐ বুধ পাপযুক্ত হইলে তাহার বিপরীত ফল ফলিবে

বৃহস্পতি চতুর্থস্থানাগত হইলে মনুষ্য স্তুবর্ণ্যমধ্যেও বহু মিত্র প্রাপ্ত হইবে এবং সে বিচিত্র মাল্য, বিচিত্র বসন ও বহুবিধ বস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক কামিনীসহ ক্রীড়া এবং হয়, হস্তী আরোহণ পূর্ব্বক বিচরণ করিবে।

শুক্র বন্ধুস্থানে থাকিলে মনুষ্য বহুমিত্রসম্পন্ন সুশীল ও নির্ম্মলহৃদয় হইবে

বন্ধুগৃহে শনি অবস্থান করিলে মনুষ্যের বন্ধুবিয়োগ ও রোগ হইয়া থাকে সে ব্যক্তি স্ত্রী,পুত্র ও ভৃত্যজন কর্ত্তৃক ত্যক্ত হইয়া গ্রামান্তরে বাস করে

যাহার বন্ধুস্থানে রাহু অবস্থিতি করে সে নীচ জাতীয় মিত্র-গৃহে বাস করে, মলিন,ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া গ্রামপ্রান্তে থাকে এবং সুগন্ধ পুষ্পানুরক্ত হয়

পঞ্চম বা সুতস্থান পঞ্চমস্থানে সূর্য্য থাকিলে মনুষ্যের প্রথম পুত্র নষ্ট হইবে, কিন্তু অন্যান্য পুত্র জীবিত থাকিবে ঐ পঞ্চম গৃহস্থিত রবি যদি রিপু গৃহে থাকে তবে পুত্র গর্ভে বিনষ্ট হয়

জন্মকালে চন্দ্র পঞ্চমস্থানে থাকিলে মানব কন্যা, পুত্র ও ভৃত্যে বিভূষিত হয় পরন্তু যদি ঐ পঞ্চমস্থ চন্দ্র ক্ষয়শীল ও পাপগ্রহ সমবেত হয়, তবে একটীমাত্র চপলা কন্যা হইয়া থাকে

মঙ্গল পঞ্চমস্থানস্থ হইলে এবং শত্রুকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া শত্রুগৃহে থাকিলে অথবা নীচস্থানস্থিত হইলে, মনুষ্য পুত্র-শোকার্ত্ত হইবে এবং হতজ্ঞান হইয়া হাহাকার করিবে।

সুতস্থানে বুধ থাকিলে মনুষ্য পুত্র কলত্রসমন্বিত, সুখ-ভোগী, প্রফুল্ল কমলসদৃশ বিকসিত বদন, কবি, শুচি, এবং দেবতা, গুরু ও ব্রাহ্মণে ভক্তিযুক্ত হয়

পঞ্চমে বৃহস্পতি থাকিলে মনুষ্য ধনশালী, বহুভার্য্য, বহু পুত্রবান, সুন্দর,সমৃদ্ধিসম্পন্ন, সেনাপতি ও শ্রীমান হইবে।

পুত্রস্থানে শুক্র থাকিলে মানব বহু কন্যা বিশিষ্ট, অল্প পুত্রযুক্ত, দাতা, ভোগ, ধনবান, গুণবান ও সাদা সম্মানিত হয়।

শনি পুত্রস্থানগত হইলে, ঐ পুত্রস্থান যদি শনির শক্রগৃহ হয়, তবে মনুষ্যের সমুদয় পুত্র বিনষ্ট হয়, কিন্ত ঐ পুত্রস্থান যদি শনির উচ্চস্থান হয় ও শনি সম্পূর্ণ বলবান থাকে, তবে একটী মাত্র রুগ্ন পুত্র হইয়াথাকে

পাপযুক্তস্থানে হইলে মনুষ্যের একটী মাত্র মলিন ও দীন পুত্র হয়, কিন্ত ঐ পঞ্চম গৃহ যদি চন্দ্রের ক্ষেত্র হয়, তবে মনুষ্যের সন্তান হয়।

ষষ্ঠ বা রিপু স্থান—ষষ্ঠস্থানে সূর্য্য থাকিলে শত্রুনাশ করে এবং সেই মনুষ্য, দীর্ঘ সূত্র হয়, সেই সূর্য্য সুনীচস্থ বা শত্রুগৃহস্থিত হইলে শত্রু বৃদ্ধি হইতে পায় না

জন্মকালে ষষ্ঠস্থানস্থ চন্দ্র যদি ক্ষীণ নীচগৃহস্থিত বা শত্রুগৃহী হয় তবে সেই মানবের সুখদাতা না হইয়া পীড়া ও দুঃখদাতা হয় আর ঐ ষষ্ঠ চন্দ্র যদি স্বগৃহী কিম্বা উচ্চস্থ হইয়া পূর্ণচন্দ্র হয় তবে মনুষ্যের বহুতর সুখ ভোগ হইয়া থাকে

শত্রুগৃহী হইয়া মঙ্গল ষষ্ঠে কিম্বা নীচরাশিস্থ হইলে, জাতকের মৃত্যু হয় আর কোন রাজপুত্রের জন্মসময়ে মঙ্গল যদি ঐরূপ হয়, তবে তাহার রাজ্য নষ্ট হইয়া থাকে আর শত্রুগৃহী বা নীচস্থিত না হইয়া ষষ্ঠস্থানস্থ মঙ্গল জাতককে রাজতুল্য করে

পাপগ্রহের সহিত যদি বুধ ষষ্ঠস্থানে থাকে অথবা বক্রী বা অতিচারী হয়, তবে তাহার শত্রু বৃদ্ধি হইয়া থাকে, আর ঐ

বুধ শুভ হইলে শত্রুনাশ করে, কিন্তু শুভ হইয়া যদি বক্রী হয় তবে অশুভ ফল দেয়

বৃহস্পতি ষষ্ঠগৃহে থাকিলে মনুষ্য হস্তী তুরঙ্গমমিলিত যুদ্ধরূপ সাগরে শত্রুকুল জয় করে; কিন্তু ঐ বৃহস্পতি বক্রী ও শত্রুগৃহগত হইলে শত্রুভয় বৃদ্ধি হয় অস্তগত শুক্র ষষ্ঠ-স্থানে থাকিলে মনুষ্য শত্রু হয়, পীড়িত হয়; কিন্তু ঐ শুক্র স্বীয় উচ্চগৃহ অথবা নিজ গৃহগত হইলে সুখেতে শত্রু জয় করে

শনি নীচরাশিস্থ হইয়া ষষ্ঠস্থানগত হইলে মানব অনেক হীনজাতি শত্রু জয় করিবে; আর যদি ঐ ষষ্ঠস্থান তাহার নীচগৃহ না হয়, তবে অনেক শত্রু জন্মিবে; আর ঐ ষষ্ঠ স্থান শনির নিজ গৃহ হইলে মানব সদা সুস্থ থাকে।

রাহু ষষ্ঠস্থানে থাকিলে রণভূমিতে গর্ব্বিত শত্রুকে নষ্ট করে, আর অন্যান্য উপগ্রহ কর্ত্তৃক যে সকল অশুভ ফল হয় তাহাও নষ্ট করে

সপ্তম বা জায়া স্থান—জায়া স্থানে সূর্য্য থাকিলে স্ত্রী-নাশ হয় সে অসুখী, চঞ্চলমনা এবং পাপাত্মা হইয়া থাকে আর তাহার আকার মধ্যম, উদরতুল্য দেহ, চুল ও চক্ষু পিঙ্গল-বর্ণ কুরূপ হয়

ক্ষীণ চন্দ্র সপ্তমে অবস্থিতি করিলে মানবের স্ত্রী রোগান্বিতা ও বিকলাঙ্গী হয়; কিন্তু ঐ চন্দ্র যদি পরিপূর্ণ এবং শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে শত স্ত্রীর পতি হইয়া থাকে।

সপ্তমে মঙ্গলগ্রহ থাকিলে ঐ গৃহ যদি তাহার নীচগৃহ বা শত্রুগৃহ হয়, তাহা হইলে মানবকে স্ত্রীনাশজন্য দুঃখভোগ

করিতে হয় আর ঐ সপ্তম গৃহ যদি মঙ্গলের মিত্রগৃহ হয়, তবে সে অতিশয় চপলা, কুরূপা মলিনবসনা এবং পাপশীলা দ্বিতীয়া পত্নির পতি হয়

যদি সপ্তম গৃহ মঙ্গলের নীচগৃহ অথবা শত্রুগৃহ হয়, অথবা ঐ মঙ্গল অস্তগত থাকে, তবে তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়; কিন্তু ঐ গৃহ মঙ্গলের স্বগৃহ অথবা উচ্চগৃহ হইয়া যদি শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তবে সে উত্তমা স্ত্রীর পতি হয়

পাপযুক্ত বুধ সপ্তমস্থানে থাকিলে মানবের স্ত্রী চঞ্চলা ও কুৎসিৎ স্বভাবা হয়, কিন্তু ঐ বুধ উদিত ও শুভগ্রহ-যুক্ত হইলে সে সতী, সুরূপা ও কুলজাতা কামিনীর পতি হয়

সপ্তমে বৃহস্পতি থাকিলে মানব সত স্ত্রীর মুখপদ্মের মধু পানকরে সে অতি মিষ্টভাষী ও দীর্ঘায়ু হয় এবং তাহার বহুল ধন ও বিপুল পত্তি হয়

সপ্তমস্থানে শুক্র থাকিলে মনুষ্য বিপুল ধনবান ও গুণবান হয় এবং সে যৌবনান্তেও বিশিষ্টকুলোৎপন্না সত স্ত্রীর পাণি-গ্রহণে রত থাকে।

পাপগ্রহের গৃহ গত হইয়া শনি সপ্তমে থাকিলে মনুষ্যের সমস্ত জায়া নাশ হয়, কিন্তু আপন উচ্চরাশি কিম্বা মিত্রের গৃহে থাকিলে মনুষ্য অঙ্গহীন স্ত্রীর ভর্ত্তা হয়

সপ্তমে রাহু থাকিলে মানবের অশুভ দানকরে এবং তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ঐ রাহু পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে তাহার চিত্ত চণ্ডালিনীতে আসক্ত হয়

অষ্টম বা নিধন স্থান—অষ্টম স্থানে সূর্য্যথাকিলে, ঐ

গৃহ তাহার উচ্চ অথবা স্বীয় গৃহ হইলে ঐ রবি সুখদাতা হন উক্ত দুই স্থান ব্যতীত অন্য স্থানগত হইলে মানবকে দুঃখ দিয়া তাহার প্রাণনাশ করে।

অষ্টম স্থানে চন্দ্র থাকিলে মানবের মৃত্যু হইয়া থাকে, আর তাহার কাশ, শোথ এবং দেহের নিম্ন প্রদেশ কৃশ হয়।

মঙ্গল অষ্টম স্থানগত হইলে অস্ত্র, অগ্নি, ক্ষয়কাশ, কুষ্ঠ, ব্রণ, অর্শ, গ্রহণী রোগে অথবা রাজবিচারে পথিমধ্যে মনুষ্যের নিধন হয়

শুভবুধ যদি অষ্টমে থাকে তবে মনুষ্য শ্রেষ্ঠতীর্থজলে প্রাণত্যাগ করে, আর ঐ বুধ পাপগ্রহযুক্ত অথবা শত্রুগৃহী হইলে সে বদনকম্প রোগে প্রাণত্যাগ করে

অষ্টমে বৃহস্পতি থাকিলে স্বজ্ঞানে তীর্থরাজ প্রয়াগে অথবা অন্য পুণ্যতীর্থে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রলোকে গমন করে

অষ্টম স্থানে শুক্র থাকিলে জাতক পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়া দেহান্তসময়ে তীর্থস্থলে দেহত্যাগ করে এবং আপনার সহিত পিতৃকুল পবিত্র করে

অষ্টমে শনি থাকিলে মনুষ্য দুঃখভোগী হইয়া দেশান্তরে বাস করে এবং সে ব্যক্তি চৌর্য্যাপরাধে নীচলোকের হস্তে জীবন বিসর্জ্জন করে, অথবা নেত্ররোগে তাহার মৃত্যু হয়।

অষ্টমে রাহু থাকিলে শত্রুসম্মুখে মনুষ্যের মৃত্যু হয় এবং সে ব্যক্তি কলিদোষে আক্রান্ত হইয়া দেহান্তে অপার নরকে বাস করে।

নবম বা ধর্ম্মস্থান—রবি ধর্ম্মস্থানে থাকিলে মনুষ্য ভাগ্য ও পুণ্যহীন হইবে; কিন্তু যদি উহা সূর্য্যের স্বগৃহ বা উচ্চ গৃহ হয় তবে মনুষ্যকে নির্ম্মল ধনসঞ্চয় করাইবে

নবমে পূর্ণচন্দ্র থাকিলে মনুষ্য সৌভাগ্যশালী, বহুধনী ও পিতৃযোগ্যপরায়ণ হইবে; কিন্তু যদি ক্ষীণ চন্দ্র থাকে তবে উক্ত ফল অল্প পরিমাণে ফলিবে

মঙ্গল নবম স্থানে থাকিলে মানব রক্তবস্ত্রব্যবসায়ী, পাশুপদ ব্রতপরায়ন ও সৌভাগ্যহীন হইবে

বুধ যদি নবম গৃহে থাকে এবং ঐ গৃহ যদি পাপ গৃহ হয়, তবে মনুষ্য মন্দভাগ্য ও বিধর্ম্মাক্রান্ত হইবে, পরন্তু ঐ বুধ যদি উজ্জ্বল হয়, তবে মনুষ্য সৌভাগ্যশালী, সুবুদ্ধি ও ধার্ম্মিক হইবে

বৃহস্পতি নবমস্থানে থাকিলে জাতক ভাগ্যবান, রাজপ্রিয়, ধনী, গুণবান, পরমার্থজ্ঞ, দেবযজ্ঞপরায়ণ, কুলের বর্দ্ধক ও প্রভূত কীর্ত্তিশালী হয়

শুক্র ধর্ম্মস্থানগত হইলে মনুষ্য বহুবিধ তীর্থপরিভ্রমণদ্বারা পবিত্রশরীর এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুর প্রতি ভক্তিবান হইবে, আর সে ব্যক্তি নিজহস্তে পরম সৌভাগ্য উপার্জ্জন করিয়া মহোৎসবে কালযাপন করিবে

ধর্ম্মস্থানে শনি থাকিলে জাতব্যক্তি দাম্ভিক ও কর্ম্মদ্বারা ভাগ্যসঞ্চয় করিবে এবং সে সর্ব্বদা পিতৃঋণবঞ্চক, অধার্ম্মিক ও কুপথগামী হইবে।

রাহু ধর্ম্মস্থানে থাকিলে মনুষ্য নীচকর্ম্মানুরক্ত, সত্যহীন, শৌচরহিত, সৌভাগ্যহীন ও অতি দীন-দরিদ্র হইবে।

দশম বা কর্ম্মস্থান রবি লগ্নের দশম স্থানস্থ হইলে মানব সঙ্গীতানুরক্ত, সুবুদ্ধিমান, বাহন ও ধনসম্পন্ন, কুলশ্রেষ্ঠ, সৌম্য-মূর্ত্তি, তেজস্বী এবং রাজা বা তৎসদৃশ হয়

চন্দ্র উক্ত স্থানে থাকিলে রাজা বা সমাজ হইতে অর্থ ও সম্মানপ্রাপ্ত, উচ্চপদস্থ, কীর্ত্তিমান, সন্তুষ্টচিত্ত, বহুগুণসম্পন্ন, এবং বহু স্ত্রীর বল্লভ হয় ঐ চন্দ্র ক্ষীণ বা পাপগ্রহ দৃষ্ট হইলে ঐ সকল ফল অল্প পরিমাণে হইয়া থাকে

দশমে মঙ্গল থাকিলে জাতক-রাজপ্রিয়, পরাক্রমশালী, অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ, উগ্রস্বভাববিশিষ্ট, শত্রুজিৎ ও শত্রুধনে অধিকারী হয়, কিন্তু উহা শুভগ্রহ দৃষ্ট না হইলে সে সাতিশয় দুর্ব্বৃত্ত হইয়া থাকে

দশমস্থানে বুধ থাকিলে মনুষ্য বুদ্ধিমান, সুলেখক, সদ্বক্তা ও রাজপূজ্য এবং স্বীয় বিদ্যা ও লিপিব্যবসায়দ্বারা ধন ও যশঃ-লাভে সমর্থ হইবে

বৃহস্পতি দশম স্থানে থাকিলে মানব ধনী, মানী, কীর্ত্তিশালী, নীতিজ্ঞ, পরম ধার্ম্মিক এবং রাজসচিব বা রাজা হইয়া থাকে

শুক্র দশমস্থ হইলে জাতক স্ত্রীধনসম্পন্ন, জ্যোতিষ বা দর্শন-শাস্ত্রানুরাগী সদর্শী, লোকরঞ্জন ও সঙ্গীতপ্রিয় হয়, কিন্তু ঐ শুক্রকে যদি পাপগ্রহ দেখিতে পায় তবে শৌণ্ডিক বা স্ত্রীভূষণাদিবিক্রেতা হয়

শনি দশম গৃহবাসী হইলে জাতক উচ্চপদ লভি ও আপন কুল উজ্জ্বল করে। সে ব্যক্তি বহু অনুচরযুক্ত, শত্রুজিৎ, উচ্চাভিলাষী, প্রাজ্ঞ, সর্ব্বদা কর্ম্মতৎপর হয়; কিন্তু ঐ শনি

যদি শুভগ্রহদ্বারা দৃষ্ট না হয়, তবে বেতনভোগী বা উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া শেষে কর্ম্মচ্যুত হয়।

উচ্চস্থানে রাহু থাকিলে জাতক বামুক, কর্তৃত্বাভিমানী এবং শুভগ্রহের দ্বারা দৃষ্ট হইলে মান্য ও পদস্থ হয়, নতুবা উচ্চপদপ্রাপ্ত ও পদচ্যুত হইবার সম্ভাবনা।

একাদশ বা লাভস্থানে শুভাশুভ যে কোন গ্রহ থাকুক, মনুষ্যের শুভফল লাভ হইবে; অন্ততঃ শুভাশুভ গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে নিতান্ত অবনায়, নতুবা মনুষ্য দুঃখী ও অর্থোপার্জনে অক্ষম হইবে মেদিনীমণ্ডলে ভ্রমণ করিবে।

রবি একাদশে থাকিলে মনুষ্য বহুধনভোগী, রাজা, গৃহসেবী, রোগহীন বিজ্ঞানজ্ঞ, কুলশীল, বলবান, কামিনী মনোহারী চপলচিত্ত এবং জ্ঞাতিবর্গের সহিত অনেক আহ্লাদকারী হয়।

একাদশে চন্দ্র থাকিলে মানব অতিশয় সুখসৌভাগ্যশালী, পত্নী পুত্রাদিযুক্ত ও নানাসুখে সুখী হয়, কিন্তু ঐ চন্দ্র ক্ষীণ বা পাপগ্রহযুক্ত হইলে সে ধনহীন, মূঢ় ও কখন সুখভোগী হইতে পারে না।

মঙ্গল একাদশ গৃহস্থ হইলেই মনুষ্য পরোপকারী, রাজার ন্যায় গৃহসেবী, পুত্র ও ধনসম্পন্ন হয় কিন্তু ঐ মঙ্গল উচ্চস্থানস্থ হইলে, সে অতিশয় সৌভাগ্যশালী, ধৈর্য্যশীল, বাহুবলসম্পন্ন, পুণ্যকামী ও অতিশয় লোভী হইয়া থাকে।

লাভস্থানে বুধ থাকিলে মানব কপটবুদ্ধিপণ্ডিত, ধনবান, সুখী, পুত্রসম্পন্ন, রমণীগণের বল্লভ, নীলমেঘের ন্যায় মনোহরশরীরবিশিষ্ট ও পৃথুলোচন হইবে

বৃহস্পতি লাভস্থানগত হইলে জাতক রাজসম্মান, নিজকুলের বিবাদসম্পাদক, অত্যন্ত ধর্ম্মাত্মা [illegible] ও রোগযুক্ত হইবে

একাদশ ভবন শুক্রের নিজ গৃহ হইলে মনুষ্য গুণবান, নিয়ত নিজকুলের হিতসাধনতৎপর, কন্দর্পতুল্য, সুরূপবান, হাস্যাদি-[illegible]রত, এবং কুসুমভোগী হইবে

শনি একাদশ গৃহস্থিত হইলে মানব ধনবান, [illegible], বহুভোগী, [illegible], হৃষ্টচিত্ত, [illegible] এবং [illegible] রূপের ন্যায় হইবে

রাহু আয় স্থানে থাকিলে মনুষ্য দাতা, দীর্ঘশরীর বিশিষ্ট সুখী, চাঞ্চল্যযুক্ত পরদাররত, [illegible], চপল ও নির্লজ্জ হইয়া থাকে

দ্বাদশ বা ব্যয়স্থান—পাপগ্রহ ও [illegible] কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া সূর্য্য ব্যয়স্থানে থাকিলে উত্তম [illegible] গোত্রের বহির্গত হয়।

ব্যয়স্থানে চন্দ্র থাকিলে মনুষ্যের [illegible] অভিপ্রায় থাকে ও সে কৃপণ হয়, বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষ হইলে কৃপণতার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মঙ্গল ব্যয় স্থানে থাকিলে মানব [illegible] ও তাহার ভার্য্যা ব্যভিচারিণী হইয়া থাকে

দ্বাদশে বুধ থাকিলে মানব বিদ্বান, [illegible], দাতা ও তাহার ধনদাতা ধনবান, [illegible], [illegible] ও সুন্দরী হইবে।

বৃহস্পতি উক্ত স্থানে থাকিলে মনুষ্য সত্যবাদী, দানশীল, শুচি, দুষ্টজনপরিত্যাগী, অপ্রমাদী ও সাধুস্বভাব হয়

শুক্র এই স্থানে থাকিলে জাতক প্রথমাবস্থায় রোগযুক্ত, পরে কৃশ, মলিন ও অত্যন্ত দাম্ভিক হইবে।

শনি ব্যয়স্থানগত হইলে মনুষ্য চঞ্চল ভাগ্যযুক্ত, রোগী, অল্প ধনবান, [illegible] দুঃখী, [illegible] বিশিষ্ট, ক্রূরমতি, কৃপণ ও পরোদ্বেগী হইয়া থাকে।

রাহু ব্যয়স্থানে হইলে মানব ধর্ম্মহীন অর্থহীন, বহু দুঃখে সন্তপ্তহৃদয়, ভার্য্যাসহবাসসুখবঞ্চিত, বিদেশবাসী, দন্তযুক্ত ও পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট হয়।

রাহু ও কেতুর একরূপ ফল জানিবে, এজন্য পৃথক ভাবে বর্ণিত হইল না। স্থানান্তরে কেতুর পৃথক ফল কথিত আছে কিন্তু তাহাতে অতি অল্প মাত্র প্রভেদ দেখা যায়।

দশম পরিচ্ছেদ।

দণ্ড, ক্ষেত্র ও দ্রেক্কাণাদি ফল।

সূর্য্যের দণ্ডে বালকের জন্ম হইলে সে বংশক্ষয়কর ও পিতৃ-[illegible] হইবে।

চন্দ্রের দণ্ডে বালকের জন্ম হইলে দীর্ঘায়ু, সৌম্যপ্রকৃতি, পণ্ডিত, ধর্ম্মাত্মা, কীর্ত্তিশালী, সত্যধর্ম্মরত ও ধনাধিপতি হইবে।

মঙ্গলের দণ্ডে জন্মিলে বালক সদাই ব্রণ ও অতিসার রোগ-গ্রস্ত হইয়া থাকে।

বুধের দণ্ডে জন্মিলে ধার্ম্মিক, [illegible] শাস্ত্রজ্ঞ, ধনবান্ ও পণ্ডিত হইবে।

বৃহস্পতির দণ্ডে জন্ম হইলে মেধাবী, দাতা, ধার্ম্মিক, বহু পুত্রবান, সদাচারী, সদা নৃত্যগীতপ্রিয় হইয়া থাকে।

শুক্রের দণ্ডে জন্ম হইলে মেধাবী, পিতৃ [illegible], পুত্রবান, [illegible] ব্যক্তি [illegible] ও [illegible] হইবে।

শনির দণ্ডে জন্ম হইলে [illegible] মেধাবী, [illegible] দাসত্ব করে।

রাহুর দণ্ডে [illegible] চোর, [illegible] ও অসৎ [illegible]।

ক্ষেত্রফল

রবির ক্ষেত্রে জন্মিলে [illegible], ভাগ্যবান, পবিত্র, শূর, মেধাবী, [illegible] গুণসম্পন্ন ও [illegible] হয়।

চন্দ্রের ক্ষেত্রে [illegible] বিবিধ [illegible] থাকে।

মঙ্গলের ক্ষেত্রে [illegible] দ্বেষী, মিথ্যাবাদী, নিন্দুক, ক্রূর [illegible]।

বুধের ক্ষেত্রে [illegible] উদার [illegible], গুণবান, [illegible] হয়।

বৃহস্পতির ক্ষেত্রে [illegible], লোকনিন্দাকারী, ধনবান, গুণসম্পন্ন ও নিত্য [illegible] হইবে।

শুক্রের ক্ষেত্রে [illegible] ও বিত্তসম্পন্ন, শূর, রাজমন্ত্রী, ধীর, সদা পণ্ডিতগণপরিবেষ্টিত হইয়া থাকে।

ভব সপ্তাংশে প্রকৃষ্টগুণসম্পন্ন ও স্থিরচিত্তবান, শুক্রের সপ্তাংশে সুখী ও দাতা এবং শনির সপ্তাংশে পাপনিরত হইয়া থাকে

নবাংশ ফল।

রবির নবাংশে—শূর, উগ্র পুরুষবান, স্থূল, খ্যাতদেশ, বিরূপ, রক্তশ্যাম বর্ণ, কুটিলহৃদয়, দৃঢ়দেহী, মূর্খ, দীর্ঘনেত্র, পাপী ও চঞ্চল হৃদয় হয়

চন্দ্রের নবাংশে—গৌরবর্ণ, বাতশ্লেষ্মাধাতুবিশিষ্ট, বিদ্বান, সৌম্যমূর্ত্তি, চঞ্চলনয়ন, উত্তম মিত্রসম্পন্ন ও শক্রশাস্ত্রবেত্তা, সুন্দরাঙ্গ বিশিষ্ট, দাতা ও বহুল ধনযুক্ত হইবে

মঙ্গলের নবাংশে জন্ম হইলে ভয়ানক হিংস্র, দৃঢ়কায়, পিঙ্গলচক্ষু, প্রচণ্ড, দাম্ভিকশীল, মূর্খ ও হস্ব রক্তবর্ণ, ভক্ষক, ঘাতকর্ম্মপটু, শ্রীসম্পন্ন, বিষম বাক্যশালী, পিত্তযুক্ত শরীর, ভোগী, শূর, কামী, বহুকষ্টপরিবৃত্তী হইয়া থাকে

বুধের নবাংশে জন্ম হইলে পীনদেহ, বীরপ্রকৃতি, রক্তচক্ষু, কন্দর্পরূপী, দুর্ব্বাশ্যামবর্ণ, সদয়হৃদয়, রাজসেবানুরক্ত, হৃষ্ট, দক্ষ, কুঞ্চিতাঙ্গ, চর্ম্মসার, অস্থিদোষী, নানাবিধ বেশধারী, কনকবসন পরিধারী হয়

বৃহস্পতির নবাংশে জন্মিলে বিশুদ্ধ, ভয়ানকপ্রকৃতি, স্থিরতরমতিবিশিষ্ট, সিংহের ন্যায় শব্দকারী, দাতা, নেতা, স্থূল, কনকবসন পরিধারী, নীতিজ্ঞ, ধর্ম্মমূর্ত্তি, শান্ত, পটু, সুন্দর বচন, গৌরবর্ণ দেহ, দয়ালু এবং দেহ ও গৃহ সুখযুক্ত হইবে

শুক্রের নবাংশে জন্মিলে শ্যামবর্ণ দেহ, বাতশ্লেষ্মাধিক শরীর

কামী, সৌম্যমূর্ত্তি, দীপ্তকেশপাশ, পটু, বিখ্যাত, দীর্ঘলোচন, অতিশয় বুদ্ধিমান, প্রভু ও নানা সুখযুক্ত অর্থবান হইয়া থাকে

শনির নবাংশে জন্ম হইলে পিঙ্গলবর্ণ, চঞ্চল ও চিন্তিত, বায়ুপ্রকৃতি, নির্দ্দয়, ক্রোধী, স্থূলনখী, জরাপরিণত, পাপী, কৃষ্ণবর্ণ, অলসগমন, কৃশ, দীর্ঘ, মূর্খতম, মলিনস্বভাব, কদর্য্য, খল, হাস্যমুখ, ধন স্ত্রী পুত্ররহিত হইবে

দ্বাদশাংশ ফল

রবির দ্বাদশাংশে জন্ম হইলে, ভূপালেরন্যায় ধনসম্পন্ন, দীর্ঘজীবিত, লোকমান্য ও দক্ষ হইয়া থাকে

চন্দ্রের দ্বাদশাংশে জন্ম হইলে নানাবিধ ভোগযুক্ত, শান্ত, খ্যাত, ধীমান্, বিচক্ষণ, সুন্দর দেহ ও কুলতিলক হইবে

মঙ্গলের দ্বাদশাংশে জন্মিলে নির্দ্দয়, মলিন, ধূর্ত্ত, ধনশালী, বর্জ্জিত, শাস্ত্রজ্ঞ ও ধীর হয়

বুধের দ্বাদশাংশে জন্মিলে দেবদ্বিজরত, ধীমান, সুখ ও সৌখ্যযুক্ত, চিরজীবী, মহাপ্রাজ্ঞ হইবে।

বৃহস্পতির দ্বাদশাংশে জন্মিলে সুখী, সৌম্যমূর্ত্তি, ধীর, কৃপালু, দাত এবং বন্ধুগণউপকারী হইয়া থাকে

শুক্রের দ্বাদশাংশে জন্মিলে বহুকীর্ত্তিযুক্ত, বলবান, লোকপূজিত, কবি, বিচক্ষণ ও দাতা হয়

শনির দ্বাদশাংশে জন্ম হইলে প্রবাসী, বলবান, মূর্খ, স্ত্রীপুত্ররহিত, খল ও কামকলাযুক্ত হইবে।

শনির ক্ষেত্রে জন্ম লইলে গণ্ডাবেন ... ও তাপশালী, মনোজ্ঞ, ... অহঙ্কারাবিত, কুটিল ও সুখী হয়

হোরা ফল

রবির হোরায় জন্মিলে কুকর্ম্মনিরত ... শূর, পাপাত্মা, মলিন, ... ক্রূর, ... সম্পন্ন, গভীরহৃদয়, কামী, পরস্বীরত, দেবতা ও ... নিন্দক, মুখর ও হিংস্রক হইবে

চন্দ্রের হোরায় জন্মিলে শান্তমূর্ত্তি, সর্ব্বগুণসম্পন্ন, স্থিরবুদ্ধি, নিয়ত সুহৃদয় পুজিত, বিবিধ ... উত্তম ... ও ধনযুক্ত, সুন্দর বেশধারী, পবিত্র, ত্যাগশীল, দেবতা ও গুরু জনার্চ্চনে রত, বাক্পটু, সুন্দর শরীরসম্পন্ন ও ... হইবে

দ্রেক্কাণ ফল

সূর্য্যের দ্রেক্কাণে জন্মিলে বালক মলিন, ... ক্রূর, সাহসী, কুকর্ম্মশীল, মূর্খ, ...হীন, ... দেহী, ... যুক্ত, অঙ্গ... বিশিষ্ট, ... কৃপণ ও হিংসাপরবশ হইবে

চন্দ্রের দ্রেক্কাণে জন্মিলে সুন্দরগঠনসম্পন্ন ... ঐশ্বর্য্যবান তীর্থগামী, শাস্ত্রাদি..., দেবতা, গুরু ও বন্ধু জনে ভক্ত, ধর্ম্মরত, বিদেশ... ও দাতা হয়

মঙ্গলের দ্রেক্কাণে জন্মিলে মলিন, ... ধনহীন, ...

খল, সুতার্থরহিত, কঠিন, দয়াহীন, দুশ্চরিত্র, বহুভক্ষী, কৃশ-শরীর, অতিক্রোধী, ক্রোধী, আর্ত্ত, পরসেবী, ভক্তিহীন হইবে

বুধের দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে স্ত্রীলোলুপ, বস্ত্রযুক্ত, দীর্ঘায়ু, ধনবান, বহুপুত্রযুক্ত, শান্ত, যশস্বী শুচি, ধর্ম্মজ্ঞানী, আমোদ-শূন্য, নিত্য সাধুজনরত, শাস্ত্রবিৎ, নিপুণ ধনী, মানী ও কুল ভূষণ হইবে

বৃহস্পতির দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে অতিশয় সুন্দর, দীর্ঘাঙ্গ, রূপযুক্ত, সদ্বুদ্ধিশালী, স্নেহভাষী, অপাপবুদ্ধি, ধর্ম্মিষ্ঠ, মোক্ষপরায়ণ, দয়ালু, শান্ত, সুশীল, শুচি, স্বীয়পরিব্রত, অন্যস্ত্রী বিরত, বিখ্যাত ও যশস্বী হয়

শুক্রের দ্রেক্কাণে জন্মিলে সুন্দরশরীর, সাহসী, সর্ব্বজ্ঞ, স্বজনানুরক্ত, দাতা, সাধুপ্রতিপালক, সুখী, ধীর, উত্তম স্ত্রী, পুত্র ও ধনযুক্ত, দয়াল, শুচি, শান্তপ্রকৃতি, সত্যব্রত, অতিশয় মুক্তহৃদয়, এবং ধর্ম্মানুরক্ত হইবে

শনির দ্রেক্কাণে জন্মিলে মলিন, দেহ রুক্ষ, তস্কর, দুশ্চরিত্র, কৃপণ, সুতার্থরহিত, ভৃত্য কর্ম্মকর, গুণহীন, পাপাত্মা, গুরুস্ত্রী গামী, খল, ক্রোধী, নির্দয়, লোভী, মুখর রূপহীন ও কামাতুর হয়

সপ্তাংশ ফল।

রবির সপ্তাংশে জন্ম হইলে পাপকর্ম্মা ও দৈন্যমনা হয় চন্দ্রের সপ্তাংশে দৈন্যমন ও শান্তপ্রকৃতি, মঙ্গলের সপ্তাংশে দুর্জ্জন ও পাপী, বুধের সপ্তাংশে দাতা, খ্যাত ও প্রিয়, বৃহস্পা

ত্রিংশাংশফল

মঙ্গলের ত্রিংশাংশে [illegible] বিগ্রহপ্রিয়, বলহীন, ক্রোধ [illegible] বিকৃত [illegible]

[illegible] বৃহস্পতির [illegible], [illegible], মলিনদেহ [illegible] হইয়া থাকে

শনির ত্রিংশাংশে [illegible] মলিন, দুঃখ [illegible], সত্য ও শৌচহীন, সেবাপরায়ণ, কৃপণ ও নীচ [illegible] হইবে

বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে উগ্রস্বভাব [illegible], বুদ্ধিমান, ভোগী, ধনী, সুখী, গুণী ও বিষয়ভোগী হইয়া থাকে

বুধের ত্রিংশাংশে জন্মিলে জাতক শূর ধীর, জ্ঞানবান, বিনীত বাক্পটু, দয়ালু ও সর্বশাস্ত্রবেত্তা হয়

শুক্রের ত্রিংশাংশে জন্মিলে সর্বশাস্ত্রবেত্তা, বন্ধুগণের মান্য, ধীর, [illegible], [illegible] সুখান্বিত হইবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ঋতু, মাস, তিথি, বার, নক্ষত্রাদি ফল।

ঋতুফল

হেমন্তঋতুতে জন্ম হইলে [illegible] ধনবান, সদা-

গ্রামাধিপত্যে, গুণবান [illegible], বলবান ও ভোগী হইবে

শিশির ঋতুতে জন্মিলে ধনী ও পুত্রবান, দীর্ঘায়ুবিশিষ্ট, মিষ্টান্নভোজী, [illegible] ও ভোগী হইয়া থাকে

গ্রীষ্মকালে জন্ম হইলে বাপী কূপ, পান্থশালা, আরাম, তড়াগ ও দেবালয় নির্ম্মাণকারক, বেদাভ্যাসপরায়ণ এবং দাতা হইবে

বসন্তঋতুতে জন্ম হইলে সুখী, ভোগী গুণান্বিত, সদা কামাতুর, দান ও কীর্ত্তিযুক্ত হইয়া থাকে

বর্ষায় জন্মিলে [illegible] অধ্যক্ষ কৃষিকর্ম্মরত সদা ধনবান ও [illegible] হইবে

শরতে [illegible] পণ্ডিত, গুণবান ও ধীর হয়

॥ মাসফল

বৈশাখমাসে জন্ম হইলে বালক বিনীত, দেবদ্বিজভক্ত, ধর্ম্মপরায়ণ, সুজনপ্রিয়, [illegible] এবং জগতের প্রিয় হইয়া থাকে

জ্যৈষ্ঠমাসে [illegible] উগ্রপ্রকৃতি, ক্ষমাশীল, দীর্ঘসূত্রী, [illegible] হইবে

আষাঢ়ে জন্ম হইলে [illegible] প্রমাদশীল, গুরুবৎসল, বহুব্যয়ী ও [illegible] হইয়া থাকে

শ্রাবণমাসে জন্মিলে লোকবিখ্যাত, ধনবান, বদান্য, সদা

ভার্য্যা, পুত্র মিত্র ও দাসদাসীযুক্ত এবং সজ্জন লোকের আজ্ঞাকর্ত্তা হইবে।

ভাদ্রমাসে জন্ম হইলে [illegible], উত্তম [illegible], শত্রু প্রবলশালী, [illegible] ও হাস্যযুক্ত হইবে।

আশ্বিন মাসে জন্ম [illegible], কাব্যকলা পণ্ডিত, [illegible], সুখী বদান্য, [illegible] ও [illegible] হইয়া থাকে।

কার্ত্তিকমাসে জন্ম হইলে [illegible] ধনাঢ্য, অতিবক্তা [illegible]

অগ্রহায়ণে জন্ম হইলে [illegible], পরোপকারী, [illegible]

পৌষমাসে জন্ম হইলে [illegible] ও কৃশাঙ্গ, পরোপকারী [illegible], [illegible], বিজ্ঞ ও সুধীর হয়।

মাঘমাসে জন্মিলে [illegible], জ্ঞানবান মহা[illegible]

[illegible], [illegible], পরোপকারী, নির্ম্মলাশয়, [illegible] হয়।

চৈত্রে জন্ম হইলে [illegible], তেজস্বী, [illegible], নিষ্ঠা, তেজস্বী, [illegible], এবং [illegible] হইবে।

পক্ষ ফল।

শুক্লপক্ষে জন্ম হইলে ভাগ্যবান, ধীমান, সচ্চরিত্রবান,

এইরূপ কান্তিবিশিষ্ট, সদাচার, বিনীত ও নীতিবিশারদ হইয়া থাকে

শনিবারে জন্মিলে [illegible], চঞ্চল প্রকৃতি, বিবাদপ্রিয়, আত্মকুলবর্জ্জিত ও অতিশয় দুঃখী হইবে

বারফল

রবিবারে জন্ম হইলে মানব ধর্ম্মার্থে, তীর্থপুত, পরিক্ষ, প্রিয়বাদী, অল্প দ্রব্যে ধনী [illegible] ও হইবে

সোমবারে জন্মিলে ক্ষমা, সৌভাগ্য, প্রিয়দর্শন, কোমলবাক্য-সম্পন্ন ও ভোগী হইবে

মঙ্গলবারে জন্ম হইলে [illegible] সংগ্রামে [illegible] ভোগী, কপিল অথবা শ্যামবর্ণ [illegible] বিবাদকারী হইয়া থাকে

বুধবারে জন্মিলে সুন্দর, [illegible] দেহ, শাস্ত্রার্থের পারদর্শী, প্রিয়ভাষী ও মানী হয়

বৃহস্পতিবারে জন্মিলে [illegible], [illegible] প্রকৃতি, অত্যন্ত বুদ্ধিমান, [illegible], দৃঢ়বুদ্ধি ও [illegible] হইবে

শুক্রবারে জন্মিলে [illegible], দীর্ঘজীবী, নীতিশাস্ত্রবিশারদ ও স্ত্রীজন চিত্তহারী হইয়া থাকে

শনিবারে জন্ম হইলে [illegible], কৃতঘ্ন, [illegible], [illegible]প্রিয়, মুখরোগী ও [illegible] হইবে

তিথি ফল।

প্রতিপদ, ষষ্ঠী, একাদশী এই তিন তিথি নন্দা নামে খ্যাত।

এই কয় তিথিতে জন্মিলে মহামানী, পণ্ডিত, দেবভক্ত এবং জ্ঞাতিগণের প্রিয়বৎসল হইয়া থাকে

দ্বিতীয়, সপ্তমী, দ্বাদশী এই তিন তিথি ভদ্রা নামে প্রসিদ্ধ ইহাদের কোন তিথিতে জন্মিলে মানব বন্ধুবর্গের মাননীয়, রাজসেবী, ধনবান, সংসারভয়ভীত ও পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ হয়

তৃতীয়া, অষ্টমী, ত্রয়োদশী এই তিনটীর নাম জয়া ইহাতে জন্মিলে রাজপূজ্য, পুত্রপৌত্রাদিসংযুক্ত, শূর, শাসনকর্ত্তা, দীর্ঘায়ুবিশিষ্ট ও মহাবিজ্ঞ হইবে

চতুর্থী, নবমী, চতুর্দ্দশী ইহাদের নাম রিক্তা রিক্তায় জন্ম হইলে ধনহীন, প্রমাদবিশিষ্ট, গুরুনিন্দাকর, শাস্ত্রবেত্তা, শত্রুহন্তা ও ধার্ম্মিক হয়।

পঞ্চমী, দশমী, পূর্ণিমাকে পূর্ণাতিথি কহে পূর্ণাতিথিতে জন্ম হইলে ধনপূর্ণ, শাস্ত্রতত্ত্ববেত্তা, সত্যবাদী ও শুদ্ধচেতা হইবে

নক্ষত্রফল।

শতভিষা, কৃত্তিকা, পুনর্ব্বসু, বিশাখা, অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে জন্মিলে সদা সদ্‌গুণযুক্ত হইবে আর্দ্রা, পূর্ব্বষাঢ়, হস্তা ও অশ্লেষা নক্ষত্রে জন্ম হইলে অবগুণযুক্ত হইয়া থাকে এতদ্ভিন্ন মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, উত্তর ভাদ্রপদ ও রেবতী নক্ষত্রে জন্মিলে সৎপুরুষ হয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বাদশভাবাধিপ ফল।

দেখ মার্ত্তন্দু। জ্যোতিষ অতি কঠিন এবং বিস্তীর্ণ শাস্ত্র ইহার গণন প্রণালী অতীব জটিল; তোমাকে অতি সরল ভাষায় এবং মোটামোটী কথায় যাহা বলিয়া যাইতেছি, সে সকল স্মরণ রাখিলে তুমি অনায়াসে জ্যোতিষের ফল গণনায় সমর্থ হইবে ফল বিচার করিতে হইলে, সেই গ্রহ জাতকের জাতচক্রের যে স্থানে থাকিবে, সেই ভাবকেই যে উন্নত করিবে তাহা মনে করিও না সেই গ্রহের কতদূর বল, অর্থাৎ কাহার ক্ষেত্রে আছে, কিরূপ ভাবে আছে, অগ্রে তাহা দেখিতে হইবে। একথা পূর্ব্বেও একবার বলিয়াছি গ্রহগণ স্বক্ষেত্রে, বন্ধুক্ষেত্রে নিজ নিজ তুঙ্গ ও মূলত্রিকোণ গৃহে থাকিয়া যেমন বলবান এবং ফলদাতা হয়, তেমন আর কুত্রাপি নহে অতএব গ্রহগণের বল এবং জন্মপত্রিকার ফল বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া অগ্রে তাহাই দেখিতে হইবে এক্ষণে তোমাকে দ্বাদশভাবের অধিপতিগণ জাতচক্রের কোথায় থাকিলে কিরূপ ফলপ্রদ হইবে তাহা বলিতেছি।

লগ্নাধিপ—লগ্নে থাকিলে জাতক ভাগ্যবান, রিপুবিজয়ী, বহু পরিবারযুক্ত হইবে

দ্বিতীয়ে থাকিলে স্বীয় পরিশ্রমদ্বারা ধনোপার্জ্জন করিবে

তৃতীয়ে থাকিলে দাম্ভিক অভিমানী, জ্ঞাতির প্রতিবাসী বশতাপন্ন ও ভ্রমণরত হইবে

চতুর্থে থাকিলে পিতৃসম্পত্তি, উত্তম বাহন, বাসস্থান ও ভূমিলাভ করিবে

পঞ্চমে থাকিলে সন্ততিযুক্ত, ক্রীড়াসক্ত, অলস, বিলাসপ্রিয়, সুভোগী, কল্পনাশালী ও বুদ্ধিমান হইয়া থাকে

ষষ্ঠে থাকিলে পীড়া, শত্রুবৃদ্ধি, বধবন্ধন ভয় হয়, কিন্তু শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে মাতুল ও পিতৃব্যকর্তৃক উপকৃত হইতে পারে।

সপ্তমে থাকিলে স্ত্রীলাভ, বাসপরিবর্ত্তন, বিদেশযাত্রা ও শত্রুবৃদ্ধি হয় এবং স্বীয় বুদ্ধিদোষে বিপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু ধন ও প্রতিপত্তিশালী হয়

অষ্টমে থাকিলে রুগ্ন, অল্পায়ু, শোকার্ত্ত, ভয়ার্ত্ত, সদা বিপন্ন হয়, কিন্তু ঐ গ্রহ বলবান হইলে স্ত্রীধন বা মৃতব্যক্তির দানপত্র মত অর্থলাভ করে

নবমে থাকিলে ভাগ্যবান, বিদ্বান, শাস্ত্রানুরাগী, ধার্ম্মিক ও পোতবণিক হইয়া থাকে

দশমে থাকিলে মান, উচ্চপদ, সফলতা ও সমাজের প্রাধান্য লাভ হয়।

একাদশে থাকিলে বহুমিত্র, প্রচুর অর্থ, উৎসাহ ও উদ্যমবাহন হইয়া থাকে

দ্বাদশে থাকিলে দুর্ভাবনা, বধবন্ধ, ঋণ, নির্ব্বাসন, ক্ষীণদেহ ও শোক হয় এবং তাহার গুপ্ত শত্রু থাকে।

দ্বিতীয়াধিপ—লগ্নে থাকিলে মনুষ্য ধনী ও সৌন্দর্য্যশালী হয়

দ্বিতীয় স্থানে থাকিলে প্রচুর ঐশ্বর্য্য ও নানা বস্ত্রাদি লাভ হয়

তৃতীয় স্থানে থাকিলে ধনহানি হয়, কিন্তু দ্বিতীয়াধিপতি বলবান হইলে আত্মীয়, জ্ঞাতি বা ভ্রমণদ্বারা অর্থলাভ হয়

চতুর্থস্থানে থাকিলে কৃষিকার্য্য, খনিজ দ্রব্য ব ভূমি ক্রয়-বিক্রয়াদি দ্বারা অর্থলাভ হয়

পঞ্চমে থাকিলে স্ত্রীপুত্র, ক্রয় বিক্রয়, ক্রীড়া বা রঙ্গভূমি হইতে ধনাগম হয়

ষষ্ঠে থাকিলে পীড়া বিঘ্ন শত্রুভাব ধনক্ষয় ও ঋণ হয়

সপ্তমে থাকিলে বিবাহ, বাণিজ্য, দূরযাত্রা বা বিচারদ্বারা অর্থপ্রাপ্তি হয়।

অষ্টমে থাকিলে মৃতব্যক্তির ত্যক্তসম্পত্তি বা যুদ্ধ হইতে ধনলাভ হয়; কিন্তু দ্বিতীয়াধিপতি দুর্ব্বল ও পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে বিপরীত হইয়া থাকে

নবমে থাকিলে জাতক শাস্ত্র যাজন ক্রিয়া, ধর্ম্মোপদেশ বা বাণিজ্যাদি দ্বারা ধনসংগ্রহ করে

দশমে থাকিলে ব্যবসা ও রাজকার্য্য দ্বারা অর্থলাভ হয়

একাদশে থাকিলে অগ্রজ বা কোন বন্ধুর সাহায্যে নানা সৌভাগ্য লাভ হয়

দ্বাদশে থাকিলে, ঋণগ্রস্ত, অমিতব্যয়ী ও সঞ্চিত ধন বিনাশী হয়

তৃতীয়াধিপ—লগ্নে থাকিলে বহু ভ্রমণ ও বাসস্থানের পরিবর্ত্তন ঘটে এবং জাতব্যক্তি পরিজনবেষ্টিত, কুলশ্রেষ্ঠ ও পরাক্রমশালী হয়।

শুভগ্রহ হইয়া দ্বিতীয়ে থাকিলে জাতক ভ্রাতৃসাহায্যে বা ভ্রমণদ্বারা অর্থসঞ্চয় করে

তৃতীয়ে থাকিলে বালক ভ্রাতা ভগ্নিযুক্ত, পরাক্রমশালী ও বহুপরিজনবেষ্টিত হয়

শুভগ্রহ হইয়া চতুর্থে থাকিলে সৌহৃদ্য ও বিদেশে ভূসম্পত্তি লাভ হয়

পঞ্চমে থাকিলে পুত্রহানি, সঙ্কুচিতবুদ্ধি হয়, কিন্তু যাত্রাদির দ্বার আনন্দলাভ হয়

ষষ্ঠে থাকিলে ভ্রাতৃনাশ কিম্বা তাহারা রুগ্ন ও ভ্রমণরত হয় অথবা জ্ঞাতি বিরোধ ঘটে

সপ্তমে থাকিলে বাণিজ্যার্থ ভ্রমণ দূরে বিবাহ ও জ্ঞাতির সহিত বিবাদ হয়।

অষ্টমে থাকিলে ভ্রমণে বিপদ, ভ্রাতৃনাশ কিম্বা ভ্রাতৃসম্পত্তি লাভ হয়

নবমে থাকিলে বিদ্যার্জ্জন বা বাণিজ্যার্থে বহুভ্রমণ ও দূরযাত্রা ঘটীয়া থাকে

দশমে থাকিলে ভ্রাতৃগণের অশুভ হয় এবং কার্য্যোপলক্ষে ভ্রমণ ঘটে

একাদশে থাকিলে ভ্রমণের দ্বার অর্থ ও বন্ধুলাভ হয়

দ্বাদশে থাকিলে ভ্রমণে শত্রুভয় ও বন্ধনাশঙ্কা এবং জ্ঞাতিগণের সহিত বিরোধ হয়

চতুর্থাধিপ—লগ্নে থাকিলে বন্ধু বান্ধব ও স্থাবরসম্পত্তি লাভ হয়

দ্বিতীয়ে থাকিলে কৃষিকার্য্য, খনিজ দ্রব্য প্রভৃতি ও ভূসম্পত্তি হইতে অর্থলাভ হয়

তৃতীয়ে থাকিলে পিতৃধনহানি ও বাসস্থান পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু চতুর্থাধিপ বলবান হইলে ভ্রাতৃসাহায্যে ভূসম্পত্তি লাভ হয়

চতুর্থে থাকিলে মানব পৈতৃক সম্পত্তি দ্বারা স্বগৃহে থাকিয়া সুখে কালযাপন করে।

পঞ্চমে থাকিলে জাতক ক্রীড়া ও ব্যবসাদ্বারা ভূসম্পত্তি লাভ করে ও তাহার বাসস্থান সুন্দর হয়।

ষষ্ঠে থাকিলে মনুষ্য বন্ধুহীন ও ঋণগ্রস্ত হয় এবং ভৃত্য ও শত্রুদ্বারা তাহার সম্পত্তি নাশ হইয়া থাকে

সপ্তমে থাকিলে বিবাহ বা ব্যবসাদ্বারা লাভ কিম্বা বিদেশে সম্পত্তি ও বন্ধু লাভ হয়

অষ্টমে থাকিকে পিতার অশুভ, ভূসম্পত্তিহেতু বিবাদ বা দুর্ঘটনা, বাহন হইতে পতন এবং নানা শোক বা বিঘ্ন ঘটে

নবমে থাকিলে বিদ্যা, ধন বা বিদেশযাত্রাদ্বারা ধনলাভ হয়।

দশমে থাকিলে রাজকার্য্য ও বাণিজ্য-ব্যবসাদ্বারা উচ্চপদ, সম্মান, ভূসম্পত্তি ও উত্তম বাহন লাভ হয়।

একাদশে থাকিলে বহুমিত্র, উত্তম বাহন ও ভূমিলাভ হয়।

দ্বাদশে থাকিলে ব্যয়াধিক্য, শত্রু বা ঋণপ্রযুক্ত পিতৃধনের ক্ষতি, প্রবাস এবং বধবন্ধন ভয় হয়।

পঞ্চমাধিপ—লগ্নে থাকিলে জাতব্যক্তি বুদ্ধিমান, বিদ্যা-

সুরাগী, পুত্রবান, বিলাসী, প্রফুল্লচিত এবং আপন বংশের ভূষণ স্বরূপ হয়

দ্বিতীয়ে থাকিলে যাত্রাদি শুভ হয়, কিন্তু বিদ্যোপার্জ্জনে বাধা বা পুত্রহানি হয়

চতুর্থে থাকিলে পিতৃসম্পত্তি বৃদ্ধি অথবা আবিষ্কার অথবা বুদ্ধিকৌশলদ্বারা বাহন ও ভূমিলাভ হয়

পঞ্চমে থাকিলে মনুষ্য ধীমান ও বিষয়কার্য্যে সকলকা হয় এবং মনোহারিণী স্ত্রী ও উত্তম সন্ততিলাভ করে।

ষষ্ঠে থাকিলে প্রণয়ভঙ্গ, হর্ষে বিষাদ, বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্কো এবং প্রায় পুত্রনাশ হয়

সপ্তমে থাকিলে স্ত্রীলাভ, দাম্পত্যসুখ, বিচারে জয়, বিদেশ যাত্রাদ্বারা আনন্দলাভ হয়, কিন্তু পরিবারের মধ্যে শান্তিহানি সম্ভাবনা

অষ্টমে থাকিলে সন্তানাদির বিনাশ বা অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

নবমে থাকিলে বিদ্যালাভ, স্বধর্ম্মানুরাগ তীর্থযাত্রাদ্বা পুণ্যসঞ্চয় ও সৌভাগ্যলাভ হয়।

দশমে থাকিলে কার্য্যে সফলতা ও স্বীয় বুদ্ধিদ্বারা সম্মা লাভ হইয়া থাকে

একাদশে থাকিলে মনোমত বন্ধু, উত্তম পুত্রবধূ বা জামাত হয় ও ব্যবসাদ্বারা ধনলাভ হয়

দ্বাদশে থাকিলে অসৎ বা রুগ্ন পুত্র ও তজ্জন্য দুর্ভাবনা মূঢ়তা বা দুর্ব্বুদ্ধি, পাপাক্রীড়াদ্বারা ধনক্ষয় ও শুভকার্য্যে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে।

ষষ্ঠাধিপ লগ্নে থাকিলে মনুষ্য ক্লেশযুক্ত ও অল্পায়ু কিম্বা ষষ্ঠাধিপতির দশায় পীড়াদি বা সর্ব্বদা অসুস্থ হয়

দ্বিতীয়ে থাকিলে শত্রু কর্ত্তৃক ধননাশ হয়

তৃতীয়ে থাকিলে ভ্রাতৃনাশ ও যাত্রাদিতে বিঘ্ন হয়

চতুর্থে থাকিলে পিতৃবিষ্ট, পরিজনমধ্যে বৈরীভাব এবং বন্ধু ও পিতৃধননাশ হয়

পঞ্চমে থাকিলে কন্যাপুত্র বা পুত্রনাশ, প্রণয়ভঙ্গ, বিষাদ, ও অপরিমিতভোজনদোষে সর্ব্বদা রোগ হয়

ষষ্ঠে থাকিলে মানব ঋণগ্রস্ত, শত্রুনাশ, বধবন্ধনরত, রিপুবশীভূত ও রোগ দীর্ঘস্থায়ী পীড়াযুক্ত হয়

সপ্তমে থাকিলে স্ত্রীনাশ, বাণিজ্যহানি বিরোধ এবং দূরযাত্রায় অনিষ্ট হয়

অষ্টমে থাকিলে উৎকট রোগ, শোকসন্তাপ ও রিপুপরবশতাহেতু বিবাদ হইয়া থাকে

নবমে থাকিলে মাতৃল সাধুলোকের আশ্রয়ভাজন এবং বিদ্যা, ধর্ম্ম ও ভাগ্যহীন হয়

দশমে থাকিলে কর্ম্মহানি, পদচ্যুতি, অপমান ও শত্রুকুল প্রবল হয়

একাদশে থাকিলে শত্রু হইতে লাভ, মিত্রনাশ ও কপট বন্ধু জোটে, নিকৃষ্ট ভৃত্য ও শত্রু হইতে অর্থলাভ হয়

দ্বাদশে থাকিলে মানসিক কষ্ট, ঋণ, অপমান, শত্রুবৃদ্ধি ও বন্ধন বা অপমৃত্যু হয়

সপ্তমাধিপ লগ্নে থাকিলে বাল্যবয়সে বিবাহ, বাণিজ্য-কুশল ও বিদেশযাত্রা হয়

দ্বিতীয়ে থাকিলে বিবাহ বা ব্যবসাদ্বারা ধন লাভ হয়

তৃতীয়ে থাকিলে ভাই ও জ্ঞাতিবিরোধ অথবা কোন জাতি কিম্বা প্রতিবেশী কর্তৃক অনিষ্ট হয়

চতুর্থে থাকিলে মোকর্দ্দমা, ব্যবস বা বিবাহের দ্বারা উত্তম গৃহ অথবা ভূসম্পত্তি লাভ হয়

পঞ্চমে থাকিলে স্ত্রীবশ, বাণিজ্য বা ব্যবসাদ্বারা ধনবান হয়, কিন্তু পরবুদ্ধি অনুসারী হয়

ষষ্ঠে থাকিলে স্ত্রীনাশ, ব্যবসায় ক্ষতি এবং মৎস্যমাংসী ও ভৃত্যদ্বারা অর্থ নাশ হয়

সপ্তমে থাকিলে বাণিজ্যে উন্নতি ও বিচারে জয়লাভ হয়।

অষ্টমে থাকিলে স্ত্রীবিয়োগ বা পীড়াগ্রস্ত স্ত্রী ও বাণিজ্যে ক্ষতি হয়, কিন্তু শুভগ্রহ বিশেষতঃ শুক্র অষ্টমাধিপ হইলে স্ত্রীধন লাভ হয়

নবমে থাকিলে বিবাহ বা বাণিজ্যদ্বারা সৌভাগ্যবৃদ্ধি হয়, কিন্তু ধর্ম্ম বা লিপিব্যবসায়ীদিগের সহিত অপ্রণয় হয়

দশমে থাকিলে বাণিজ্যের দ্বারা অর্থ ও সম্মান লাভ এবং উচ্চমতিসম্পন্না ভার্য্যা হয়

একাদশে থাকিলে স্ত্রীবশ্যত হয় এবং ব্যবসাদ্বারা অর্থ লাভ করে

দ্বাদশে থাকিলে অশুভ বিবাহ হয় এবং জাতব্যক্তি দাম্পত্য-সুখহীন এবং শত্রুদ্বারা প্রপীড়িত হইয়া থাকে

অষ্টমাধিপ লগ্নে থাকিলে বিপদ শোক, অমায়ু অথবা সেই গ্রহানুযায়ী দীর্ঘস্থায়ী পীড়া হয়

দ্বিতীয়ে থাকিলে দুর্ঘটনাপ্রযুক্ত অর্থনাশ হয়, কিন্তু শুভগ্রহ বলবান্ হইলে মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে

তৃতীয়ে থাকিলে যাত্রাদিতে অমঙ্গল, ভ্রাতৃনাশ বা ভ্রাতাদিগের সতত বিপদ ও শোক সন্তাপ হয়

চতুর্থে থাকিলে পিতৃবিষ্ট, পিতৃধনহানি, বাহন হইতে পতন, ভূসম্পত্তির নাশ, কিম্বা অট্টালিকা হইতে পতনদ্বারা মহানিষ্ট হইয়া থাকে

পঞ্চমে থাকিলে পুত্রশোক বা ইন্দ্রিয়দোষে অথবা অপরিমিত ভোজনাদিতে মৃত্যু ঘটে

ষষ্ঠে থাকিলে মানব বিপন্ন; কঠিন রোগগ্রস্ত ও অল্পায়ু হয়

সপ্তমে থাকিলে ভার্য্যানাশ, বাণিজ্যে ক্ষতি এবং দূরযাত্রায় অমঙ্গল ঘটে

অষ্টমে থাকিলে যদি শুভগ্রহ হয়, তবে স্ত্রীসম্পত্তি, মৃত ব্যক্তির ধনলাভ ও বিনাকষ্টে মৃত্যুলাভ হয়, নতুবা বধ ও বন্ধন ভয় নানা প্রকার শোক সন্তাপ ও বিপদ হইয়া থাকে

নবমে থাকিলে বিদ্যা ও ধর্ম্মানুশীলনে প্রতিবন্ধক, অথবা বিদেশে কিম্বা তীর্থস্থানে মৃত্যু হয়।

দশমে থাকিলে মাতার অনিষ্ট, কার্য্যহানি, পদচ্যুতি, অপমান এবং স্বকর্ম্মহেতু অনুতাপ ঘটে

একাদশে থাকিলে অগ্রজের অনিষ্ট, বন্ধুনাশ, নৈরাশ্য ও অর্থহানি হয়, কিন্তু বলবান হইলে কোন মিত্র বা আত্মীয়জনের ত্যক্ত সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে

দ্বাদশে থাকিলে জাতক শোকার্ত্ত, ঋণগ্রস্ত, প্রাপ্য-

সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত, নির্ব্বাসিত, কারারুদ্ধ ও বিদেশমৃত্যুর সম্ভাবনা

নবমাধিপ—লগ্নে থাকিলে জাতক ব্যক্তি ভাগ্যবান্, বুদ্ধিমান, ধর্ম্মপরায়ণ, বিদ্যা ও বাণিজ্যাদিদ্বারা সুখী ও বহু ভ্রমণশীল হয়

দ্বিতীয়ে থাকিলে বিদ্যা, ধর্ম্ম বা যজনক্রিয়াদ্বারা ধনলাভ হয়

তৃতীয়ে থাকিলে চঞ্চল, ভ্রমণশীল, অল্প ভাগ্যবান, অথবা ভ্রমণদ্বারায় বা ভ্রাতৃসাহায্যে ভাগ্যবান হয়

চতুর্থে থাকিলে বাণিজ্য, বিদ্যা বা ধর্ম্মব্যবসা দ্বারা স্থাবর সম্পত্তি ও বাহনাদি লাভ হইয়া থাকে।

পঞ্চমে থাকিলে বিদ্যা, মনোরম স্ত্রী, সুসন্তান ও সৌভাগ্য লাভ হয়

ষষ্ঠে থাকিলে মানব বিদ্যা ও ধর্ম্মহীন, ক্লেশযুক্ত এবং রোগ ও শত্রুপীড়িত হইয়া থাকে

সপ্তমে থাকিলে বিদ্যা বা ব্যবসা দ্বারা ধন ও উত্তম স্ত্রীলাভ হয়

অষ্টমে থাকিলে মনুষ্য মৃতব্যক্তির সম্পত্তি লাভ করে, কিন্তু আত্মীয় বা অপর সাধারণের দ্বেষ্য এবং নানা চিন্তা ও শোকযুক্ত হইবে

নবমে থাকিলে জাতব্যক্তি ভাগ্যবান, ধর্ম্মানুগত, গুরুপরায়ণ এবং কোন শাস্ত্র বা বাণিজ্য দ্বারা খ্যাতি লাভ করে

দশমে থাকিলে আপন গুণে উচ্চপদ ও যশোলাভ হয়।

একাদশে থাকিলে বহুমিত্রযুক্ত, অর্থশালী ও ভাগ্যবান হইয়া থাকে

দ্বাদশে থাকিলে জাতক দুরাশয় ও দুর্ভাগ্যবান হয় এবং পদে পদে তাহার দুর্ঘটনা ঘটে

দশমাধিপ—লগ্নে থাকিলে মানব ক্ষমতাশালী, গণ্য মান্য ও কীর্ত্তিশালী হয়

দ্বিতীয়ে থাকিলে মনুষ্য ব্যবসা বা রাজকার্য্য দ্বারা সম্মান ও ধনোপার্জ্জন করে।

তৃতীয়ে থাকিলে কার্য্যপরিবর্ত্তন, কার্য্যোপলক্ষে ভ্রমণ বা ভ্রাতৃসাহায্যে কর্ম্ম ও ক্ষমতালাভ ঘটে

চতুর্থে থাকিলে সম্মান, আস্পদ, উচ্চকার্য্য, ভূসম্পত্তি ও বাহন লাভ হয়

পঞ্চমে থাকিলে মানব আপন বুদ্ধিপ্রভাবে সম্মানিত হয় এবং শুভগ্রহ হইলে পুত্র ও কীর্ত্তিমান্ হইয়া থাকে

ষষ্ঠে থাকিলে অপমান ও কার্য্যনাশ হয়

সপ্তমে থাকিলে ব্যবসার উন্নতি, সম্রান্তকুলে বিবাহ, কিম্বা বিদেশে কার্য্য ও সম্মানলাভ ঘটে

অষ্টমে থাকিলে কর্ম্মনাশ, শোক সন্তাপ, অপমান, বধ বন্ধন ও রাজভয় হয়

নবমে থাকিলে ভাগ্যবান, ধনী, মানী ও খ্যাত হইয়া থাকে।

দশমে থাকিলে ক্ষমতাশালী, উচ্চপদস্থ কীর্ত্তিমান্ ও যশস্বী হয়।

একাদশে থাকিলে লাভজনক কার্য্য, উত্তম বাহন, সামাজিক সম্মান ও সম্ভ্রান্ত বন্ধুলাভ হয়

দ্বাদশে থাকিলে কর্ম্মনাশ, স্বকর্ম্মফলে ঋণ, কারাবরোধ, অপমান, দুর্ভাবনা ও পদচ্যুতি ঘটে

একাদশাধিপ—লগ্নে থাকিলে বহু আয় বহু মিত্র ও পদে পদে উৎসাহ বৃদ্ধি হয়

দ্বিতীয়ে থাকিলে বন্ধুদ্বারায় ধন সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে।

তৃতীয়ে থাকিলে আয়ের হানি, ভ্রমণ বিঘ্ন ভ্রাতৃ সাহায্যে মিত্র ও অর্থলাভ হইয়া থাকে

চতুর্থে থাকিলে মানব কৃষিকার্য্যে সফল, পিতৃসম্পত্তি, উত্তম বাহন ও ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হয়।

পঞ্চমে থাকিলে মনোমত বন্ধু, প্রণয়বৃদ্ধি ও সন্তানাদি বা কোন ব্যবসা দ্বারা অর্থলাভ হইয়া থাকে

ষষ্ঠে থাকিলে শত্রু বা রোগহেতু আয়ের হানি জন্মে।

সপ্তমে থাকিলে বিবাহ দ্বারায় সংমিত্রলাভ, অংশীর সহিত সৌহার্দ্দ এবং ব্যবসা ও বিদেশযাত্রায় ধনলাভ হয়

অষ্টমে থাকিলে আত্মীয় ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তি লাভ ও অগ্রজের অশুভ ঘটে।

নবমে থাকিলে বিদ্যা, ধর্ম্ম ও বাণিজ্যদ্বারা অর্থ লাভ এবং পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক ব্যক্তির স্নেহলাভ হয়

দশমে থাকিলে সম্ভ্রান্ত বন্ধু ও তৎসাহায্যে নানা কার্য্য, অর্থ ও সম্মানলাভ হয়

একাদশে থাকিলে সদা উৎসাহ বৃদ্ধি, বহুলাভ ও উত্তম মিত্র হইয়া থাকে

দ্বাদশে থাকিলে মনুষ্য গুপ্তশত্রুযুক্ত, অমিতব্যয়ী, ঋণী ও বন্ধুহীন হয়।

দ্বাদশাধিপ লগ্নে থাকিলে মানব অপব্যয়ী, সদা বিপদ ও অল্পায়ু হইয়া থাকে

দ্বিতীয়ে থাকিলে নানা প্রকারে ধননাশ হয়

তৃতীয়ে থাকিলে ভাতৃবিরোধ ও ভাতৃনাশ এবং যাত্রাদিতে অশুভ ঘটিয়া থাকে

চতুর্থে থাকিলে পিতার অশুভ ও পিতৃধনবিনাশী, পরগৃহবাসী ও নানা কষ্টযুক্ত হইবে

পঞ্চমে থাকিলে অপত্যশোক, দুর্ভাবনা, দুর্বুদ্ধি, বুদ্ধিহানি ও বিলাসজনো অর্থহানি হয়

ষষ্ঠে থাকিলে জাতব্যক্তি রোগার্ত্ত ও শত্রুদ্বারা পীড়িত হইয়া থাকে

সপ্তমে থাকিলে ভার্য্যানাশ বা কগ্ন স্ত্রী পরিজনের মধ্যে কলহ এবং ব্যবসা বা মকর্দ্দমার ক্ষতি হয়।

অষ্টমে থাকিলে ক্ষীণদেহী, প্রাপ্যধনবঞ্চিত ও সদা বিপন্ন হইবে

নবমে থাকিলে বিদ্যা ও ধর্ম্মানুশীলনে বিঘ্ন, বাণিজ্য ও নৌকাযাত্রায় অনিষ্ট ঘটে, এবং সে ভাগ্যহীন, বিপদাপন্ন ও সাধুব্যক্তিদিগের অপ্রিয়ভাজন হয়

দশমে থাকিলে অপমান ও কার্য্যনাশ হইবে।

একাদশে থাকিলে অর্থহানি, বন্ধুনাশ, অথবা প্রতারক বন্ধু কর্ত্তৃক অনিষ্ট ঘটে

দ্বাদশে থাকিলে শত্রুযুক্ত, শোকসন্তপ্ত, ঋণগ্রস্ত, কারাবদ্ধ, বধবন্ধনরত অথবা নির্ব্বাসিত হইবে

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিবিধ যোগ তুঙ্গ ও কেন্দ্রফল।

নবমাধিপতি যদি নবম স্থানে, লগ্নে, চতুর্থে, সপ্তমে বা দশমে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে চন্দ্রপ্রভা যোগ হইয়া থাকে এই যোগে জন্মিলে জাতক রাজাধিরাজ, গুণবান্ ও সুখী হইয়া গঙ্গাজলে প্রাণত্যাগ করে

দশমাধিপতি যদি কেন্দ্রে অর্থাৎ লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম বা দশমে অথবা ধনস্থানে অবস্থিতি করে, তবে তাহাকে ক্ষেত্রসিংহাসন যোগ কহে এই যোগে জন্মগ্রহণ করিলে জাতব্যক্তি জগদ্বিখ্যাত, কীর্ত্তিবিশিষ্ট রাজা হয় এবং মত্ত হস্তীদ্বারা সেবিত হইয়া সুখে কালযাপন করে

জন্মকালে রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, শুক্র ও শনি যদি বৃহস্পতিকে অবলোকন করে তবে নিশাশঙ্কা যোগে হয় এই যোগে জাতক রাজকুলের শ্রেষ্ঠ, রাজা এবং অতুল কীর্ত্তিবান হয়।

জন্মকালে বৃহস্পতিকে সকল গ্রহ দর্শন করিলে রাজা হয় দৈবাৎ যদি সেই বৃহস্পতি সকল গ্রহকে অবলোকন করে তাহা হইলেও রাজযোগ হইয়া থাকে এবং সে ব্যক্তি শত বৎসর জীবিত থাকে

যাহার জন্মকালে সিংহ, ধনু, মীন, মেষ, কর্কট ও বৃশ্চিক রাশিতে রবি ও মঙ্গল একত্র অবস্থিতি করে, সে ব্যক্তি ধনবান হইয়া থাকে।

যদি বৃহস্পতি হইতে সপ্তম গৃহে চন্দ্র অবস্থিতি করে, কিম্বা ঐ দুই গ্রহ এক গৃহগত হয় তবে জীবযোগ হয়। এই যোগে জন্মিলে মনুষ্য ধনবান, দাতা, গুণজ্ঞ ও রাজপূজ্য হইবে।

মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর রাশিতে গ্রহগণের অবস্থিতি হইলে চতুঃসাহের যোগ হয়, ইহা দেবতাদিগের দুর্লভ ইহাতে জন্মিলে মনুষ্য গুনবান ও রাজবংশোদ্ভূত হইলে রাজা হয়, অন্যবংশীয় হইলে কতিপয় গ্রামের অধিপতি হইয়া থাকে

মীনে, মেষে, বৃষে, ও তুলাতে গ্রহগণ অবস্থিতি করিলে কনকদণ্ড যোগ হয়, এই যোগে জন্ম হইলে মনুষ্য গুণবান্ ও প্রধান রাজা হইবে

যাহার জন্মকালে শনি ও বৃহস্পতি পরস্পরকে অবলোকন করে, সেই ব্যক্তি নীচকুলোদ্ভব ও নির্গুণ হইলেও সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়

মেষে, ধনুতে, সিংহের ও তুলাতে জন্ম হইলে রাজহংস-যোগ হয়, এই যোগে জন্ম হইলে মনুষ্য রাজতুল্য ও সুখী হইবে।

যাহার জন্মকালে একটী গ্রহ স্বক্ষেত্রে থাকিবে, সেই ব্যক্তি স্বীয় বংশের উপযুক্ত পাত্র হইবে, দুই গ্রহ ঐরূপ থাকিলে কুল-শ্রেষ্ঠ, তিনটী থাকিলে বন্ধুবর্গের মাননীয়, চারিটী থাকিলে

ধনী, পাঁচটী থাকিলে সুখী, ছয়টী থাকিলে রাজতুল্য, সাতটী থাকিলে রাজা হইবে

তুঙ্গফল

রবিস্বীয় উচ্চগৃহে থাকিলে মনুষ্য পণ্ডিত, ধার্ম্মিক, ধীর স্বভাব, অরোগী, বহুজনপালক, দাতা, বহুসুখভোগী এবং মণ্ডলেশ্বর নৃপতি হইয়া থাকে

জন্মকালে বুধ স্বীয় উচ্চগৃহে থাকিলে মানব কন্যা, পুত্র ও উত্তম বস্ত্রসম্পন্ন, রাজপূজ্য, শাস্ত্রামোদী এবং সদা সৌভাগ্য-শালী হয়

বৃহস্পতি স্বীয় উচ্চ রাশিতে থাকিলে মনুষ্য মন্ত্রী অতিশয় বলবান, মাননীয়, ক্রোধী, অতিশয় ধনবান, হস্তী, অশ্ব, যান ও উত্তম স্ত্রীর পতি এবং বহুতর লোকপালক হইয়া থাকে

শুক্র তুঙ্গস্থানে থাকিলে মানব মিষ্টান্নভোগী, সর্ব্বগুণ-যুক্ত, রাজমন্ত্রী, দীর্ঘায়ুঃ, দাতা, দেবতাব্রাহ্মণভক্ত এবং উত্তম ভোগ বিশিষ্ট হয়

শনি স্বীয় উচ্চ ভবনে থাকিলে মনুষ্য স্ত্রীবিলাসী, সুকীর্ত্তি-শালী, অতি ধনবান্, দীর্ঘজীবী, রাজ্যের আংশিক অধিপতির পণ্ডিত, দাতা এবং ভোক্তা হয়

সিংহ, বৃষ, কন্যা বা কর্কট রাশিতে রাহু থাকিলে মনুষ্য অতিশয় লক্ষ্মীবান, রাজরাজাধিপ, ঘোটক, হস্তী, মনুষ্য, গো এবং মেদিনীমণ্ডলের অধিপতি, শত্রুদমী ও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে

তুঙ্গস্থানে একটী গ্রহ থাকিলে জাতক ভাগ্যবান, দুইটী

থাকিলে ধনেশ্বর, তিনটী থাকিলে রাজা এবং চারিটী থাকিলে চক্রবর্ত্তী রাজা হয়

কেন্দ্রফল।

রবি কেন্দ্রস্থ হইলে মনুষ্য ক্রূর, কৃতান্তসদৃশ, হিংস্র, রক্ত-বর্ণ, অতি মূঢ়, সদা ক্ষুধার্ত্ত, শিরোরোগবিশিষ্ট, নেত্ররোগযুক্ত, পরদারাসক্ত ও পররাজ্যবাসী হইয়া থাকে

চন্দ্র কেন্দ্রগত হইলে মিত্রবর্গের উপকারী, অতিশয় ঐশ্বর্য্য-শালী, বিনয়সম্পন্ন, স্মৃতিশাস্ত্রানুশীলনে তৎপর, রমণীয় দেহ বিশিষ্ট এবং দীর্ঘজীবী হইবে

মঙ্গল কেন্দ্রী হইলে কুৎসিত শরীর কুচরিত স্ত্রী, মৃগয়া, দ্যূত প্রভৃতি বাসনাসক্ত, কুৎসিত কার্য্যে দাতা, বহুপ্রাণীহত্যা-কারী ও চিররোগী হয়

বুধ কেন্দ্রে থাকিলে বুদ্ধিমান, বিদ্যাবান, ভোগী, গুরু রাজভক্ত, সৎস্বভাব রমণীর পতি এবং ব্রাহ্মণ ও সাধুজনপূজ-রত হইয়া থাকে

বৃহস্পতি কেন্দ্রগত হইলে ধার্ম্মিক, নৃপতি বা রাজমন্ত্রী, ধর্ম্মার্থকামে বিলাসী, সুন্দর নারীর পতি এবং কমনীয় কান্তি-বিশিষ্ট হয়

কেন্দ্রে শুক্র থাকিলে সুখী, সুযোগী, আত্মীয়জনানুরাগী, সুন্দরী কামিনীযুক্ত, সুবুদ্ধি, গুণবান, ধনী, নিজ কুলোজ্জ্বলকারী এবং দীর্ঘায়ু হইবে

শনি কেন্দ্রে থাকিলে ভৃত্য কর্ম্মকর, খলস্বভাব, আত্মজ

দারিদ্র্যযুক্ত, রোগী, কুৎসিত দেহী, পরকার্য্যবিনাসী, বাল-স্বভাবসুলভ এবং সদা ব্যসনাসক্ত থাকে

রাহু কেন্দ্রগত হইলে ক্রূর, কুৎসিতদেহী, কুবুদ্ধি, পরের অপকারী, পরভাগ্যোপজীবী, পীড়াভিভূত, ব্যসনাসক্ত এবং শত্রুপক্ষে দাতা হইবে

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গ্রহগণের ভাব ও দশাদি

গ্রহগণের ভাব বিচার সম্বন্ধে নানা গ্রন্থকার নানা কথা বলিয়া গিয়াছেন কাহারও মতে শয়ন, উপবেশন, নেত্রপাণি প্রকাশক, গমনেচ্ছু, গমন সভাবগতি, আগমন, ভোজন, নৃত্য, লিপ্সা, কৌতুক, নিদ্রা এই দ্বাদশ ভাব কাহারও মতে লজ্জিত, গর্ব্বিত ক্ষুধিত তৃষিত, মুদিত, ক্ষোভিত এই ছয় ভাব কেহ বলেন দীপ্ত, দীন, সুপ্ত, মুদিত, সুস্থ, পপীড়িত, মুষিত, পরি হীয়মান বীর্য্য, প্রবৃদ্ধ বীর্য্য, অধিক বীর্য্য এই দশ ভাব কেহ বা বলেন দীপ্ত, সুস্থ, মুদিত, শান্ত, শক্ত, প্রপীড়িত, দীন বিকল এবং খল এই নয় ভাব অতএব সকলের ভিন্ন ভিন্ন মত বিশেষ করিয়া বলিতে হইলে অতি বিস্তৃত হইয়া উঠিবে; এ জন্য তুমি সহজে বুঝিতে পারিবে বলিয়া দীপ্তাদি দশ ভাবের বিষয় নিম্নে বিবৃত করিতেছি

স্বীয় উচ্চগৃহস্থ গ্রহ দীপ্ত এবং নীচ গৃহস্থ গ্রহ দীন, আপন

গৃহস্থিত গ্রহ সুস্থ, মিত্র গৃহস্থিত গ্রহ মুদিত, শত্রুগৃহগত গ্রহ সুপ্ত, যুদ্ধে পরাজিত গ্রহ প্রপীড়িত অস্তগত গ্রহ মুষিত, নীচ গৃহাভিমুখী গ্রহ পরিহীয়মান বীর্য্য, আপন উচ্চ গৃহ অভিমুখে গতিবিশিষ্ট গ্রহ প্রবৃদ্ধ বীর্য্য, এবং শুভ গ্রহের ক্ষেত্রাদি ষড়-বর্গস্থিত গ্রহ অধিক বীর্য্য বলিয়া কথিত হয়

এক্ষণে গ্রহগণ কি ভাবে থাকিলে কিরূপ ফলপ্রদ হয় তাহাই বলিব। জন্মসময়ে কোন গ্রহ দীপ্তভাবে থাকিলে উত্তম কার্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে দীনভাবে থাকিলে নরপতিও দীনতা প্রাপ্ত হইবে সুস্থভাবে থাকিলে জাতকের ধন, লক্ষ্মী, কীর্ত্তি এবং সুখাদি লাভ হয় মুদিত ভাবস্থ হইলে আপদ ও ... ফল প্রাপ্তি ঘটে সুপ্তভাবে থাকিলে জাতব্যক্তিকে সর্ব্বদা বিপন্ন করে প্রপীড়িত ভাবে থাকিলে জাতক শত্রু কর্ত্তৃক পীড়িত হয়, মুষিত হইলে তাহার অর্থক্ষয় জানিবে প্রবৃদ্ধবীর্য্য গ্রহ জাতব্যক্তিকে হস্তী, ঘোটক, বস্ত্র এবং ভূমি ভোগ করায়, এবং অধিক বীর্য্যান্বিত হইলে রাজসদৃশ শান্তিএবজনিত সম্পদাদি লাভ হইবে

নাক্ষত্রিকী দশা

সত্যযুগে লাগ্নিক দশা, ত্রেতায় হরগৌরী দশা, দ্বাপরে যোগিনী দশা এবং কলিযুগে নাক্ষত্রিকী দশা দ্বারা মনুষ্যের শুভাশুভ নির্ণীত হইয়া থাকে সেই নাক্ষত্রিকী দশার বিষয় কথিত হইতেছে

এই সমস্ত দশাই যে মনুষ্যকে ভোগ করিতে হইবে এমন কিছু নির্দ্দিষ্ট নাই, যাহার যেরূপ পরমায়ু সে সেইরূপ ভোগ

করে সমস্ত দশার সমষ্টিকাল ১০৮ বৎসর উঁহাই মানবের উর্দ্ধতন পরমায়ু নির্দ্দিষ্ট আছে।

কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা নক্ষত্রে জন্ম হইলে রবির দশা, হয়; এই দশার পরিমাণ কাল ৬ বৎসর, প্রতি নক্ষত্রে ২ বৎসর, প্রত্যেক নক্ষত্রের চতুর্থাংশে ৬ মাস, প্রতি দণ্ডে ১২ দিন এবং প্রতি পলে ১২ দিন ভোগ হইয়া থাকে

আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু ও পুষ্যা নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে চন্দ্রের দশা এই দশা ১৫ বৎসর, প্রতি নক্ষত্রে ৩ বৎসর ৯ মাস, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ১১ মাস ৭ দিন ৩০ দণ্ড, প্রতি দণ্ডে, ২২ দিন ৩০ দণ্ড এবং প্রতি পলে ২২ দণ্ড ৩০ পল

মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তর ফলগুনী নক্ষত্রে জন্মিলে প্রথমে মঙ্গলের দশা এই দশার পরিমাণ ৮ বৎসর, প্রতিনক্ষত্রে ২ বৎসর ৮ মাস, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ৮ মাস, প্রতি দণ্ডে ১৬ দিন এবং প্রতি পলে ষোল দণ্ড হয়

হস্তা, চিত্রা, স্বাতী ও বিশাখা নক্ষত্রে বুধের দশা এই দশার পরিমাণ ১৭ বৎসর, প্রতি নক্ষত্রে ৪ বৎসর ৩ মাস, প্রতি নক্ষত্রের চতুর্থাংশে ১ বৎসর ২২ দিন ৩০ দণ্ড, প্রতি দণ্ডে ২৫ দিন ৩০ দণ্ড, প্রতি পলে ২৫ দণ্ড ৩০ পল

অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা ও মূলা নক্ষত্রে শনির দশা এই দশার পরিমাণ ১০ বৎসর, প্রতিনক্ষত্রে ৩ বৎসর ৪ মাস, প্রতিনক্ষত্রের পাদে ১০ মাস, প্রতি দণ্ডে ২০ দিন এবং প্রতি পলে ২০ দণ্ড

পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, অভিজিৎ ও শ্রবণা নক্ষত্রে বৃহস্পতির দশা। দশা পরিমাণ ১০ বৎসর, প্রতি নক্ষত্রে ৪ বৎসর

৯ মাস, প্রত্যেক নক্ষত্রের পাদে ১ বৎসর ২ মাস ৫ দিন, প্রতি দণ্ডে ২৮ দিন ৩০ দণ্ড ও প্রতিপলে ২৮ দণ্ড ৩০ পল

ধনিষ্ঠা, শতভিষ, পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে রাহুর দশা এই দশা ১২ বৎসর, প্রতি নক্ষত্রে ৪ বৎসর, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ১ বৎসর, প্রতি দণ্ডে ২৪ দিন ও প্রতি পলে ২৪ দণ্ড

উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী অশ্বিনী ও ভরণী নক্ষত্রে শুক্রের দশা পরিমাণ কাল ২১ বৎসর, প্রতি নক্ষত্রে ৫ বৎসর ৩ মাস, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ১ বৎসর তিন মাস ২২ দিন ৩০ দণ্ড, প্রতি দণ্ডে ১ মাস ১ দিন ৩০ দণ্ড, প্রতি পলে ৩১ দণ্ড ৩০ পল

সূর্য্য, মঙ্গল, শনি ও রাহুর দশাপরিমিত বর্ষকে দ্বিগুণ করিলে ও চন্দ্র বৃহস্পতি ও শুক্রের দশা পরিমিত বৎসরকে দেড় গুণ করিলে যত সংখ্যা হইবে, একদণ্ডে তত সংখ্যা দিন দশাভুক্তি জানিবে যখন জন্মনক্ষত্রের পরিমাণ ৬০ দণ্ড তখনই এইরূপ প্রক্রিয়াদ্বারা গণনা করিবে নতুবা অনুপাত করিতে হইবে

অন্তর্দ্দশা।

মনুষ্যগণ যে নক্ষত্রে জন্মে, জন্মকাল হইতে তদনুযায়ী দশা ভোগ করিতে হয় সেই দশাকাল শেষ হইলে তাহার পর যে দশা উল্লিখিত হইয়াছে সেই দশা ভোগ করিবে উপরে যে দশাভোগের বিষয় লিখিত হইল উহাকে স্থূলদশা বলে এক একটী স্থূলদশার নির্দ্দিষ্টকালমধ্যে সমস্ত গ্রহগণ পর্য্যায়ক্রমে যে নির্দ্দিষ্টকাল ভোগ করে, তাহাকে তাহাদের অন্তর্দ্দশা কহে। কোন্ গ্রহের দশাকালে কোন্ গ্রহ কতদিন অন্তর্দ্দশা ভোগ

করিবে, তাহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইল, বিস্তৃতি ভয়ে তাহাদের ফলাফল কথিত হইল না তবে প্রতিদিনের দশা ফল অর্থাৎ কোন্ দিন কিরূপে অতিবাহিত হইবে, সহজে তাহা স্থির করিবার জন্য নিত্য দশা গণনা করিবার উপায় কথিত হইবে, যদ্বারা তুমি প্রতিদিনের শুভাশুভ স্থির করিতে পারিবে

রবির দশায় রবির নিজের অন্তর্দ্দশাকাল ৪ মাস, তাহার পরে চন্দ্রের ১০ মাস, মঙ্গলের ৫ মাস ১০ দিন, বুধের ১১ মাস ১০ দিন, শনির ৬ মাস ২০ দিন, বৃহস্পতির ১ বৎসর ২০ দিন, রাহুর ৮ মাস এবং শুক্রের ১ বৎসর ২ মাস

চন্দ্রের দশায় চন্দ্রের ২০ বৎসর ১ মাস, মঙ্গলের ১ বৎসর ১ মাস ১০ দিন, বুধের ২ বৎসর ৪ মাস ১০ দিন, শনির ১ বৎসর ৪ মাস ২০ দিন, বৃহস্পতির ২ বৎসর ৭ মাস ২০ দিন, রাহুর ১ বৎসর ৮ মাস, শুক্রের ২ বৎসর ১১ মাস এবং রবির ১০ মাস

মঙ্গলের দশায় মঙ্গলের ৭ মাস ৩ দিন ২০ দণ্ড, বুধের, ১ বৎসর ৩ মাস ৩ দিন ২০ দণ্ড, শনির ৮ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড, বৃহস্পতির ১ বৎসর ৪ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড, রাহুর ১০ মাস ১০ দিন, শুক্রের ১ বৎসর ৬ মাস ২০ দিন, রবির ৫ মাস ১০ দিন এবং চন্দ্রের ১ বৎসর ১ মাস ১৬ দিন।

বুধের দশায় বুধের ২ বৎসর ৮ মাস ৩ দিন ২০ দণ্ড, শনির ১ বৎসর ৬ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড, বৃহস্পতির ২ বৎসর ১১ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড, রাহুর ১ বৎসর ১০ মাস ২০ দিন, শুক্রের ৩ বৎসর ৩ মাস ২০ দিন, রবির ১১ মাস ১০ দিন, চন্দ্রের ১ বৎ-

র ৪ মাস ১০ দিন এবং মঙ্গলের ১ বৎসর ৩ মাস ৩ দিন ০ দণ্ড

শনির দশায় শনির ১১ মাস ৩ দিন ২০ দণ্ড, বৃহস্পতির বৎসর ৯ মাস ৩ দিন ২০ দণ্ড, রাহুর ১ বৎসর ১ মাস ১০ ন, শুক্রের ১ বৎসর ১১ মাস ১০ দিন, রবির ৬ মাস ২০ দিন, ন্দ্রের ১ বৎসর ৪ মাস ২০ দিন, মঙ্গলের ৮ মাস ২৬ দিন ৪০ ণ্ড এবং বুধের ১ বৎসর ৬ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড।

বৃহস্পতির দশায় তাহার নিজের ১ বৎসর ২০ দিন রাহুর বৎসর ১ মাস ১০ দিন, শুক্রের ৩ বৎসর ৮ মাস ১০ দিন, ন্দ্রের ২ বৎসর ৭ মাস ২০ দিন, মঙ্গলের ১ বৎসর ৪ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড, বুধের ২ বৎসর ১১ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড এবং শনির ১ বৎসর ৯ মাস ৩ দিন ২০ পল।

রাহুর দশায় রাহুর ১ বৎসর ৪ মাস শুক্রের ২ বৎসর ৪ মাস, রবির ৮ মাস চন্দ্রের ১ বৎসর ৮ মাস, মঙ্গলের ১০ মাস ২০ দিন, বুধের ১ বৎসর ১০ মাস ২০ দিন, শনির ১ বৎসর ১১ মাস ১০ দিন, এবং বৃহস্পতির ২ বৎসর ১ মাস ১০ দিন

শুক্রের দশায় শুক্রের ৪ বৎসর ১ মাস, রবির ১ বৎসর ২ মাস, চন্দ্রের ২ বৎসর ১১ মাস, মঙ্গলের ১ বৎসর ৬ মাস ২০ দিন বুধের ৩ বৎসর ৩ মাস ২০ দিন, শনির ১ বৎসর ১১ মাস ১০ দিন, বৃহস্পতির ৩ বৎসর ৮ মাস ২০ দিন এবং রাহুর ২ বৎসর ৪ মাস

এই সকল অন্তর্দশার অন্তর্গত আবার ঐরূপে সকল গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশা আছে।

দিনদশা।

প্রতিদিনের দশা গণনা করিতে হইলে, যাহার দশা গণনা করিতে হইবে তাহার জন্মনক্ষত্রাঙ্ককে ৪ গুণ করিয়া তাহাতে যে দিনদশা গণনা করিবে, সেই দিনের তিথি ও বারের সংখ্যা যোগ করিলে যাহা হইবে, তাহাকে ৯ দিয়া ভাগ করিয়া অবশিষ্ট যে অঙ্ক থাকিবে তাহাদ্বারা দিনদশার অধিপতি নির্ণয় করিবে,

এক অবশিষ্ট থাকিলে রবি, ২ থাকিলে চন্দ্র ৩ থাকিলে মঙ্গল ৪ থাকিলে রাহু, ৫ থাকিলে বৃহস্পতি, ৬ থাকিলে শনি, ৭ থাকিলে বুধ, ৮ থাকিলে কেতু, ০ থাকিলে শুক্র দিনদশার অধিপতি হইবে

এইরূপ গণনা দ্বারা প্রতি দিনের শুভাশুভ জ্ঞান করিবে। যে দিনে রবির দশা হইবে, সেই দিনে শোক অথবা ক্লেশ হইবে, চন্দ্রের দশায় শৌর্য্য ও মনোবাঞ্ছাসিদ্ধি, মঙ্গলের দশাতে অস্ত্র ও অগ্নিভয়, রাহুর দশাতে অর্থক্ষয়, বৃহস্পতির দশাতে শ্রীলাভ, শনির দশাতে ধনক্ষয়, বুধের দশাতে পুণ্যকার্য্য, কেতুর দশাতে কার্য্যনাশ এবং শুক্রের দশাতে লাভ ও পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে

যে তিথিতে দশা গণনা করিবে, যতক্ষণ সেই তিথি থাকিবে ততক্ষণ তাহার দশানুযায়ী ফল হইবে, তিথি পরিত্যাগে পুনর্ব্বার গণনা করিয়া দেখিবে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রহগণের গোচর ফল ও গ্রহদোষ শান্তি।

এতক্ষণ তোমাকে জাতকের জন্মকালীন গণনার কথা বলিলাম। এইবারে গ্রহগণ যথাসময়ে যে রাশি হইতে রাশ্যন্তর গমন করে এবং তদ্দ্বারা যে শুভাশুভ ফল উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহাই বলিয়া জ্যোতিষ বিষয়ক উপদেশ সমাপ্ত করিব। প্রতি মাসের দিনপঞ্জিকায় গ্রহগণের গ্রহস্ফুটবিবর্ত্তনাদি যথাক্রমে লিখিত হইয়া থাকে। উহা দ্বারাই তাহাদিগের গোচর ফল জানিতে পারা যায়।

জন্মরাশিতে চন্দ্র থাকিলে মিষ্টান্ন ভোজন, শুক্র থাকিলে আমোদ প্রমোদ, রবি ও মঙ্গল থাকিলে শত্রুবৃদ্ধি, শনি থাকিলে প্রাণহানি, বুধ থাকিলে বন্ধন, বৃহস্পতি থাকিলে শত্রুবলবৃদ্ধি ও মানসিক ক্লেশ এবং রাহু থাকিলে অর্থক্ষয় হয়।

রবি দ্বিতীয় স্থানস্থিত হইলে মিত্রভেদ, চন্দ্র থাকিলে ক্লেশ, শনি থাকিলে বিত্তনাশ, বুধ থাকিলে লাভ, মঙ্গল থাকিলে হানি, শুক্র থাকিলে ভোগ এবং বৃহস্পতি থাকিলে জ্ঞানবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

রবি, মঙ্গল, শনি ও শুক্র তৃতীয়ে থাকিলে স্থান প্রাপ্তি, চন্দ্র ও বুধ থাকিলে শত্রুনাশ, বৃহস্পতি থাকিলে মনঃপীড়া জন্মে।

চতুর্থে বৃহস্পতি থাকিলে শাস্ত্রবিরোধী বুদ্ধি হয়, রবি থাকিলে অত্যন্ত দুঃখ, চন্দ্র থাকিলে উদররোগ, বুধ থাকিলে

আরোগ্য, শুক্র থাকিলে রোগক্ষয়, মঙ্গলথাকিলে শত্রুভয়, এবং শনি থাকিলে বিত্তনাশ হয়

পঞ্চমে চন্দ্র থাকিলে দুর্ভাগ্য, মঙ্গল থাকিলে উদ্বেগ, শনি থাকিলে নানা দোষ, রবি থাকিলে বন্ধুবিচ্ছেদ, বুধ থাকিলে দুর্ভাগ্য, শুক্র থাকিলে লাভ, বৃহস্পতি থাকিলে সকল সুখ হয়

রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ ও শনি ষষ্ঠে থাকিলে প্রচুর ধনন্যাদি লাভ, বৃহস্পতি থাকিলে শত্রুবৃদ্ধি ও মানসিক ক্লেশ এবং শুক্রে থাকিলে নানাপ্রকার শত্রুতা নাশ হয়

চন্দ্র সপ্তমে থাকিলে স্ত্রীলাভ, শনি থাকিলে মানসিক উদ্বেগ মঙ্গল থাকিলে ধনক্ষয়, বৃহস্পতি থাকিলে সম্পত্তি লাভ, বুধ থাকিলে রোগ, শুক্র থাকিলে রোগবৃদ্ধি, রবি থাকিলে নানা অনিষ্ট হইবে

মঙ্গল অষ্টমে থাকিলে অগ্নিভয়, বুধ থাকিলে সুখ, শনি থাকিলে ধনহরণ শুক্র থাকিলে অর্থলাভ, রবি থাকিলে মৃত্যু, বৃহস্পতি থাকিলে স্থাননাশ এবং চন্দ্র থাকিলে নেত্ররোগ হইয়া থাকে

রবি নবমে থাকিলে অর্থনাশ, বুধ থাকিলে রোগ, মঙ্গল ও শুক্র থাকিলে অর্থলাভ, চন্দ্র থাকিলে ত্রাস এবং বৃহস্পতি থাকিলে স্থান মান ও পশ্বাদি লাভ হয়

দশমে বুধ থাকিলে মনের সুস্থতা, রবি থাকিলে ইচ্ছানুরূপ কীর্তি, মঙ্গল থাকিলে সম্পত্তি, চন্দ্র থাকিলে প্রধান পদ ও অর্থলাভ, রবি থাকিলে কার্য্যসিদ্ধি, শুক্র থাকিলে মিত্রের যশবৃদ্ধি ও বৃহস্পতি থাকিলে প্রীতিলাভ হইবে

রবি, চন্দ্র, মঙ্গল বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি এই সকল গ্রহ একাদশে থাকিলে মনুষ্যের ধনধান্য ও মানবৃদ্ধি হয় একাদশে সকল গ্রহই শুভফলপ্রদ

বৃহস্পতি, রবি, শনি, রাহু, মঙ্গল ও চন্দ্র দ্বাদশে থাকিলে বধ, বন্ধন ভয় হয় বুধ ও শুক্র থাকিলে মানব ধৈর্য্যশীল হয়

রাহু ও কেতুর ফল পৃথক লিখিত হইতেছে

রাহু, লগ্ন, দ্বিতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম নবম বা দ্বাদশ রাশিতে থাকিলে অর্থক্ষয়, শত্রুভয়, কার্য্যহানি রোগ, অগ্নি ভয় ও মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে এতদ্ভিন্ন স্থানে থাকিলে শুভ ফল দেয়

কেতু একাদশ, তৃতীয়, দশম কিম্বা ষষ্ঠ রাশিতে গত হইলে মনুষ্যের সম্মান, ভোগ, রাজপূজা, সুখ ও অর্থ লাভ হয়

রবি ও মঙ্গলগ্রহ প্রবেশ কালে ফল প্রদান করে বৃহস্পতি ও শুক্র মধ্যে, শনি ও চন্দ্র শেষে এবং বুধ সর্ব্বসময়ে ফলপ্রদ হয়।

গ্রহদোষ শান্তি

আমাদিগের দেশের প্রাচীন মুনিগণ গ্রহদোষ শান্তির বিবিধ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাঁহারা বলেন যেমন একটী দীর্ঘ লৌহদণ্ড অট্টালিকাপার্শ্বে প্রোথিত করিয়া দিলে সেই গৃহ বাসীদিগের বজ্রভয় থাকে না, সেইরূপ মানবদেহে কোন কোন দ্রব্য ধারণ করিলে তাহাদের উপর গ্রহগণের প্রাধান্য কার্য্যকর হইতে পারে না। এজন্য কোন্ কোন্ গ্রহ প্রতিকূল হইলে

কি কি দ্রব্য ধারণ করিলে তাহার শান্তি হইবে নিম্নে তাহা কথিত হইতেছে

রবির বৈগুণ্যে বৈদূর্য্যমণি, স্বর্ণ ও তাম্রখণ্ড বা বিল্বমূল ধারণ করিবে। চন্দ্রের জন্য নীলপ্রস্তর (নীলকান্তমণি), রৌপ্য, ক্ষিরইমূল। মঙ্গলের জন্য মাণিক্য (লোহিত প্রস্তর), তাম্র ও তীক্ষ্ণ লৌহ বা অনন্তমূল। বুধের জন্য পুষ্পরাগ, পারদ ও কাঁসা বা বৃদ্ধদারকের মূল। বৃহস্পতির জন্য মুক্তা, দস্তা বা বামনহাটীর মূল। শুক্রের জন্য হীরক, বঙ্গ বা রামবাকসের মূল। শনির জন্য প্রস্তর, সীসা বা শ্বেত বেড়েলার মূল। রাহুর জন্য গোমেদ প্রস্তর, লৌহ বা চন্দনকাষ্ঠ। কেতুর জন্য মরকত প্রস্তর, লৌহ বা অশ্বগন্ধার মূল ধারণ করিলে গ্রহদোষ নিবৃত্তি পায়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

প্রশ্নগণনা।

"ক" হইতে "হ" পর্য্যন্ত ৩৩টী ব্যঞ্জন এবং অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ এ ঐ ও ঔ অং অঃ এই ষোড়শটি স্বরবর্ণের এক একটী নির্দ্দিষ্ট অঙ্কদ্বারা প্রশ্নগণনা সাধন করা যায়। যথা,—ক ৩, খ ৪, গ ৫, ঘ ৬, ঙ ৭, চ ৭, ছ ৫ জ ৬, ঝ ৭, ঞ ৮, ট ৫, ঠ ৬, ড ৭, ঢ ৮, ণ ৯, ত ৬, থ ৭, দ ৮, ন ১০, প ৭, ফ ৮, ব ৯, ভ ১০, ম ১১ য ৮, র ৯, ল ১০, ব ১১, শ ৯, ষ ১০, স ১১, হ ১২, এবং অ ১, আ ২, ই ৩, ঈ ৪, উ ৫

ঊ ৬, ঋ ৭, ৠ ৮ ঌ ৯ ৡ ১০, এ ১১, ঐ ১২, ও ১৩, ঔ ১৪, অং ১৫ অঃ ১৬

প্রশ্নকারক প্রশ্ন করিবার কালে যে কয়টী কথা বলিবে, উপরোক্ত নিয়মানুসারে তাহাদের স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ গুলির অঙ্ক পৃথক পৃথক যোগ করিবে বলা বাহুল্য যে, যে সকল ব্যঞ্জনবর্ণ হসন্ত অর্থাৎ শেষে কেবল অ মাত্র আছে, তাহার জন্য অতিরিক্ত ১ যোগ করিতে হইবে না, স্বর এবং ব্যঞ্জনবর্ণের অঙ্ক গুলির দুইটী যোগফলকে পরস্পর গুণ করিবে গুণ ফল যাহা হইবে তাহার নাম অক্ষরপিণ্ড। ঐ অক্ষরপিণ্ডকে ২ দিয়া ভাগ করিলে যদি বাকী ১ থাকে, তবে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে, আর শূন্য থাকিলে হইবে না লাভালাভের প্রশ্ন স্থলে ১ থাকিলে লাভ ০ থাকিলে ক্ষতি জানিতে হইবে ঐরূপ জয় পরাজয়, ভাল মন্দ ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর বিবেচনা করিয়া বলিবে

গণনায় কোন্ দিকের প্রশ্ন জানিতে হইলে, ঐ অক্ষরপিণ্ডকে ৮ দিয়া ভাগ করিয়া দিক্ নিরূপণ করিবে যথা—১ বাকী থাকিলে পূর্ব্বদিক্, ২ থাকিলে অগ্নিকোণ, ৩ থাকিলে দক্ষিণ, ৪ থাকিলে নৈঋতকোণ, ৫ থাকিলে পশ্চিম, ৬ থাকিলে বায়ুকোণ, ৭ থাকিলে উত্তরদিক্, ০ থাকিলে ঈশানকোণ নিশ্চয় করিবে

যদি স্বর্গ মর্ত্ত্য, পাতাল বা শূন্য, মৃত্তিকার উপর ও মাটীর নীচে ঐরূপ অবধারিত করিতে হয়, তবে অক্ষরপিণ্ডকে ৩ দিয়া ভাগ করিবে; ভাগশেষ ১ থাকিলে স্বর্গ বা শূন্য, ২ থাকিলে মর্ত্ত্য বা মাটীর উপর এবং শূন্য থাকিলে মাটীর নীচে বা পাতাল বুঝিবে।

যদি অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অবধারিত করিবার প্রয়োজন হয়, তবে অক্ষরপিণ্ডকে ৩ দিয়, ভাগ করিতে হইবে এবং ভাগশেষ ১ থাকিলে অতীত, ২ থাকিলে বর্ত্তমান ও ৩ থাকিলে ভবিষ্যৎ বলিয়া স্থির করিবে

ঐরূপে উক্ত অক্ষরপিণ্ডকে ৪ দিয়া ভাগ করিয়া যদি ১ অবশিষ্ট থাকে তবে ধাতুমূল, ২ থাকিলে তাহা হইলে জীব, ৩ থাকিলে মূলজীব এবং শূন্য থাকিলে ধাতুচিন্তা স্থির করিবে

যদি ধাতু চিন্তা স্থির হয় তবে অক্ষরপিণ্ডকে দুই দিয়া ভাগ করিলে যদি ১ অবশিষ্ট থাকে তবে ঐ ধাতু শরীরে ধার্য্য, আর ০ থাকিলে তাহার বিপরীত অন্য প্রকারধাতু বিবেচনা করিতে হইবে।

কি ধাতু জানিবার আবশ্যক হইলে অক্ষরপিণ্ডকে ১১ ভাগ করিতে হইবে এক বাকী থাকিলে স্বর্ণ ২ থাকিলে রৌপ্য ৩ থাকিলে তাম্র, ৪ থাকিলে পারদ, ৫ থাকিলে কাংস, ৬ থাকিলে পিত্তল, ৭ থাকিলে সীসক, ৮ থাকিলে দস্তা, ৯ থাকিলে লৌহ ১০ থাকিলে অভ্র, এবং ০ থাকিলে কাচ বলিয়া জানিবে

যদি শরীরে ধার্য্য ধাতু বলিয়া স্থির হয়, তবে কোন অলঙ্কার বুঝিতে হইবে, তাহ হইলে কি অলঙ্কার তাহা অবধারিত করা আবশ্যক হইবে তাহা হইলে যাহার ভূষণ তাহার নামের অক্ষর সংখ্যাকে ৩ দিয়া ভাগ করিবে। এক বাকী থাকিলে নানা অঙ্গের অলঙ্কার, ২ থাকিলে মস্তকের, ৩ থাকিলে চরণালঙ্কার স্থির করিবে

জীবপ্রশ্নে অক্ষরপিণ্ডকে ৪ দিয়া ভাগ করিয়া ১বাকী থাকিলে দ্বিপদ, ২ থাকিলে চতুষ্পদ, ৩ থাকিলে পদহীন এবং শূন্য থাকিলে বহুপদ জীব নিশ্চয় জানিবে

ঐরূপে ৪ দিয়া অঙ্কপিণ্ডকে ভাগ করিয়া ১ থাকিলে দেবতা, ২ থাকিলে মনুষ্য ৩ থাকিলে পক্ষী, ০ থাকিলে রাক্ষস স্থির করিবে

অঙ্কপিণ্ডকে ৩ দিয়া ভাগ করিলে যদি ১ থাকে, তাহা হইলে গৌরবর্ণ দীর্ঘ বালক, ২ থাকিলে শ্যামবর্ণ মধ্যমাকার যুবা এবং ০ থাকিলে মলামবর্ণ, খর্ব্ব ও বৃদ্ধ বলিয়া জানিতে হইবে

দেবতা, মনুষ্য, পক্ষী ও রাক্ষস এই চতুর্ব্বিধ জীবের পুরুষ বা স্ত্রী জানিতে হইলে অঙ্কপিণ্ডকে দুই দিয়া ভাগ করিয়া ১ থাকিলে পুরুষ ও ০ থাকিলে স্ত্রী নিশ্চয় করিবে

বৃক্ষাদি বিষয়ক প্রশ্ন হইলে অঙ্কপিণ্ডকে ৬ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগশেষ ১ থাকিলে মূল ২ থাকিলে কাষ্ঠ ৩ থাকিলে ত্বক, ৪ থাকিলে পত্র, ৫ থাকিলে পুষ্প এবং ০ থাকিলে ফল স্থির করিবে

অঙ্কপিণ্ডকে ৪ দিয়া ভাগ করিয়া বাকী ১ থাকিলে বৃক্ষ, ২ থাকিলে লতা, ৩ থাকিলে ওষধি ০ থাকিলে তৃণ গুল্মাদি জানিতে হইবে

অঙ্কপিণ্ডকে ২ দিয়া ভাগ করিলে যদি ১ বাকী থাকে তবে ভক্ষ্য, থাকিলে তাহা অভক্ষ্য বলিয়া জানিবে

জীবচিন্তাস্থলে অঙ্কপিণ্ডকে ৬ দিয়া ভাগ করিলে যদি ভাগশেষ ১ থাকে তবে কেশ, ২ থাকিলে অস্থি, ৩ থাকিলে মাংস ৪ থাকিলে চর্ম্ম, ৫ থাকিলে মেদ, ০ থাকিলে রস নিরূপণ করিবে।

উক্ত বিষয়ক প্রশ্নে জীবিত কি মৃত স্থির করিতে হইলে

অক্ষরপিণ্ডকে ২ ভাগ করিয়া ১ বাকী থাকিলে জীবিত, ০ থাকিলে মৃত জানিবে

যুদ্ধ বিষয়ক প্রশ্ন হইলে অক্ষরপিণ্ডে নামাক্ষরাঙ্ক যোগ করিয়া ৩ দিয়া ভাগ করিবে, তাহাতে যদি ১ বাকী থাকে তবে যুদ্ধে যাওয়া বিধেয়, ২ থাকিলে স্থির থাকা কর্ত্তব্য, ০ থাকিলে সন্ধি করা কর্ত্তব্য।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার ও সামুদ্রিক।

মা বিন্দু, এক্ষণে তোমাকে নষ্ট কোষ্ঠী ও সামুদ্রিক সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু উপদেশ দিয়া জ্যোতিষাধ্যায় সমাপ্ত করিব যদি কাহারও জন্মপত্রিকা না থাকে তবে নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া তাহা প্রস্তুত করিয়া লইবে

যাহার কোষ্ঠী উদ্ধার করিতে হইবে, সে ব্যক্তি তাহার কোষ্ঠীগণনা সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিবে, আগে গণনা করিয়া দেখিবে যে সেই প্রশ্নবাক্যে ঠিক কতগুলি অক্ষর আছে প্রশ্নবাক্যে যতগুলি অক্ষর থাকিবে প্রথমতঃ তাহাকে ৪ গুণ করিবে। সেই গুণফলে ৩ যোগ করিয়া যাহা হইবে তাহাকে ধ্রুবাঙ্ক কহে ঐ ধ্রুবাঙ্ককে অবলম্বন করিয়া নিম্নোক্ত প্রকারে প্রশ্নকর্তার জন্মশক জন্মমাসাদি অবধারণ করিতে হইবে যথা জন্মশক জানিবার প্রয়োজন হইলে ঐ ধ্রুবাঙ্ককে ৩২ দিয়া

গুণ করিয়া যাহার বয়ঃক্রম গণনা করিবে সে যদি বৃদ্ধ হয় তবে, ঐ গুণফলকে ২৭ দিয়া ভাগ করিলে যাহা ভাগফল হইবে তত বৎসর, যুবা হইলে ঐ গুণফলকে ৪৮ দিয়া এবং বালক হইলে ২৭ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফল যত হইবে তত বৎসর বয়ঃক্রম জানিবে

জন্মমাস জানিতে হইলে ধ্রুবাঙ্ককে ৮ দ্বারা গুণ করিয়া ১২ দিয়া ভাগ দিলে ভাগশেষ যত থাকিবে তাহা মাসাঙ্ক জানিবে। যথা—১ থাকিলে বৈশাখ, ২ থাকিলে জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি

জন্মতিথি জানিবার প্রয়োজন হইলে ধ্রুবাঙ্ককে ১০ দিয়া গুণ করিয়া ২ দিয়া ভাগ দিলে যদি ১ বাকী থাকে তবে শুক্ল, ০ বাকী থাকিলে কৃষ্ণপক্ষ জানিতে হইবে।

জন্মতিথি নিশ্চয় করিবার সময় ধ্রুবাঙ্ককে ১২ দিয়া গুণ করিয়া গুণফলকে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে ভাগশেষ যাহা থাকিবে, তাহাকে তিথির অঙ্ক অর্থাৎ ১ থাকিলে প্রতিপদ, ২ থাকিলে দ্বিতীয় ইত্যাদি ক্রমে ১৫ পর্যন্ত শুক্লপক্ষের সেই তিথি এবং ১৫ পরে ১৬ হইতে কৃষ্ণ পক্ষের তিথি জ্ঞান করিবে

লগ্ন জানিতে হইলে ধ্রুবাঙ্ককে ১৫ গুণ করিয়া গুণফলকে ১২ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই মেষাদি ক্রমে লগ্ন জানিবে যথা ১ থাকিলে মেষ, ২ থাকিলে বৃষ ইত্যাদি

জন্মবার জানিবার সময় ধ্রুবাঙ্ককে ১ গুণ করিয়া গুণফলকে ৭ দিয়া ভাগ করিলে ভাগশেষ যাহা থাকিবে তদ্দ্বারা ১ হইতে রবি প্রভৃতি বার অবধারণ করিবে

রাশি জানিবার সময় ধ্রুবাঙ্ককে ২০ গুণ করিয়া গুণফলকে

১২ ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই মেষাদি ক্রমে রাশির অঙ্ক জানিয়া লইবে।

সামুদ্রিক।

মা বিদু তোমাকে জ্যোতিষ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিলাম তাহা অতি সংক্ষেপ হইলেও তোমার কোন কাজ আটক হইবে না, যাহা কিছু আবশ্যক সকলই সাধন করিতে পারিবে। এক্ষণে সামুদ্রিক অর্থাৎ হস্তাদির চিহ্ন দেখিয়া মানবের প্রকৃতি এবং অদৃষ্টাদি গণনা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব

সকল স্ত্রী পুরুষের হস্তের রেখা যে কিছু সমান এমন নহে; ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সকল মনুষ্যের অদৃষ্টও কিছু সমান নহে এবং সকলেই যে এক প্রকৃতির তাহাও নহে। কিরূপ রেখা থাকিলে মনুষ্যাদৃষ্টের শুভাশুভ কিরূপ হইবে, সামুদ্রিকশাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে সহজে তাহা জানিতে পারা যায়

সামুদ্রিক শাস্ত্রে হস্তের অঙ্গুলি ও রেখা গুলির যে বিশেষ বিশেষ নাম আছে অগ্রে তাহাদের বিষয় কথিত হইতেছে যথা —১ম অঙ্গুলীর নাম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, দ্বিতীয়ের নাম তর্জ্জনী, তৃতীয়ের নাম মধ্যমা, চতুর্থের নাম অনামিকা ও পঞ্চমের নাম কনিষ্ঠা।

কনিষ্ঠাঙ্গুলীর নিম্ন হইতে তর্জ্জনীর যে রেখা অঙ্কিত থাকে তাহার নাম আয়ুরেখা কেহ কেহ ইহাকে ভোগরেখাও বলিয়া থাকেন। আয়ুরেখার পার্শ্বে যে একটি রেখা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যভাগের দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে, তাহাকে মাতৃ

রেখা, যে রেখা করতলের নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়া তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগ অর্থাৎ যে দিকে মাতৃরেখা প্রসারিত হয় সেই দিকে গিয়াছে তাহাকে পিতৃরেখা কহে। যে রেখা পিতৃরেখার মূলদেশ হইতে ঊর্দ্ধদিকে মধ্যমাঙ্গুলীর দিকে সরল ভাবে ঊর্দ্ধে গমন করিয়া থাকে তাহাকে ঊর্দ্ধরেখা এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলদেশ হইতে উঠিয়া যে রেখা বক্রভাবে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপরিদেশ স্পর্শ করে বা স্পর্শ করিবার জন্য অগ্রসর হয় তাহাকে পরমাপ্তি রেখা বলে।

যে ব্যক্তির আয়ুরেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলীর নিম্ন হইতে তর্জ্জনীর মূল অতিক্রম করিয়া তর্জ্জনীর পার্শ্ব পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, সে ব্যক্তি ১২০ বৎসর জীবিত থাকে, কিন্তু ঐ রেখা কোথাও ছিন্ন ভিন্ন হইলে আয়ুপরিমাণ উক্তরূপ হয় না। যদি ঐ আয়ুরেখা কনিষ্ঠার মূল হইতে মধ্যমার মূলদেশ অবিচ্ছিন্ন ভাবে স্পর্শ করে, তবে আয়ুষ্কাল ১০০ বা ৮০ বৎসর জানিতে হইবে। যদি অনামিকার মূলদেশে মিলিত হয় তবে ৫০। ৬০ বৎসর পরমায়ু নিশ্চয় করিবে। আর যাহার আয়ুরেখা নানা স্থানে ছিন্ন ভিন্ন সে ব্যক্তি নিতান্ত অল্পায়ু হইয়া থাকে।

যাহার হস্তে ঊর্দ্ধরেখা অবিচ্ছিন্ন ভাবে অঙ্কিত থাকে, সে ব্যক্তি রাজা বা রাজসদৃশ, ঐশ্বর্য্যশালী, চিরবিখ্যাত এবং ধনবান হইবে।

যাহার পিতৃ ও মাতৃরেখার প্রান্তভাগ পরস্পর সংযুক্ত নহে, অথবা যাহার পিতৃরেখা পূর্ণরূপে অঙ্কিত নহে, তাহাকে জারজ বলিয়া জানিবে।

করতলে অনেক রেখা থাকিলে ক্লেশ, অল্প রেখা থাকিলে

দারিদ্র্য এবং অল্পও নয় অধিকও নয় একপ থাকিলে সুখী হইবা জানিতে হইবে

কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জ্জনী এই চারিটী অঙ্গুলীর প্রত্যেকের পর্ব্বরেখা তিন তিনটী করিয়া গণনায় দ্বাদশটি হইলে মনুষ্য ধনধান্যাদিসম্পন্ন ও মহা সুখী হয়

যাহার উক্ত রেখা গণনায় ১৩টী হয়, সে ব্যক্তি মহা দুঃখ-ভোগ করে

যাহার উক্ত চারি অঙ্গুলীর পর্ব্বরেখা গণনায় ১৫টী হয়, সে ব্যক্তি চোর হইয়া থাকে। ১৬টী হইলে দ্যূতক্রীড়াশক্ত ও প্রতারক হয়। ১৭টী হইলে পাপী, ১৮টী হইলে ধার্ম্মিক, ১৯টী হইলে গুণবান ও সাধুবর্গের প্রীতিভাজন, ২০টী হইলে তপস্বী এবং ২১টী হইলে মহাত্মা হয়।

যাহার তর্জ্জনীর অগ্রভাগে চক্র চিহ্ন থাকিবে সে ব্যক্তি কোন বন্ধু হইতে ধন লাভ করিবে।

যে ব্যক্তির মধ্যমাঙ্গুলীতে উত্তম চিহ্ন থাকে সে ব্যক্তি দৈবধন প্রাপ্ত হয় বিপরীত চিহ্ন থাকিলে দৈবপ্রতিবন্ধকে ধনক্ষয় হইয়া থাকে।

যাহার অনামিকাতে চক্র চিহ্ন থাকিবে সে ব্যক্তি নানা উপায়ে ধনলাভ করিবে তদ্বিপরীত চিহ্নে নানা প্রকারে ধন-ক্ষয় হইবে।

যাহার কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠে চক্র থাকিবে সে ব্যক্তি বাণিজ্যদ্বারা ধনী হইবে কিন্তু অন্যরূপ চিহ্ন থাকিলে বাণিজ্যে মূলধন পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইবে।

অন্যান্য চিহ্ন।

বাহুযুগল, নয়ন-যুগল, কুক্ষিদ্বয়, নাসাপুট এবং স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থল দীর্ঘ হইলে শুভজনক

গ্রীবা, কর্ণদ্বয়, পৃষ্ঠ, জঙ্ঘা, কটি হ্রস্ব হইলে মঙ্গলদায়ক।

অঙ্গুলিপর্ব্ব, দন্ত, কেশ, নখ ও চর্ম্ম যাহার সূক্ষ্ম তিনি দীর্ঘজীবী হইবেন

নাসিকা, নেত্র, দন্ত, ললাট, মস্তক, হৃদয়, যাহার উন্নত সে ব্যক্তি সুখী হইবেন

পানিতল, পাদতল, নয়নপ্রান্ত, নখ, তালু, অধর, জিহ্বা রক্তবর্ণ হইলে মঙ্গলজনক।

স্বর, বুদ্ধি, নাভি গভীর হইলে প্রশংসনীয় বক্ষস্থল মস্তক, ললাট এই তিন স্থান যদি বিস্তীর্ণ হয় তিনি নিশ্চয় ধনবান হয়েন

যাঁহার কটিদেশ বিশাল তিনি বহু পুত্রবান হইয়া থাকেন, যাঁহার বহু দীর্ঘ তিনি নরশ্রেষ্ঠ, যাঁহার হৃদয় বিস্তীর্ণ তিনি ধনধান্যশালী হয়েন, আর যাঁহার মস্তক বিশাল তিনি মানবমধ্যে পূজনীয় তাহার সন্দেহ নাই।

যে ব্যক্তির চক্ষুর প্রান্তদ্বয় রক্তবর্ণ তাঁহাকে লক্ষ্মী কখন পরিত্যাগ করেন না যাঁহার শরীর তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় তিনি কখন নির্ধন হয়েন না যাঁহার দীর্ঘ বাহু তিনি কখন ঐশ্বর্য্য হইতে বিচ্যুত হন না সদা যাঁহার সহাস্যবদন তিনি কখন দুঃখ ভোগ করেন না

যাহার দন্ত উন্নত, তাদৃশ ব্যক্তিও কখন কখন মূর্খ হয়,

লোমশ ব্যক্তিও সুখী হইযা থাকে, যাহাব স্থূলোদর সেও কখন কখনি দুঃখ ভোগ করে, আব চঞ্চলা নারীকেও সতী হইতে দেখা যায়

যাহাব নয়নদ্বয স্নিগ্ধ সে সৌভাগ্যশালী, যাহার দন্তগুলি চিক্কণ সে উপাদেয দ্রব্যভোগী, যাহাব করতল স্নিগ্ধ সে ঐশ্চর্য্য-ভোগী এবং যাহাব চরণতল স্নিগ্ধ সে যানবাহনভোগী হইযা থাকে।

কর্ম্ম না করিযাও যাহাব হস্তদ্বয কঠিন হয, পথ ভ্রমণ করিযাও যাহাব চরণদ্বয কোমল থাকে এবং যাহাব পাণিতল রক্ত বর্ণ সে ব্যক্তি রাজ্য লাভ করে

হস্তরেখা গুলি রক্ত বর্ণ হইলে মনুষ্য সুখী ও কৃষ্ণ বর্ণ হইলে দুঃখী হইয়া থাকে

যাহাব বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মধ্যরেখায যবচিহ্ন থাকে, সে ব্যক্তি ধনে মানে জ্ঞানে শোভিত হইযা কালযাপন করে এবং দীর্ঘজীবী হয।

যাহার করতলে অঙ্কুশ বজ্র এবং ছত্রের চিহ্ন থাকে সে ব্যক্তি দীর্ঘজীবী ও মহৈশ্বর্য্যশালী হইবে

যাহাব করতলে মৎস্যপুচ্ছ রেখা থাকিবে সে ব্যক্তি বিদ্বান ও ধনবান হইযা পৈতৃক ধন লাভ করিবে

যাহাব কেশ তাম্র বর্ণ ও উন্নত এবং যাহাব কক্ষদেশে কোন চিহ্ন থাকিবে না, সে ব্যক্তি উন্মত্ত হইযা পৃথিবী পরিভ্রমণ করিবে

যাহার জিহ্বা এরূপ দীর্ঘ যে তদ্দ্বারা নাসিকার অগ্রভাগ স্পর্শ করিতে পারে, সে ব্যক্তি মুমুক্ষু ও যোগী হইয়া ভূতলে পরিভ্রমণ করে।

যাঁহার চরণতলে পদ্মচক্র, তোরণ, অঙ্কুশ বা বজ্র চিহ্ন থাকিবে সে ব্যক্তি নিশ্চয় রাজা হইবে

যাহাদের চিবুক বা বক্ষস্থলে লোম নাই তাহারা নিশ্চয়ই ধূর্ত্ত জানিবে।

স্ত্রী-চিহ্ন।

যে স্ত্রীলোকের অধর ও ওষ্ঠ ঈষৎ রক্ত বর্ণ মুখ অণ্ডের ন্যায় গোলাকার ও মাংসল, দন্ত কুন্দকুসুমের ন্যায় সুদৃশ্য ও সরু, বাক কোকিলা ও হংসের কল কূজনের ন্যায় শ্রুতিমধুর, কোমল কারুণ্যপূর্ণ, প্রতারণাবিহিন ও সুখাবহ এবং নাসিকা সমান ও পরিমিত রন্ধ্র বিশিষ্ট, সে স্ত্রী সকলের শ্রেষ্ঠ, রমণীয়া ও মঙ্গলাস্পদা হইয়া থাকে

যে স্ত্রীর নয়নদ্বয় নীল পদ্মের ন্যায় আয়ত ও উভয় প্রান্ত ক্রমশ সূক্ষ্ম, নাসিকার উভয় পার্শ্বে সংলগ্ন এবং অধিক পরিমাণে দীর্ঘ, কৃষ্ণবর্ণ ও সুন্দর, আর যাহার ভ্রূযুগল অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সে স্ত্রী শুভ লক্ষণাক্রান্তা হইবে সন্দেহ নাই

যে স্ত্রীর চুল স্বভাবত চক্‌চকে ও কৃষ্ণ বর্ণ, কোমল ও কুঞ্চিত সে স্ত্রী নিশ্চয় সৌভাগ্যবতী

যে স্ত্রীর চরণতলে বজ্র, পদ্ম ও হলের চিহ্ন থাকে, সে স্ত্রী, দাসী হইলেও রাণীর তুল্য অবস্থা ভোগে কালযাপন করিবে

যে রমণীর করতলে ত্রিশূল চিহ্ন, অসিচিহ্ন বা যষ্টি চিহ্ন, শক্তি চিহ্ন, দুন্দুভি চিহ্ন রেখা থাকে, সে স্ত্রী অবনীমণ্ডলে মহা যশস্বিনী ও কীর্ত্তিমতী হইবে।

যাহার উদরের চর্ম্ম মৃদু, যাহার উদর কৃশ ও শিরা রহিত, সে সৌভাগ্যবতী হয় এবং সদা মিষ্টান্ন ভোজন করিয়া থাকে

যাহার অঙ্গুষ্ঠ বর্ত্তুলাকার ও মাংসল এবং উহার অগ্রভাগ উন্নত, সে অতুল সুখসৌভাগ্যভোগিনী হইবে যাহার অঙ্গুষ্ঠ বক্র, হ্রস্ব ও চ্যাপটা তাহার ভাগ্যে সুখভোগ নাই

যাহার হৃদয়ে লোম নাই, বক্ষস্থল নিম্ন নহে ও সমতল, সে ঐশ্বর্য্যশালিনী হয় বিধবা হয় না, এবং সে পতিপ্রিয়া হইয়া থাকে

যে নারীর দক্ষিণ স্তন উন্নত সে পুত্রবতী ও গৃহের কর্ত্রী হয় এবং যাহার বাম স্তন উন্নত সে সৌভাগ্যশালিনী সুন্দরী কন্যা প্রসব করে

যে নারীর অধর সুগোল, পাটলবর্ণ, স্নিগ্ধ ও চিক্কণ ও যদি তাহার মধ্যস্থলে একটী রেখা থাকে সে রাজার প্রণয়িনী হয়

যে স্ত্রী উরুযুগলে শিরা রোহিত, করিকর সদৃশ সুগঠন, ঘন, মসৃণ, সুগোল এবং রোম রহিত, সেই কামিনী রাজার প্রণয়পাত্রী হইবে

নাভী গম্ভীর ও দক্ষিণাবর্ত্ত হইলে নারী সৌভাগ্যবতী হইয়া থাকে, বামাবর্ত্ত হইলে তাহা শুভচিহ্ন কখনই নহে

যাহার জঠর কুম্ভাকার বা মৃদঙ্গসদৃশ সেই নারী দরিদ্রা হয় যে নারীর উদর কুষ্মাণ্ডসদৃশ, তাহার উদর রেহই সহজে পূরণ করিতে পারে না

যে নারীর অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে আরম্ভ করিয়া একটী রেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূল পর্য্যন্ত গমন করে, সে নারী পতিঘাতিনী হইবে

যে স্ত্রীর অধর ও ওষ্ঠ শ্যামবর্ণ ও স্থূল, সে নারী বিধবা ও কলহরতা হয়, পরন্ত যদি উপরের ঠোঁট মহৎ হয় তাহা উক্ত লক্ষণ তাহার সন্দেহ নাই

যদি কোন নারীর নীচের পংক্তিতে অধিক দন্ত থাকে, তাহা হইলে সে মাতাকে ভক্ষণ করে, যদি দন্ত বিকট হয় তবে সে বিধবা হয়, দন্ত বিরল হইলে কুলটা হইয়া থাকে

যে স্ত্রীর লোচনদ্বয় উন্নত সে দীর্ঘায়ু হয় না, যাহার চক্ষু লাল সে কুলটা হয়, যাহার চক্ষু মেষ বা মহিষের চক্ষুর ন্যায় অথবা চক্রবৎ হয়, তাহাকে কোনমতে সুলক্ষণা বলা যাইতে পারে না

যাহার ভ্রূপার্শ্বে বা ললাটে মশক অর্থাৎ আঁচিল চিহ্ন থাকে সে রাজ্যেশ্বরী হয় যাহার হৃদয়ে তিল বা অন্য কোন চিহ্ন থাকে সে সৌভাগ্যবতী হইবে যে স্ত্রীর চরণের তর্জ্জনী, মধ্যমা অথবা অনামিকাঙ্গুলী ভূমি স্পর্শ করে না সে সুখ-সৌভাগ্য বর্জ্জিত হয় যে স্ত্রীর গলা মোটা ও চক্ষু বক্র বা চঞ্চল হয়, সে নিতান্ত কলহপ্রিয়া হইয়া থাকে

মন্ত্র অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সর্পমন্ত্র।

মা বিন্দু! এক্ষণে আমি তোমাকে মন্ত্রতন্ত্র বিষয়ে কিঞ্চি শিক্ষা দিব, মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা শ্রবণ কর। প্রত্যেক গৃহীরই এই মন্ত্রতন্ত্র গুলি জানা অবশ্য কর্ত্তব্য।

মন্ত্র কতকগুলি কথার সমষ্টি মাত্র। কতকগুলি কথা উচ্চারণ করিয়া লোকের ভাল মন্দ সাধন করিতে পারা যায়, একথা শুনিলেই আপনা হইতে মনের মধ্যে কেমন একটা ভাবের উদয় হয় যে, তাহা বিশ্বাসই করিতে ইচ্ছা হয় না; কিন্তু আমাদের এই পৌত্তলিকত্ব এবং অদৃষ্টবাদের দেশেই যে কেবল মন্ত্রদ্বারা মঙ্গলামঙ্গল সাধন করিবার রীতি আছে এমত নহে, আরব পারস্য প্রভৃতি দেশেও ইহার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, শুধু আমরা নয়, অনেক জাতিই মন্ত্রের মহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মনুষ্যের জ্ঞান অনন্ত, মানবীয় গবেষণায় সিদ্ধ না হইতে পারে এমন কার্য্যই নাই; অতএব মহামহোপাধ্যায় প্রাচীন ব্যক্তিগণ মন্ত্রদ্বারা যে সকল অমানুষী কার্য্য সাধন করিয়া গিয়াছেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কোন বাধা নাই। যদি

তদ্ধারা কিছু শীঘ্র ফল লাভ হওয়া যায় তাহাতেই সকল বিষয়ে উদ্দেশ্য ও উদাসীনতার জন আমাদের মূর্খতাকে পরিহার করিয়া সফল উন্নতি [illegible] হওয়া [illegible] সন্দেহ নাই। এজন্য আমি এস্থানে ওস্তাদের নিকট নানাবিধ যে কতকগুলি মন্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলাম তাহারই ব্যবস্থা লিপি করিতেছি। বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক সেগুলিকে শিক্ষা ও পরীক্ষা করিবে। তাহাদিগের প্রতি কোনমতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবে না, সেই ওস্তাদের মন্ত্র দ্বারা অনেক দুঃসাধ্য কার্য্য সাধন করিতে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

যে মন্ত্র শিক্ষা করিবে, শুদ্ধাচারে তাহা [illegible] দিয়া পৃথক কাগজে লিখিবে, পরে পবিত্র হইয়া তাহা অভ্যাস করিবে। উত্তমরূপ অভ্যাস করা হইলে তবে তাহা ব্যবহার করিবে। মন্ত্র একবার কণ্ঠস্থ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিবে না। প্রয়োজন না থাকিলেও মধ্যে মধ্যে আবৃত্তি করিয়া মন্ত্রাদি সজীব রাখিবে, নতুবা তাহাতে কোন ফল প্রাপ্তির আশা থাকে না। যখনই মন্ত্র পাঠ করিবে, তখনই শুদ্ধ করিয়া পাঠ করিবে।

মন্ত্রদ্বারা কোন অভীষ্ট সাধন করিতে যাইবার পূর্ব্বে আপনাকে সতর্ক হইয়া যাইতে এবং আপনাকে পরের উপদ্রব হইতে নিজে রাখিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়। আত্মরক্ষা নির্ব্বিঘ্ন হইবার জন্য নানা প্রকার মন্ত্র আছে, তাহাদের মধ্যে যেটী আমি বলিতেছি শ্রবণ কর, ইহাই যথেষ্ট হইবে।

ধরম ধরম মহাধর্ম সম্বনকা দিশ
মন্ত্রবা সাধিতে চলি হই নির্বিষ

পূবে গুরু পশ্চিমে গোসাঁই
উত্তরে মহাদেব দক্ষিণে কানাই
আকাশ পাতাল চারি সব দিক
কেউ কানা ডরি ধর্ম্মের বর্দ্দিক
কার আজ্ঞে কামেশ্বর আজ্ঞে

এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া আপন শরীরে তিনটী ফুৎকার দিয়া যাইলে কোন ভয় থাকে না

শ্বেতকরবীর শিকড় অষ্টধাতুনির্ম্মিত মাদুলীতে ধারণ করিলে সর্প ভয় নিবারিত হয়

সর্পদষ্ট রোগীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার ক্ষতস্থান উত্তমরূপ পরীক্ষা করিবে। পরীক্ষান্তে নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে ক্ষত স্থানের উপর হইতে আপন হস্ত দ্বারা বাবস্থান বাঁধনের দিকে পেশী শিরা মর্দ্দন করিবে, অর্থাৎ এরূপ ভাবে মর্দ্দন করিবে, যেন উপর হইতে কোন বস্তুকে টানিয়া বাঁধনের মুখে আনিতেছ। মন্ত্র যথা—

বিষ বিষ মহা বিষ বিষ তোরে জানি।
মহাদেবের বরে মুই করি দিমু পানি॥
যে বিষ উপজিল মথনের পর
চৌষট্টি নাগিনী জন্ম নিল তার॥
পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণ বাণীদহে স্থল
গউলা বাধা নিচে সাপ প্রবেশিল তার।
গুরুর স্মরণে বিষ হয়ে যা জল।
কামেক্ষ্যা কালীদয় জল ঈশ নিয়
ফুৎকারে মারিলাম কালকূটের বিষ।

বিষঝাড়া

(প্রক'বান্তব)

শ্রীবাম বলেন ভাই শুনহ লক্ষ্মণ।
কালকূটে বিষ তবে খুলিলা কি কাবণ॥
নীলাচল মহাচলে বসি শিব সদাশব
প্রকাশ কবিল বিষ হাড়ে ঝব ঝব॥
সমাচাব বেহুলা কালিন্দী বোড়া আব
লখ সঞ্চাব————সুত সঞ্চাব তাব
টট্‌লে কেউটে গোড়া ধোড়া কালকুটী
ট্যাক্‌বা বেংচা, ভেকা—আব লাউডুনী
গান করি সর্ব্বমন্ত্র———সর্ব্ব সিদ্ধি হয
জটিতে নামিয়া বিষ কব জলাময॥
অমত্ত থুইয়া মুষে বিষ কব জল
কামেক্ষা চণ্ডীব ববে হযে গেল জল
নেই বিষ বিষহবিব আজ্ঞে॥

বোগীকে মাইজ কদলীপত্রে শাযিত কবিয়া ৩ বাব এই মন্ত্র উচ্চাবণ কবিবা এক এক বাব বোগীব গাত্রে ফুৎকাব দিবে এবং তিনবাবেব অন্তে আব ৩টী ফুৎকাব দিবে এইবপে সকল মন্ত্রই উচ্চারণ কবিতে ও ফুৎকাব দিতে হয

যখন বোগী অজ্ঞান হইযা পডিবে, তাহাব বাঁচিবাব কোন আশা থাকিবে না বিবেচনা কবিবে, তখন তাহাকে একটী কচি বেদাগ গোটা কলাপাতেব উপব শযন কবাইযা সাতটী ঘৃতেব দীপ একটী বোগীব শিযরে, দুইটী দুই পার্শ্বে, দুইটী দুই পদ-

তপে এবং দুই বাহুতে, জালিয়া দিয়া সাতটী পত্রবিশিষ্ট আম্র-শাখাযুক্ত একটী পূর্ণ কুম্ভ তাহার মস্তকের নিকটে রাখিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে

বিষ বিষা সপ্ত সাপিনী গরুড় স্মরণে
যেখানে বসিল চণ্ডী আপনার মনে।
আসর হইতে সাপ যজ্ঞে আসিল
একে একে চণ্ডী মাকে সকল ছাকিল॥
কেরে কেরে দংশিল কারে কার আজ্ঞা ধরি
আমার আজ্ঞায় আছে যতেক প্রহরী॥
ছাড় তারে শেষে বিষ উঠায় যতনে
বিষ নির্বিষ হ'ল চণ্ডীর স্মরণে॥

নিম্নোক্ত মন্ত্রে সর্পদষ্ট মৃত ব্যক্তিও জীবন লাভ করে। রোগীকে কচি মানপাতে শয়ন করাইয়া তাহার নিকট অগ্নি জ্বালিয়া তাহাতে অনবরত ধুনা দিতে থাকিবে, এবং পুনঃপুনঃ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া রোগীর গাত্রে ফুৎকার দিবে।

সাপা জানি তোর আদ্যের কাহিনী।
কামেক্ষ্যা স্মরণে বিষ হয়ে যাও পানি॥
কার আজ্ঞে কামেক্ষ্যা চণ্ডীর বর
জটাও ছাড়ি নিচল ধর
শিবের বর সপা ধর
কার আজ্ঞে চণ্ডীর আজ্ঞে
নাই বিষ আর॥

নির্বিষত্ব পরীক্ষা।

নিম্নোক্ত মন্ত্র দ্বারা তৈল অভিমন্ত্রিত করিয়া ক্ষত স্থানে লাগাইলে যদি জ্বাল করে, তবে জানিবে বিষ নাই, আর জ্বালা না করিলে বিষ আছে জানিয়া আবার বিষহারক মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে।

তোল শরষা সাবিপ ষা
বিষ লালে ষবিপ পা॥
মা মনসার বর
বিষে বিষে বিষাই ধর
ধর তৈল শিবের আজ্ঞে
সেই বিষ বিষহরির আজ্ঞে

লবণ পড়া

নিম্নোক্ত মন্ত্রটী তিনবার পাঠ করিয়া মরিচটি রোগীকে খাইতে দিবে, তাহাতে যদি মরিচটি ঝাল লাগে, তবে জানিবে যে আর বিষ নাই, যদি ঝাল না লাগে তবে আবার পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা বিষ নষ্ট করিতে হইবে

লবণে জন্মিল বিষ সমুদ্রের ধারে
লবণ খাইলে বিষ নোঝালে মরে
সেই বিষ আর
শিবের আজ্ঞে জটাধারি—
গাংড়ার বর

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চালনাদি বিবিধ মন্ত্র

বাটী চালান

কোন দ্রব্য হারাইলে বা কেহ চুরি করিলে বাটী চালান দিয়া থাকে। একটী কাঁসার বাটীকে মধ্য তোলা ইঁদুর মাটী অর্থাৎ সেই দিন ইঁদুরে যে মাটী তুলিয়াছে, সেই মাটীতে পূর্ণ করিয়া সেই মাটীগুলি নাড়িতে নাড়িতে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে ও সাতবার তাহাতে ফুৎকার দিবে। তাহার পর এক ব্যক্তিকে ঐ বাটীর উপর হাত উপুড় করিয়া দিতে বলিবে। হাত দেওয়া হইলে যতক্ষণ না বাটী চলে ততক্ষণ বারম্বার এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পূর্ব্ববৎ ফুৎকার দিবে। ফুৎকার দিতে দিতে বাটী চলিতে থাকিবে এবং যেখানে নষ্ট দ্রব্য আছে সেই স্থানে গিয়া স্থির হইবে। মন্ত্র যথা,

"মযব মাটি কাটিতে পার বিশ্বকর্ম্মে,
যেখানে জিনিষ থাকে সা ক আমার নয়,
সেইখানে বাটী চলে দোহাই ধর্ম্মের
দোহাই ধর্ম্মের দোহাই ধর্ম্মের

(অন্য প্রকার)

নিম্নোক্ত মন্ত্রে বাটী চালাইলে ইঁদুরমাটী প্রয়োজন হয় না।

"ওঁ সিদ্ধি আচাল চালাম্ গুচাম চালাম্,
রাজারামের আজ্ঞা এবাটী চালাম্;
দুই দানব চালাম্ হানিয চালিয দুই দানব,
বাটীতে কর ভর যে নিয়েছে অমুকের অমুক দ্রব্য
তারে গিয়ে ধর
শীঘ্র করি আর, ধরিতো ধর,
না ধরবিতে ভাদ্রমাসে অমাবস্যার রাত্রিতে
যে দোহাইব চুরি করিয়া থাকে তাহার মার্গের তল দিয়া চল
রাজা শ্রীরামের আজ্ঞা শীঘ্র করিয়া চল"

এই সকল মন্ত্র বাটী চলিতে থাকিলে, তাহার পরে যখন বন্ধ করিতে হইবে, তখন এই নিম্নলিখিত মন্ত্র সাতবার পাঠ করিয়া বাটীতে ও সাতবার পাঠ করিয়া যে বাটী ধরিয়াছিল তাহার হস্তে ফুৎকার দিবে "ওঁ চিমুর চিম্র স্বাহা"

বিছা বোলতা কামড়াইলে যন্ত্রণা নিবারণের মন্ত্র।

"ওঁ তত্র বর চন্দ্রা তারা সিদ্ধির দহাই,
যে দাব বর্তমানে বিষ শরীরে আর নাই"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বার বার ফুৎকার দিতে দিতে জ্বালা নিবৃত্ত হইবে।

শৃগাল বা কুকুরে কামড়াইলে তৎপ্রতিকার মন্ত্র।

শিয়ালে শিয়ালে বিড়ালে কামড়।
মারব তোরে ধরি চামড়
যা সারি যা হো হাই মত।
দূর যা দূর যা যত হাত।

শীসের এবং বিষের জোর
বিষের এবে লাবণ জোর

এই মন্ত্র দ্বারা লবণ অভিমন্ত্রিত করিয়া ক্ষত স্থানে দিলে শীঘ্র ঘা শুকাইয়া যাইবে

সর্পধরা ধুলাপড়া।

ছোট জমি উপরে চাক, দুই দেশ ধুলা পড়া ওখানে থাক, যা পদ্মার বরে না নড়িশ না চড়িশ, ঐ খানে পড়ি মরিচ, সেটি ছাড়িয়া যদি উপরে যাস, ঈশ্বর মহাদেবের মাথ খাস।

এক মুঠা ধুল লইয়া সাতবার উপরোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে তাহাতে সাতবার ফুৎকার দিবে শেষে আর তিনবার ঐরূপে ফুৎকার দিয়া সেই ধুলা কিছু কিছু হাতে করিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে দূর হইতে সর্পের গায়ে ফেলিয়া দিলে নিজে সে জড়সড় হইবে ও পলায়নপর হইতে থাকিবে তাহা হইলে তখন তাহাকে অনায়াসে ধরিতে পারিবে

গৃহে সর্প আছে কিনা জানিবার জন্য

হাত চালা

বাটীতে একটী ঘরের চিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে, তৎপর যে গৃহে সর্প আছে কিনা জানিবার জন্য হাত চালাইবে। সেই ঘরের যেখানে যেমন দরজা জানালা আছে, তদ্রূপ ঐ চিত্রিত ঘরেও অঙ্কিত করিবে, এবং বাম হস্ত পাতিয়া তর্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলীর মধ্যে আপলা সন্দেশগীর শিকড় রাখিয়া কিয়ৎক্ষণ স্থির থাকিলে হাত চলিতে থাকিবে। হস্ত থামিতে

ঘরের যে স্থানে গিয়া থামিবে, নিশ্চয়ই সেই স্থানে সর্প আছে জানিবে যদি গৃহ মধ্যে সর্প না থাকে, তবে অঙ্কিত ঘরের বাহির দিয়া হাত যাইবে

নষ্টদ্রব্য প্রাপ্তির জন্য হাত চালনা

হাত চালম্ মাত চালম্ চালম্ বিশ্ব ভুই
ভুই হাত ভুই পাতি ধরি বিল ভুই
চণ্ডির পোলার এই ধরন
চল হাত যাহা চোরা জানম
ধরি হাত ভাইত পাতি
য চলিয় যেতায় পাতি
কর হুকুম মাত সীতে ছেদিম'র আদ্দাম
সিগ্গির চল।

যাহার হাত চালাইতে হইবে তাহার হাল্কা অর্থাৎ চুল দি বাশি হইলে হাত শীঘ্র চলিবে নতুবা একটকু বিলম্ব হইবে দক্ষিণ হস্ত উপুড় করিয়া মাটীর উপর রাখিলে তাহার উপর ঐ মন্ত্রটী একশত আটবার জপ করিতে হইবে, তাহা হইলেই হাত চলিবে যখন হাত চলিতে থাকিবে. তখন এক এক বার ঐ মন্ত্র পড়িতে ও হাতের উপর ফুৎকার দিতে হইবে হাত চলিতে চলিতে যেখানে নষ্ট দ্রব্য আছে, সেইখানে গিয়া থামিবে

ভাবকাটা

যখন হাত চালান বন্ধ করিবার আবশ্যক হইবে তখন

"হিড় হিড় টলংকা স্বাহা" এই মন্ত্র হাতের উপর এক শত আটবার জপ করিলে তবে তার হাতের ভার থাকিবে না।

মাথা বেদনা ঝাড়া।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
বাঁধিলাম মাথা ব্যথা [illegible]

যাহার মাথা ব্যথা হইয়াছে, মাথায় হাত [illegible] সাতবার মন্ত্র পাঠ করি[illegible] একবার ফুৎকার [illegible]

[illegible]

"নারায়ণ দেখিয়া [illegible],
যে থাকে মাথা [illegible]
[illegible]

অকস্মাৎ [illegible] করিতে [illegible] একবার ফুঁ দিবে [illegible] বেদনা [illegible] ছাড়িবে

আগুণে পোড়া ঝাড়া।

"[illegible] জলের আগুন [illegible]
শীতল [illegible]"

গাত্রের কোন স্থান আগুনে পুড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ তিন বার এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ফুৎকার দিতে দিতে জ্বালা নিবারণ হইবে, এমন কি ফোস্কা পর্য্যন্ত হইবে না।

বাণ কাটা মন্ত্র

"করাৎ মহা, চাইর কোন পৃথিবী ঋষি বাণের হাতের করাৎ আইতে কাটে, যাইতে কাটে, ছেদ কাটে, ভেদ কাটে, দান কাটে, দূত কাটে বাণ কাটে, হাস কাটে, গোক্ষুরা কাটে, চাউল কাটে, চাউলানি কাটে, কুষ্ঠান কাটে কার হাতের করাতে কাটে, বাপ করাতী মা সাধি দেবী তুমি সাক্ষী, তোমার নামাতে আমি দেবীর্গ বাণ সব সবাং থাম বাণ কাম তার, আমার স্কন্ধ ছাড়িয়ে গিয়ে দুশমনের স্কন্ধে থাক।"

যদি দুষ্ট লোকে কাহাকেও বাণ মারিয়া থাকে, তাহা হইলে উপরোক্ত মন্ত্র এক একবার পাঠ করিয়া তাহার গায়ে এক একবার ফুৎকার দিবে। যতক্ষণ রোগী সুস্থ না হয়, ততক্ষণ এইরূপ করিবে।

তুফান নিবারণ

"শিবা ওঁকার নিরাকার, তুফানময় [illegible] পার, উঙ্কার [illegible] গোরে যাই চলি বলে।"

নৌকা যাত্রাকালে তুফান হইলে কিংবা জলপথে [illegible] হইলে উপরোক্ত মন্ত্র অভিমন্ত্রিত করিয়া তিনবার নদীজলে নিক্ষেপ করিলে তুফান নিবারণ হইবে।

• দর্পণ

দর্পণে ব[illegible]

যাঁহা দেখ[illegible]

তার [illegible]

দেখাবি মোরে [illegible]।

বার আজ্ঞে [illegible] কাবে [illegible]

এই মন্ত্রে তৈল অভিমন্ত্রিত করিয়া কোন [illegible] দুইটী বৃদ্ধাঙ্গুলী সমভাবে যুক্ত করিয়া একদৃষ্টিতে নখের উপর চাহিয়া থাকিবে উপরোক্ত মন্ত্রটী তাহার মাথার উপর একহাজার আটবার জপ করিবে তাহা হইলে ঐ স্ত্রীলোক আপনার নখের উপর চোরের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইবে

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বাধক ও ভূতোন্মাদি শান্তি

যে স্ত্রীলোকের বাধক পীড়া আছে [illegible] নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করিলে তাহার বাধক [illegible] হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই

মন্ত্র।

ওঁ [illegible]

এই মন্ত্র [illegible] অশ্বিনী [illegible]।

একাদিক্রমে প্রতিদিন প্রাতে স্নানের পর অন্যান্য দ্রব্য খাইবার পূর্ব্বে খাইতে দিবে। তিনদিন এইরূপ করিলে পীড়া শান্তি হইবে।

মধুপড়া।

"ওঁ হ্রীং ফট্ স্বাহা।"

উপরোক্ত মন্ত্রদ্বারা একতোলা পরিমাণ মধু অভিমন্ত্রিত করিয়া উপরোক্ত প্রকারে প্রাতঃকালে তিনদিন সেবন করিলে নিশ্চয়ই ব্যাধি শান্তি হয়।

ঋতুবেদনা শান্তি।

ঋতুকালে যদি কোন স্ত্রীলোকের অত্যন্ত বেদনা হয় তবে নিম্নোক্ত তান্ত্রিক অবলম্বন করিলে তাহা প্রশমিত হইবে।

সুতাপড়া।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

নূতন কাপড়ের দশি অর্থাৎ ছিলা এই মন্ত্রে তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া তিনবার ফুঁ দিবে, তাহার পর সেই দশি রোগীর কোমরে বাঁধিয়া দিবে।

গর্ভরক্ষা।

যদি গর্ভবতী নারীর হঠাৎ এমন ঘটে যে, গর্ভপাত হইবার

সম্ভাবনা আছে, তবে আপ্‌লা আমের শিকড়, আনন্দের শিকড়, হাতিশুঁড়ের শিকড়, আ না নাড়কের শিকড়, আমাদের শিকড়, অপরাজিতার শিকড়, এই কয়েক জিনিষ সমভাগে লইয়া মস্তকে বাঁধিয়া দিলে নিশ্চয় গর্ভ স্রাব হইবে। কিন্তু ঐ বাধকের জন্য পাহারার দিনক্ষণ লিখে … এবং উহাদের ধারে উদ্ভিদ মূল তুলিবার যে বচনটী সং… হইবে সেইমন্ত্র পাঠ করিয়া তোলা আবশ্যক

'এখন চু ওষা চুষা পানি ও জিবে লেখা পড়,
ভাঙ্গিল বৃক্ষ ছিটাইল পাকি
অমুকের সন্তান ভুঁইতে পড়
ঈশ্বর শিবের বর

একটী পান লইয়া এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তাহাতে ফুঁ দিবে পরে সেই পানটী গর্ভবতীকে খাইতে দিবে

পান পানি উচ হইল খাটি
পারে খসিল নাই ভাটা।
চলতি শিবের নামে বর
খাওয়া মাত্রি ভুঁইতে পড়
বর আদেশ
শীঘ্র বসাবধান হো।

পাতকপা বা পঞ্চবর্ণের জল এক জায়গায় দিলে ঘটিতে করে উপরোক্ত মন্ত্রটা তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া লইবে; পরে সেই জল গর্ভবতীকে খাওয়াইয়া দিবে, এই মন্ত্রগুলি অতি সাবধানে অভ্যাস করিতে হইবে … জল ব্যবহার করিবে না

সুখপ্রসবার্থ জলপড়া

যখন দেখিবে কোন গর্ভবতী গর্ভবেদনায় অস্থির হইয়া কষ্ট পাইতেছে, প্রসব হইতে পারিতেছেন, তখন নিম্নোক্ত কোন একটী উপায় অবলম্বন করিলে সে সুখে প্রসব হইবে

'ব্রজ বিহারী বাসুদেব দ্বারী,
সেতুবন্ধ রামেশ্বর,
আসুরীর গর্ভ রক্ষক পরমেশ্বর।
সিদ্ধি গুরু শ্রীরামের আজ্ঞে"

পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে জল লইয়া উপরের লিখিত মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া ফুঁ দিয়া পান করিতে দিবে, তাহাতে গর্ভিণী সুখে প্রসব করিবে

মৃতবৎসাদোষ শান্তি।

"ওঁ ঐ ক্রোঁ গোঁ গাঁ ক্রঁ কঁ বক্লীঁ ও কঁ ভঁ গ ক ভঁ শ্রীঁ শ্রীঁ স্বাহা

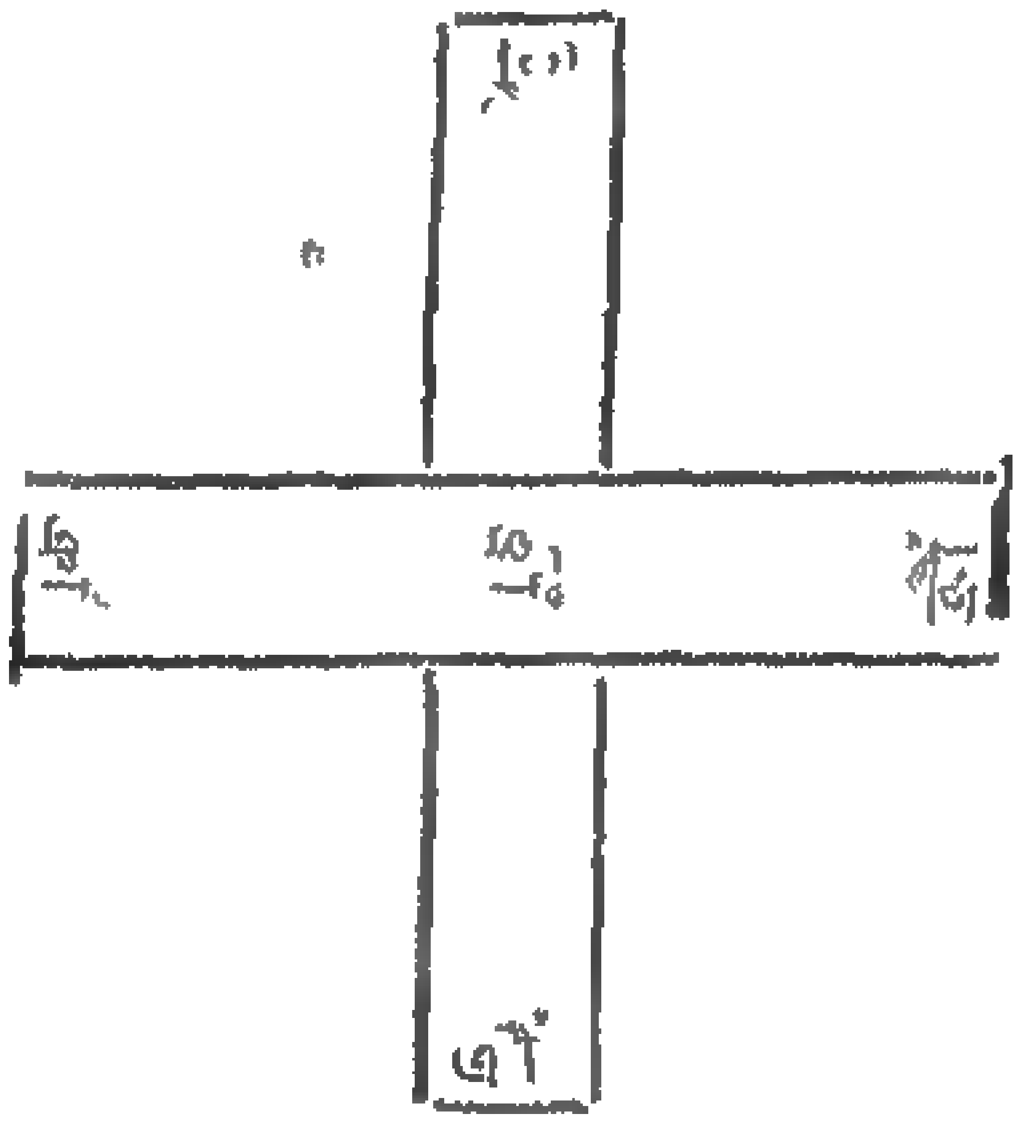
ভূর্জ্জপত্রে গোরোচনা দ্বারা এইমন্ত্র লিখিয়া গর্ভবতীর কর্ণে বা বাহুতে ধারণ করিতে দিলে মৃতবৎসাদোষ শান্তি হইয়া থাকে

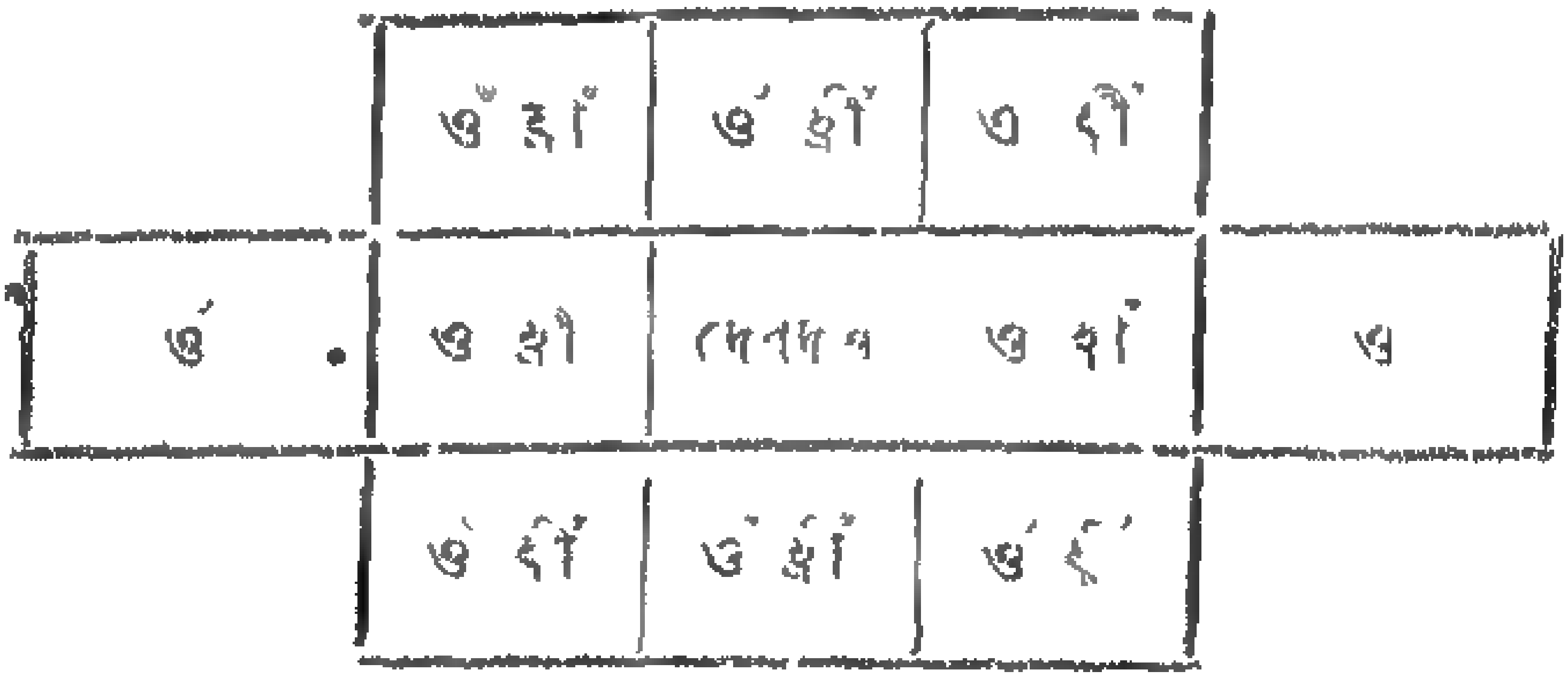
"ওঁ হ্রুঁ হুঁ হ্রুঁ হ্রুঁ ক্রঁ ফট্ ২ স্বাহা"

বালক জন্মিলে ঘৃতের কজ্জল দিয়া তাহার ললাটে এই বীজ মন্ত্র কয়টী লিখিয়া দিলে, সে দীর্ঘজীবী হয় এবং তাহার মাতার মৃতবৎসাদোষ শান্তি হইয়া থাকে

নিম্নে যে মন্ত্রটী লিখিত হইল, তাহার চারিটী জায়গায় যে

চারিটী বীজ মন্ত্র লিখিত আছে, গোরচনা দ্বারা ভূর্জপত্রে তদনুরূপ একটি যন্ত্র বীজমন্ত্র সহ লিখিয়া ধারণ করিতে দিবে তাহা হইলে মৃতবৎসাদোষ নিশ্চয় উপশম হইবে





শিশুর ক্রন্দন দোষ শান্তি।

কোন কোন শিশু নিয়ত ক্রন্দন করে তাহার শান্তির জন্য নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করিলে তাহা নিবারণ হয়

বাম মাং সং কং কং কং কং কং

ক্ষৌঁ ক্ষৌঁ ঋং ঋং ধং ঋং হ্রীঁ

প্রকারান্তর

৬	৫	৮	৯
১৮	২	১০	২
৭	২	৮	৯
৫	৭	১১	বাম

উপরোক্ত মন্ত্রটী ভূর্জপত্রে গোরচনা দ্বারা লিখিয়া ধারণ করাইলে, শিশুর রোদনদোষ নিবারিত হয়

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভূত, প্রেত ও ডাইন প্রতিকার

"একনাম ভূতী আর নাম দানা,
আর আধ অক্ষর নাম ধরি আছিল সানা।

আল্লা রহমান স্মরণে অমুকের অঙ্গে,
বাও বাতাস কোনাস্ ব্যাধি কর দূর ”

বাও, বাতাস ও ডাইনের দৃষ্টি হওয়া যাহাকে বলে, এই মন্ত্রে গাত্রে হস্তদিয়া ঝাড়িবে ■ তিনবার ফুঁ দিবে তাহা হইলে তাহা শুধরাইবে

উহার অন্য প্রকার।—

“গুরুর চরণ শ্রীহরি মস্তে করিয়া স্থির,
চাইর কোন হেলে পাথরে চারি চির
দানব খাই দানব দানব ভোকে করে,
হায় গোটা ছ তিন দিব দানব হেরিবে।
খাইবার শিশু কন্যা গজমতি গলে,
পরে হায় বাপ নরসিংহ আইসে
তোরে ধরিবার যদি থাকে তোর পরাণ ভয়,
রাম লক্ষণ দুই ভাই ধনুকে ধরিয়ান।
সার শালিকের পো শালিকের নাতি,
চুনামচ খাইয়া, চিও করে খলবল।
অমুকের অঙ্গে যে আইসে থাকো,
ঘোট বৈবিশাল ভূত প্রেত ফিকুশূলা,
বাও বাতাস ডাইন যোগিনী কে বৈর,
নাই প্রকাশ কার আজ্ঞা বাপা নরসিংহের আজ্ঞা ’

তিনবার এই মন্ত্র পাঠ করিবে ও এক এক বার রোগীর গাত্রে ফুৎকার দিবে

“হ্রীঁ ক্লীঁ জ্রং ক্রোঁ জ্রঃ অমুকের সর্ব্বাঙ্গ নক্ষণ রুক্ষ স্বাহা ”

ভূর্জপত্রে কৃষ্ণ কুক্কুটের রক্ত দিয়া এই কয়টী মন্ত্র লিখিয়া অষ্টধাতু নির্ম্মিত মাদুলিতে পূরিয়া ধারণ করিলে ভূতাদির দোষ নষ্ট হয়

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ জল অভিমন্ত্রিত করিবে তাহার পরে চোখে মুখে ঐ জল ছিটাইয়া দিয়া কিয়দংশ জল পান করিতে দিবে

অন্য প্রকার

রবিবারে রোহিত মৎস্য ধরিয়া তাহার পিত্ত গ্রহণ করিবে। তাহার পরে কতকগুলি গোলমরিচ গুঁড় করিয়া তাহার সহিত মিশাইয়া [illegible] করিবে এবং তাহার বর্ত্তিকা (কাজল) প্রস্তুত করিয়া চক্ষে দিলে ভূত [illegible] নষ্ট হইবে

[illegible] নাম, সিন্দুর, নিমপাতা, বন ও শ্বেতশনিয় এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া গায়ে লেপ দিলে ভূত ছাড়িয়া যায়।

"[illegible] বাম বাটের সূতা,

[illegible] ভূত কাল

[illegible]

[illegible]

[illegible],

[illegible] ঠাইয়া

[illegible]

[illegible] এবং তাঁহার মস্তকে স্পর্শ করিবে

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বশীকরণাদি।

কন্যাকে পাঠাইবার জন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্ত্রী যার-পর নাই উৎকণ্ঠিতা হইয়াছিলেন কন্যাটীকে পাঠাইয়া কিরূপে একাকিনী থাকিবেন, তাহার জন্য একটা ভাবনা হইয়াছিল; এজন্য তিনি স্বামীকে অনুরোধ করিলেন যে, জ্যেষ্ঠা কন্যা কৈলাসবাসিনী অনেক দিন শ্বশুরালয়ে আছেন, তাঁহাকে আনিয়া তবে বিন্দুকে পাঠান হয়। ব্রাহ্মণীর ন্যায়সঙ্গত কথা ভট্টাচার্য্য মহাশয় উপেক্ষা করিতে না পারিয়া কৈলাসবাসিনীকে বাটীতে আনিলেন।

কৈলাসবাসিনী আসিয়া পৌঁছিলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার দুইটী কন্যাকে আপনার নিকট ডাকিয়া জ্যেষ্ঠাকে বলিলেন "মা কৈলাস তুমি বিন্দুর বয়োজ্যেষ্ঠা, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তোমার পুত্র কন্যা হইয়াছে, এতদিন শ্বশুরগৃহে থাকিয়া গৃহস্থালীর কার্য্য কর্ম্ম শিখিয়াছ, আমার নিকটেও নানা বিষয় শিক্ষা করিয়াছ। আমি আজ প্রায় দুইমাস কাল বিন্দুকে সাংসারিক নানা বিষয়ে নানা প্রকার উপদেশ দিয়াছি, অবশিষ্ট যাহা আছে সে গুলি শিক্ষা দিবার জন্য বোধ হয় আমাকে আর পরিশ্রম করিতে হইবে না। তোমার কনিষ্ঠা ভগ্নী বিন্দু যাহাতে শ্বশুরগৃহে গিয়া তোমার ন্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তাহার জন্য তুমি বিশেষ যত্ন লইবে দেখিও যেন কোন বিষয়ে ত্রুটী না হয়। মেয়ে-

হইতে আমার যেরূপ মুখোজ্জ্বল হইয়াছে, বিন্দু হইতেও যেন সেইরূপ হয়।”

কৈলাসবাসিনী পিতার বাক্য আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন, “যখন বিন্দুকে পাঠাইবার পূর্ব্বে আমাকে আনিবার জন্য আপনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখন আর আপনার বৃথা পরিশ্রম করিবার আবশ্যক ছিল না; বিন্দুর জন্য আপনাকে আর ভাবিতে হইবে না, আমি তাহাকে সব শিখাইব। যেরূপ আজ্ঞা করিলেন তাহার কিছুমাত্র ত্রুটী হইবে না।”

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন ‘দেখো মা, তবে আমি বিন্দুকে তোমার হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম।’

সেই দিন অবধি কৈলাসবাসিনী প্রতিদিন আহারাদি পর বৈকালে, সন্ধ্যাকালে, রাত্রিতে শয্যায় শয়ন করিবার সময় বিন্দুবাসিনীকে নানা বিষয়ে উপদেশ দিতেন।

প্রথমেই তিনি বশীকরণাদি বিষয় শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়া বিন্দুকে বলিলেন, “দেখ ভগি! এই সকল বিষয় বড় কঠিন, সাবধানে শিক্ষা করিবেন। কাহারও প্রতি ক্রোধ মোহাদির বশীভূত হইয়া কোন ক্রীয়া করিবে না, তাহা হইলে যদিও সেই কার্য্যে সফলতা লাভ করিবে, কিন্তু তোমার নিজের দুরদৃষ্ট ঘটি-বার সম্ভাবন; অতএব বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

মারণ, বশীকরণ, উচাটনাদি তান্ত্রিক ক্রিয়া করিতে হইলে অগ্রে নিম্নোক্ত মন্ত্রটী লক্ষবার যপ করিয়া সিদ্ধ হইতে হইবে। তাহার পরে যে যে কার্য্য করা যায়, সকলেতেই সিদ্ধকাম হইতে পারা যায়। অনেকেই ইন্দ্রজালাদি গ্রন্থের উক্ত কার্য্য সাধনের পদ্ধতি পাঠ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত এবং তাহাতে সুফলমনোরথ

হইতে না পারিয়া বৃথা নিন্দবাদ করিয়া লোকের মনে অবিশ্বাস জন্মাইয়া থাকেন; তদ্রূপ করা যারপরনাই অন্যায়। ইন্দ্রজালাদি গ্রন্থে যে সকল অমানুষী কার্য্যসাধনের উপায় লিখিত হইয়াছে, সে সকল যদি সংজেক্ট যাহার তাহার দ্বারা সিদ্ধ হইত তাহা হইলে আর ভাবনা কি ছিল? সিদ্ধিলাভেচ্ছার পূর্ব্বে সাধনা করা চাই অতএব যদি কেহ এই সকল কার্য্যে ব্রতী হযেন, তবে তাঁহাকে নিম্ন লিখিত মন্ত্রটী লক্ষবার যপ করিয়া সিদ্ধ হইতে হইবে, তাহার পর তিনি যেন মারণ বশীকরণাদি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। অন্যথা শুধু যে কার্য্যে বিফলতা লাভ করিবেন তাহা নহে, তদতিরিক্ত নানা প্রকার দুরদৃষ্ট ঘটিতে পারে। মন্ত্র যথা।—

"ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রেং ঐং লং লং ঔঁ স্তোঁ স্বাহা।"

যে সকল দৈব ঔষধি উত্তোলন করিবার প্রয়োজন হইবে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিধি আছে নতুবা যখন তখন, যেমন তেমন করিয়া ঔষধের মূল পত্রাদি যাহা প্রয়োজন তাহা সংগ্রহ করিলে চলিবে না ঔষধ সংগ্রহ করিবার কালে পবিত্র থাকা আবশ্যক। কোন বৃক্ষ লতাদির মূল উত্তোলন করিবার সময়ে নিম্ন লিখিত মন্ত্র কয়েকটী পাঠ করিতে হইবে

যদি কোন বিশেষ সময় নির্দ্দেশ করা না থাকে, তবে প্রাতঃকালে ঔষধ তুলিতে হইবে বল্মীক, কূপ, পথ, তরুতল, দেবালয় এবং শ্মশান ভূমির উদ্ভিদে কোন কাজ হয় না।

ঔষধ তুলিবার মন্ত্র ;—

"ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপা,
অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে বৃক্ষাদস্মাচ্ছিবজ্ঞয়া।"

তাহার পর—

"ওঁ নমস্তে ঘৃত সম্ভূতে বলবীর্য্য বিবৰ্দ্ধনি,
বলমায়ুশ্চ মে দেহি পাপান্মে ত্রাহি দূরতঃ"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নমস্কার করিবে

পূষ্যা নক্ষত্রে পুষ্প ভরণী নক্ষত্রে ফল, বিশাখা নক্ষত্রে শাখা, হস্তা নক্ষত্রে পত্র, মূলা নক্ষত্রে মূল, এইরূপে কৃষ্ণ ধুতুরার পুষ্প, ফল, শাখা, পত্র ও মূল সংগ্রহ করিয়া ঐ সকল একত্র করিয়া কর্পূর কুঙ্কুম ও গোরোচনার সহিত সমভাগে পেষণ করিয়া যে ব্যক্তি কপালে তিলক করিবে, সে ব্যক্তি যে স্ত্রীর প্রতি অভিলাষ করিবে, সে সাক্ষাৎ অরুন্ধতি তুল্য হইলেও তাহার বশীভূতা হইবে

"ওঁ নমক্ষিপ্রকর্ম্মণি অমুকীং মে বশমানয় স্বাহা"

প্রাতঃকালে মুখ প্রক্ষালন করিয়া যে স্ত্রীর নামোল্লেখে কোন পুরুষ উক্ত মন্ত্র পাঠে সাত গণ্ডূষ জলপান করিবে, সে স্ত্রী নিশ্চয়ই তাহার বশীভূতা হইবে

'ওঁ বজ্রমুখী রাজমুখী স্বাহা—এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সাতবার মুখ প্রক্ষালণ করিলে স্ত্রী পুরুষ সকলেই বশীভূত হয়

"ওঁ চামুণ্ডে জয় জয় স্তম্ভয় স্তম্ভয় মোহয় মোহয় সর্ব্ব সত্বান নমঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে পুষ্প পড়িয়া যাহাকে দিবে সেই, বশীভূত হইবে

"ঐঁ বত্ত ওঁ ক্ষোভয় ক্ষোভয় ভগবতি ত্বং স্বাহা"

কুড়ি হাজার বার এই মন্ত্র যপ করিলে ত্রিভুবন বশীভূত হয়

অপামার্গের মূল গোরচনার সহিত পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে ত্রিভুবন মোহিত হয়

"ওঁ নমঃ কোদণ্ড শরবিজালিনি
মালিনি সর্ব্বলোকবশঙ্করি স্বাহা
এক হাজার আট বার যপ করিয়া উক্ত দ্রব্যে তিলক করিতে হইবে

বুদ্ধিস্তম্ভন

"ওঁ ভূক ভুব হাং খ্রীং হিঙ্গুলাক্ষে অমুকস্য বুদ্ধি স্তম্ভনং কুরু কুরু স্বাহা ঘট্ নমঃ"

নদীর জলে নামিয়া এক এক বার এই মন্ত্র পাঠ করিবে ও নদীর জল অঞ্জলি করিয়া লইয়া অভিমন্ত্রিত করিয়া নদীর জলে নিক্ষেপ করিবে, এইরূপ তিনবার করিলে শত্রুর বুদ্ধি স্তম্ভিত হইবে

স্বপ্নসিদ্ধি।

"ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রূং বিরপিণি স্বপ্নবতি স্বাহা"

রাত্রিকালে আহারের পর পান চিবাইয়া সেই চর্ব্বিত পান একটী পাত্রে রাখিবে এবং প্রদীপের তৈল গীর চক্ষে ও কপালে দিয়া রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক তাম্বূল পত্র মস্তকে রাখিবা উপরোক্ত মন্ত্র দশহাজার বার যপ করে ... সেই রাত্রিতে যে স্বপ্ন দেখিবে, তাহা ... হইবে

পতি বশীকরণ ও বুলিপড়া

ধুল ধুল মহা ধুল ধুল তোরে জানি
অমুকের পক্ষ প্রাণ দেবে মে বে ... ।
পিয়া পিয়া সেই পিয়া বামা যৌবন।
আমি দে ধুল বলি তোর।

ধর্ম্মের আজ্ঞে ধূল তোরে জানি।
মহা ধূল বলে তোরে প্রাণ পেনু প্রাণি।

তেমাথা পথে গিয়া সেই খানকার ধূলা লইয়া এক এক বার এই মন্ত্র পড়িবে ও এক একবার সেই ধূলার ফোঁটা আপনার কপালে দিবে এইরূপে তিনবার ফোঁটা দিতে হইবে। এরূপ ভাবে ফোঁটাটী দিবে, যেন সেই ফোঁটা পতির নয়নপথে পড়ে, কিন্তু যখন ফোঁটা দিবে তখন যেন কেহ দেখিতে না পায়। তাহার পর তোমার "হেমচন্দ্র" (হেম বিন্দুর স্বামী) তোমাকে ভুলিয়া একদণ্ড কোথাও থাকিতে পারিবেন না

উচাটন।

প্রথমতঃ একটী গোবরের পুতুল প্রস্তুত করিবে পরে সেই পুত্তলিকার মস্তকে শুদ্ধ গোময় ভস্ম দিবে, বক্ষস্থলে চিতাভস্ম, জঙ্ঘা দুইটীতে আকন্দের ছাই, হাত দুটীতে অপামার্গ (আপাঙ্গের) ছাই দিবে। পুত্তলিকাটি উত্তরদিকে মাথা করিয়া শয়ান করাইতে হইবে এবং পুতুলের চারিদিকে একটী কাল নেকড়া ঘেরিয়া দিবে তাহার পর সেই পুত্তলিকার মাথার উপর একটী লোহার ত্রিশূল প্রোথিত করিয়া সেই ত্রিশূলকে নিম্নোক্ত মন্ত্রে দশোপচারে পূজা করিবে

মন্ত্র যথা,—

" ওঁ জয় কপালিনী ত্রেঁ ফেঁ ত্রিশূলিনৈঃ নমঃ "

অনন্তর মূল বীজমন্ত্র দ্বাদশবার জপ করিয়া "হ্রীঁ" এই বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক ত্রিশূলটী গ্রহণ করিবে। পরে সেই পুত্তলীর মস্তকে ("ওঁ ফুৎকারিণি অমুকস্য স্তম্ভয় স্তম্ভয় স্বাহা" এই মন্ত্র একবার জপ করিয়া তাহার হৃদয়ে —

"ওঁ মাতঙ্গি অমুকস্য হৃদি কীলয় কীলয়,
মোহয় মোহয় মথ মথ উচাটনং কুরু ২ ফট্ স্বাহা।"

এই মন্ত্র একবার যপ করিবে তাহার পর এক একবার করিয়া দুই হস্তের উপর দুইবার—

"ওঁ মাতঙ্গি অমুকস্য হস্তং কীলয় কীলয়,
হৃদয় হৃদয় মথ মথ উচাটনং কুরু ফট্ নমঃ"

এই মন্ত্র যপ করিয়া পশ্চাৎ জজ্ঞাদ্বয়ে এক এক বার করিয়া দুইবার—

"ওঁ মাতঙ্গি অমুকস্য জঙ্ঘাং কীলয় কীলয়
হনয় হনয় উচাটনং কুরু কুরু ফট্ নমঃ"

এইরূপ যপ করিয়া ত্রিশূলটি পুত্তলিকার বক্ষঃস্থলে প্রোথিত করিয়া রাখিবে পশ্চাৎ ভক্তি সহকারে মনস্কামনাসিদ্ধি প্রার্থনা করিবে এইরূপ করিলে যে দুই ব্যক্তিতে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা, বন্ধুতা ও ভালবাসা থাকিবে, নিশ্চয়ই তাহাদের বিচ্ছেদ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই

তোমার স্বামীর সহিত তোমার যে সম্বন্ধ, প্রিয়তঙ্গি যদি তাহাতে উপসর্গ জোটে, অর্থাৎ যদি তোমার স্বামী উপপত্নী থাকে, তাহা হইলে এই উপায়ে তাহাদের উভয়ের প্রণয় উচ্ছেদ করিতে সমর্থা হইবে

ক্রোধোপশম।

"ওঁ শান্তে প্রশান্তে সর্ব্ব ক্রোধোপশমনী স্বাহা" যে ব্যক্তি একবিংশতিবার এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মুখ মার্জ্জনা করিবে, তাহার

প্রভৃতি যদি কাহারও ক্রোধ হইয়া থাকে তবে তাহার উপশম হইবে।

মনঃশীলা ও গোরোচনা একত্র পেষণ করিয়া যে ব্যক্তি কপালে তিলক করিবে, তাহাকে দর্শনমাত্র স্ত্রী পুরুষ সকলেই তাহার বশ্যতা স্বীকার করিতে ইচ্ছা করিবে। স্বর্ণের সহিত বেষ্টন করিয়া উক্ত প্রকারে তিলক দিয়া যাহাকে সম্ভাষণ করিবে সেই তাহার বশীভূত হইবে।

স্ত্রী বশীকরণ

দেখ বোন বিন্দু! এমন অনেক মেয়ে আছে, যাহারা স্বামী-সহবাস ভাল বাসে না, কেহ কেহ বা স্বামীর সাক্ষাৎ মাত্র ভয়ে জড় সড় হয়, এমন কি কাঁদিতে থাকে, কোনমতে তাঁহার নিকটস্থ হইতে চাহে না; তাহাদের নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিবে। এই সকল মন্ত্রানুসারে কাজ করিতে হইলে পূর্ব্বে যে মন্ত্র জপের কথা বলিয়া আসিয়াছি, তাহা না করিলেও চলে, তবে বিশেষ নিয়ম এই যে, মন্ত্রগুলি অগ্রে আলতায় লিখিয়া উত্তমরূপে অভ্যাস করিতে হয়, এবং যখন লিখিবে ও অভ্যাস করিবে বা মন্ত্রানুসারে ক্রিয়া করিবে, তখন পবিত্র দেহে হওয়া চাই।

আদা ও গুড় পড়া।

“আনম ভবোন আর্দ্র থ সবজে ভবমে বজে
অমূকীর পঞ্চপ্রাণ পাওম আদার মিটান সাজে।”

এই মন্ত্রে আদা ও গুড় অভিমন্ত্রিত করিয়া দিবে। যখন স্ত্রী নিদ্রিতা হইবে, স্বামী তখন মুখের ভিতর উক্ত আদা ও

গুড়পড়া রাখিয়া স্ত্রীর মুখের নিকট আপনার মুখ রাখিলে যখন স্ত্রীর নিশ্বাস তাহার মুখের মধ্যে প্রবেশ করিবে, তখনই শ্বাস-বায়ুর সহিত আদা গুড় ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে। তাহা হইলে আর স্ত্রীর স্বামীভয় থাকিবে না

দেখ বোন বিন্দু আমার ভয় হচ্ছে, পাছে হেমচন্দ্রকে তোমার জন্য বা এইরূপে আদা গুড় পড়িয়া দিতে হয়

পান পড়া।

পান তোরে জগতে জানি
সমুদ্রে হরি ভাসিল আপনি।
সেই পানে হনলো ী ভ ল
ব্রহ্ম-বিষ্ণু জগত প্রসবিল
মিলন টিলন এই পান ভাবে
পান পড়ায় অমুকের প্রাণ এনে দে মোরে
কার আজ্ঞে,
সীতা রামের আজ্ঞে

এক ডাকে পান আনিয়া এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই পান যাহাকে খাইতে দিবে, সে নিশ্চয়ই বশীভূত হইবে, তৎপক্ষে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই

পুষ্যা নক্ষত্রে শ্বেত জয়ন্তীর একটু শিকড় তুলিয়া, বাটিয় এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করতঃ স্ত্রীর অজ্ঞাতে বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে পরে কোনরূপে সেই বটীক টি বাটিয় তাহাকে খাওয়াইলে স্ত্রী স্বামীর বশীভূতা হইবে

ইন্দ্রজাল অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভোজবাজী।

দেখ ভগ্নি, আমি এক্ষণে তোমাকে ইন্দ্রজাল বিষয়ে কিছু শিক্ষা দিব ইন্দ্রজাল অতি রমণীয় বিষয়, ইহাতে জ্ঞান থাকিলে কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলকেই অনায়াসে আশ্চর্য্যান্বিত করা যাইতে পারে সাংসারিক লোকের ত' দিবারাত্রিই সংসারের জ্বালা ভোগ করিয়া নানা প্রকারে বিরক্তি জন্মে, চিত্ত বিকল হইয়া পড়ে সেই সময় দ্রব্যগুণে বা কৌশলে দুই একটা খেলা দেখিলে মনটা সাংসারিক জ্বালা ভুলিয়া অন্য দিকে গিয়া পড়ে, তদ্দ্বারা একটু তৃপ্তিলাভও করিয়া থাকে সত্যবটে এই সংসারটিও ঈশ্বরের ভোজবাজী, কিন্তু বাজীর উপকরণ অর্থাৎ যে সকল জিনিষের মিশ্রণে ও বিয়োজনে বাজীর উৎপত্তি হয়, সেই সকল জিনিষ যেমন মানবীয় বুদ্ধি ও বিবেচনার অভাবে জানিতে পারে না যে তাহারা কি বস্তু হইয়া কি করিতেছে, অথবা তাহাদের দ্বারা কত অদ্ভুত ব্যাপার সকল সম্পন্ন হইতে পারে, মানুষের পক্ষেও তেমনি জানিবে সে কথা এখন ছাড়িয়া দাও, যদি সময় এবং সুবিধা পাই তবে সময়ান্তরে

তোমাকে সে বিষয়ে অনেক কথা বলিব, এখন মোটামুটী তোমাকে ভোজবিদ্যা সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিতেছি, মনে করিয়া রাখ দেখ তোমাকে আর এক কথা বলিয়া রাখিতেছি, যে গুলি সহজসাধ্য অর্থাৎ অনায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারিবে আপাততঃ সেই গুলিই তোমাকে শিক্ষা দিতেছি। ইন্দ্রজাল অতি বিস্তীর্ণ গ্রন্থ, তাহার স্থানে স্থানে যে সকল প্রকরণ উল্লিখিত দেখিতে পাইবে, সেই প্রকরণ গুলি সমাধা হইলে যতদূর আহ্লাদ ও আশ্চর্য্য জন্মে, শুনিলে ততোধিক আগ্রহবৃদ্ধি হয় কিন্তু তাহাদের অনেক গুলির ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার নহে, কেবল শ্রবণসুখ মাত্র। আমি তোমাকে সে সকল কথা বলিতে ইচ্ছা করি না আমি তোমাকে যে যে বিষয় প্রতিদিন উপদেশ দিব সেইগুলি তুমি পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, প্রকরণ সমাধা না হয় তখন যা মনে আসে তাহাই বলিও

দুয়ানি উড়ান

তোমার মধ্যমাঙ্গুলীর নখের উপর উত্তমরূপে একটু মোম লাগাইবে, তাহার পরে সেই হাতের চেটোর উপর একটী দুআনি লইয়া দর্শককে দেখাইয়া বলিবে "এই দেখুন দুআনিটী আমার হাতের উপর আছে" তাহার পরে এরূপ ভাবে হাত মুঠা করিবে যেন তোমার মধ্যমাঙ্গুলীর নখে যে মোম আছে তাহা সেই দুআনির গায়ে লাগিয়া তাহাতে আঁটিয়া যায়। তাহার পরে মুঠা খুলিলেই দুআনি অদৃশ্য হইবে। কিন্তু এই কাজ অতি তৎপর সাধন করিতে হইবে, তাহার সহিত হাতের কৌশল উত্তমরূপে বজায় রাখিতে হইবে এবং যাহাতে দর্শকের

চিত্ত তোমার কথার আড়ম্বরে নিবিষ্ট থাকে প্রত্যেক কৌশল করিবার সময়েই এইরূপ উপায় অবলম্বন করিবে

দুইটী কটুরসে একটী মিষ্টরস।

নাইটেট্ সিল্ভার এবং হাইপো কলকেট অফ সোডা উভয়েরই স্বাদ কটু কিন্তু মিশ্রিত করিলে দিব্য মিষ্টস্বাদ উৎপাদন করে

ঐন্দ্রজালিক নিশ্বাস।

একটা বড় টম্বল গ্ল্যাসের অর্দ্ধেকটা চুণের পরিষ্কার জলে পূর্ণ কর এবং এক কুকরা কাঠের দ্বারা ঐ জল কিছুক্ষণ নাড়িতে থাক এবং সেই সঙ্গে তাহার উপর তোমার নিশ্বাস ফেল, তাহা হইলে চুণের নির্ম্মল জল সাদা হইয়াছে দেখিতে পাইবে সেই জল কিয়ৎকাল না নাড়িয়া রাখিয়া দিলে তাহার নীচে সাদা খড়ি জমিয়া থাকিবে

ঐন্দ্রজালিক জল

কার্ব্বনেট অফ অ্যামোনিয়া ও সল্ফেট অফ কপার পৃথক ২ চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশাইলে দিব্য নীলবর্ণ জল হইবে.

লালফুল সাদা করা

আগুণের উপর গন্ধক চূর্ণ নিক্ষেপ করিলে ধূম উঠিতে থাকিবে সেই ধূমের উপর লাল জবাফুল ধরিলে দুই তিন মিনিট মধ্যেই সাদা হইবে।

লেবু কাটিয়া রক্ত বাহির করা

একখানি ছুরির উভয় পৃষ্ঠে উত্তমরূপে ২। ৩ টি যবা ক্ষার ঘর্ষণ করিয়া রাখিবে; তাহার পরে একটি লেবু লইয়া পোঁচ দিয়া কাটিতে থাকিবে লেবু দ্বিখণ্ডিত হইলে দেখিতে পাইবে তাহার গায়ে রক্ত লাগিয়া আছে

সাদা চিঠি কৌশলে পড়া।

পলাণ্ডুর রসে কোন কাগজ লিখিয়া শুকাইলে কাগজে কোন দাগই থাকে না, কিন্তু অগ্নির উত্তাপে ধরিলে অক্ষরগুলি স্পষ্ট পড়িতে পারা যায়

ঐরূপে চূণের জলে লিখিয়া কাগজ শুকাইবার পর ঐ কাগজ জলে ফেলিলে সাদা অক্ষর পড়িতে পারা যায়

কেঁচোর রসে (যেহেতু তাহার রক্ত নাই) সাদা কাগজ লিখিয়া শুকাইলে সেই লেখা রাত্রিকালে আগুণের অঙ্গারের ন্যায় প্রতীয়মান হয়

জলে আগুণ জ্বালা।

একথালি জলের উপর যে কোন ইথার ঢালিয়া দিয়া একটী দেশালাই জ্বালিয়া তাহার উপর ধরিলে দপ্ দপ্ করিয়া আগুণ জ্বলিতে থাকিবে জলে ঐরূপ কর্পূর ছড়াইয়া আগুন ধরাইলেও তাহা জ্বলিতে থাকিবে

আগুণের ফোয়ারা।

একটা জলপূর্ণ টাম্বলার (বড় কাচের) গ্ল্যাসে উত্তম

গুঁড়ান জিঙ্ক ১৫ গ্রেণ, ফস্‌ফরাস ৬ গ্রেণ রাখ আর একটা গ্লাসে সলফিউরিক য্যাসিড ১ ড্রাম মিশ্রিত কর তাহার পর একটী অন্ধকার গৃহে দুইটী গ্ল্যাস লইয়া গিয়া যাহাতে জিঙ্ক ও ফস্‌ফরাস আছে তাহার উপর ডাইলিউটড্‌ সলফিউরিক য্যাসিড ঢালিয়া দাও দেখিবে অগ্নির শিখা ও ধূম গ্ল্যাসের উপর উত্থিত হইয়া আগুনের ফোয়ারার ন্যায় দেখাইবে।

কৃত্রিম অগ্নিগোলক।

একটী বোতলে ৪ আউন্স জল রাখ, তাহার উপর ৩০ গ্রেণ ফস্‌ফরাস দাও। একটী প্রদীপের উপর ঐ বোতলটী ধরিয়া এরূপ উত্তাপ লাগাও যাহাতে জল গরম হইতে পারে জল গরম হইলেই দেখিতে পাইবে অগ্নির ছোট ছোট গোলা জলের উপর অত্যাশ্চর্য্যরূপে উঠিতেছে।

ঐন্দ্রজালিক মসী।

অক্সালিক য্যাশিডে অক্সাইড অফ কোবাল্ট মিশ্রিত কর এবং তাহাতে একটু সোরা মিশ্রিত করিয় কাগজে লিখ; লেখা শুকাইলে আগুনের উপর ধর, তাহা হইলে অক্ষরগুলি একটু ফিকা গোলাপী রঙ্গের পড়িতে পারিবে, কিন্তু অধিকক্ষণ ঠাণ্ডায় রাখিলে মিলাইয়া যাইবে

সমানভাগে সলফেট্‌ অফ্‌ কপর (তুঁতে) এবং মিউরিয়েট অফ্‌ য়্যামোনিয়া জলের সহিত মিলাইয়া সাদা কাগজে লিখ। সেই লেখা আগুণের উত্তাপে ধরিলে স্পষ্ট পীত বর্ণ অক্ষর প্রকাশ পাইবে।

ঐন্দ্রজালিক রং

জল মিশ্রিত গন্ধকদ্রাবকে ও ডাইলিউড্‌ সলফিউরিক্‌ য়্যাসিডে গুঁড়া নীল মিশ্রিত কর যে পরিমাণ নীল দিবে সেই পরিমাণ কারবোনেট অফ্‌ পোটাশ তাহাতে দাও তাহার পর তাহাতে সাদা কাপড় ডুবাইলে নীলবর্ণ, পীতবর্ণের কাপড় ডুবাইলে সবুজ এবং লাল বর্ণের কাপড় বেগুনে বর্ণের হইবে

লিখিবার অত্যুৎকৃষ্ট কালী।

এক বোতল জলে ২ ড্রাম ট্যানিক য়্যাশিড্‌ বা গ্যালিক য়্যাশিড এবং আধড্রাম হিরাকস গুঁড়া মিসাইলে অতি উৎকৃষ্ট লিখিবার কালী হয় যদি কালী কিছু অধিক ঘোর করিতে হয় তবে ঐ দুই দ্রব্যের মাত্রা কিছু বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই কালীতে লিখিলে কাগজ চোপসায় না, জল লাগিলে দাগ উঠে না, বড় স্থায়ী হয় এবং শীঘ্র পচেও না

নিরেট অসচ্ছদ্রব্য পরিষ্কার জল

মিউরিয়েট অফ লাইম এবং কার্বোনেট অফ্‌ পটাশ একত্রিত করিয়া তাহাতে অল্প মাত্রায় নাইট্রিক য়্যাসিড মিশাইলে দিব্য স্বচ্ছ তরল দ্রব্য প্রস্তুত হয়

দৃশ্য এবং অদৃশ্য দাগ।

একখানি আরসীর উপর ফেরচক্‌ দিয়া কোন দাগ, অঙ্ক, পাত বা কোন বিষয় লিখিয়া রুমাল দিয়া মুছিয়া ফেলিবে; তাহার পরে আরসীর উপর মুখের হাই দিলে যাহা লিখিবে

তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইবে দীর্ঘকাল পরেও আবার হাই দিলে লেখা দেখিতে পাইবে।

চমৎকার আলোক।

একটী তুলার পলিতাকে উত্তমরূপে লবণ জলে ভিজাইয়া শুষ্ক করিবে; তাহার পর ঐ পলিতাকে একটী স্পিরিট ল্যাম্পে রাখিয়া যখন জ্বালিবে তখনই উজ্জ্বল পীত বর্ণ আলোক বাহির হইবে। চক্ষে নীল চশমা লাগাইয়া সেই আলোক দৃষ্ট করিলে বেগুণে রঙ্গের আলোক দেখিবে, এবং নীল চশমার সম্মুখে একখানি পীতবর্ণ পরকলা ধরিলে কিছুমাত্র আলোক দেখা যাইবে না, কেবল পলিতাটী দেখিতে পাইবে।

আকস্মিক অগ্নি।

ক্লোরেট অফ পোটাস্ এবং মিছরি সমান ভাগে পৃথক্ পৃথক্ গুঁড়া করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে এবং সেই গুঁড়া একটি কাচ বা মৃত্তিকা পাত্রে রাখিয়া একটি কাটী দ্বারা সলফিউরিক য়্যাশিড্ একটু লইয়া তাহাতে লাগাইলে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে।

গরম কড়া হাতে রাখা।

কড়ার তলায় উত্তমরূপ ভূষা জমিলে যদি তাহাতে জল গরম করা যায় তবে সেই কড়া নামাইয়া হাতের চেটোয় রাখিলে উষ্ণতা অনুভূত হয় না।

একপাত্রে গরম ও শীতল জল।

একটী টিনের কড়ার অর্দ্ধেকটাতে তেলকালি ভাল করিয়া

মাখাইবে ও অর্দ্ধেকটাতে সাদা রঙ্ লাগাইয়া শুকাইবে। তাহার পর উহাতে গরম জল ঢালিয়া দেখিবে কাল অংশের জল সাদা অংশের জল অপেক্ষা শীঘ্র শীতল হইতেছে।

সবুজ আলোক।

গন্ধক ১৩ গ্রেণ, নাইট্রেট অফ্ ব্যারিটা ৭৭ গ্রেণ, অক্সি-মিউরেট অফ্ পোটাশ ৫ গ্রেণ, মেটালিক্ আর্শেনিক ২ গ্রেণ, কয়লা ৩ গ্রেণ নাইট্রেট অফ্ ব্যারিটাকে উত্তমরূপে শুকাইয়া চূর্ণ করিবে। তাহার পর অন্যান্য মসলা গুলিকে পৃথক পৃথক চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। তাহার পরে একটী মৃৎপাত্রে রাখিয়া তাহা জ্বালিয়া দিলে উৎকৃষ্ট সবুজ আলোক জ্বলিতে থাকিবে।

লাল আলোক।

শুষ্ক নাইট্রেট অফ্ ষ্ট্রনসিয়া ৫ আউন্স উত্তম গন্ধকের গুঁড়া ১।০ আউন্স, ক্লোরেট অফ্ পোটাশ ৫ ড্রাম, সলফিউরেট অফ্ য়্যাণ্টিমনি ॥ ড্রাম ক্লোরেট অফ্ পটাশ ও সলফিউরেট অফ্ য়্যাণ্টিমনি পৃথকরূপে ভাল করিয়া গুঁড়া করিবে তাহাদিগকে একটী কাগজে রাখিয়া মিশ্রিত করিবে। অন্যান্য মসলা গুলি গুঁড়া করিয়া তাহাতে মিলাইবে। কিয়ৎ পরিমাণ স্পিরিট অফ ওয়াইন্ সেই মিশ্রিত গুঁড়ায় মাখাইবে। তাহার পর সামান্য ভূষা বা কয়লার গুঁড়া তাহাতে দিয়া আগুণ লাগাইলে খুব দপ্ দপে লাল আলোক জ্বলিতে থাকিবে

বেগুণে আলোক।

স্পিরিট অফ্ ওয়াইনে ক্লোরাইড্ অফ লিথিয়ম গুলিবে এবং যখন তাহা জ্বালাইবে তখন সুন্দর বেগুণে রঙ্গের আলোক বাহির হইতে থাকিবে

রূপালি আলোক।

এক টুকরা জ্বলন্ত কয়লাতে নাইট্রেট অফ সিলভারের (লুনারকষ্টিকের নয়) শুষ্কদানা—(Dried crystals of Nitrate of silver) তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। দেখিবে কেমন সুন্দর আলোক হয় এবং কয়লার চতুর্দ্দিকে চকচকে গলা রূপা যেন ঢাকিয়া রহিয়াছে।

জলেতে ফুঁতে আগুণ।

দুই গ্রেণ পটাসিয়ম্ ও দুই গ্রেণ সোডিয়ম্ একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে এক বিন্দু পারা ঢালিয়া দিবে তাহার পরে সেই পাত্রটী হাতে লইয়া নাড়িতে নাড়িতে আগুণ জ্বলিয়া উঠিবে

ছোটমুখ বোতলে হংসডিম্ব প্রবেশ করান।

এক বা ততোধিক হাঁসের ডিম্ ভিনেগারে ভিজাইয়া রাখিবে, এবং যখন দেখিবে তাহার খোলা নরম হইয়া আসিয়াছে, অনায়াসে বোতলে প্রবিষ্ট করান যাইতে পারে, তখন বোতলের মুখ দিয়া তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট করাইবে ভিনেগারে ভিজাইয়া যদি ডিমের খোলা নরম না হয়, তবে সেই

ভিনেগারে বড় চামচের দুই চামচে ভিনেগারে এক ছোট চামচে ঘ্যাশেটীক ঘ্যাশিড মিশ্রিত করিলে উহা বার পর নাই নরম হইবে।

জলে হাত ডুবাইলে হাত ভিজিবে না।

একটা বড় পাত্র জলে পরিপূর্ণ করিয়া তাহাতে লাইকো পোডিয়াম্ নামক গুঁড়া তাহার উপর ফেলিয়া দিয়া বলিবে যে, "এই জলে টাকা, সিকি, দুয়ানি, পয়সা বা আর কিছু ফেলিয়া দাও, আমি হাত ডুবাইয়া তুলিয়া আনিব কিন্তু হাতে জল লাগিবে না।"

তুমি অনায়াসে জলে হাত ডুবাইয়া তুলিয়া আনিবে হাতে লাইকো পোডিয়ামের গুঁড়া লাগিয়া তোমার হাতে জল স্পর্শ করিতে দিবে না।

শূন্যে অঙ্গুরীয়ক।

এক টুকরা সূতাকে উত্তমরূপে লবণের জলে ভিজাইয়া শুষ্ক করিবে। সূতাটী ভাল রকম শুষ্ক হইলে তাহাতে একটি অঙ্গুরীয়ক ঝুলাইয়া সূতাটীতে আগুন লাগাইয়া দিবে। সূতাটী পুড়িয়া যাইবে কিন্তু আংটিটী পড়িয়া যাইবে না, ঝুলিতে থাকিবে। এই কৌশলটি নির্ব্বাতগৃহে দেখাইলেই ভাল হয়।

আগুন খাওয়া।

এক টুকরা মোটা দড়ি সোরার জলে ভিজাইয়া শুষ্ক করিবে। ঐ দড়ির এক ইঞ্চি পরিমাণ কাটিয়া লইয়া আগুনে জ্বালাইবে। তাহার পরে ঐ জ্বলন্ত দড়িটুকু খানিকটা শণের

ভিতর রাখিয়া জুড়াইলে ধুঁওা দেখিতে পাওয় যাইবে না। একটু শন লইয়া উত্তমরূপে চিবাইতে চিবাইতে এরূপ ভঙ্গি করিবে যেন তাহা গ্রাস করিতেছে অনন্তর যাহাতে পোড়া দড়ি আছে সেই শনটুকু যে অবকাশে মুখে পূরিবে, সেই অবকাশে পূর্ব্বের চিবান সমুখ হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়া দিবে এইরূপ করিয়া নাসিকা দিয়া নিশ্বাস লইয়া মুখ দিয়া প্রশ্বাস ফেলিলে ধূম নির্গত হইতে থাকিবে এবং মুখের ভিতর দপ্‌দপে উজ্জ্বল জ্যোতি পূর্ণ হইবে এবং মুখবন্ধ করিয়া পোড়া দড়ি ব্যতীত শনটুকু পেষণ করিলে আগুণ বাহির হইতে থাকিবে

আশ্চর্য্যরূপে কদলিচ্ছেদ।

বাজী দেখাইবার পূর্ব্বে কতকগুলি পক্ব কদলীফলের খোসার উপর সূচিকা প্রবেশ করাইয়া বাম দিক হইতে ক্রমশঃ সূচিকা অধিক প্রবিষ্ট করাইয়া দক্ষিণ দিক দিয়া বাহির করিয়া আনিলে ভিতরের শস্য দ্বিখণ্ডিত হইবে কিন্তু খোসার উপর কোন দাগ পড়িবে না কেবল মাত্র একটী সূক্ষ্ম সূচিকার অতি সামান্য দাগ সরিষার মত পড়িতে পারে কিন্তু তাহাতে কিছু আইসে যায় না, পক্ব কদলীতে সেরূপ দাগ অনেক থাকে ঐরূপে কদলী ফলটীকে ৪।৫ খণ্ড করিতে সমর্থ হইবে দশ বারটী কদলীকে ঐরূপে কাটিয়া যখন বাজী দেখাইবে,তখন যাঁহারা উপস্থিত থাকিবেন তাঁহাদের হাতে সেই ভিতরে কাটা বাহিরে গোটা একটী কদলী দিয়া বলিবে "দেখ, কদলীগুলি কোথাও কাটা নয়" তাঁহারা তোমার কথায় সম্মতি

দিলে তুমি অন্য একটী ভিতরে বাহিরে গোটা কদলী লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবে। যেন মনে থাকে যে পূর্ব্বকার কদলীগুলির ভিতরে যতগুলি খণ্ড করিয়াছ, তুমি যে কদলী কাটিবে তাহাও যেন তত খণ্ড হয় তাহার পরে তাঁহাদিগকে আপনাপনি কদলীর খোসা ছাড়াইতে বলিবে খোসা ছাড়াইয়া তাঁহারা আশ্চর্য্য হইবেন, তাঁহাদের কদলী গুলিরও ভিতরে খণ্ড খণ্ড

অকস্মাৎ ভেকসম্ভব।

নদীজাত শৈবাল শুকাইয়া উত্তমরূপে ভস্ম করিবে, পরে উহার সহিত মহিষ দধি একত্র মর্দ্দিত করিলে ৭০ দণ্ড মধ্যে উহাতে ভেক জন্মিবে

দিনে তারা দর্শন।

অগস্ত্য কুসুমের রসে অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া চক্ষে দিলে দিবাভাগে নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়

অকস্মাৎ মৎস্যাগম।

মৎস্যের ডিম্বের সহিত উহার পিও মিশ্রিত করিয়া রাখিতে অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহাতে মৎস্য জন্মিবে কিন্তু যে মৎস্যের ডিম এবং পিও গ্রহণ করা হইবে, সেই মৎস্য জীবিত থাকিতে থাকিতে তাহার ডিম ও পিও বাহির করিয়া লইতে হইবে

কাঠ চিবান

আমরুলশাক অথবা আদা চিবাইয়া তাহার পরক্ষণেই সাদা

বোতলের গলা ও তল বাদে অন্যাংশ অনায়াসে চিবান যায়, মুখে কোন আঘাত লাগে না।

পৃথক হস্তে টাকা ও পয়সার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন।

দুইটী টাকা লইয়া তাহাদের অপর পৃষ্ঠে দুইটী ডবল পয়সা লেই বা গঁদ দিয়া উত্তমরূপে লাগাইয়া শুকাইয়া রাখিবে। যখন বাজী দেখাইবে, তখন দুই হাতে দুইটী লইয়া একটীর শুভ্রপৃষ্ঠ ও অপরটীর তাম্রপৃষ্ঠ দেখাইয়া দর্শককে বলিবে "দেখুন এক হাতে ডবল পয়সা ও এক হাতে টাকা" তাহার পর হাত মুঠা খুলিলে তখনই দর্শকেরা আশ্চর্য্য হইবেন

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

তাসের তামাস।

দেখ বোন বিদ্ তাসের যে কতকগুলি সুন্দর তামাসা আছে তাহা দেখিলে তুমি যার পর নাই আশ্চর্য্য হইবে ইন্দ্রজালের সকল কথা কিছু বলা শেষ হয় নাই, কিন্তু উপর্য্যুপরি এক বিষয়ের অনেক কথা শুনিতে গেলে ততটা মিষ্ট বোধ হয় না ধৈর্য্য থাকে না, বা কৌতুহলও বাড়ে না, এজন্য এখন তাসের কতগুলি তামাসার কথা বলি শুন, যে গুলি বুঝিতে না পারিবে আমাকে বলিলে দেখাইয়া দিব

কতকগুলি তাস লইয় দর্শকের অজ্ঞাতসারে সে গুলিকে আধাআধি করিয়া ভাগ করিবে, তাহার পরে অর্দ্ধেক গুলির

পৃষ্ঠে অপরার্দ্ধেকের পৃষ্ঠ রাখিয়া একত্র করিবে। তাহা হইলে যতগুলি তাস লইবে তাহার অর্দ্ধেকগুলির সম্মুখ একদিকে অপরার্দ্ধেকের সম্মুখ অপর দিকে হইবে অর্থাৎ যদি ৩২ খানা কাগজ লইয়া থাক, তবে উপর্য্যুপরি প্রথম ১৬ খানির মুখ এক দিকে এবং অপর ষোল খানির মুখ তদ্রূপে তাহার বিপরীত দিকে থাকিবে কাগজগুলি এইরূপে গুছান হইলে পর এক দিকের একখানি কাগজ দেখিয়া লইবে যেখানি দেখিয়া লইবে তাহার পরে তাসের গোছাটীকে হাতের তর্জ্জনী অঙ্গুলী একদিকে এবং অপর চারিটী অঙ্গুলী অন্যদিকে দিয়া এমন ভাবে দর্শকদিগের সম্মুখে ধরিবে, যেন তুমি গোছাটীর সে পৃষ্ঠের কাগজখানি দেখিতে পাও নাই, কিন্তু সেখানি তুমি পূর্ব্বে দেখিয়া রাখিয়াছ গোছাটি দর্শকদিগের সম্মুখে ধরিয়াই সেখানি কি কাগজ তাহার নাম করিবে যখন তুমি এ কাজ করিতেছ তখন কাগজ গোছাটীর ভিতর পৃষ্ঠে যে কাগজ খানি আছে তাহা দেখিতে পাইতেছ প্রথম কাগজখানি দেখাইয়া কাগজের গোছটী তোমার পশ্চাদ্ভাগে লইয়া যাইবে, এবং পিছনদিকে না চাহিয়া যে কাগজখানি দেখাইয়াছ সেখানি দর্শকবৃন্দের সম্মুখে ফেলিয়া দিবে তাহার পরে পশ্চাৎ দিকেই তাসের গোছাটীকে উল্টাইয়া, অর্থাৎ এমনভাবে যেখানি ভিতর পৃষ্ঠে তোমার দিকে ছিল, সেইখানি দর্শকদিগকে দেখাইয়া, সেখানি কি কাগজ তাহা বলিবে এইরূপে এক একবার পশ্চাতে লইয়া গিয়া দেখান কাগজখানি সম্মুখে ফেলিয়া রাখিয়া গোছাটী উল্টাইয়া আবার দেখাইলে দর্শকগণ আশ্চর্য্য হইবেন

যে কোন ২১ খানি কাগজ লও এক এক খানি করিয়া চিৎভাবে সাত খানিতে একটি শ্রেণী করিয়া স্থাপন কর তাহার নীচে আর দুইটী তদ্রূপ শ্রেণী কর তাহার পরে দর্শকদের একজনকে একখানি কাগজ মনে করিতে বল। তাঁহার মনে করা হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর সেই তাসটী কোন শ্রেণীতে আছে তাহার পর ডানদিক হইতে এক এক খানি করিয়া কাগজ তুলিয়া তিনটী শ্রেণীর তিনটী "থাক" দাও দর্শকের মনে করা তাসখানি যে থাকে আছে সেই থাকটীকে মধ্যে রাখ তাহার পরে আবার সেইরূপে সাত সাত খানি করিয়া তিনটী শ্রেণীতে উপর হইতে ডাইনদিকে পূর্ব্ববৎ কাগজ সাজাও, আবার কোন্ থাকে আছে জিজ্ঞাসা কর, এবারেও পূর্ব্ববৎ গুছাইয়া সেই থাকটীকে মধ্যে রাখ, এইরূপ আর একবার কর সর্ব্বসমেত তিনবার হইলে যখন তিনটী থাক যথানিয়মে উপর্য্যুপরি একত্রিত করা হইবে তখন উপর হইতে দশখানি কাগজের পরে যেখানি থাকিবে, নিশ্চয় সেই খানি মনে করা হইয়াছে জানিবে

অন্যের দেখা কাগজ বলিয়া দেওয়া।

সমস্ত তাসগুলিকে লইয়া ভাঁজিতে ভাঁজিতে শেষ ভাঁজের সময়ে নীচে যে তাসখানি থাকিবে দেখিয়া লও, যেন অন্যে তাহা জানিতে না পারে। তাহার পরে দর্শককে বল যে, সমস্ত কাগজের মধ্যে তিনি এক খানিকে লইয়া দেখিয়া উপরে

রাখিয়া দেন পরে তুমি একটী এমন ভাঁজ দাও যে, নীচে তোমার দেখা যে তাস খানি আছে, সেখানি যেন উপরের তাসের ঠিক উপরে গিয়া পড়ে তাহার পরে আরও দুই একটা ভাঁজ দাও, কিন্তু সাবধান, নীচের ও উপরের যে দুইখানি কাগজকে একত্র করিয়াছ সে দুই খানি যেন পরস্পরে দূরে গিয়া না পড়ে তাহার পরে কাগজগুলি খুলিয়া দেখিয়া যাও। তোমার চেনা কাগজ খানির কোলে যে কাগজ খানি থাকিবে নিশ্চয় জানিবে সেই খানিই দর্শক পূর্ব্বে দেখিয়া রাখিয়া দিয়াছেন।

আত্মপ্রকাশ।

দর্শকের অগোচরে রুইতনের সাত্তা হইতে দশ এবং টেক্কা পৃথক রাখিয়া দাও। তাহার পরে সকল ছবি ও অপর কাগজ গুলির মুখ একদিকে করিয়া গুছাও এই সকল ঠিক করিয়া দর্শকদিগের একজনকে বল যে একখানি কাগজ টানিয়া লইয়া দেখেন দেখা হইলে তাঁহার হাত হইতে কাগজ খানি লইয়া অন্য কাগজ গুলির মাথা যে দিকে আছে, সেই কাগজ খানির মাথা যাহাতে অপরদিকে পড়ে এমন রকমে উল্টাইয়া ভিতর প্রবিষ্ট করিয়া দিবে তাহার পর এক এক খানি সন্দেহের সহিত দেখিবার ভাণ করিয়া যে খানির মাথা অপরদিকে দেখিবে সেই খানিই দর্শকের দেখা কাগজ বলিয়া দিবে।

না দেখিয়া তাসের ফোঁটা বলা।

এই বাজী দেখাইবার সময় দর্শকদিগকে বলিয়া দিবে

যে, টেবা ১১ ফোঁটা, ছবিগুলি ১০ ফোঁটা এবং অন্যান্য তাসে যত ফোঁটা লিখিত আছে তাহাই ধরিতে হইবে

তিন খানি কাগজ দেখিয়া উপড় করিয়া রাখিতে বলিবে এবং সেই তিন খানি কাগজে পূর্ব্বোক্ত মতে এক এক খানিতে যত ফোঁটা থাকিবে, প্রত্যেক খানির উপর বক্রী ততগুলি কাগজ দিয়া ১৫ সংখ্যা পূর্ণ করিতে বলিবে তাহার পরে কাগজগুলি ভাঁজিবার ছলে গণিয়া দেখিবে তোমার হাতে কতগুলি কাগজ আছে তোমার কাগজের সংখ্যা যত থাকিবে তাহা হইতে ৪ বাদ দিয়া যত সংখ্যা থাকিবে তত-গুলি ফোঁটা দর্শকের রাখা প্রথম তিন খানি কাগজের ফোঁটা সহিত সমান

মনেকর দর্শক একটী চৌকা, একখানি আটা এবং একটী সাহেব রাখিয়াছেন তাঁহাকে চৌকার উপর ১১ খানি, আটার উপর ৭ খানি এবং সাহেবের উপর ৫ খানি কাগজ রাখিয়া ১৫ সংখ্যা পূর্ণ করিতে হইবে সর্ব্বসমেত ২৬ খানি কাগজ দর্শকের নিকট রহিল, বক্রী ২৬ খানি তোমার হাতে থাকিল ঐ ২৬ হইতে ৪ বাদ দিলে ২২ রহিল এই ২২ ফোঁটা দর্শকের তিনখানি কাগজের মোট ফোঁটার সংখ্যা

বোধ হয় এ কথা বলিয়া দিতে হইবেনা যে, ৫২ খানি কাগজ লইয়াই এই খেলা দেখাইতে হইবে

চারিটী সাহেবের আশ্চর্য্য সাক্ষাৎ

চারিটী সাহেবকে বাছিয়া একত্র কর অন্য তিন খানি ফালতো কাগজ দর্শকের অজ্ঞাতসারে সংগ্রহ করিয়া তাহার

উপর চারিটী সাহেবকে এমন রকমে সাজাও যে, তাহার (
কোনটীকে টানিয়া বহির করিবার সময় নীচের ফাঁকে
তিন খানি কাগজ দেখিতে পাওয়া না যায়, সে জন্য বামহস্তে
চেটোর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলে ও কনিষ্ঠাঙ্গুলের মূলে সাজান সাহে
গুলিকে ধরিয়া অন্যান্য অঙ্গুলীকে ছড়াইয়া রাখিতে হইবে
সাহেবগুলির যেটী সর্ব্বোচ্চে থাকিবে তাহার পদতলের একা
উপরে দ্বিতীয় সাহেবের মস্তক, দ্বিতীয় সাহেবের ঐরূপ স্থানে
তৃতীয় সাহেবের মস্তক, তৃতীয় সাহেবের সেইরূপ স্থানে
চতুর্থ সাহেবের মস্তক, এইরূপে কিম্বা সাহেব গুলির আধা আধি
জায়গায় তাহার নীচের সাহেবকে সংস্থাপন করিলে আরও
সুবিধা হইবে

তাহার পর দুইটী গোলাম, যাহাদিগকে সাহেব বাছিবার
সময় বাছিয়া রাখিবে, সেই দুইটীকে লইয়া গল্প আরম্ভ করিবে
যে, দুইটা গোলামে মারামারি করিয়া একটা অপরটাকে কাটিয়া
ফেলিয়াছে সাহেবদের একজন পুলিস ইন্‌স্পেক্টর (যাহাকে
ইন্‌স্পেক্টর করিবে তাহাকে গোলাম দুইটার নিকট নিক্ষেপ
করিয়া রাখিবে) সাহেব তদন্তে গেলেন অপর তিনজন সাহেবকে
বলিয়া গেলেন তোমরা একটু অপেক্ষা কর, এই নিই আসিতেছি
ইন্‌স্পেক্টর সাহেব খুনী মোকর্দ্দমার তদারক করিতে গেলেন যেমন
তেমন করিয়া কাজ সারিব মনে করিয়া গেলেও মোকর্দ্দমাটা
খুব বড়, সুপারিন্টেন্ডেণ্ট, জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের ভয় আছে, বিশেষ
সে সময়ে একটা ইংরেজী সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতাও
উপস্থিত ছিলেন, কাজেই তদারকে বিলম্ব হইতে লাগিল।
এখানে অপর তিনজন সাহেব ইষ্টি ইণ্ডিয়ান লেসে আপনাপন

স্থানে যাইবার জন্য প্রস্তত হইয়াছিলেন টে্রনের সময় যায়, আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া ষ্টেশনে গেলেন (এই বলিয়া তিনটী সাহেব, নীচের তিন খানি ফালতো কাগজ সমেত গুটাইয়া অবশিষ্ট কাগজের তাড়ার উপর রাখ) তাহার পর একজন গেলেন পাণ্ডুয়া (এই বলিয়া উপরের কাগজ খানি লইয়া সাবধানে কাগজের গোছার নীচে ২ ৪ খানি বা ৫ ৭ খানি কাগজের উপর প্রবেশ করাইয়া দাও বোধ হয় তোমাকে বলিতে হইবে না যে গুলি ফালতো কাগজের মধ্যে একখানি, অতএব এমন সাবধান লইবে যেন দর্শক তাহার তলা দেখিতে না পায়); দ্বিতীয় সাহেব গেলেন হুগলী (এই বলিয়া উপরের কাগজ খানিকে লইয়া মাঝামাঝি জায়গায় পূর্ব্ববৎ সাবধানে রাখিয়া দাও) তৃতীয় সাহেব গেলেন শ্রীরামপুর (এই বলিয়া তাসের তাড়াটীর বার আনা আন্দাজ উপরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রাখিয়া দাও, ফল কথা এমন স্থানে এই তিনটী কল্পিত সাহেবকে রাখিয়া দাও যে দর্শক যেন বুঝিতে পারেন যে তাহাদিগকে একটী হইতে অপরটীকে পৃথক স্থানে রাখা হইল) এমন সময় সাহেবটী তদন্ত শেষ করিয়া বাসায় আসিয়া জানিলেন সাহেবেরা স্ব স্ব স্থানে চলিয়াগিয়াছেন, সাহেব চটিয়া উঠিলেন। খানসামাকে বলিলেন সেকি? আজ আমাদের চুচুঁড়াতে Engagement আছে চলে গেলেন? এমন কথন হতে পারে না এই বলিয়া হাওড়ার ষ্টেশনে আসিলেন (এই বলিয়া সাহেবটীকে লইয়া তাসের তাড়ার উপরে রাখ) আসিয়া দেখেন এই বলিয়া এক দুই তিন চারি গণিবে) চারিজনেই ষ্টেশনে। পরস্পরের দেখা দেখিতে আমোদের সীমা নাই (এই বলিয়া

চারিখানি কাগজ চিংকরিবা দেখাইবে চারিটী সাহেবই এরূপ)"

আশ্চর্য্য ভেল্কী

বাজী দেখাইবার পূর্ব্বে অগ্রে দর্শকদিগকে খুব বাগাড়ম্বর করিয়া জিজ্ঞাসা কর যে "কার গায়ে বেশী বল আছে?" তখন কেহ কেহ বলিবে "আমার আমার" পুনরায় বল 'কিন্ত বড় সাবধান যেন ঠকিতে না হয়' এই কথায় দুই এক জন পশ্চাৎ পদ হইবে তাহাতেও যাহারা বলিবে "হাঁ" তাঁহাদের এক জনকে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াতে বল তাহার পরে তাসের তাড়াটী লইয়া তাহার নিম্নদেশ দেখাও এবং জিজ্ঞাসা কর "কোন্ কাগজ দেখিতেছেন? এই কথায় তিনি বলিলেন "ইস্কাবনের গোলাম" তাহার পর তাসের তাড়াটী মুখ নীচের দিকে রাখিয়া তাহাকে খুব জোরে তাসের তাড়াটীর নীচে উপর হাত দিয়া ধরিতে বল তিনি সেইরূপে ধরিলে তাঁহাকে উপরের দিকে একবার তাকাইতে বল তিনি উপরে চাহিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, কোন্ তাস খানা দেখিয়াছেন আপনার কি ঠিক স্মরণ আছে?' উত্তর "হাঁ— ইস্কাবনের গোলাম' তখন তুমি বলিবে "না আপনি ভুল করিয়াছেন আপনি দেখুন সেটি হরতনের গোলাম,' এই বলিয়া নীচে দেখাইবে "আচ্ছা তাস গুলি দেউন, ইস্কাবনের সাহেবকে অন্য স্থানে খুঁজিলে দেখিতে পাইবেন,' এই বলিয়া তাঁহার হস্তে তাস গুলি দিলে তিনি প্রকৃতই অন্যস্থানে ইস্কাবনের গোলাম দেখিতে পাইবেন

যে কৌশলে তুমি এরূপ আশ্চর্য্য খেল দেখাতে পারিবে তাহার উপায় বলিতেছি শিক্ষা কর যে তাসে বাজী দেখাইবে তাহার অতিরিক্ত একখানি ইস্কাবনের গোলাম অন্য একজোড়া তাস হইতে লইয়া তাহার এক দিকে মাথা ও অপর দিকে পা রাখিয়া আধাআধি করিয়া কাট পায়ের অংশটা ফেলিয়া দিয়া মাথার দিকটা লও তাসের তাড়াটি লইয়া তাহার নীচে হরতনের গোলাম রাখিয়া তাহার উপর ইস্কাবনের গোলামের অর্দ্ধেক রাখ, এরূপ ভাবে রাখ, যেন হরতনের গোলামের মুখ ইস্কাবনের গোলামের আধখানায় ঢাকা থাকে। যখন প্রথম দেখাইবে তখন ইস্কাবনের গোলামের চক্ষের উপর তোমার মধ্যমাঙ্গুলী ও তাসের তাড়ার অপর পৃষ্ঠে বৃদ্ধাঙ্গুলী দিয়া এমন ভাবে ধরিবে যেন দর্শক তাহা ঠাওরাইতে না পারে। বস্তুত পাটী হরতনের গোলামের, আর মাথাটী ইস্কাবনের গোলামের কিন্তু পা দেখিয়া ঠাওরাইবার যো নাই, কারণ ঐ দুইটী গোলামের পা একই রকম পরে যখন তাস গোছাটী দর্শককে জোরে ধরিতে দিবে, তখন গোলামের পায়ের দিকটা দিবে এবং যখন তিনি উপর দিকে চাইবেন, তখন তাঁহার চোকে চাহিয়া যখন তুমি বলিবে "যে তাস খানা দেখিয়াছেন সেখানা কি ঠিক স্মরণ আছে? তখন তুমি তোমার বাম হস্তে কাটা গোলামের আধখানা সরাইয়া লইলেই হরতনের গোলামের আপাদ মস্তক দর্শকের হাতে থাকিবে

সকল তাসেই যে কিছু ইস্কাবন ও হরতনের গোলামের পা একরকম থাকে তাহা নহে তবে এটি নিশ্চয় আছে যে চারিটী গোলামের মধ্যে দুইটীর পা একরূপ অপর দুইটীর

অপর এক রকম; সেস্থলে যে গোলামের সহিত যে গোলামের পা মিলিবে সেই দুইটিকে লইয়াই বাজী দেখাইবে।

চারিখানি তাস

তাসের গোছার ভিতর হইতে যে কোন চারি খানি তাস লইয়া একজনকে একখানি মনে করিতে বল যখন তিনি তোমাকে চারিখানি কাগজ দেখিয়া ফেরত দিবেন, তখন কৌশল-ক্রমে তাহাদের দুইখানি তাসের তাড়ার নীচে ও দুইখানি উপরে রাখ মাঝখান হইতে টানিয়া ৫ চারি খানি কাগজ লও এবং পূর্ব্বোক্ত ৪খানি কাগজের যে দুইখানি নীচে আছে তাহাদের নীচে রাখ তাহার পর তলার ১৮ খানি কিম্বা দশ খানি কাগজ বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা কর যে তাহাদের মধ্যে তাঁহার মনেকরা কাগজ খানি আছে কিনা যদি বলেন, 'হাঁ তবে নীচে যে ৪ খানি কাগজ রাখিয়াছ তাহা পূর্ব্বমত কৌশলে উপরে তুলিয়া নীচে যে কাগজ খানি আছে সেই খানি বাহিরে আনিয়া দেখাইয়া বলিবে "দেখুন দেখি, এখানি কি না? যদি বলেন "না" তবে আর তুমি নিজে না কাগজখানি টানিয়া বাহির করিয় বলিবে যে "তবে এই নীচে হইতে আপনার কাগজ লউন' নিশ্চয় সেই খানিই দর্শকের দেখা কাগজ কিন্তু প্রথম যখন নীচের ১৮ খানি কাগজ লইয়া দেখাইবে তখন যদি তিনি বলেন যে "না ইহাদের মধ্যে আমার দেখা কাগজ নাই "তাহা হইলে তোমাকে নিশ্চয় বুঝিতে হইবে যে ৪ খানির যে দুই খানি তুমি উপরে রাখিয়াছ তাহাদের একখানি তাঁহার দেখা কাগজ তখন

উপরে দুই খানিকে দর্শকের অজ্ঞাতসারে কৌশলক্রমে নীচে আনিয়া প্রথম খানি পূর্ব্বোক্তমতে বাহির করিয়া দিলে যদি বলেন 'না এখানি নয়," তবে নীচে হইতে টানিয়া আপনার কাগজ লইতে বলিবে নীচে যেখানি থাকিবে নিশ্চয়ই সেই খানি তাহার দেখা কাগজ

আজ্ঞাবহ তাস।

কতক গুলি তাস উপড় করিয়া সারি দিয়া রাখিয়া যাইবে। তাহার পূর্ব্বে কৌশলক্রমে একখানি তাস, হয় তোমার বাম হস্তের কোটের আস্তিনের ভিতর ফেলিয়া দিবে, না হয় অন্য কোন কৌশলে আপনার হস্তগত করিবে তাহার পরে দর্শক- দিগের একজনকে তাঁহার অঙ্গুলি দ্বারা একখানি কাগজ স্পর্শ করিতে বলিবে তিনি স্পর্শ করিলে, যেখানি তোমার হস্তগত আছে তাহার নাম বলিবে, ও দর্শকের স্পর্শকরা তাস খানি তুলিবে, যেন তুমি যে খানির নাম করিলে সেই খানিই উঠিয়া আসিল। তাহার পর আবার একখানি স্পর্শ করিতে বলিবে; প্রথম বারে যে খানি তুলিয়া লইয়াছ, দ্বিতীয় বার তুলিবার সময় সেখানির নাম করিবে ও দ্বিতীয় কাগজ খানি তুলিবে এইরূপে তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম যত গুলি ইচ্ছা প্রতিবার দর্শককে দিয়া স্পর্শ করাইয়া ও ঐরূপে নাম ধরিয়া ডাকিয়া তুলিবে। শেষে যেখানি তুলিবে, অর্থাৎ যেখানি তুলিয়া আর তুলিবে না, সেই খানি তোমার অনর্থক হইল। কারণ সেখানির নাম করিয়া অপর এক খানি তোলা হইতেছে না সেইখানিকে প্রথম খানির পরিবর্ত্তে গোপন করিলেই অবশিষ্ট গুলি তোমার যে ডাকা মত কাগজ তাহা স্পষ্ট দেখাইতে পারিবে।

মনেকর প্রথম বারে তুমি ইস্কাবনের টেক্কা লুকাইয়া ছিলে প্রথম বারে ডাকিয়া যে কাগজ খানি তুলিবে, তাহার অগ্রে ইস্কাবনের টেক্কা বলিয়া ডাক দিয়াছ, কিন্তু ডাকে আসিল মনেকর রুইতনের সাহেব দ্বিতীয়বার দর্শক কাগজ স্পর্শ করিলে তুমি ডাকিলে রুইতনের সাহেব, কিন্তু উঠিয়া আসিল হরতনের গোলাম। ফিরেবার কাগজ তুলিবার সময় ডাকদিতে হইল হরতনের গোলাম, কিন্তু আসিল ইস্কাবনের দশ চতুর্থ বার ডাকদিলে ইস্কাবনের দশ কিন্তু উঠিয়া আসিল রুইতনের টেক্কা উপর্য্যুপরি কতকগুলা মনে করিয়া রাখা দর্শকের কষ্টকর হইতে পারে এজন্য সেইখানে ডাক বন্ধ রাখিলে, কিন্তু হাতের কাগজের মধ্যে রুইতনের টেক্কাটার নামগন্ধও নাই এবং গণনাতেও বেশী হয় অতএব সেই খানাকে লুকাইতে হইবে

গ্রাবু খেলায় একপক্ষে ছয়খানি রং লওয়া

চারিটী রংএর প্রত্যেকে রংএর আট খানি কাগজ বাছিয়া পৃথক পৃথক চারিটী থাক দাও তাহার পরে এক একটী থাক হইতে এক এক খানি তাস লইয়া বত্রিশ খানি কাগজ একত্রে গুছাইয়া লইয়া প্রতি পক্ষকে কাটাইতে দিলে তিনি যেখানে কাটাইবেন, তোমার দুই হাতে ছয় খানি এবং তোমার প্রতি-পক্ষে দুইখানি মাত্র রং পাইবেক

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নানাবিধ আশ্চর্য্য প্রক্রিয়া।

প্রিয় ভগ্নি তোমাকে ইন্দ্রজাল সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই বলা হইয়াছে যাহাতে তুমি আরও কিছু শিক্ষা করিতে পার আমি এরূপ ইচ্ছা করি সত্য বটে ইন্দ্রজাল এতবড় বিস্তৃত বিষয় যে, একজন লোকের জীবনে তাহা শিক্ষা করিয়া উঠা যায় না, কিন্তু সচরাচর যে গুলির প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়, এবং যে গুলি সহজসাধ্য সে গুলি শিখিবার জন্য সকলেরই ঔৎসুক্য জন্মিয়া থাকে এজন্য আমি তোমাকে আরও কয়েকটী প্রক্রিয়ার কথা বলিতেছি ইন্দ্রজাল শিক্ষা করিয়া যে কেবল আপনার বা আত্মীয়স্বজনদিগের চিত্তবিনোদন করা যায় তাহা নহে, নানা বিষয় জ না থাকিলে বাজীকরেরা বাজী দেখাইয়া সাধারণ লোককে যেমন বিমুগ্ধ করে এবং বিমুগ্ধ ব্যক্তিগণ মোহগুণের বশবর্ত্তী হইয়া অর্থব্যয় করে, তেমন আর হইতে পায় না, অনেক অর্থ বাঁচিয়া যায়

কাটা মুণ্ডের বাক্য কথন

এই বাজী দেখাইবার জন্য একটি ভিন্ন রকমের টেবিলের প্রয়োজন হয় টেবিলটীর মধ্যস্থলে জোড় থাকা চাই এবং জোড়ের মধ্যস্থলে গোলার্দ্ধরূপে প্রত্যেক টেবিলে অর্দ্ধগোলাকার এরূপ এক একটী ছিদ্র থাকে যে সে দুইটী জোড়া দিলে একটী মনুষ্যের গলা অনায়াসে প্রবিষ্ট করান যায়, সেই ছিদ্রের উপরি

বেষ্টন করিয়া ছিদ্রের আকার এবং আয়তনে যেন একটী কাচের প্লেট থাকে টেবিলের নীচে চারিদিকে চারি খানি মোটা কাচ দিয়া ঘেরিয়া দিতে হয়।

তাহার পর যখন বাজী দেখাইতে হইবে, তাহার পূর্ব্বে একটী মনুষ্য টেবিলের নীচে থাকিয়া উহার উপরিভাগে যে প্লেট খানি আছে তাহাতে আপনার মুণ্ডী স্থাপন করিলে টেবিলার্দ্ধ দুইটী জুড়িয়া একত্র করিয়া দিলেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ টেবিলে ঢাকা পড়িল, কেবল মস্তকটী উপরে রহিল দর্শকের প্রশ্নানুসারে সে সকল কথার উত্তর দিলে সহজে তাহার কাটা মুণ্ড ছাড়া আর কিছু বোধ হইবে না আর টেবিলের নীচে চারিদিকে চারি খানি কাচকে এমন রকমে স্থাপিত করিতে হয় যে, একটার ছায়া অন্যটায় যেন প্রতিভাত হইতে পার, তাহা হইলে আর তাহার ভিতরে যাহা থাকিবে তাহ বাহির হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না।

তৈলহীন প্রদীপে দীপ জ্বালান।

একটী কেঁচোকে শুষ্ক করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে সূক্ষ্ম নেকড়াদ্বারা বেষ্টন করিয়া তৈলহীন প্রদীপে জ্বালাইলে বেশ জ্বলিবে

পুষ্করিণীর একঘাটে দুগ্ধ ঢালিয়া অপর ঘাটে সেই দুগ্ধ তোলা।

একটী ঘটী কিম্বা অপর পাত্রে বড়গয়লার আটা মাখাইয়া শুকাইতে হইবে; তাহার পরে একঘটী দুগ্ধ সকলের সমক্ষে

এক ঘাটে চলিয়া দিয়া যে ঘটীটীতে আটা মাখান আছে, সেই ঘটীটী লইয়া অপর ঘাটের এক ঘটী জল তুলিলেই উহা সাদা দুগ্ধের ন্যায় দেখিতে পাইবে

বিনা অগ্নিতে অন্নপাক।

একটী মৃৎপাত্রে কতকগুলি ঘুটিয়পোড়া বা শামুক ওগ্লীর পোড়া খোলা (যাহাকে বাকারী চূর্ণ কহে) দর্শকের অজ্ঞাতসারে রাখিয়া তাহাতে চাউল ও তৎসহ কতকটা জল ঢালিয়া দিলেই ফুটিতে থাকিবে, ধূম উত্থিত হইবে এবং কিয়ৎকাল পরে চাউল গুলি তুলিলে যে গুলি ভাতের আকার ধারণ করিয়াছে দেখা যাইবে

দুই দণ্ডের মধ্যে বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপাদন।

আম, জাম, লিচু প্রভৃতি ফলের বীজকে ৭ দিন কুসুম ফুলের বীজের তৈলে ভিজাইয়া রাখিবে। তাহার পর যখন বাজী দেখাইবে তখন চারিটী মাটীকে বেশ ধূরা করিয়া তাহাতে অন্য কোন উদ্ভিদের শিকড় না থাকে একরূপ ভাবে প্রস্তুত করিবে, পরে সেই মৃত্তিকাতে বীজ রোপিত করিয়া সামান্য জলধার মাটী আদ্র করিলে তাহা হইতে দুই দণ্ড কাল মধ্যে উত্তম গাছ বাহির হইবে

বর্ত্তাকুর লক্ষ

একটী কোলা ব্যাংকে মারিয়া তাহার মুখে কতকগুলি

মাসকলাই পুরিবে তাহার পর সেই ভেকটীকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া দিলে মাসকলাই গুলি হইতে যে গাছ বাহির হইবে তাহার কলাই সংগ্রহ করিয়া রাখিবে সেই কলাই বার্ত্তাকুর ঝুড়িতে ফেলিয়া দিলে যত বার্ত্তাকু থাকিবে সকল গুলি ভেকের ন্যায় লাফাইয়া ঝুড়ির বাহিরে পড়িবে ইন্দ্রজাল-মধ্যে এরূপ লিখিত আছে, পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।

হস্তের উপর অগ্নি জ্বালিলে হস্ত দগ্ধ হইবে না

ছিরকা, শাস্তাবী লবং, কতিলা নামক একপ্রকার গঁদ, আফিঙ্গ, ফটকিরি, পারদ ও কুঁকড়ার ডিমের খোসা একত্র পেষণ করিয়া হস্তে মাখাইবে, তাহার পর উহার উপর অগ্নি প্রজ্বলিত করিলে হস্তে উত্তাপ লাগিবে না।

পক্ষীর ডানায় বর্ণমালা প্রকাশ।

একটী খলে নিশাদল, ভেলা ও ছিরকা সমভাগে উত্তম-রূপ পেষণ করিয়া কালী তৈয়ার করিবে ঐ কালীতে কোন নূতন লেখনীদ্বারা পক্ষীর ডিম্বের গাত্রে যাহা কিছু লিখিবে ঐ ডিম্ব হইতে যে পক্ষীশাবক বাহির হইবে তাহার গাত্রেও অবিকল তাহাই লিখা আছে দেখিতে পাইবে

ডিম্বের নৃত্য।

একটী ডিম্বের গাত্রে একটী ছিদ্র করিয়া তাহা দিয়া তাহার ভিতরস্থ লালা ও হরিদ্রাংশ বাহির করিয়া ফেল। তাহার

পর তন্মধ্যে একটু গন্ধক দ্রাবক প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া মোম-দ্বারা ছিদ্রমুখ বন্ধ করিবে দুই এক মিনিট পরে ঐ ডিম্ নড়িতে থাকিবে

বীজ প্রোথিত মাত্র সফল বৃক্ষোৎপাদন।

আঁকড় ফলের চূর্ণ তিল তৈলে পেষণ করিয়া সাতদিন রৌদ্রপক্ক করিবে। অর্থাৎ এক দিন মর্দ্দন করিবে শুকাইবে, পর দিন আবার মর্দ্দন করিবে আবার শুকাইবে সাত দিন উপর্য্যুপরি এইরূপ করিয়া চূর্ণ করিবে ভালরূপ চূর্ণ না হয়, মাখা মাখা হইলে একটী কাঁসার পাত্রে লাগাইয়া আর একটী কাঁসার পাত্র চাপা দিবে তাহার পরে সেই পাত্র দুইটী উল্টাইয়া অর্থাৎ যাহার গায়ে মসলা লাগান আছে, সেইটী উপরে ও খালি পাত্রটী নীচে রাখিয়া রৌদ্রে দিবে এরূপ করায় যে তৈল নিম্নস্থ পাত্রে সঞ্চিত হইবে সেই তৈল একটী আঁবের আঁটীতে মাখাইয়া শুষ্ক করিবে পরে সেই আঁটী মৃত্তিকাতে পুতিলে তৎক্ষণাৎ ফলসহ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়।

স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রস্তুত করণ

হরিদ্রাবর্ণ ধুস্তূর কুসুম ও সীস এই দুই দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া আকন্দাদী ও লাঙ্গলিয়ায় মর্দ্দন করিবে, তাহার পর অগ্নিতে রীতিমত দগ্ধ করিলে সুবর্ণ প্রস্তুত হইবে। (প্রকারান্তর) প্রথমতঃ আমের বোঁটা ভাঙ্গিয়া তাহা হইতে একপোয়া আটা সংগ্রহ কর, তাহার পর অর্দ্ধপোয়া

তবকী হরিতাল তাহাতে দিয়া যত দিন পর্য্যন্ত জমাট না বাঁধে তত দিন পর্য্যন্ত শিশিরে শুষ্ক করিবে যখন জমাট হইবে তখন তাহার গুঞ্জা প্রমাণ বটী পাকাইয়া এক তোলা গলিত তাম্রে মিশাইলে সোনা প্রস্তুত হইবে

মধু, ঘৃত, গুড়, তাম্র, স্বর্ণমাক্ষিক ও পারদ এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে খলে পেষণ করিয়া বিলঘুঁটের আগুণে পোড়াইলে রূপা প্রস্তুত হয়।

ইন্দুরকানপানা এবং ছট্‌ফটিকা নামে এক প্রকার ঘাস এই দুই দ্রব্যের রস একত্রে বাঙ্গের সহিত মর্দ্দন করিয়া আগুণে জ্বাল দিলে উত্তম রৌপ্য প্রস্তুত হইবে

অদ্ভুত মনুষ্যের শিরচ্ছেদ।

এই বাজী দেখাইবার পূর্ব্বে সুন্দর বন্দোবস্ত করা চাই বাস্তবিক মনুষ্যের মস্তক কাটিয়া ফেলিলে কখন জীবিত থাকিতে পারে না। ভোজবাজীর মধ্যে যে গুলি রাসায়নিক ক্রিয়া-দ্বারা সম্পন্ন হয়, সে গুলি ভিন্ন সকল বাজীই কৃত্রিম, তবে যে অত্যাশ্চর্য ঘটনা সকল দর্শকদিগকে দেখাইয়া মোহিত করা যায়, সে সকল বাক্য ও হস্তের কৌশল, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই মস্তকচ্ছেদ এবং পুনর্জ্জীবন দান ইন্দ্রজালে নিম্নোক্ত প্রকারে দেখান হইয়া থাকে

পর্দ্দার মধ্যে থাকিয়া এই সকল বন্দোবস্ত কর যথা,— যাহার মস্তকচ্ছেদ করিতে হইবে পূর্ব্ব হইতে তাহার মুখের মত একটী মুণ্ড মোম বা তদ্রূপ কোন দ্রব্য দিয়া অবিকল প্রস্তুত করিয়া রাখিবে ঐ কৃত্রিম মুণ্ডের চক্ষে কাচের পরকলা

দিয়া তাহার সজীবতা উপলব্ধি করাইবে যাহার মস্তক কাটিতে হইবে, তাহার মস্তকের উপর কৃত্রিম রক্তে চিত্রিত করিয় কতকটুকু স্পঞ্জ বসাইয়া দিবে সেই স্পঞ্জের উপরে এমন ভাবে কৃত্রিম মুণ্ডটী বসাইবে যেন স্পঞ্জটুকু দেখিতে না পাওয়া যায় কৃত্রিম মুণ্ডটী প্রস্তুত করাইবার সময় তাহার নিম্নভাগ ফাঁপা করাইয়া লইলেই চলিতে পারে তাহার পরে কৃত্রিম মুণ্ডের গলা পর্য্যন্ত ঢাকিয়া একটী ঢিলা চায়না কোট পরাইয়া তাহাকে একখানা চেয়ারে বসাইবে। সে যখন চেয়ারে বসিবে তখন যেন একটু হেঁট হইয়া বসে, তাহা হইলে একটী মনুষ্য বসিলে সম্ভবতঃ যতটা উচ্চ হওয়া সম্ভব তদ্রূপই হইবে, কৃত্রিম মুণ্ডের উচ্চতাটুকু উপলব্ধি হইবে না। আর চায়নাকোটের ভিতরে থাকিয়া সে আপনার বামহস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলীর মধ্যে এবং কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলীর মধ্যে একটী করিয়া দুইটী কৃত্রিম-শোণিতপূর্ণ পিচ্‌কারী করিয় ঐ দুইটী পিচ্‌কারীর মুখ তাহার মস্তকের উপর রক্ষিত স্পঞ্জের নীচে লাগান থাকে এবং তাহার দক্ষিণ হস্তে পিচকারীর বাঁট দুইটী ধর থাকে, আর দুই কৃত্রিম হস্ত কোটের আস্তিনের ভিতর দিয় চেয়ারের হাত রাখিবার স্থানে রাখিয়া দিতে হইবে এইরূপে ঠিকঠাক করিয়া বসাইয়া পর্দ্দা তুলিয়া দিবে এবং বাগাড়ম্বরে খটকালী করিতে থাকিবে দর্শকদিগকে খুব আশ্চর্য্যান্বিত করিবার জন্য তুমি যাহার মস্তক কাটিবে তাহার সহিত কথা কহা আবশ্যক হইলে, সে যেন কোটের ভিতর হইতে "হাঁ—না" এমন দুই একটী কথা বলে তাহাহইলে তুমি খটকালীর মুখে বলিবে তোমার

ভয় হইয়াছে, কিন্তু তুমি মরিবেনা, ভয় নাই ” পরিশেষে যখন তুমি তোমার বামহস্তে কেশাকর্ষণ করিয়া খড়্গাঘাত্রা তাহার কৃত্রিম গলদেশে আঘাত করিবে সেই সময় ধঁ করিয়া বামহস্তে করিয়া মুণ্ডটি উপর দিকে এমন কৌশলে তুলিয়া লইবে, যেন দর্শকবৃন্দ দেখিয়া অবাক হবেন যে খড়্গের আঘাতে মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইল মস্তকের উপর হইতে মস্তকটী যেমন তুলিয়া লওয়া হইবে অমনি সে যেন পিচ্‌কারীর বাঁট দুইটী টিপিয়া তুলিতে থাকে তাহা হইলে চারিদিকে রক্ত ছড়াইয়া পড়িবে দর্শকেরা ধন্য ধন্য করিতে থাকিবে অমনি পর্দ্দা ফেলিয়া দিয়া তাহার প্রকৃত মুখ বাহির করিয়া দিবে এবং ধীরে২ পর্দ্দা তুলিবে। এ বারে তাহার সহিত যত ইচ্ছা কথা কও।

পোড়া দলিল উদ্ধার করা।

সাদা কাগজে একখানি খাতা বাঁধিয়া এরূপ কাগজে তাহার মলাট দিবে যেন তাহার দুই পৃষ্ঠাই তেল কালীমাখাইয়া কোন কাল কাগজ হয়। বাজী দেখাইবার সময় সেই খাতা খানি ও খানিকটা সাদা কাগজ ও একটা শক্ত শীসার পেন্সিল দিয়া দর্শকের যাহা ইচ্ছা হয় লিখিতে বলিবে লেখা হইলে তাহাকে লেখা কাগজখানি দিয়া তুমি আপনার খাতা খানা লইয়া বাহিরে বাক্স ভুলিয়া আসিয়াছ এই ছল করিয়া বাহিরে যাইবে। সেখানে গিয়া তোমার খাতার মলাটের নীচে যে কাগজ খানি আছে অর্থাৎ খাতার যে পৃষ্ঠে কাগজ রাখিয়া দর্শক লিখিয়াছিলেন, তাহার নীচেকার কাগজ খানি ছিঁড়িয়া

বাক্সমধ্যে রাখিয়া বাক্সটী বন্ধ করিয়া আনিবে বাক্সটী দুই তলা হওয়া আবশ্যক বাক্সটী আনিয়া দর্শককে বলিবে তাঁহার লেখা কাগজ পোড়াইয়া ফেলেন ও পোড়া কাগজের ছাই গুলি বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দেন যখন তিনি ছাই রাখিবেন, তখন বাক্সের উপর তলায় রাখিবেন; কিন্তু বাক্সটা যে দুই তলা তাহা যেন দেখান না হয় তাহার পর বাক্সটী লইয়া দুই একবার উলট্ পালট্ করিয় তাহার মধ্যে হাত প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া তোমার খাতার যে কাগজ খানি ছিঁড়িয়া তাহার মধ্যে রাখিয়াছ, সে খানি বাহির করিয়া আনলেই দেখিতে পাইবে যে সেখানিতেও দর্শকের নিজের হাতের লেখা কথাগুলি আছে সেই কাগজে লেখা কালীটা যদি ভুষা উঠা গেছ দেখ ত' দর্শককে বলিবে যে, "পোড়ার সকল দাগ মিলান বড় কঠিন।"

পোড়ান রুমাল পাস্ত বাহির করা

দুইখানি এক রঙের রুমাল (যত ছোট হয় ততই ভাল) লইয়া একখানি দর্শকের অজ্ঞাতসারে তোমার দক্ষিণ হস্তের জামার আস্তিনের ভিতর রাখিবে, অপর খানি অন্যত্র রাখিবে। বাজী দেখাইবার সময় একটী টীনের বাক্স লইয় তাহার ডালা খুলিবে খুলিয়া উপড় করিয়া দেখাইবে তাহাতে কিছু নাই। দেখাইয়া যেমন সেই বাক্সটী নীচে পানে আনিবে, অমনি সেই অবকাশে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলী দ্বারাই আস্তিনের ভিতর হইতে রুমাল খানি লইয়া বাক্সের মধ্যে রাখিয়া বন্ধ করিবে বন্ধ করিয়া টেবিলের উপর রাখিবে ও চাবি বন্ধ করিয়া দর্শক

দিগের সম্মুখে রাখিবে তাহার পরে তাহার জোড়া রুমাল খানি বাহির করিয়া সকলের সাক্ষাতে আগুণে পোড়াইয়া তাহার ছাই গুলি লইবে এবং একটি বন্দুক লইয়া তাহাতে বারুদ পূরিবে বারুদ পূরিয়া রুমালপোড়া ছাইগুলি বন্দুকে দিয়া এমন ভাবে আওয়াজ করিবে যেন তাহার ধুম পূর্ব্বোক্ত বাক্সটীর গায়ে লাগে বন্দুকের আওয়াজ হইবা মাত্র বলিবে "ঐ রুমাল" এই বলিয়া বাক্সের চাবিকাটী দর্শকে ফেলিয়া দিবে, তিনি খুলিয়া দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবেন

পাক অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্রব্যগুণ

প্রিয় ভগ্নি, স্ত্রীলোকের অবশ্যজ্ঞাতব্য এবং যার পর নাই প্রয়োজনীয় বিষয়টী অগ্রে না বলিয়া অপরাপর বিষয় তোমাকে শিক্ষা দিতেছিলাম। তাহাতে আমারও ততটা দোষ দিতে পার না। পিতৃদেব যে পর্য্যন্ত তোমাকে উপদেশ দিয়া আমার হাতে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেখানকার কথা শেষ না করিয়া অন্য বিষয় ধরাটা ভাল দেখায় না বলিয়া আমি উহাতে নিরস্ত ছিলাম, কিন্তু এখন আর তাহাতে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। রন্ধনশিক্ষা সংসারের মধ্যে স্ত্রীলোকের একটী প্রধান ধর্ম্ম। গৃহস্থঘরের স্ত্রীলোকের যদি সকল কাজ শিক্ষা করেন আর রন্ধনশিক্ষা না করেন, তবে তাঁহার কিছুই শিক্ষা করা হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতএব অন্য কথা থাকুক এখন তোমাকে রন্ধন সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় বলিব।

পাচিকার বিলক্ষণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হওয়া

আবশ্যক, নতুবা তিনি খাদ্য দ্রব্য অমৃতের ন্যায় মিষ্টপাক করিলেও তাহা ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এজন্য বাসিবাস কাপড়ে বা অস্নাত হইয়া পাক করিতে যাওয়া কোনমতে কর্ত্তব্য নহে। পাক করিবার পূর্ব্বে সমস্ত অনুষ্ঠান গুলি আপনার নিকট সংযোগ করিয়া রাখিতে হইবে, নতুবা সময়ে এমন হইতে পারে যে রন্ধন করিতে করিতে তুমি এমনই ব্যস্ত হইতে পার যে, এক মুহূর্ত্তের জন্য স্থানান্তরে যাইলে সকল নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। পাকানুষ্ঠান ঠিক করিয়া লইয়া তবে রাঁধিতে বসিবে; কেন না যদিও তোমার পরিচারিকা থাকে, তথাপি সকল দ্রব্য সংযত না থাকিলে তাহাকে হুকুম করিয়া তাহাদের কোনটী আনাইয়া লইবার হয়ত সময় কুলায় না।

পাকস্থালী সাধারণতঃ মৃত্তিকার হইলেই ভাল হয়। মৃত্তিকার পাত্র সকল দোষ বর্জ্জিত। অতএব মৃৎপাত্র পাইলে অন্য পাত্রে রন্ধন করিবে না। এক্ষণে সাধারণ দ্রব্য গুণ সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলিতেছি, মনে রাখিও।

জল—ক্লান্তিনাশক, মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণানিবারক, তন্দ্রা ও বমি-নষ্টকারক, নিদ্রাজনক, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ নিবারক, মনের প্রীতিদায়ক, শৈত্য গুণবিশিষ্ট, লঘু এবং জীবনীশক্তিবর্দ্ধক।

উষ্ণোদক—শ্বাস, কাশ ও জ্বরনাশক; কফ, বাত ও আম দোষ নিবারক, উত্তেজক এবং রক্ত শোধনকারক।

দুগ্ধ—স্নিগ্ধ গুণযুক্ত, মিষ্ট, পুষ্টি কারক, রক্তপিত্তবিনাশক, বাত-পিত্তনাশক, জীবনীশক্তিবর্দ্ধক এবং ষড়রসের আশ্রয়।

গুড়—শুক্রবর্দ্ধক স্নিগ্ধ, মূত্রশোধক পিত্তনাশক, কফ, কৃমি ও বলকারক।

পুরাতন গুড়—শুক্রবর্দ্ধক, রেচক, মধুর ও প্রসাদক।

মধু—স্বাদু, রুক্ষ, বলকারক, অগ্নিকর, মনের প্রীতিজনক, বায়ু পিত্ত কফনাশক, শ্বাস, হিক্কা ও বিষনাশক।

চিনি—স্নিগ্ধ, শৈত্যকারক, অগ্ন পোষক, এবং জলের সহিত মিশ্রিত হইলে শৈত্যগুণকর

ছোট এলাইচ—আগ্নেয়, উত্তেজক ও বায়ুনাশক।

বড় এলাইচ—আগ্নেয়, লঘু, রুক্ষ উষ্ণ, শ্লেষ্মাঘ্ন, পিত্তনাশক, শ্বাস, তৃষ্ণা, বমি, কাশ, শিরঃরোগ এবং মুখরোগের শান্তিকারক

দারুচিনি স্বাদু, বায়ুনাশক, পিত্তঘ্ন, সুরভি, শুক্রবৃদ্ধিকর, রুচিকারক, মুখশোষ ও তৃষ্ণানিবারক

তেজপত্র—মধুর, উষ্ণ, লঘু, কফ, বাত, অর্শ, হৃল্লাশ ও অরুচিরোগবিনাশক

কুম্কুম্—স্নিগ্ধ, ত্রিদোষঘ্ন, শিরঃপীড়া, ব্রণ, দেহস্থ কীট এবং ব্রণরোগ শান্তিকর

লবঙ্গ—তিক্ত, চক্ষুরোগনাশক, শীতল, দীপ্ত, পাচক, রুচিকর, কফ, পিত্ত ও দূষিত রোগের শান্তিকর, আগ্নেয়, উত্তেজক এবং বায়ুনাশক

জয়ত্রী স্বাদু, কটু, উষ্ণ, রুচিকর, কফ, কাশি, বমি, শ্বাস, তৃষ্ণা, কৃমি ও বিষজন্য রোগের শান্তিকর

গোলমরিচ—কটুরসাবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণ, দীপক কফঘ্ন, বাতনাশক, উষ্ণ, পিত্তকর, শ্বাস, শূল ও কৃমিনাশক, বায়ুনাশক এবং উত্তেজক।

কৃষ্ণজীরা—রুক্ষ, কটু, উষ্ণ, দীপক, লঘু, পিত্তবর্দ্ধক, মেধা

ও দৃষ্টি প্রসাদকর, পাচক, গর্ভাশয়ের শোধনকর, রুচিকর কফঘ্ন, জ্বর, গুল্ম, ছর্দ্দি ও অতিসারাদি রোগে উপকার-জনক

মেথী—বাতশ্লেষ্মা ও জ্বরনাশক

ধন্যা স্নিগ্ধ, মূত্রকর, লঘু, তিক্ত, কটু, উষ্ণ, দীপক, পাচক জ্বরঘ্ন, রেচক, ত্রিদোষঘ্ন, দাহ, বমি, শ্বাস, কাশ, অর্শ, আম, কৃমি প্রভৃতি রোগে উপকারক

হিঙ্গু উষ্ণ, পাচক, তীক্ষ্ণ, বাতশ্লেষ্মানাশক ও পিত্তবর্দ্ধক

হরিদ্রা—কটু, তিক্ত, রুক্ষ, উষ্ণ, কফঘ্ন, পিত্তনাশক চর্ম্ম-রোগ, নেত্ররোগ, শোথ, পাণ্ডু ও ব্রণাদি রোগহারক

আর্দ্রক—রেচক, গুরু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, দীপক, বাত ও কফ-নাশক, রূপ, পাণ্ডু, কৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, ব্রণ, জ্বর এবং দাহাদি রোগের শান্তিকর

তিল—স্তনের দুগ্ধ বৃদ্ধিকর, কটু, তিক্ত, গুরু এবং কফ ও পিত্তকর

সরিষা—উষ্ণ, কফ এবং পিত্তঘ্ন

লঙ্কা মরিচ—রুক্ষ, রুচিকারক এবং পিত্তনাশক।

মৌরী—রেচক, শুক্রবর্দ্ধক, দাহ এবং রক্তপিত্তনাশক

গম—উষ্ণ এবং পুষ্টিকারক ও বলবৃদ্ধিকর।

দাউল—উষ্ণ ও বলকারক

সাগু ও আরারুট—লঘু ও অনায়াসে জীর্ণ হয়

গোলআলু—পুষ্টিকর, সুখাদ্য, বলকারক ও উষ্ণ।

গাজর—পুষ্টিকর ও সহজে জীর্ণ হয়

মূলা—বলকারক, উত্তেজক, অগ্নিকারক এবং পাচক।

কপি—উষ্ণ, বলকারক, সহজে জীর্ণ হয় না এবং রন্ধনে মিষ্ট

পলাণ্ডু—পুষ্টিকর, উষ্ণ, বিশেষ বলকারক, কাঁচা খাইতে দুর্গন্ধ কিন্তু বাঁধিলে বেশ মিষ্ট হয়

রশুন—উষ্ণ, পাচক, শুক্রবর্দ্ধক, বাতনাশক, রক্তবর্দ্ধক, চক্ষের জ্যোতিষ্কর, পিত্তকর, গুরুপাক এবং কাশ, শোথ, অজীর্ণ, কুষ্ঠ, বায়ু, শ্বাসকাশাদি রোগনাশক

পটোল—পাচক, মনের তৃপ্তিসাধক, বীর্য্যবর্দ্ধক, অগ্নিকারক, ত্রিদোষঘ্ন, কৃমি, কাশ, রক্তপিত্ত এবং জ্বরনাশক

ডুমুর—লঘুপাক, রুক্ষ, পিত্ত, কফ, রক্তনাশক এবং রক্তপিত্ত নিবারক

করলা—শীতল, ভেদক, তিক্ত এবং জ্বর, পিত্ত, কফ, কণ্ডু, মেহ, কৃমি ও শুক্রনাশক মূল যার পর নাই রেচক এবং পত্র ধারক

উচ্ছে—স্নিগ্ধ, তিক্ত, রেচক, অগ্নিকারক, লঘু এবং কৃমি-নাশক

কাঁকরোল—রুচিকারক, কফ এবং পিত্তনাশক।

ঝিঙ্গা—তিক্ত, মধুর এবং আমবাত ও অগ্নি মান্দ্য-কারক

শিম—রুক্ষ, বলকারক, স্বাদু, অগ্নিমান্দ্যকারী, কফনাশক, শুক্রদোষকারক এবং কটু

বার্ত্তাকু (বেগুন)—কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, শ্বাস, হিক্ক, বাত নষ্টকর, মধুর, রুচিকারক এবং অগ্নিকর

কাঁকুড়—ক্ষারযুক্ত, মধুর, রুচিকর ও ক্ষুধাবর্দ্ধক

শসা পিত্তহর, শীতবীর্য্য ও কফকারক

লাউ—শীতল, বায়ুনাশক এবং ভেদকারক।

কদলী (কলা)—কষায় মধুর, বলকারক, শীতল, পিত্ত-নাশক, গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, তৃষ্ণানাশক এবং কফকারক

মোচা—স্নিগ্ধ, মধুর, কষায়, গুরু, বাতপিত্তনাশক, শীত-বীর্য্য, রক্তপিত্ত এবং ক্ষয়রোগ নিবারক

থোড—বাত-পিত্তনাশক, গুরু এবং রসকারক।

ওল অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, কফনাশক, লঘু এবং অর্শরোগ-প্রতিকারক

মানকচু—সুস্বাদ, শীতল, গুরু, শোথহর এবং কটু।

কাঁঠাল ইঁচড—গুরুপাক, মুখপ্রিয় কিন্তু অজীর্ণকারক।

পাকা কাঁঠাল মধুর, স্নিগ্ধ, বলবর্দ্ধক, শীতল, বায়ুপিত্ত-নাশক, শ্লেষ্ম, শুক্র ও বলপ্রদায়ক শ্রম দাহ ও পিপাসা নিবারক গুরুপাক এবং রুচিকর

কাঁঠালবীজ—রক্তপিত্তনাশক, সুস্বাদু, ঈষৎকষায়, বায়ু-বৃদ্ধিকর, গুরুপাক, ত্বকদোষনাশক, শোণিত, শুক্র এবং বলবৃদ্ধিকর

আনারস—স্নিগ্ধ, সুমিষ্ট, বায়ুনাশক, কফকারক এবং যকৃতের ক্রিয়া বৃদ্ধিকর।

আমলকী—তৃষ্ণা, ছর্দ্দি বায়ুনাশক, বলকারক এবং রক্ত-দোষনাশক

বেল—মধুর, কষায় গুরু, পিত্ত, কফ, জর ও অতিসার নাশক, রুচিকারক এবং অগ্নিবর্দ্ধক

কুষ্মাণ্ড—শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, স্বরবর্দ্ধক, বমি, তৃষ্ণা এবং জ্বরনাশক

নারিকেল—গুরু, স্নিগ্ধ, পিত্তনাশক, স্বাদু, শীতল, বল ও মাংস বৃদ্ধিকর, তৃপ্তিজনক এবং বস্তিশোধক

নারিকেল জল—স্নিগ্ধ, শীতল, মনের তৃপ্তিকর, অগ্নি ও শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, পিপাসা নিবারক, মিষ্ট এবং বস্তিশুদ্ধিকর

কোমল নরিকেল—গুরু, পিত্তকারী, মিষ্ট এবং বিদাহী।

মাংস—বলকারক, গুরুপাক এবং কফ ও পিত্তকর

মৎস্য—বলকারক, মাংস অপেক্ষা সহজে জীর্ণ হয়, কফ এবং পিত্তকারক

ডিম্ব—যার পর নাই পুষ্টিকর, অর্দ্ধ পক্ক করিলে সহজে জীর্ণ হয়, এমন কি রোগীকে পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নিরামিষ পাক

বুটের দাউল।

বুটের দাউল ১ সের, ঘৃত ১ পোয়া, ধনে বাটা ২ তোলা, হরিদ্রা বাটা ১ তোলা, আদাকুচি ১ সিকি, আদা বাটা অর্দ্ধ তোলা, ছোট এলাইচের দানা ১ আনা, দারুচিনি দেড় আনা, গোটা লবঙ্গ ২ আনা, জিরামরিচ ২ তোলা, লবণ আড়াই

তোল, আস্ত লঙ্কা ৪টি, তেজপত্র ৬ খান, জল ৪ সের, বাতাসা বা চিনি ১ তোলা।

প্রথমতঃ দাউল গুলি বেশ করিয়া ঝাড়িয়া ও বাছিয়া লও। তাহার পর পরিষ্কার জলে ৪ ৫ বার উত্তমরূপে ধুইয়া লইয়া একটী বিস্তৃত পাত্রে কিম্বা মোটা কাপড়ে পাতলা করিয়া পাতিয়া দাও। এইরূপে কিছুক্ষণ রাখিলে উহা বেশ খড়খড়ে হইবে। এদিকে একটী পরিষ্কার হাঁড়ি উনানে জ্বালে চড়াইয়া তাহাতে ৩ ছটাক ঘৃত দাও ঘৃতের গাঁজ মরিয়া আসিলে তাহাতে সমুদয় আদার কুচি, ছোট এলাইচের দানা, দারুচিনি ও অর্দ্ধেক লবঙ্গ দিয়া দুই চারি বার উত্তমরূপে নাড়িয়া তাহাতে দাউল গুলি ঢালিয়া দাও, এবং উহা ভাজার ন্যায় খড়খড়ে না হওয়া পর্য্যন্ত খুন্তি বা হাতা দ্বারা অনবরত নাড়িতে থাক যখন দেখা যাইবে দাউল গুলি ঈষৎ ভাজাভাজা হইয়াছে, তখন তাহাতে গরম জল ৪ সের ঢালিয়া দিতে হইবে এস্থলে ইহাও বলা উচিত যে, হাঁড়ি যেন ছোট না হয়, কারণ তাহা হইলে উথলিয়া পড়িয়া যাইবে যখন দাউল বেশ ফুটিতে থাকিবে, তখন তাহা হইতে পরিমাণ মত গরম জল তুলিয়া তাহাতে পূর্ব্বোক্ত বাটা মশলা গুলি গুলিয়া এবং চিনি বা বাতসা এক সঙ্গে মিসাইয়া দাউলে ঢালিয়া দিয় মৃদু জ্বাল দাও অনেকক্ষণ পরে সরা খুলিয়া দেখ দাউলগুলি সিদ্ধ হইল কি না যদি সিদ্ধ হইয়া থাকে তাহা হইলে ঘন ঘন কাঠি দ্বারা নাড়িতে থাক ; তাহার পর লবণ দিয়া একবার নাড়িয়া দিতে হইবে

এই সময় একটী মুখ বিস্তৃত বড় হাঁড়িতে অবশিষ্ট ঘৃত

জ্বালে চড়াইবে এবং উহার গাঁজা মারিয়া আসিলে তাহাতে তেজপত্র ও লঙ্কা দিয়া নাড়িতে থাকিবে। ইহার পর উহাতে ছোট এলাইচের দানা, দারুচিনির কুচি এবং অবশিষ্ট লবঙ্গ দিয়া বেশ করিয়া নাড়িতে থাকিবে। যখন দেখিবে লঙ্কা গুলি কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আসিয়াছে, তখন তাহাতে হাঁড়ির সুসিদ্ধ দাউলের সুগন্ধে গৃহ আমোদিত হইবে ইহার পর উনান হইতে নামাইলেই বুটের দাউল প্রস্তুত হইল

মূলার সুক্ত।

মূলা ১ সের, বিলাতী আলু ১ সের, বেগুন আধ সের, কাঁচকলা ১ পোয়া, হরিদ্রা বাটা ১ তোলা, সরিষা বাটা ২ তোলা, পোস্তবাটা ৩ তোলা, পোস্তবড়ি ৪ তোলা, নারিকেল কোরা ২ তোলা, ঘৃত আধ ছটাক, তৈল ২ ছটাক, ভাজা সরিষার গুঁড়া ৬ আনা, ভাজা পাঁচ ফোড়নের গুঁড়া ৬ আনা, লবণ ৩ তোলা, জল ১ সের, চিনি ১ তোলা।

তরকারী গুলিকে যে ভাল করিয়া কোটা ও ধৌত করা আবশ্যক তাহা বলা বাহুল্য। সর্ব্ব প্রথমে এক ছটাক তৈল হাঁড়িতে দিয়া যখন দেখিবে তাহার ফেনা মরিয়া গেল, তখন তরকারী গুলি তাহাতে দিয়া খুন্তিদ্বারা নাড়িতে থাকি[illegible] যে গুলি আধ ভাজা হইয়া আসিলে বাটা মসলাগুলি, লবণ ও আর আধ ছটাক তৈল তাহাতে দিয়া নাড়িতে থাক। বাটা মসলা অর্দ্ধেক ভাজা হইলে উহাতে জল দিয়া একবার নাড়িয়া, হাঁড়ির মুখ সরা দ্বারা ঢাকিয়া দিবে। তরকারী গুলি ভাল রকম সিদ্ধ হইলে হাঁড়িটী নামাইবে এবং আর একটী হাঁড়ি উনানে চড়া[illegible]

ইয়া অবশিষ্ট তৈল দিয়া বড়ি গুলি ভাজিয়া পাত্রান্তরে রাখিবে। তৈল হইতে বড়ি তুলিয়া সেই হাঁড়িতে গুঁড়া মসলা গুলি অল্প ভাজিয়া পূর্ব্ব রক্ষিত হাঁড়ি হইতে ঝোলসমেত তরকারী গুলি উহাতে ঢালিয়া হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া দিবে যখন তরকারীগুলি ফুটিয়া উঠিবে, তখন ঢাকনিটী খুলিয়া লইয়া চিনি দিয়া নাড়িতে হইবে, তাহার পর ভাজা বড়ি গুলি নিক্ষেপ করিয়া যখন দেখিবে জল মরিয়া মাখা মাখা হইয়াছে, তখন উহাতে ঘৃত ছড়াইয়া দিবে এবং একটু গরম থাকিতে থাকিতে নারিকেল কোরা দিয়া নাড়িয়া লইবে। তাহা হইলেই মুলার সুক্ত উত্তমরূপ রন্ধন করা হইল

আলুর দম।

খোসা ছাড়ান আস্ত আলু ১ সের, ঘৃত ১ পোয়া, দধি ১ পোয়া, পাকা তেঁতুল আধতোলা, বাদাম বাটা ৫ তোলা, ধনে বাটা ২ তোলা, গোলমরিচ ৬ আনা, ছোট এলাইচের গুঁড়া ৫ আনা, দারুচিনি চূর্ণ ৫ আনা, লবঙ্গ চূর্ণ ১০ আনা, লবণ ২ তোলা, চিনি আধতোলা।

আলু গুলিতে সরু শলা দিয়া ছিদ্র করিবে তাহার পরে উপরোক্ত মসলা গুলি একেবারে আলুগুলির গায়ে মাখাইয়া দাও। একটী ডেক্‌চী বা হাঁড়িতে করিয়া আগুণে চাপাও। আল দিবার সময় পাকস্থালীর মুখ বেশ করিয়া ঢাকিয়া দাও এদিকে উনানে ধিকি ধিকি জাল দিতে থাক যখন ফুটিবার শব্দ বন্ধ হইবেক ও মিষ্ট গন্ধ বাহির হইতে থাকিবে তখন নামাইয়া

রাখ; তাহার আধ ঘণ্টা পরে ঢাকনি খুলিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া লইলেই আলুর দম প্রস্তুত হইল

ছানার ডাল্না

ছানা ১ সের, ঘৃত ৫ ছটাক, তেজপত্র ৫ খানি, ধনে বাটা ১ তোলা, আদা বাটা আধ তোলা, জিরামরিচ বাটা আধ তোলা, দারুচিনির টুকরা ৪ আনা, ছোট এলাইচ ৪ আনা, লবঙ্গ চারি আনা, লবণ ২ তোলা, চিনি আধপোয়া. জল আধ সের

প্রথমে ছানা টুকুতে এক ইঞ্চি চৌড়া এক ইঞ্চি লম্বা ও আধ ইঞ্চি পুরু ছোট ছোট টুকরা প্রস্তুত কর। একটী কড়াতে একপোয়া ঘৃত চাপাইয়া মৃদু জ্বালে উনানে বসাও। যখন দেখিবে ঘৃতের ফেণা মরিয়া আসিয়াছে, তখন ছানার খণ্ড গুলিকে তাহাতে ভাজিয়া লইবে ছানার টুকরাগুলি পাত্রান্তরে রাখিয়া কড়ায় যে ঘৃতটুকু অবশিষ্ট থাকিবে তাহাতে তেজপাতা দিয়া যখন ভাজা ভাজা হইবে, তখন ধনে আদা ও জিরামরিচ বাটা জলে গুলিয়া তাহাতে ঢালিয়া দাও। যখন ফুটিতে থাকিবে তখন ছানাভাজা ও লবণ দিয়া একবার নাড়িয়া লও অর্দ্ধেক আন্দাজ জল মরিয়া গেলে চিনি দিয়া একবার বেশ করিয়া নাড়িবে। নাড়িয়া নামাইয়া রাখ। পরে পাত্রান্তরে আধ ছটাক ঘৃত দিয়া ছোট এলাইচের দানা, দারু-চিনির কুঁচি ও লবঙ্গ দিয়া নাড়িতে থাকিবে মসলা গুলি আধ ভাজা হইলে তাহাতে ডাল্না ঢালিয়া পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দাও; তাহার পর যখন ফুটীতে থাকার শব্দ পাইবে, তখন অব-

মিষ্ট আধ ছটাক, ঘৃত ঢালিয়া দুই চারি বার নাড়া চাড়া করিয়া নামাও। নামাইবার আধঘণ্টা পরে তবে ঢাকুনি খুলিবে।

মূলার ঘণ্ট

মূলা ১ সের, নারিকেল বোরা ১।০ ছটাক, জির মরিচ ১ তোলা, তেজপত্র ৪ খানি, পিটালি ৩ তোলা, মূলবড়ি ৭ খণ্ড, লবণ আধ ছটাক, তিল আধ ছটাক, গুড় ৪ তোলা, দুগ্ধ আধ-পোয়া, ঘৃত ১ ছটাক, তৈল ১ ছটাক।

মূলাগুলির খোসা ছাড়াইয়া লাউকুঁচার মত খণ্ড খণ্ড করিবে। সে গুলিকে ভাল করিয়া ধুইবে। তাহার পর দুই সের জলে মূলা গুলি সিদ্ধ করিয়া আবার ধৌত করিবে। তাহার পর আধ ছটাক তৈল দিয়া বড়ি গুলিকে ভাজিবে। বড়িগুলি পৃথক পাত্রে রাখিয়া অবশিষ্ট আধছটাক তৈলে তেজপাতা গুলি ভাজিবে। সে গুলি ভাজা ভাজা হইয়া আসিলে মূলা গুলি তাহাতে দিয়া ছকিয়া লইবে, কিন্তু সাবধান মূলার গায়ে যেন দাগ না ধরে। মূলা ছকা হইলে এক পোয়া জলে তিল বাটা ও জিরামরিচ বাটা গুলিয়া তাহাতে ঢালিয়া দিবে, একটু ফুটিয়া আসিলে গুড়, দুগ্ধ, পিটালি মিশাইয়া হাঁড়িতে দিবে। ফুটিয়া উঠিলে বড়ি গুলি দিতে হইবে। এই সময় একবার নাড়িয়া চাড়িয়া লবণটুকু দিবে। ফুটিতে ফুটিতে যখন মাখামাখ গোছ হইয়া আসিবে, তখন তাহাতে নারিকেল বোরা এবং ঘৃত দিয়া নাড়া চাড়া করিবে। এই তরকারী প্রস্তুত হওয়ার শেষ সময় একটু সাবধান হইবে, মৃদু জ্বাল দিবে, যেন আঁকিয়া না যায়।

মোচার ঘণ্ট।

মোচার খোলার ভিতরের কচি কচি কলার কুঁচা ১ সের, মুগ কলাই ভিজান ১ ছটাক, ধনে বাটা ২ তোলা, তিল বাটা ১ তোলা জিরামরিচ বাটা ১ তোলা, ঘৃত ৩ তোলা, তেজপত্র ৪ খানি, আদার কুচি আধতোলা, দুগ্ধ আধ ছটাক, চিনি ১ তোলা, ময়দা ১ তোলা, ছোট এলাইচ ২টা, দারুচিনি কুচি ৹ আনা, লবঙ্গ ৮টা, নারিকেল কোরা ১ ছটাক, লবণ আধ ছটাক, এবং জল ১ পোয়া।

মোচাগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কুচা করিবে সে গুলিকে উত্তমরূপ ধৌত করিয়া যে কসের মত জল বাহির হইবে তাহা ফেলিয়া দিবে মোচাগুলিতে একটু হরিদ্রা মাখাইয়া দুই সের জলে সিদ্ধ করিবে। যখন উহা সুসিদ্ধ হইবে তখন জল হইতে ছাঁকিয়া পৃথক পাত্রে রাখিবে ও জলটা ফেলিয়া দিবে। তাহার পরে লবণ, জিরামরিচ বাটা ও ধনে বাটা মাখিয়া রাখিবে হাঁড়িটিতে ২ তোলা ঘৃত দিয়া তেজপাতা, অল্প জির, আদার কুচি ও মুগ ভিজান ক্রমে ক্রমে দিতে হইবে। তেজপাতা ও মুগ অর্দ্ধ ভাজা হইলে মোচা গুলা ঢালিয়া দিয়া নাড়িতে থাকিবে যখন তেজপাতা বেশ ভাজা হইয়াছে দেখিবে, তখন এইরূপ সন্তলনের পর জলে তিলবাটা, দুগ্ধ, চিনি ও ময়দা গুলিয়া ঢালিয়া দিবে যখন তরকারী অনবরত নাড়িতে নাড়িতে দেখিতে পাইবে মাখা মাখা হইয়া আসিয়াছে তখন ছোট এলাইচ, দারুচিনি ও লবঙ্গ বাটা এবং নারিকেল কোরা দিয়া উত্তমরূপ নাড়িয়া চাড়িয়া নামাইবে।

নিমঝোল।

নিমপাতা ১৫টী, গোল আলু ১ পোয়া, কচি শিম ১ পোয়া, সজিনাডাঁটা ১ পোয়া, বেগুণ ১ পোয়া, বড়ি আধ পোয়া, ধনে ২ তোলা, সরিষ ২তোলা, হরিদ্রা আধ তোলা, লবণ ২০ তোলা, ঘৃত ২ তোলা, সর্ষপ তৈল আধ পোয়া, চিনি আধ তোলা, পাঁচ ফোড়ন ১ আনা, জল ১০ সের

তরকারী গুলি ভাল করিয়া কাটিয়া জলে ধৌত করিবে। একটী হাঁড়িতে ২ তোলা তৈল দিয়া জাল দাও তৈলের ফেণা মরিয়া আসিলে তাহাতে বড়ি গুলি ভাজিয়া লও বড়ি ভাজা হইলে একটী পাত্রে তুলিয়া রাখ তাহার পরে এক ছটাক তৈল হাঁড়িতে দিয়া পূর্ব্ববৎ প্রকারে বেগুণ ব্যতীত সকল তরকারী ভাজ বড়ি ও তরকারী এমন করিয়া ভাজিবে, যেন তাহাতে দাগ না লাগে তরকারী ভাজা হইলে তাহাতে হলুদ ও সরিষা বাটা জলে গুলিয়া ঢালিয়া দাও যখন ফুটিতে আরম্ভ করিবে তখন লবণ ও বেগুণ দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া সরা ঢাকা দিতে হইবে খুব ফুটীতে আরম্ভ করিলে বড়িগুলি দিবে তাহার পরেই চিনি ও ধনেবাটা দিয়া আবার একবার নাড়া চাড়া কর আন্দাজ তিন পোয়া জল থাকিতে দেখিবে যে তরকারীগুলি বেশ সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে তখন ঝোল-সমেত তরকারী একটী পাত্রে ঢালিয়া হাঁড়িটী বেশ করিয়া ধৌত করিবে পরে অবশিষ্ট তৈল টুকু হাঁড়িতে দিয়া তৈলের ফেণা মরিয়া আসিলে নিমের পাতা ও পাঁচ ফোড়ন উত্তম-রূপে ভাজিয়া লও পাতা গুলি ভাজা হইলে তরকারী গুলি

ঝোল সমেত ঢালিয়া দাও তাহার পরে খুব একবার ফুটিয়া উঠিলে ঘৃত দিয়া নামাইলেই নিরামিষ ঝোল হইল।

নারিকেল কুমড়া

দেশী কুমড়া কোরা ১ সের, নারিকেল কুরা ১ পোয়া ঘৃত ১ ছটাক, ধনে বাটা ॥ তোলা, জিরা গোল মরিচ বাটা ১ তোলা, আদা দুই তোলা, মেতি আধ তোলা, তেজপাতা ৮ খানি লবঙ্গ ২ আনা, ছোট এলাইচ ৩ আনা, দারুচিনি ৪ আনা, লবণ ২ তোলা, চিনি আধ ছটাক, দুধের সর ২ তোলা।

এক খানি কড়া বা অন্য কোন পরিষ্কার পাত্রে ঘৃত ৩ তোলা দিয়া আগুনে চড়াও ঘৃতের ফেণা মরিয়া আসিলে তাহাতে তেজপাত কয়খানি ছাড়িয়া দিবে তেজপাতার বং যখন রাঙ্গাটে গোছ হইয়া আসিবে তখন উহাতে মেতি ছাড়িয়া দিবে। মেতি দিবামাত্র শব্দ হইতে থাকিবে, ঐ শব্দ বন্ধ হইয়া আসিলে উহাতে নারিকেল ও কুমড়াকোরা দিয়া উত্তমরূপে নাড়া চাড়া করিবে ঐ দুইটী দ্রব্য অল্প ভাজা হইয়া আসিলে তাহাতে ধনে জিরামরিচ বাটা ও লবণ দিয়া আবার নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে যখন দেখিবে কুমড়ার জল শুকাইয়া আসিয়াছে, তখন উহাতে দুধের সরটুকু দিবে দিয়া আবার নাড়িতে থাকিবে এবং অবশিষ্ট ঘৃতের সঙ্গে ছোট এলাইচ, দারুচিনি, লবঙ্গ এবং আদা বাটা মিশাইয়া ব্যঞ্জনে ঢালিয়া দিয়া উত্তমরূপে নাড়িলে যখন জড় হইয়া আসিতে দেখা যাইবে, তখনই প্রস্তুত বুঝিতে হইবে

মানকচুর ঘণ্ট।

মানকচু কোরা ১ সের, গোলআলু দেড় পোয়া, [illegible] বড়ি আধ পোয়া, ঘৃত আধ ছটাক, তৈল ১ ছটাক, পাঁচফোড়ন ৬ আনা, হরিদ্রাবাটা ১ তোলা, ধনে বাটা ২ তোলা, গোলমরিচ বাটা আধ তোলা, লঙ্কা বাটা আধ তোলা, মৌরী বাটা আধ তোলা, তেজপাতা ৬ খানা, জিরা বাটা আধ তোলা, আদা বাটা দেড় তোলা, পিটালি ১ তোলা, লবণ ২৷৷০ তোলা।

কচু গুলিকে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া লইবে। তাহার পর বড়ি গুলি ভাজিয়া লইবে। বড়ি ভাজার যে তৈল অবশিষ্ট থাকিবে তাহাতে আলু ভাজিয়া তুলিয়া রাখিবে। ইহার পরেও পাত্রে তৈল থাকিবে তাহাতে তেজপত্র ও পাঁচফোড়ন ছাড়িয়া দিবে। সেগুলি লালচে হইয়া আসিলে তাহাতে কচুগুলি নিক্ষেপ করিয়া নাড়িতে থাক, যেন দাগ না ধরে। কচু অল্প ভাজা ভাজা হইয়া আসিলে আলুগুলি দিয়া তাহাতে হরিদ্রা, লঙ্কা, ধনেবাটা ও লবণ দিবে। তাহাদের সহিত অল্প পরিমাণ জলও দেওয়া চাই। তরকারী ফুটিয়া আসিলে গোলমরিচ বাটা ও ভাজা বড়িগুলি দাও। একটু পরেই পিটালি ও মৌরি বাটা দিবে। ব্যঞ্জন যখন মাখা মাখা হইয়া আসিবে তখন সমুদয় ঘৃতে গুলিয়া তেজপাতা বাটা, আদা বাটা ও তেজপাতা দিতে হইবে। এই অবস্থায় নাড়িয়া চাড়িয়া নামাইয়া লইলেই তরকারী প্রস্তুত হইল।

পেঁপের ডালনা।

পেঁপে কোটা ১ সের, জিরামরিচ বাটা ১ তোলা, তেজপাতা

৪ খানি, জিরা ১ আনা, ধনেবাটা ৩ তোলা, তিল বাটা ১ তোলা, ফুলবড়ি আধপোয়া, ঘৃত ১ ছটাক, চিনি আধ ছটাক, দুগ্ধ ১ ছটাক, পিটালি ১ তোলা, লবণ ৩ তোলা, জল ৯ নয় পোয়া।

পেঁপে গুলিকে উত্তমরূপে ধুইয়া লইতে হইবে আধছটাক ঘৃতে বড়ি ভাজিয়া লও তাহার পর অর্দ্ধেক ঘৃত দিয়া, তেজপাতা ও জিরা দিয়া নাড যখন তেজপাতা লাল্‌চে হইতে থাকিবে, তখন তাহাতে পেঁপেগুলি দিয়া এপিঠ ওপিঠ ভাজিয়া লও, সাবধান যেন দাগ না ধরে পেঁপে ভাজা হইলে জলে ধনে বাটা গুলিয়া তাহাতে দিবে ফুটিতে আরম্ভ করিলে জিরামরিচ বাটা দিতে হইবে ক্রমে ঝোল গাঢ় হইয়া আসিলে দুগ্ধ, চিনি, তিল বাটা এবং পিটালি দিবে শেষে বড়িভাজা ও অবশিষ্ট ঘৃত ঢালিয়া দিয়া নাড়া চাড়া করিয়া নামাইলেই দিব্য পেঁপের ডাল্‌না হইবে

ফুলকপির চড়চড়ি।

ফুলকপি ১ সের, গোলআলু ১ পোয়া, কলাইশুঁটী আধ পোয়া, ফুলবড়ি আধ পোয়া, ঘৃত আধ ছটাক, তৈল ৩ ছটাক, ধনে বাটা ২ তোলা, হরিদ্রা বাটা ১ তোলা, লঙ্কা বাটা ০ তোলা, জিরামরিচ বাটা ১ তোলা, ছোট এলাইচ বাটা এক আনা, দারুচিনি বাটা ১ আনা, লবঙ্গ বাটা ১ আনা, পাঁচফোড়ন ■ আনা, লবণ ২ ০ তোলা, জল আধ পোয়া

কপি, আলু, কলাইশুঁটী তৈয়ার করিয়া ধৌত কর সমুদয় তৈল হাঁড়িতে দাও তাহার গাঁজা মরিয়া আসিলে তাহাতে বড়ি ভাজিয়া তুলিয়া রাখ। ঐ তৈলে কপিগুলি দিয়া আধভাজা

কর যেহেতু কপি খুব ভাজিতে হয় না কপিগুলি তুলিয়া বক্রী তৈলে আলু ও কলাইশুটী ভাজ। ভাজা হইলে গরম-মসলা ব্যতিত সমস্ত বাটা মসলা জলে গুলিয় তাহাতে দাও। তাহার পরে যখন ফুটিয়া আসিবে তখন কপি ও বড়ি দিতে হইবে। লবণও এই সঙ্গে দিবে তরকারীগুলি বেশ সিদ্ধ হইলে পাত্রান্তরে ঢালিয়া রাখ ও হাঁড়িতে অর্দ্ধেক ঘৃত দিয়া তাহাতে পাঁচফোড়ন দাও। পাঁচফোড়নের মৌরিগুলি লাল হইলেই তাহাতে তরকারী ঢালিয়া দিবে; তাহার পর যখন ফুটিতে থাকিবে তখন বক্রী ঘৃত ও গরমমসলা দিয়া নামাইবে।

উচ্ছের সুক্ত।

কচি উচ্ছে ১ পোয়া, গোল আলু আধ সের, কচি ডুমুর আধ পোয়া, কাঁচ্‌কলা আধ পোয়া, বড়ি আধ পোয়া, ঘৃত ১ ছটাক, তৈল আধ পোয়া, লবণ ৪ তোলা, ধনে বাটা ২ তোলা, হরিদ্রা বাটা ২ তোলা, সরিষা বাটা ২ তোলা, সরিষা ছেঁচা ২ তোলা, আদা বাটা ১ তোলা, নারিকেল কোরা ২ তোলা, দুগ্ধ ১ ছটাক, বাতাসা আধ তোলা, পিটালি ১ তোলা, জল ৩ পোয়া।

উচ্ছে, আলু, ডুমুর, কাঁচ্‌কলা কুটিয়া শীতল জলে রাখ তরকারী গুলিতে ১ তোলা হরিদ্রা ও লবণ মাখিয়া এক ঘণ্টা কাল রাখিতে হইবে এখন পাকপাত্রে সমুদয় তৈলটুকু দিয়া বড়ি গুলি ভাজিয়া লও বড়ি গুলি তুলিয়া রাখিয়া সেই তৈলে উচ্ছে, আলু, কাঁচ্‌কলা, ডুমুর ভাজিয়া লও, এখন বক্রী তৈলে বাটা মসলা গুলি দিয়া নাড় মসলা গুলি আধ ভাজা হইলে তরকারী গুলি তাহাতে দিয়া লবণ দাও, এবং

বারম্বার নাড়িতে থাক এক প্রকার সুগন্ধ বাহির হইতে থাকিলে তাহাতে জল ঢালিয়া দাও যখন ফুটিতে থাকিবে তখন বাতাসা দিয়া হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। জল মরিয়া যখন ১ পোয়া থাকিবে, তখন নামাইয়া হাঁড়িটী ধুইয়া ফেলিবে এবং আধ ছটাক ঘৃতে মরিচ দিয়া সম্বরা দিবে তাহার পর ফুটিয়া উঠিলে নারিকেল কোরা ও বড়ি দিয়া নাড়া চাড়া কর অব্যবহিত পরেই দুগ্ধের সহিত পিটালি গুলিয়া ঢালিয়া দাও ক্ষণেক ফুটিলে অবশিষ্ট ঘৃত দিয়া নামাইয়া হাঁড়ির মুখে ঢাকা দিবে আধ ঘণ্টাকাল পরে তবে তাহার মুখ খুলিবে।

মটর শুঁটীর ঘণ্ট।

শুঁটী মটর ছাড়ান ১ সের, আলু ৷৹ সের, ঘৃত ২ ছটাক, জিরা ১ তোলা, মরিচ ৫ আনা, তেজপত্র ৮ খানি, লবঙ্গ ২ আনা, ছোট এলাইচ চূর্ণ ২ আনা, দারুচিনি চূর্ণ ২ আনা, জাফরাণ ১ আনা, ধনে ২ তোলা, পিটালি ১ তোলা, আদা ২ তোলা, দুগ্ধ ১ ছটাক, চিনি আধ ছটাক, লবণ ২ তোলা, জল ১ সের

একটী হাঁড়িতে আধ ছটাক ঘৃত চড়াও ঘৃতের গাঁজা মরিয়া আসিলে তাহাতে আলু ছকিয়া লও, সে গুলি পৃথক পাত্রে ঢালিয়া রাখ এবং ঐরূপে ঘৃত দ্বারা কলাইগুলি চমকাইয়া লও। আলু কলাই আলাহিদা রাখিয়া হাঁড়িতে এক সের জলে জিরা বাটা, মরিচ বাটা, আদা বাটা এবং লবণ গুলিয়া দিয়া জাল দিতে থাকিবে। ঐ মসলার জল ফুটিয়া আসিলে আলু ও কলাই ছাড়িয়া দাও এবং হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া কিয়ৎ-

কাল ফুটিতে দাও। তাহার পর আলু তুলিয়া টিপিয়া দেখিবে সিদ্ধ হইয়াছে কিনা, যদি সিদ্ধ হইয়া থাকে তবে সে গুলিকে একটী পাত্রে ঢালিয়া হাড়িতে অবশিষ্ট ঘৃত দিবে ঘৃত পাকিয়া আসিলে তাহাতে তেজপাতা দিয়া নাড়িতে থাক তেজপাতা গুলি লালবর্ণ হইলে তাহাতে তরকারী গুলি ঢালিয়া দিয়া সরা দ্বারা হাঁড়ির মুখ বন্ধ কর যখন ফুটিতে থাকিবে তখন তাহাতে দুধ, চিনি, ধনে বাটা ও পিটালি গুলিয়া দাও। তাহার পর কাটি দিয়া নাড়। আর ৫ মিনিট কাল জ্বালে রাখিয়া নামাও এবং এলাইচ, দারুচিনি গুঁড়া করিয়া তাহাতে দিয়া হাঁড়ীর মুখ বন্ধ কর নামাইবার পূর্ব্বে জাফ্রাণ দেওয়া চাই এইরূপে সুন্দর কলাই শুঁটির ঘণ্ট হইয়া থাকে

বাঁধা কপির ডাল্না।

কপি ১ সের, গোল আলু আধ সের, কলাইশুঁটী ১ পোয়া হরিদ্রা বাটা ১ তোলা, জিরামরিচ বাটা ১০ তোলা, ধনে বাটা ৩ তোলা, আদাবাটা ০ তোলা, তেজপাত ৮ খানি, ছোট এলাইচ ২ আনা, দারুচিনি ২ আনা, বঙ্গ ২ আনা, পোস্তদানা বাটা ২ তোলা, লবণ ৩ তোলা, ঘৃত ৩ ছটাক, তৈল আধ পোয়া, চিনি ১ তোলা, জল ১ পোয়া

প্রথমে ২ ছটাক ঘৃত জ্বালে চড়াও। ঘৃত পাকিয়া আসিলে তাহাতে আদাকুচি, তেজপাতা এবং সমস্ত গরম মসলার অর্দ্ধেক অংশ ছেঁচিয়া দিয়া নাড়িতে থাক। যখন মসলাগুলি লাল্চে হইয়া আসিবে তখন তাহাতে কপি, মটরশুঁটী ও আলু একত্রে ঢালিয়া দিয়া নাড়িতে থাক। নাড়াচাড়া করিয়া

সব ঢাকা দাও কতক ক্ষণ জাল পাইলে কপির জল বাহির হইয়া কপি ও আলু প্রায় সিদ্ধ হইয়াছে দেখিবে তখন তাহাতে পোস্ত বাটা ব্যতীত সমস্ত মসলা জলে গুলিয়া ঢালিয়া দিয়া হাঁড়ির মুখবন্ধ কর যখন ফুটিতে থাকিবে তখন তাহাতে পোস্ত দানা বাটা ও চিনি দিয়া নাড়া চাড়া করিবে। যখন তরকারীতে ঝোল থাকিবে না, থকথকে হইয় আসিয়াছে দেখিবে, তখন তাহাতে অবশিষ্ট গরম মসলা বাটিয়া দিয়া নামাইবে এবং কিয়ৎকাল সরা ঢাকা রাখিবে, তাহার পরে ভোক্তাদিগকে পরিবেষণ করিয়া বাহবা লও

ইঁচড়ের ডাল্‌না।

ইঁচড় (কেটা) ১ সের, আলু ০ সের, ফুলবড়ি ১০ ছটাক, ধনেবাটা ২০ তোলা, আদাবাটা ২ তোলা, লবণ ৪ তোলা, পিটালি ১ তোলা, জিরামরিচ বাটা ১ তোলা, লবঙ্গ ২ আনা, লঙ্কা ১টা, ছোট এলাইচ ২ আনা, দারুচিনি ২ আনা, হরিদ্রা বাটা ১ তোলা, তৈল ২ ছটাক, ঘৃত আধ ছটাক, তেজপত্র ৪ খানি, জল ২০ সের

ইঁচড়ের খোসা ও মধ্যস্থল—ভিতরের মধ্যখানটী বাদ দিয়া ছোট ছোট করিয়া কুটিবে তাহার পর উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ২ সের জলে সে গুলিকে সিদ্ধ কর সিদ্ধ হইলে নামাইয়া জল ফেলিয়া দাও। তাহার পর হাঁড়িতে দেড় ছটাক তৈল দিয়া পৃথকরূপে আলু ও বড়িগুলি আধ ভাজা করিয় লও ভাজা হইলে নামাইয়া হাঁড়িতে ধনেবাটা, মরিচ বাটা, আদাবাটা আধসের জলে চড়াও। ফুটীতে আরম্ভ

করিলে তাহাতে ইঁচড় ও আলুগুলি দিয়া হাঁড়ির মুখ বন্ধ কর যখন দেখিবে সেগুলি খুব সিদ্ধ হইয়াছে, তখন উহাতে লবঙ্গ দিয়া নামাইয়া রাখ এবং হাঁড়িটী একটু জল দিয়া ধুইয়া মুছিয়া তাহাতে সমুদয় তৈল ঢালিয়া দাও যখন উহা পাকিয়া আসিবে তখন তাহাতে তেজপাতা ও লঙ্কা ফোড়ন দিয়া তরকারী ঢালিয়া দাও এবং সরা দিয়া হাঁড়ির মুখ বন্ধ কর

একটু পরে ঢাকনিটী খুলিয়া নাড়িতে চাড়িতে হইবে। নাড়িয়া চাড়িয়া পিটালি ও বড়ি দাও যখন ব্যঞ্জন মাখা মাখা হইয়া আসিবে তখন ছোট্ট এলাইচ, দারুচিনি বাটা এবং ঘৃত দিয়া নামাইবে

পটোলের কালিয়া।

পটোল ১ সের, দধি ২ ছটাক, ঘৃত ১ পোয়া, লবণ২ তোলা, ধনে বাটা ২ তোলা, জিরামরিচ বাটা ১ তোলা, হরিদ্রা বাটা ৷৷০ তোলা, লবঙ্গ ২ আনা, ছোট এলাইচ ২ আনা, দারুচিনি ২ আনা, তেজপাতা ৬ খানি।

পটোলের খোসা গুলি চাঁচিয়া চারিটী দিক চিরিয়া দিবে ও মুখ একটু একটু কাটিয়া ধৌত করিবে

একটী হাড়িতে অৰ্দ্ধেক ঘৃত দিয়া ছকিয়া লইবে সেগুলি পাত্রান্তরে রাখিয়া সেই ঘৃতে অৰ্দ্ধেক তেজপাতা, অৰ্দ্ধেক এলাইচদানা, লবঙ্গ অৰ্দ্ধেক দিয়া নাড়িতে থাকিবে সেগুলি ভাজা ভাজা হইলে তাহাতে সমুদয় বাটা মসলা ও দধি ঢালিয়া নাড়িয়া দিবে। যখন ফুটিতে থাকিবে তখন উহাতে জল

দিবে জল দিয়া হাঁড়ির মুখ কিয়ৎকাল বন্ধ করিয়া রাখিলে যখন ফুটিতে থাকিবে, তখন পটোল গুলি দিয়া আবার হাঁড়ির মুখবন্ধ করিবে কিয়ৎকাল ফুটিলে তাহাতে লবণ দিয়া নাড়া চাড়া করিবে যখন দেখিবে পটোল বেশ সিদ্ধ হইয়াছে এবং জল মরিয়া মাখা মাখা হইয়াছে, তখন গরম মসলাগুলি যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা বাটিয়া তরকারীতে দিয়া হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিবে এবং নামাইয়া ১৫ মিনিট কাল রাখিয়া ঢাকা খুলিবে তাহা হইলেই উত্তম কালিয়া প্রস্তুত হইল

ছানার পোলাও।

ছানা ১০ সের, চাউল ১ সের, ঘৃত ১০ পোয়া, নারিকেল কোরা আধপোয়া, চিনি আধ পোয়, বাদাম ২ ছটাক, পেস্তা ২ ছটাক, কিস্‌মিস্ ২ ছটাক, ছোটএলাইচের দানা ॥ আনা, জাফরাণ ৪ আন, সা জিরা ০ তোল, সা মরিচ ১ তোলা

আখ্‌নির মসলা— ধনে ২ ছটাক, লঙ্কা ১ তোলা, মৌরী ০ তোলা, দারুচিনি ৬ আনা, লবঙ্গ ৪ আনা, তেজপাতা ২০টা, আদা ছেঁচা ২ তোলা, বুটের ডাল ১ পোয়া, জল ৩ সের

আখ্‌নির মসল গুলি একখানি পরিষ্কার নেক্‌ড়ায় পুঁটুলি বাঁধিয়া ৩ সের জলে সিদ্ধ কর। জল ১ সের থাকিতে নামাইয়া ছানাগুলিকে চারিকোণা করিয়া কাট; কাটিয়া একটু ঘৃতে ভাজিয়া লও তাহার পর পোলাওয়ের উপযুক্ত সরু লম্বা লম্বা দেখিয়া চাউল (পেশোয়ারী হইলেই ভাল হয়) লইয়া বেশ করিয়া ঝাড়, ধৌত কর ও বাতাসে শুকাও তাহার পরে

সেই চাউলে দুগ্ধ মিশাইয়া জাফ্রাণ ও অল্প ঘৃত মাখিয়া তাহাতে কিস্মিস্, বাদাম, পেস্তা, এলাইচের দানা, সা জিরা ও সা মরিচ মিশাও। এই সময়ে একটী হাঁড়ির তলায় কিছু পরিমাণ ঘৃত ঢালিয়া তাহার উপর তেজপাতা গুলি বিছাও, তাহার উপর সমুদয় চাউল দাও। চাউল দেওয়া হইলে আখ্নির জলের সহিত লবণ ও কিছু আন্দাজ ঘৃত মিশাইয়া ঢালিয়া দিতে হইবে। সব দিয়া হাঁড়ির মুখ বন্ধ কর। একবার ফুটিয়া উঠিলে ছানাগুলি দাও। কিছুক্ষণ পরে চাউল টিপিয়া দেখিবে; যদি সিদ্ধ হইয়া থাকে তবে তাহাতে নারিকেল কোরা, চিনি এবং বক্রী ঘৃত ঢালিয়া দাও। একবার এই সময় আস্তে আস্তে নাড়া চাড়া কর। আবার কিছুক্ষণ হাঁড়ির মুখ ঢাকিয়া রাখ এবং উনান নিবাইয়া দমে রাখ; কিন্তু সাবধান, চাউল দেওয়ার পর হইতে জোরে জ্বাল দিবে না। উনান ধিকি ধিকি জ্বলিতে থাকিবে। দমে রাখার ১০। ১৫ মিনিট পরে নামাইবে।

কলাই শুঁটীর খিচুড়ী

সিদ্ধ দাদখানি বা অন্য কোন সরু চাউল ১ পোয়া, সোনা মুগের বা খাঁড়ি মুসুরের দাউল ১ পোয়া, কলাই শুঁটী (খোসা ছাড়ান) ১ সের, ঘৃত ১॥০ পোয়া, হরিদ্রা বাটা ১ তোলা, ধনে বাটা ৩ তোলা, জিরামরিচ বাটা ১ তোলা, লঙ্কা বাটা ।০ তোলা, আদা বাটা ১ তোল, দারুচিনি ৩ আনা, ছোট এলাই আনা, তেজপাতা ১০ খানি, লবণ ৪॥০ তোলা, জল ৩ সের।

মটরশুঁটী গুলি ছাড়াইয়া ১ তোলা লবণ তাহাতে মাখাইয়া

আধ ঘণ্টা রাখিলে সহজে খোসা উঠিয়া যাইবে। শুঁটী কলাইর দাউল এইরূপে প্রস্তুত করিয়া চাউল গুলি ধৌত করিবে। তাহার পর ১ ছটাক ঘৃত হাঁড়িতে দিয়া চাউল গুলি ভাজিয়া লও। আর ১ ছটাক ঘৃতে চাউল গুলি চম্‌কাইয়া নামাও। ঐ পাত্রে আর ১ ছটাক ঘৃতে দাউল গুলি চম্‌কাও। অবশিষ্ট ঘৃত হাঁড়িতে দিয়া পাকিয়া আসিলে সমুদয় বাটা মসলা ও অর্দ্ধেক গরম মসলা ছেঁচিয়া নাড়া চাড়া কর। যখন মসলা গুলি লাল্‌চে হইয়া আসিবে তখন তাহাতে গরম জল ঢালিয়া দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দাও ও পাক পাত্রের মুখ ভাল করিয়া ঢাকিয়া দাও। জল ফুটিয়া উঠিলে চাউল, দাউল ও শুঁটী কলাইয়ের দাউল ঢালিয়া দিয়া সরা ঢাক দাও। মৃদু জ্বালে খিচুড়ি সিদ্ধ হইলে লবণ দিবে। যাঁহারা পলাণ্ডু খান, এই সময় আধ খোসা ভাজা পলাণ্ডু দিতে পারেন। এই সময় অবশিষ্ট গরম মশলা বাটা খিচুড়িতে দিয়া সরা ঢাকা দাও, তাহার পরেই নামাও। এরূপ করিলেই উত্তম খিচুড়ি প্রস্তুত হইল।

দইয়ের লুচী।

ময়দা ১ সের, ঘৃত ১০ ছটাক, বাঁধা দধি ৩০ ছটাক। প্রথমে ময়দায় ৭০ তোলা ঘৃত মাখাইয়া লইতে হইবে, পরে তাহাতে দধি মাখিতে হইবে। আবার ৭০ তোলা ঘৃত দিয়া খুব ঠাসিতে হইবে। তাহার পর লুচী প্রস্তুত করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া লইলেই লুচী প্রস্তুত করা হইল।

হিন্দুস্থানী রুটী।

ময়দা ১ সের, ধৌত মাসকলাইয়ের ডাউল ১ পোয়া, ঘৃত দেড় পোয়া, দধি আধ পোয়া, আদাবাটা ১০ তোলা, দারুচিনি ১ আনা, ছোট এলাইচ ১ আনা, লবঙ্গ ১ আনা, গোলমরিচের গুঁড়া ১ আনা, লবণ ১।০ তোলা।

খোসা ছাড়ান দাউল গরম জলে আধসিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে ঐ আধসিদ্ধ দাউল গুলিকে ঘৃতে আধভাজা কর। দাউলগুলি একখানি নেকড়ার পুঁটুলিতে ঢিলা করিয়া বাঁধিয়া একটী হাঁড়িতে আধ হাঁড়ি জল দিবে ঐ পুঁটুলিটী হাঁড়ির ভিতর একপে ঝুলাইবে যেন তাহাতে জলস্পর্শ না করিতে পারে তাহার পরে হাঁড়িতে সরা চাপা দিয়া জ্বাল দাও। জলের ভাপে দাউলগুলি সিদ্ধ হইলে পূর্ব্বোক্ত মসলা ও দাউল পেষণ করিয়া লবণের সহিত পুনর্ব্বার ঐরূপে পুঁটুলী বাঁধিয়া হাঁড়ির ভিতর জলের ভাপে সিদ্ধকর। তাহার পর পুঁটুলী খুলিয়া মসলাসংযুক্ত দাউল শীতল করিয়া লও ময়দায় ১ ছটাক ঘৃত ও দধি ময়ান দিয়া ঠাসিয়া লেচি কাট। সেই লেচিতে পূর্ব্বোক্ত দাউল মসলার পুর দিয়া রুটী প্রস্তুত কর, এবং মৃদু জ্বালে পাক করিতে থাক পাকের সময় রুটীর গায়ে শলা দিয়া ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রে ঘৃত দাও। যখন রুটীগুলি সুপক্ব হইয়াছে দেখিবে তখনই নামাইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমিষ পাক।

মৎস্যের দম।

ধৌত মৎস্য খণ্ড ১ সের, ঘৃত ।০ সের, দধি ৷৷০ সের, পাকা তেঁতুল ২ তোলা, ধনেবাটা ২ তোলা, আদার রস ১ তোলা, লবণ ২ তোলা, মরিচ ৫ আনা, ছোট এলাইচ ৩ আনা, দারুচিনি ১ আনা, তেজপাতা ৬ খানা, লবঙ্গ ৪ আনা, বাদাম ৫ তোলা।

দুই ছটাক জলে তেঁতুল গুলিয়া মাছ গুলিকে ধুইয়া আধ-ঘণ্টা রাখ তাহার পর উপরোক্ত সমস্ত দ্রব্য একসঙ্গে মিশাইয়া মাছগুলি হাঁড়িতে দাও হাঁড়ির মুখ সরাদ্বারা ঢাকা দিয়া রাখ সরার মুখে ময়দার লেপ দাও। আগুণের আঁচে যখন ফুটিবার শব্দ পাইবে, তখন জানিবে দম তৈয়ার হইয়াছে পাঁচ সাত মিনিট পরে নামাও নামাইয়া দশ-মিনিট পরে ঢাকা খোল তাহা হইলেই দম প্রস্তুত হইল। এ কথা বলা আবশ্যক যে মৃদুজ্বাল দিবে।

মৎস্যের পোলাও।

মৎস্য খণ্ড ১৷৷০ সের, চাউল ১ সের, ঘৃত ১ পোয়া, আদা ছেঁচা আধ পোয়া, ধনে ছেঁচা আধপোয়া, তেজপাতা ২ তোলা, গোলমরিচ ছেঁচা ১ তোলা, লবঙ্গ ২ আনা, ছোট এলাইচ ২ আনা, দারুচিনি ২ আনা, লবণ ৪ তোলা, জল ২ সের।

একটী হাঁড়িতে ধনে, আদা, মরিচ এবং মাছগুলি দিয়া ২ সের জলে সিদ্ধ কর। জল আধসের থাকিতে নামাও। মাছগুলি পাকা হওয়া আবশ্যক, নতুবা নষ্ট হইয়া যাইবে এখন এই আখ্‌নির জল ছাঁকিয়া জল ও মাছ পৃথক রাখ। একটু ঘৃত হাঁড়িতে দিয়া তাহাতে লবঙ্গ ফোড়ন দিয়া আখ্‌নির জল সম্বরা দাও ঐ জল ফুটিয়া উঠিলে নামাইয়া রাখ। আবার একটু ঘৃত হাঁড়িতে দিয়া মৎস্যগুলি সাঁতলাইয়া লও। সাঁতলান হইলে মাছগুলিও নামাইয়া রাখ রাখিয়া পোলাওয়ের চাউলগুলি উত্তমরূপে ঝাড়িয়া বাছিয়া ধৌত কর ও একটী পৃথক হাঁড়িতে ভাত রাঁধিতে থাক ভাত আধসিদ্ধ হইলে নামাও, নামাইয়া মণ্ড গালিয়া ফেল তাহার পর অন্য হাঁড়িতে অল্প গরম ঘৃত ঢালিয়া দিয়া তাহার উপর তেজপাতা সাজাও গন্ধ মশলাগুলি অল্প ছাঁকিয়া তাহার অর্দ্ধেক মাছের সহিত ও অর্দ্ধেক সিদ্ধ চাউলের সহিত মিশ্রিত কর হাঁড়িতে যে তেজপাতা এক থাক সাজাইয়াছ, তাহার উপর কিছু মৎস্য ও চাউল সাজাও, তাহার উপর আবার তেজপত্র এক থাক দাও। তাহাতে আবার মৎস্য ও চাউল একথাক দাও। এইরূপ করিতে করিতে সমস্ত সিদ্ধ চাউল ও মৎস্য শেষ হইলে আখ্‌নির জল, লবণ ও সমুদয় ঘৃতটুকু দিয়া ভিজা নেকড়া এবং ভিজা নেকড়ার উপর সরা ঢাকা দিয়া ১৫ মিনিট কাল অঙ্গারের উপর দমে রাখিলেই মাছের পোলাও তৈয়ার হইবে

মৎস্যের কোপ্তা।

মৎস্যমাংস ১ সের, ঘৃত সাড ছটাক ছোটএলাইচ ২ আনা,

লবঙ্গ ২ আনা, দারচিনি ২ আনা, মরিচ ৫ আনা, ধনে ২ তোলা, কাঁচা মুগের দাউল বাটা ৪ তোলা, হরিদ্রা বাটা ২ তোলা, আদা ২ তোলা, ছোলার ছাতু ৪ তোলা, পোস্তদানা ১ তোলা, মৌরিভাজা চূর্ণ আধ তোলা, কালজিরা ০ তোলা, দধি ১ পোয়া, লবণ ৪ তোলা, হংসের ডিম্ব ২টা, পিয়াজ ■ পোয়া, রশুন ১ তোলা, জল ১ পোয়া।

মাছগুলিতে হরিদ্রা ২ তোলা ও লবণ ।০ তোলা মাখাইয়া অর্দ্ধঘণ্টা রাখ। পরে সেগুলিকে দুই তিন বার জলে ধৌত করিয়া তাহাতে এক তোলা লবণ ও আদার রস মাখাও। আধপোয়া ঘৃত চড়াইয়া তাহাতে লবঙ্গ ফোড়ন দাও ও মাছগুলি তাহার উপর দিয়া সাঁতলাইয়া লও। সাঁতলান হইলে তাহাতে ধনে, আদা, মরিচ, কালজিরা, পিয়াজ, রশুন বাটা ও লবণ একত্র জলে গুলিয়া ঢালিয়া দাও। মাছ সিদ্ধ ও নীরস হইলে এক ছটাক ঘৃতে লবঙ্গ ফোড়ন দিয়া সাঁতলাও। সাঁতলাইবার পর ছোট এলাইচ ও দারুচিনি গুঁড়া তাহাতে ছড়াইয়া দিয়া নামাও। মাছগুলি ঠাণ্ডা হইলে তাহার কাঁটা বাছিয়া ফেল। পরে মাছ, দাউলবাটা, ছাতু, পোস্তদানা, ডিমের সাদা অংশ, মৌরী চূর্ণ ও দধি একসঙ্গে চটকাইয়া লও এবং তাহাতে এক একটি গোলা গোল মিঠাইএর ন্যায় তৈয়ার কর। ১। পোয়া ঘৃত একটী পাত্রে দিয়া তাহার উপর ঐ গোলাগুলি এক একটী করিয়া সাজাও। সাজান হইলে একটী পাত্র তাহাতে ঢাকা দিয়া পাক পাত্রের ও ঢাকনীর উপর জলন্ত অঙ্গার দাও। এইরূপ অবস্থায় আন্দাজ ১০ মিনিট থাকিলেই কোপ্তা প্রস্তুত হইবে।

পাঁঠার মাংস রাঁধা।

মাংস ১ সের, আলু ॥০ সের, ঘৃত আধ পোয়া, সরিষার তৈল ১ ছটাক, ধনেবাটা ৩ তোলা, হরিদ্রাবাটা ২ তোলা, আদাবাটা ২ তোলা, আদার কুঁচি ১ তোলা, জিরামরিচ বাটা ২ তোলা, লবণ ৪ তোলা, ছোট এলাইচের দানা ১ আনা, আস্ত লবঙ্গ দেড় আনা, দারুচিনি কুঁচি ২ আনা, তেজপত্র ৮ খানা, লঙ্কা বাটা ১০ তোলা, বাতাসা ১ তোলা, জল ৩ সের।

মাংসটুকু উত্তমরূপে ধৌত করিয়া তাহাতে লবণ ১ তোলা, ১ তোলা হরিদ্রাবাটা, আদাবাটা ১ তোলা মাখাইতে হইবে। তাহার পর একটী পাকপাত্রে ১ ছটাক তৈল দিয়া তাহার গাজা মরিয়া আসিলে তেজপাতা গুলি দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া তাহাতে সমুদয় মাংস ঢালিয়া দিতে হইবে। একবার নাড়া চাড়া করিয়া পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দাও। মাংস হইতে জল বাহির হইয়া সেই জল মরিয়া যাইলে খুন্তি দিয়া অনবরত নাড়। মাংস গুলি বাদামে রং হইলে সমস্ত জল তাহাতে ঢালিয়া দাও জল ঢালিয়া দিয়া সরা দিয়া হাঁড়ির মুখবন্ধ কর। ফুটিতে আরম্ভ করিলে বাকী হরিদ্রাবাটা, অর্দ্ধেক ধনে বাটা, লঙ্কা বাটা, লবণ ও বাতাসা দিয়া হাঁড়িটি ঢাকিয়া দাও ১ সের আন্দাজ ঝোল থাকিতে আলু গুলি আধ ছটাক ঘৃতে ভাজিয়া উহাতে দিতে হইবে আবার আধ ছটাক ঘৃত চড়াইয়া আদার কুঁচিগুলি তাহাতে ভাজ, ভাজিয়া ছোটএলাইচ, দারুচিনি ও লবঙ্গ দিয়া নাড়িতে থাক আদা গুলি বাদামী রং হইলেই তাহাতে ঝোলের সহিত মাংস ঢালিয়া দাও; দিয়া সরা ঢাকা

দিবে। মাংস গুলিতে আরক্ত করিলে অবশিষ্ট ধনে ও জিরা-মরিচ দিয়া নাড়া চাড়া কর। অর্দ্ধ সের আন্দাজ ঝোল থাকিতে দেখিবে আংগুলি সুসিদ্ধ হইয়াছে; সেই সময় বক্রী ঘৃতটুকু দিয়া সরা চাপা দিবে, তাহার পরেই নামাইবে। ইহা হইলেই সুখাদ্য মাংস পাক করা হইল।

মাংসের পোলাও।

মাংস ১ সের, চাউল ১ সের, ঘৃত ।০ সের, ধনে ১।০ তোলা, গোটা লবঙ্গ ২ আনা, গোটাএলাইচ ২ আনা, দারুচিনি ২ আনা, দধি ১।০ পোয়া, মরিচ ৩ আনা, আদা ১০ তোলা, কালজিরা ২ আনা, পিঁয়াজ ১ পোয়া, লবণ ৩ তোলা, জল ৩ সের।

একটী পুঁটুলিতে গোটাধনে আদা, পিঁয়াজ, লবণ ও মাংস বাঁধিয়া ৩ সের জলের সহিত হাঁড়িতে চড়াও। জল ১ সের থাকিতে নামাইয়া জল ও মাংস পৃথক রাখ। তাহার পর আধ ছটাক করিয়া ঘৃতে লবঙ্গ ফোড়ন দিয়া মাংস ও জল পৃথক২ সাঁতলাইয়া লও। চাউল গুলি পৃথক পাত্রে আধসিদ্ধ কর। আখনির জল ২ ছটাক দধির সহিত মিশাইয়া মাংসে মাখিতে হইবে। অনন্তর জিরাব্যতীত সমস্ত গোটা মসলা মাংসে ছড়াইয়া দিয়া মৃদু জ্বাল দিবে। রস মরিয়া আসিলে তাহাতে জিরা ছড়াইয়া দিয়া উনান হইতে নামাইয়া ঢাকা দিয়া রাখ। এইবার একটু গরম ঘৃত হাঁড়িতে দিয়া একথাক তেজপাতা সাজাও। তাহার উপর মাংস ও আধসিদ্ধ ভাত একথাক সাজাও; তাহার উপর আবার একথাক তেজপাত সাজাও,

আবার তাহার উপর ভাত ও মাংস দাও। এইরূপ করিতে করিতে যখন ভাত ও মাংস ফুরাইবে, তখন তাহাতে সমস্ত আখ্‌নির জল ও ঘৃত সমস্তটুকু ঢালিয়া দিয়া হাঁড়ির মুখে ভিজা নেকড়া ও তাহার উপর সরা ঢাকা দিবে এবং সেই হাঁড়িটী জলন্ত অঙ্গারের উপর ১৫ মিনিট রাখিলেই সাদা পোলাও প্রস্তুত হইবে।

মাংসের মিষ্ট অম্ল।

অস্থিশূন্য মাংস ১ সের, ধনেবাটা ২ তোলা, লবণ ৪ তোলা, গোলমরিচ ॥০ তোলা, হরিদ্রা ২ তোলা, সর্ষপ ৪ আনা, দধি ১ পোয়া, চিনি ১ পোয়া, ঘৃত ২॥০ ছটাক, তেঁতুল ৪ তোলা, দারুচিনি ৪ আনা, ছোট এলাইচ ২ আনা, গোলাপজল ২ তোলা, জল ১০ সের

ধনে, দধি, হরিদ্রা, লবণ ও গোলমরিচ এমন রকমে মাংসে মাখ যেন মাখিতে মাখিতে মাংস নরম হয় মাখা হইলে ২।৩ ঘণ্টা কাল রাখ। পরে ২ ছটাক ঘৃত হাঁড়িতে দিয়া যখন গাঁজা মরিয়া যাইবে তখন মাংস গুলি তাহাতে দিয়া ভাজিয়া লইবে। তাহার পর সমুদায় জল মাংসে দিয়া নাড়া চাড়া করিবে। মাংস সিদ্ধ হইলে আধ সের জলে তেঁতুল গুলিয়া চিনির সহিত তাহাতে দিবে খুব ফুটিয়া আসিলে অবশিষ্ট ঘৃত একটী পৃথক পাত্রে চাপাইয়া তাহাতে সর্ষপ ফোড়ন দিয়া ঐ মাংস সম্বরা দিবে। ক্রমে ঝোল গাঢ় হইলে নামাইয়া গোলাপজলে ছোট এলাইচ ও দারুচিনি বাটা মিশাইয়া ঢালিয়া দিবে ও নাড়া

চাড়া করিয়া আধ ঘণ্টা ঢাকা দিয়া রাখিবে। তাহা হইলেই মাংসের মিষ্ট অম্ল প্রস্তুত হইল।

মাংসের গুল্‌কাবাব।

মাংস ১ সের, ঘৃত আধ পোয়া, পিঁয়াজ বাটা ১ ছটাক, আদাবাটা ১ তোলা, লঙ্কাবাটা ১ তোলা, লবণ ২ তোলা, ধনে বাটা ২ তোলা, বড়এলাইচ গুঁড়া ৪ আনা, ছোটএলাইচ গুঁড়া ৪ আনা, দারুচিনি গুঁড়া ৪ আনা, লবঙ্গ গুঁড়া ৩ আনা, দধি আধ পোয়া।

অস্থিশূন্য কোমল মাংস লইয়া এরূপে হামামদিস্তায় থুবিতে হইবে, যেন তাহা কাদার মত হইয়া উঠে। তাহার পর তাহাতে দধি, আদাবাটা, পিঁয়াজ বাটা, লঙ্কাবাটা এবং লবণ মাখিয়া খুব ফেটাইতে হইবে। ফেটাইতে ফেটাইতে লপেটগোছ হইয়া আসিবে। তখন একখানি তাওয়ায় ঘৃত দিবে; উহা পাকিয়া আসিলে মসলা মিশ্রিত মাংস বড়ার আকারে বসাইয়া যাও এবং বড়াগুলির উপর ধনে, এলাইচ, দারুচিনি ও লবঙ্গের গুঁড়া দিয়া ভাজ। একপিট ভাজা হইলে অপর পিট উল্টাইয়া তাহাতেও মসলার গুঁড়া দিয়া ভাজিলেই মাংসের গুল্‌কাবাব প্রস্তুত করা হইল।

মাংসের কোপ্তা।

হাড়শূন্য কোমল মাংস ১ সের, ঘৃত ০ সের, ডিম ৫টা, বেসম ১ ছটাক, বিস্কুটের গুঁড়া (অভাবে ময়দা ও বেসম) ১ ছটাক, পোস্তবাটা ২ তোলা, বাদাম বাটা ২ তোলা, লঙ্কাবাটা

২ তোলা, লবঙ্গবাটা ২ তোলা, ধনে বাটা ১ তোলা, হরিদ্রাবাটা ১ তোলা, ছোটএলাইচের গুঁড়া ৪ আনা, দারুচিনির গুঁড়া ৪ আনা, পিঁয়াজ বাটা আধপোয়া, আদাবাটা ২ তোলা, লবণ ৩ তোলা।

মাংসটুকু হামান দিস্তায় কুটিয়া কিম্বা শীলে বাটিয়া লইবে তাহাতে সমস্ত মসলাবাটা, পোস্তবাটা ও বাদাম মিশাও। মিশান হইলে তিনটা ডিম্ ও বেসম দিয়া বেশ করিয়া চট্‌কাও। যখন কাদার মত হইয়া আসিবে, তখন আধপোয়া ঘৃত চড়াইয়া তাহার গাঁজা মরিয়া আসিলে একখানি খুন্তি দিয়া অনবরত নাড়। নাড়িতে নাড়িতে বাদামী রং হইয়া আসিলে তাহাদ্বারা এক একটী আমড়ার ন্যায় গোল্লা প্রস্তুত কর। অবশিষ্ট ডিম্ ভাঙ্গিয়া তাহাতে গোলকগুলিকে ডুবাইয়া লও ও তাহাতে বিস্কুটের গুঁড়া মাখাও। একখানি কড়াতে সমুদয় ঘৃত ঢালিয়া দিয়া কোপ্তাগুলি ভাজ। ভাজিয়া তুলিয়া লও, তাহা হইলেই মাংসের সুন্দর কোপ্তা হইবে।

বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল "দিদি। তুমি যে সকল রাঁধিবার কথা বলিলে আমি সবই বুঝিলাম ও শিখিলাম, কিন্তু দিদি! যে রকম আড়ম্বর তাহাতে ত' গৃহস্থঘরের লোকে ঐ সব খাবার খাইতে পাবে অমত বুঝায় না। পোলাও, কাবাব, কোপ্তা কিছু প্রতিদিন গৃহস্থঘরে হয় না, সাধ করিয়া দুই একদিন হয়; এবং পেঁপের ডাল্‌না, পটোলের কালীয়া এ সকলে ঘৃতের যেরূপ ছড়াছড়ি, তাহা ত' প্রতিদিন আলুভাতে ভাত খাইলেই হয়, তরকারী রাঁধিবার পয়সা জুটান ভার ?"

কৈন্যা। ভগ্নি, লোকে একটা চলিত কথায় বলে "যাহাতে

যত গুড় দিবে তাহা তত মিষ্ট হইবে।” আমি তোমাকে যত রকম খাবারের কথা বলিয়া আসিলাম কেবল পোলাও, কাবাব, কোপ্তা ভিন্ন সকল তরকারিই তেলে প্রস্তুত করা যায়, কেবল শেষকালে যে ঘৃত দিবার পরিমাণ বলিয়াছি, তৈল দিয়া রাঁধিলেও, সেই পরিমাণ ঘৃত দিতেই হইবে। সে ত আর বহুব্যয়-সাধ্য নয়? কেমন তাহা হইলে চলিতে পারিবে?

বিন্দু। হাঁ, তাহা না হইলে চলিবে কেন? তাহা যদি না হবে তবে ত গাছের পাতা, নদীর জল খাইয়া বনে চরিলেই হয়।

কৈলা। তবে তমি তাহাই করিবে। তাহাতেও তরকারী গুলি মিষ্ট হইবে কিন্তু ততটা নয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মিষ্টান্ন পাক।

চিনির রস প্রস্তুতের নিয়ম।

অধিকাংশ মিষ্টদ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে অগ্রে চিনির রস প্রস্তুত করিবার নিয়ম জানা আবশ্যক। চিনির রস প্রস্তুত করিতে হইলে যে পরিমাণ চিনি তাহার এক তৃতীয়াংশ জল, অর্থাৎ দেড় সের চিনিতে আদ সের জল দিয়া কোন মৃৎপাত্রে করিয়া তীব্র জ্বাল দাও, তাহা হইলে তাহা হইতে গাদ উঠিতে

থাকিবে এই সময় দুগ্ধ মিশ্রিত জল ঐ পাত্রের চারিধারে দাও, মধ্যে মধ্যে গাদ কাটিয়া অন্য একটী পাত্রে রাখ যত গাদ উটিতে থাকিবে ততই জালের তীব্রতা কমাইবে যখন দেখিবে সমস্ত গাদ উঠিয়াছে এবং ঈষৎ লালবর্ণ ফুট উঠিতেছে, তখন তাহা নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁক তাহার পর ঐ রস পুনর্ব্বার মৃদু জালে উনানে চড়াইয়া মৃদু জাল দিতে থাক। যখন দেখিবে যে তাড়ু অথবা হাতা দ্বারা নাড়িলে আটার মত এক ধারা পড়িবে তাহাকে "একতারবন্দ রস" কহে ঐরূপ আবার অপেক্ষাকৃত ঘন হইয়া দুই ধারা পড়িলে "দুইতারবন্দ রস" কহে পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎ ঘন হইয়া রস শুক্লবর্ণ হইলে এবং আঙ্গুলে ঐ রস ঘর্ষণ করিলে বোনা বোধ হইলে তাহাকে "তিনতারবন্দ রস" কহে তিনতারবন্দ রস হইতে কিছু ঘন হইলে "সাড়েতিনতারবন্দ রস" কহে

আনারসের মোরব্বা।

সুপক্ক আনারস মোরব্বার পক্ষে উত্তম নহে। অর্দ্ধ পক্ক আনারসেই উহা উত্তম প্রস্তুত হয় ইহ প্রস্তুত জন্য কেবল মাত্র আনারস ও চিনির প্রয়োজন যদি দুই সের আনারসের মোরব্বা প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা হইলে চারি সের চিনি চাই অগ্রে চিনি ৪ সের লইয়া একটী মৃতপাত্রে রস প্রস্তুত কর রস একতারবন্দ হইলে নামাইয়া রাখ। এদিকে আনারস উত্তমরূপে ছাড়াইয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাট পরে ঐ আনারসের খণ্ডগুলি একটী সরু সলাদ্বারা বেশ করিয়া ছিদ্র কর। ছিদ্র অধিক করিতে হইবে, কারণ উহার

মধ্যে রস প্রবিষ্ট হইবে না। পূর্ণিত করিবে। চাক গুলি ছিদ্র করা হইলে একটী পাত্রে শীতল জলে ৩। ৪ ঘণ্টা ঐ খণ্ড-গুলি রাখ। তাহা না। নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলে জল হইতে তুলিয়া একটী পাত্রে পরিমাণ জলে সিদ্ধ কর। যখন দেখিবে যে উহা সুসিদ্ধ হইয়াছে, তখন উহা উনান হইতে নামাইয়া রাখিবে এবং শীতল হইলে এক খানি কাপড়ে করিয়া টাঙ্গাইয়া রাখিবে। যখন উহার সমস্ত জল ঝরিয়া পড়িবে তখন পূর্ব্বপ্রস্তুত একতার-বন্দ রসে ফেলিয়া মৃদুতাপে পাক করিলেই আনারসের মোরব্বা প্রস্তুত করা হইল।

তিলেপটেশ্বরী।

ঘৃত এক সের দশছটাক, ময়দা আধ সের, সরেদা আধ সের, ঘসা তিল (খোসা ছাড়ান) ১ তোলা, মৌরি বাটা আধ তোলা, আদার রস ১ ছটাক, লবণ ১ তোলা।

তিলেপটেশ্বরী প্রস্তুত করিতে হইলে ময়দা (ভাল করিয়া ছাঁকা) আধ সের, সরেদা (চাউলের গুঁড়া সূক্ষ্ম কাপড় দিয়া ছাঁকা) আধ সের পৃথক রূপে রাখা চাই। আধ পোয়া ঘৃত লইয়া এক ভাগে এক ছটাক ও অন্যভাগে একছটাক দিয়া ময়ান দাও। দুইটী পৃথক করিয়া ময়ান দিয়া পরে উভয় মিশ্রিত কর। পরে ঐ একত্রিত ময়দা ও সরেদায় জল দিয়া ছোট ছোট একরূপ গোলা প্রস্তুত কর। যেন উহা খুব পাতলাও না হয় এবং খুব ঘনও না হয়। ঐ গোলা আধ ঘণ্টা হস্ত দ্বারা ফেণাইতে থাক এবং এই সময় উহাতে ঘসা তিল ১ তোলা, আদার রস, মৌরি বাটা ও লবণ দিয়া এক ঘণ্টাকাল ফেণাও। পরে একটী পরিষ্কার

কড়ায় দেড় সের গাওয়া ঘৃত (অন্য ঘৃত হইলেও হয় কিন্তু গাওয়া ঘৃতই উত্তম) উনানে চড়াও যখন ঘৃতের ফেনা মরিয়া আসিবে তখন ঐ গোলা ঘৃতের উপরে দিবে। যখন সেইগুলি উত্তম ভাজা হইবে তখন সেইগুলি ঘৃত হইতে ছাঁকিয়া তুলিবে ইহাকেই তিলেপটেশ্বরী কহে। ইহা গরম গরম খাইতেই ভাল।

চন্দ্রপুলি।

বাটা নারিকেল ১ সের, পরিষ্কার চিনি আদ সের, পেস্তার কুচি ১ তোলা, বাদামের কুচি ১ তোলা, পরিষ্কার কিস্মিস্ ২ তোলা, ছোট এলাইচের দানা ৪ আনা, মিছরির দানা (কুকুনি) ২ তোলা, শুষ্ক ক্ষীর ১ ছটাক, গোলাপী আতর ৪ ফোঁটা, ঘৃত ১ কাচ্চা।

চন্দ্রপুলি প্রস্তুতের পক্ষে ঝুনা নারিকেল না লইয়া কিছু কোমলই ভাল, অর্থাৎ যাহাকে ডবমা নারিকেল কহে। প্রথমে নারিকেল কুরুনি দ্বারা কুরিয়া লও যখন দেখিবে মালার গায়ের খাঁকুরি বাহির হইবার উপক্রম হইতেছে তখন আর কুরিবে না, কারণ তাহা হইলে চন্দ্রপুলির রঙ মলিন হইবে ঐ নারিকেলকুরা একখানি পরিষ্কার-কাপড়ের ভিতর রাখিয়া আস্তে নিংড়াইয়া দুগ্ধ গালিয়া ফেল, কিন্তু কুরাগুলি যেন সম্পূর্ণ শুষ্ক না হয়, অর্থাৎ যেন ৪ আনা রকমে সরস থাকে একখানি পরিষ্কার সীলে ঐ কুরা এমন করিয়া বাট যেন খিচ্ না থাকে একখানি কড়ায় চিনির একতারবন্দ রস প্রস্তুত করিয়া জ্বালে চড়াও এবং তাহা ফুটিয়া উঠিলে তাহাতে নারিকেল বাটা দিয়া তাড়ু দ্বারা নাড় এই

সময় উনানের জ্বাল মৃদুভাবে দাও। নাড়িতে নাড়িতে কড়া হইতে যখন এক প্রকার সুগন্ধ বাহির হইবে এবং নারিকেলের কিয়দংশ তাড়ুর অগ্রে কামড়াইয়া ধরিবে, তখন জ্বাল বন্ধ করিয়া দাও। কড়া হইতে কিছু নারিকেল কুরা তুলিয়া দেখ যে উহা দানা বাঁধে কিনা। যদি দানা বাঁধে তাহা হইলে উনান হইতে নামাইয়া একবার নাড়িয়া ১৫ মিনিটকাল ঢাকিয়া রাখিবে। এই সময় একটী ছোট কড়ায় গাওয়া ঘৃত এক কাঁচ্চা চড়াও। তাহার গাঁজা মরিয়া আসিলে তাহাতে কিস্‌মিস, পেস্তা, বাদাম ও এলা-ইচের দানা দিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া শীঘ্র নামাইয়া শীতল না হওয়া পর্য্যন্ত ন[illegible]ক। শীতল হইলে পাত্রান্তরে রাখ। একণে ক্ষীরের সহিত গোলাপী আতর, মিছরির কুচি, বাদাম, পেস্তা, এলাইচের দানা মিশাইয়া একটী পাত্রে রাখ। তাহার পর পূর্ব্বরক্ষিত পাক করা নারিকেল হাতে তুলিয়া ইচ্ছানুসারে গোলাকার দলা প্রস্তুত কর, এবং একখানি কচি কলাপাতায় অল্প পরিমাণ সেই পূর্ব্বরক্ষিত বাদাম পেস্তা ভাজার অবশিষ্ট ঘৃত লইয়া মাখাও, এবং ঐ দলার ভিতর ক্ষীর মিশ্রিত কিস্‌মিস, বাদাম প্রভৃতির পূর দিয়া ঐ দলাটী কলাপাতায় করিয়া উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাঙ্গুলীর সাহায্যে ইচ্ছানুসারে নানা প্রকার আকৃতির প্রস্তুত কর। তাহার পর কলাপাতার ভিতর হইতে বাহির করিয়া কাঠিন না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য পাত্রে রাখ। এই নিয়মে চন্দ্রপুলি প্রস্তুত হয়।

ছানার পায়স

টাট্‌কা ছানা ১ সের, পেস্তা কুচি আধ ছটাক, গোলাপ-জল আধ পোয়া, চিনি ০ সের, খাঁটী দুগ্ধ ৪ সের।

চিনির একতারবন্দ রস প্রস্তুত করিয়া নামাও গরম থাকিতে ছানা দিয়া তাড়ুয়া নাড় নাড়িতে নাড়িতে ছানা চিনির সহিত মিশিয়া আসিলে আধ ঘণ্টা কাল ঢাকিয়া রাখ। কড়ায় করিয়া দুগ্ধ জ্বাল দাও; সাবধান যেন ধর না পড়ে, সেজন্য মধ্যে মধ্যে নাড়। দুধ মরিয়া ২ সের থাকিতে নামাইবে। রসে মাখা ছানাতে ক্রমে ক্রমে দুধ দিয়া তাড়ুয়া নাড়িতে থাকিবে। এইরূপে সমুদয় দুগ্ধ ছানার সহিত মিশিত হইলে তাহাতে পেস্তার কুচি দিয়া নাড় পায়স অল্প গরম থাকিতে গোলাপ-জল ছিটা দিয়া অন্য পাত্রে ঢালিয়া রাখ। তবেই সুমিষ্ট ছানার পায়স হইল

ক্ষীরের গুঁজিয়া।

ক্ষীর ১ সের, দোবরা চিনি ১০ সের, মিছরি ৩ ছটাক, ছোট এলাইচ চূর্ণ ১ তোলা, জাফ্‌রাণ ১ আনা পেস্তা ১ ছটাক, বাদাম ১ ছটাক

একটী পাকপাত্রে ক্ষীর ও দোবরা চিনি চড়াইয়া অল্প উত্তাপে ভাজিবে ভাজার সময় হাত দিয়া যখন দেখিবে ক্ষীর আর হাতে জড়াইয়া ধরে না, তখন নামাইয়া মিছরি, এলাইচ চূর্ণ, পেস্তা এবং বাদাম বাটিয়া ঐ ক্ষীরের দাব পুরীর ন্যায় প্রস্তুত করতঃ তাহার ভিতর ঐ সকল দ্রব্যের কিছু কিছু পুর দিয়া দুই ভাঁজ করিয়া কিনারা সমুদায় মুড়িতে হইবে পরে এক সের চিনির একতারবন্দ রস প্রস্তুত করিয়া তাহাতে জাফ-রাণ দিবে এবং ঐ প্রস্তুত করা গুঁজিয়াগুলি তাহাতে ডুবাইয়া তুলিয়া লইলেই ক্ষীরের গুঁজিয়া প্রস্তুত হইল

আম্‌লকীর মোরব্বা।

আমলকী ১ সের, পেষিত পেয়ারা পাতা ৫ তোলা, সোহাগা-চূর্ণ ॰ তোলা, ছোট এলাইচ চূর্ণ ।॰ তোলা, গোলাপ জল ১ তোলা জল ১০ সের

প্রত্যেক আম্‌লকীতে ৪ ৫টী করিয়া ছিদ্র কর পাঁচ সের জল চড়াইয়া তাহাতে আম্‌লকী গুলি দাও; দিয়া তাহাতে পেয়ারাপাতাগুলি পুঁটুলি বাঁধিয়া রাখ জল দুইবার উথলিয়া উঠিলে আমলকীগুলি তুলিয়া স্বতন্ত্র পাত্রে রাখিতে হইবে। তাহার পর সেগুলিকে ঠাণ্ডা জলে ধোও ধুইয়া ৫ সের জলের সহিত সোহাগাচূর্ণ মিশাইয়া জালে চড়াও পুনর্ব্বার ঐ জল দুই বার উথলিলে নামাইয়া শীতল জলে ধৌত কর পূর্ব্বোক্ত-রূপে আমলকী প্রস্তুত হইলে একতারবন্দ চিনির রসে উহা ছাড়িয়া দিয়া নাড়াচাড়া করিয়া লও এই সময় উহাতে এলাইচ চূর্ণ ও গোলাপজল মিশাইয়া দিলেই মোরব্বা প্রস্তুত হইবে

কমলালেবুর বরফি।

কমলালেবুর (ছিল্‌কা ও বীজ শূন্য) কোষ ২৷৵৹ সের, চিনির একতারবন্দ রস ২।॰ সের, দুগ্ধ ২ ॰ সের, ছোট এলাইচ চূর্ণ ॰ তোলা, গোলাপী আতর ১ ভরি

একখানি পরিষ্কৃত কড়াতে দুগ্ধ চড়াইয়া মৃদু জালে নাড়িতে থাক। দুগ্ধ মরিয়া যখন ১ সের থাকিবে তখন নামাইবে। অন্য একটী পাত্রে একতারবন্দ চিনির রস জালে চড়াইয়া উহা

গরম হইলে লেবুগুলি তাহাতে দাও, তাহার পরেই তাহাতে দুগ্ধ ঢালিয়া দিয়া নাড়। যখন ক্ষীর ও চিনির রস উত্তমরূপে মিশ্রিত হইবে, তখন জ্বাল হইতে পাত্রটী নামাইয়া একখানি থালায় ঢালিবে। একটু টানিয়া আসিলে যখন কাটিবার উপযুক্ত হইবে তখন ছুরি দিয়া বরফি আকারের কাটিয়া লইবে।

কাঁচা আমের মোরব্বা।

খোসাছাড়ান টুকরা আম্র ১ সের, চিনি ২ সের, লবণ ৩ তোলা, কলিচুণ ৩ তোলা।

আম্র টুকরাগুলির প্রত্যেক টুকরায় ৩।৪টী ছিদ্র করিয়া চুণটুকু জলে গুলিবে, এবং আম্রগুলি তাহাতে চারিদণ্ড কাল ভিজাইয়া রাখিবে। পরে পরিষ্কার জলে উত্তমরূপে ধুইয়া আধঘণ্টা ঢাকা দিয়া রাখ। ঐ সময় অন্তে আঁবগুলিকে আবার গরম জলে ধোও। একটী পাত্রে ৩ সের জল চাপাইয়া আম্রগুলি বেশ করিয়া সিদ্ধ কর। সিদ্ধ হইলে জলটুকু ফেলিয়া দাও। চিনিতে একতারবন্দ রস প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আম্রখণ্ডগুলি ঢালিয়া দিয়া জ্বাল দিতে থাক। রসের বলক উঠিলেই জ্বাল মৃদু করিয়া দিবে। রস একটু ঘন হইয়া আসিলেই নামাইবে। তাহাহইলেই আমের মোরব্বা প্রস্তুত হইল।

অমৃতি।

পরিষ্কৃত মুগের বেসম ১ সের, চিনির একতারবন্দ রস ১০ সের, ঘৃত ১ সের, বাঁধা দধি ১ সের।

বেশম ও দধি মিশ্রিত করিয়া এরূপে ফেণাও, যেন উহা জলে ফেলিলে ভাসে। তাহার পর সমস্ত ঘৃত জ্বালে চড়াইয়া একটী নেকড়ার পুঁটলিতে বেশম ও দধি মিশ্রিত সামগ্রী রাখ এবং তাহার তলে ছিদ্র করিয়া যেরূপে জিলাপী ভাজে সেইরূপে ঐ ছিদ্রে একটী অঙ্গুলি দিয়া কুণ্ডলাকারে অনুত্তপ্ত ঘৃতে ভাজ। একপিঠ ভাজা হইলে একটী কাটী দিয়া উল্টাইয়া দাও। অপর পিঠ ভাজা হইলে ঘৃত হইতে তুলিয়াই রসে ফেল। এইরূপে সমস্ত গুলি প্রস্তুত হইলে আধ ঘণ্টার পরে দেখিবে সকল গুলিতে বেশ রস প্রবিষ্ট হইয়াছে।

নারিকেলের পুডিং

নারিকেল কুরা ০ সের, ডিম ৩টা, চিনি ১ পোয়া, ঘৃত ১ ছটাক, গোলাপজল ১ কাঁচ্চা।

নারিকেলের শস্য এমন রকমে কুরিয়া লইবে যেন নীচের কাল মালার খুঁকুরি ভাগ কোরার সঙ্গে না আইসে। সেই নারিকেল কোরাকে বেশ করিয়া বাট। ডিমগুলি ভাঙ্গিয়া একটী পাত্রে শ্বেতাংশ ও অপর পাত্রে হরিদংশ রাখ। শ্বেতাংশের সহিত চিনি মিশাও; উত্তমরূপ মিশিলে ডিমের হরিদ্রাংশও তাহার সহিত মিশ্রিত কর। এই সময় উহার সহিত নারিকেল কোরাও মাখিয়া লও। তাহার পর একটী পাত্রে ঘৃত চড়াইয়া যখন দেখিবে ঘৃত পাকিয়া আসিয়াছে, তখন উহাতে নারিকেল কুরা, ডিম ও চিনি মিশ্রিত দ্রব্য দিয়া নাড়িতে থাকিবে। চামচের গায়ে লাগিবার মত হইলে গোলাপজল দিয়া নামাইলেই পুডিং তৈয়ার হইল।

পাকা আমের বুঁদিয়া।

সুমিষ্ট পাকা আমের রস ১ সের, বুটের দাউল চূর্ণ ১ পোয়া, ছোট এলাইচ চূর্ণ ০ তোলা।

আমের রস ও বেশম উত্তমরূপে ফেণাইয়া কড়াতে ঘৃত চড়াইয়া আমের রস ও বেশম মিশ্রিত দ্রব্যে বুঁদিয়া প্রস্তুত করিয়া গরম থাকিতে থাকিতে তাহাতে এলাইচ চূর্ণ দিয়া রসে ফেলুন। তাহা হইলে বুঁদিয়া তৈয়ার হইল। এই বুঁদে দিয়া মিঠাই বাঁধা যাইতে পারে।

আদার মোরব্বা।

খোসা ছাড়ান আদা ১ সের, পাথুরে চুণ ৫ তোলা, কাল জামের পাতা ছেঁচা ৫ তোলা, ছোট এলাইচ চূর্ণ ০ তোলা, চিনির রস ১ সের, গোলাপজল ১ তোলা।

আদাগুলির গায়ে ছিদ্র করিয়া চুণের জলে গুলিবে, এবং ঐ আদাগুলি চুণের জলে চারি দিন ভিজাইবে। তাহার পর চুণের জল হইতে তুলিয়া ৪ ৫ বার উত্তমরূপে শীতল জলে ধৌত করিবে। এখন জামের পাতাগুলি কুটিয়া ২ সের জলের সহিত মিশ্রিত করিবে ও ঐ জল চড়াইয়া তাহাতে আদাগুলি দিবে। জল দুইবার উথলিয়া উঠিলেই নামাইয়া আদাগুলি শীতল জলে ছয় সাত বার ধৌত করিবে। একতারবন্দ রস আগুনে চড়াইয়া ফুটিয়া উঠিলে আদাগুলি দিয়া নাড়িতে থাকিবে। রস গাঢ় হইয়া আসিলে নামাইয়া গোলাপজল ও এলাইচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ঢাকিয়া রাখিলেই মোরব্বা প্রস্তুত হইল।

বাদামের বরফি।

খোসাশূন্য বাদাম ১ সের, ছোট এলাইচ চূর্ণ ৪ আনা, ঘৃত ১০ ছটাক, চিনির রস ১ সের।

বাদামের শস্য জলে ভিজাইবে টিপিলেই খোসা ছাড়িয়া যাইবে। তাহার পরে সেগুলিকে শীলে উত্তমরূপে বাট। বাদাম বাটা হইলে একখানি কড়াতে ১ ছটাক ঘৃত চড়াইয়া উহা পাকিয়া আসিলে বাদামবাটা দাও। বাদামবাটা লালচে হইয়া আসিলে নামাইবে। অনন্তর শীরের সহিত ভাজা বাদাম ও এলাইচ চূর্ণ উত্তমরূপ মিশাইয়া পুনর্ব্বার আধছটাক ঘৃত জ্বালে চড়াইয়া পুনর্ব্বার বাদামাদি দাও। দিয়া নাড় ও অল্প অল্প রস ঢালিয়া উহার সহিত মিশ্রিত কর। কিছুক্ষণ নাড়িতে নাড়িতে ঘন হইয়া আসিলে একটা পাত্রে একটু ঘৃত মাখাইয়া ঢালিয়া দিলেই বাতাসে জমিয়া যাইবে। তাহার পর বরফির আকারে ছুরি দিয়া কাটিয়া লইলেই হইল।

পেঁপের মোহন ভোগ।

পাকা পেঁপের খোসা ছাড়াইয়া বীজ বাদ দিবে এবং উত্তমরূপে চটকাইয়া তাহা গামছায় ছাঁকিয়া লইবেক। তাহার পর একটু ঘৃত জ্বালে চড়াইয়া পেঁপের শাঁসটুকু দিয়া কিয়ৎক্ষণ নাড়া চাড়া করিয়া উহাতে [illegible]টুকু ও চিনি ঢালিয়া দিয়া নাড়িতে থাকিবে। নাড়িতে নাড়িতে যখন আটা আটা হইবে, তখন নামাইয়া তাহাতে ছোট এলাইচের চূর্ণ ১ আনা দিলেই মোহনভোগ প্রস্তুত হইল।

নলেন্‌গুড়ের পায়স।

১

দুগ্ধ ১ সের, নলেন্ গুড় ১॥০ পোয়া, সরু আতপ চাউল আধ পোয়া, ঘৃত আধ ছটাক, ছোট এলাইচ চূর্ণ ১ আনা।

চাউলগুলি উত্তমরূপে ঝাড়িয়া বাছিয়া ঘৃতে চমকাইয়া লও। চমকান হইলে উহাতে দুগ্ধ ঢালিয়া দাও। দুগ্ধ দিয়া অনবরত নাড়িতে থাক। চাউল সুসিদ্ধ হইলে গুড় দিয়া আবার নাড়িবে। ইচ্ছা করিলে এই সময় বাদাম, পেস্তা, কিস্‌মিস্ দেওয়া যাইতে পারে। পায়স যখন হাতায় লাগিবার মত হইবে তখন তাহাতে এলাইচ গুঁড়া দিয়া নামাইবে। তাহা হইলেই পায়স প্রস্তুত হইল জানিবে।

কমলালেবুর পায়স।

কমলালেবুর রস ১ পোয়া, খাঁটি দুগ্ধ ১ সের, সুজি আধ ছটাক, ঘৃত ১ ছটাক, চিনি ২ পোয়া, বাদাম আধছটাক, কিস্‌মিস্ আধছটাক, ছোট এলাইচের দানা ২ আনা।

একটী পাত্রে দুগ্ধ চড়াইয়া নাড়িতে থাক, যেন তাহাতে সর না পড়ে। কমলালেবুর রসে চিনি মাখিয়া একটু গরম কর। ঘৃত জ্বালে চড়াইয়া তাহাতে বাদাম ও কিস্‌মিসগুলি অল্প ভাজিয়া লও। তাহার পর ঐ ঘৃতে এলাইচের দানা ফেলিয়া দিয়া তাহাতে সমুদায় সুজি দিয়া নাড়িতে থাক। সুজি লালচে হইয়া আসিলে তাহাতে লেবুর রসমিশ্রিত চিনি দাও। একটু ফুটিতে আরম্ভ করিলে প্রথমে অল্প পরিমাণ দুগ্ধ দিয়া নাড়িতে নাড়িতে সমস্ত দুগ্ধ দিতে হইবে। বাদাম ও কিস্‌মিস্ দিয়া

আবার নাড়। যখন দেখিবে দুগ্ধ গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, তাহা গায়ে লাগিতেছে, তখন নামাও।

কাঁচা আমের পায়েস।

কাঁচা আমের খণ্ড ১ পোয়া, দুগ্ধ ৫ সের, চিনি ২০ পোয়া, বাদাম আধপোয়া, কিস্‌মিস আধপোয়া, পেস্তা আধপোয়া, ঘৃত ২ ছটাক, ছোট এলাইচের দানা ৹ আনা, কলিচুণ আধ-ছটাক। কাঁচা আমে চূণ মাখাইয়া আধঘণ্টা ভিজাইয়া রাখ, পরে ঠাণ্ডা জলে উত্তমরূপে ৭। ৮ বার ধৌত কর। আমগুলিকে ছেঁচিয়া নিংড়াও। ঘৃত জালে চড়াইয়া কিস্‌মিস্ ভাজিয়া লও। সেই ঘৃতে এলাইচের দানা ছড়াইয়া দাও। সে গুলি ভাজা ভাজা হইলে দুগ্ধ ঢালিয়া দিবে, এবং সর্ব্বদা নাড়িতে হইবে। সিকি পরিমাণ দুগ্ধ মরিয়া আসিলে চিনি ও বাদাম দিয়া আবার নাড়। অর্দ্ধেক দুধ মরিয়া আসিলে জাল হইতে নামাও, এবং নাড়িয়া চাড়িয়া এলাইচের গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়া ঢাকা দিলেই পায়স প্রস্তুত হইবে।

মাড়োয়ারী মোহনভোগ।

সুজি আধপোয়া, ময়দা ১ পোয়া, ঘৃত ৹ সের, চিনি ১ সের, দুগ্ধ ১ পোয়া, জল ৩ পোয়া।

উপরোক্ত জল, চিনি ও দুগ্ধের রস প্রস্তুত কর। তাহার পর একখানি কড়াতে ঘৃত ঢালিয়া তাতাইয়া নাড়িতে থাক। সুজি ও ময়দা উহাতে ঢালিয়া দাও। সুজি ময়দা ভাজা ভাজা হইলে চিনির রস ঢালিয়া দিয়া নাড়িতে থাক। এইরূপে নাড়িতে নাড়িতে জলের ভাগ মরিয়া আসিলে মোহনভোগের আকার

ধারণ করিবে, তখনই নামাইয়া রাখ। যদি পেস্ত, পেস্তা, বাদাম, কিসমিস্ দিবার ইচ্ছা করেন তবে ঘৃত দিয়া ১ ছটাক পরিমাণে ঐ সকল দ্রব্য দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া তবে সুজি ইত্যাদি দিতে হইবে।

খাজা।

ময়দা ১ সের, ঘৃত ১ সের, চিনির রস ১ সের। ময়দা ১ পোয়া ঘৃতে ময়ান দিয়া খুব দলিতে হইবে। উত্তমরূপ দলা হইলে লেচি কাটিয়া এক একটীকে বেলিতে হইবে, বেলিবার সময় একটু কারিকুরি আছে। একবার বেলিয়া পাতের মত করিবে, তাহার উপর একটু ঘৃত দিয়া দুই ভাঁজ করিয়া আবার বেলিতে হইবে। আবার ঘৃত দিয়া আবার দুই ভাঁজ করিয়া বেলিতে হইবে। এই রূপে যত ভাঁজ হইবে খাজারও তত পাপড়ি হইবে। খাজার পাপড়িগুলি যাহাতে খুব পাতলা হয় তাহা করা চাই। তাহার পর এক একখানি করিয়া খাজা বেলিতে ও অবশিষ্ট ঘৃত টুকু কড়ায় চাপাইয়া এক একখানি ভাজিবে। যেমন এক একখানি ভাজা হইবে, অমনি ঝাঁঝরি ভরিয়া রসে ডুবাইবে। রসে ডুবাইয়া একটি পাত্রে রাখিবে। এইরূপে সকলগুলি ভাজা ও রসে ডুবান হইলে যে রস টুকু বাকী থাকিবে, সে টুকু তাড়ু দ্বারা নাড়িতে নাড়িতে সাদা হইলে খাজা প্রস্তুত করা হইল।

মতিচুর।

ছোলার দাউলের বেসম ১ সের, ঘৃত ১ সের, চিনির রস ১ সের, বাঁধা দধি ১ পোয়া

বেসমে ১০ তোলা ঘৃতের ময়ান দিয়া মাখিতে হইবে যখন দেখা যাইবে বেশ মিশ্রিত হইয়াছে তখন তাহাতে দধি দিয়া খুব ফেটাও, ফেটাইতে ফেটাইতে যখন উহাতে ফেণা উঠিবে বা উহার এক টুকরা জলে ফেলিলে ভাসিবে, তখন সমস্ত ঘৃত তাপে চড়াইয়া পাকিয়া আসিলে একখানি ক্ষুদ্র-ছিদ্র-বিশিষ্ট হাতা (সাঁঝ) ঘৃতের উপর ধরিয়া বেসমের গোলা দিয়া ধীরে ধীরে হস্ত সঞ্চালন কর; করিলে যে ছোট ছোট বুঁদিয়া হইবে, সেগুলি উত্তমরূপে ঘৃতে ভাজিয়া তিনতারবন্ধ রসে ডুবাইতে হইবে তাহার পর নাড়া চাড়া করিতে করিতে যখন বুঁদিয়াগুলির গায়ে রস মরিয়া আসিবে তখন অল্প জলে বা ঘৃতে হাত ভিজাইয়া লাড়ু বাঁধিলেই মতিচুর হইল

সুইজরল্যাণ্ডের পিষ্টক

ডিম ৪ টা, ময়দা, চিনি, মাখন ডিমের সহিত সমান ওজন গোলাপ জল বড় এক চামচ, লেবুর রস ১০ ফোঁটা

ডিম কয়েকটী ভাঙ্গিয়া তাহাদের শুভ্রাংশ ও হরিদ্রাংশ পৃথক পৃথক রাখ হরিদ্রাংশ চিনি দিয়া মাখিয়া লও বেশ মিশ্রিত হইলে গোলাপজল ও লেবুর রস দিয়া আবার মাখ মাখন গরম করিয়া ময়দাতে মাখাও বেশ মিশিয়া গেলে তাহাতে ডিমের সাদা অংশ দিয়া আবার মাখ পরে চিনি মিশ্রিত ডিম ও ময়দা মিশ্রিত মাখন একত্র করিয়া বেশ করিয়া মিশ্রিত কর একটী টীনের ঠোঙ্গার মত পাত্রে মাখন মাখাইয়া তাহাতে উক্ত দ্রব্য রাখ রাখিয়া তদ্রূপে আর একটী পাত্রে ঢাকা দিয়া জলন্ত অঙ্গারের উপর চাপাও এবং মধ্যে মধ্যে

উল্টাইয়া দাও। আধঘণ্টা পরে নামাও ; তাহা হইলেই পিষ্টক প্রস্তুত হইল

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আচার চাটনি ইত্যাদি

ওলের চাট্‌নি।

ওল ১ পোয়া বীজরহিত পাকা তেঁতুল ১০ পোয়া, ভাল গুড় বা চিনি ১ পোয়া উত্তম সরিষার তৈল ১০ পোয়া, লবণ ৪ তোলা, হরিদ্রা বাটা ১০ তোলা, কাল সরিষ বাটা ২ তোলা, ভাজা পাঁচফোড়নের গুঁড়া ৫ আনা

ওল গুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বরফির মত কাটিয়া উত্তমরূপে সাত আটবার ধৌত করিয়া তাহার জল ঝাড়িয়া লইবে তাহার পর ১ ঘণ্টা জলে ফেলিয়া রাখিয়া আবার ওলগুলিকে ৪ ৫ বার ধৌত কর ধুইয়া গরম জলে সিদ্ধ কর সুসিদ্ধ হইলে জল গালিয়া ফেলিয়া দাও আবার একবার শীতল জলে ধোও ধুইয়া তাহার গায়ে জল না থাকে এমত ভাবে শুষ্ক কর। একটী পাত্র আগুনে চড়াইয় তাহাতে তৈল দিবে। তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ওলগুলি দিয়া সেগুলি ভাজা ভাজা হইলে হরিদ্রাবাটা, সরিষাবাটা ও লবণ দিয় নাড়া চাড়া কর পরে ১ সের জলে তেঁতুল গুলিয়া ঢালিয়া দিয়া নাড়িতে থাক কিছু-ক্ষণ জালে ফুটিতে ফুটিতে ওলগুলি গলিয়া গেলে গুড় বা চিনি দিয়া নাড়িতে হইবে যখন উহা কাদার মত হইয়া আসিবে

তখন অবশিষ্ট তৈল দিয়া নাড়িতে দিবে। ফুটিয়া উঠিলে নামাইয়া গুঁড়া মসলাগুলি দিয়া নাড়াচাড়া কর। তাহার পরে প্রস্তর বা মৃৎপাত্রে নামাইয়া রাখ।

দধির গোলাপী চাট্‌নি।

দধি ১ সের, পাতি বা কাগজী লেবুর রস আধপোয়া, চিনি, ১ পোয়া, জল আধ পোয়া, লবণ ৩ তোলা, গোলাপজল আধ পোয়া, কেওড়া আধছটাক, বরফ ১ পোয়া।

জলে চিনি গুলিয়া ছাঁকিয়া লও, একটী পাত্রে দধি, চিনি, লবণ মিশাইয়া নাড়িতে হইবে। যখন দেখিবে সমস্ত মিশিয়া দধি ঘোলের মত হইয়াছে, তখন তাহাতে গোলাপজল ও কেওড়া দিয়া রাখিতে হইবে। পরিবেষণের সময় বরফ দিয়া দিবে।

আনারসের চাট্‌নি।

আনারস খোটা ১ সের, কলিচুণ ১ তোলা, হরিদ্রা বাটা ১ তোলা, চিনি আধ পোয়া, গোটা সরিষা ১ আনা, সরিষাবাটা ৩ তোলা, লেবুর রস ১ ছটাক, কিস্‌মিস ২ ছটাক, ছোটএলাইচের দানা ১ আনা, ঘৃত আধ ছটাক।

আনারস ছুটিয়া চুণ মাখাইয়া বেশ করিয়া ধুইবে, ধৌত করিয়া লবণ মাখিবে, আবার ধুইবে। তাহার পরে হরিদ্রা বাটা মাখাও। একটী হাঁড়িতে জল দিয়া জালে চড়াইবে। জল ফুটিয়া উঠিলে তাহাতে আনারসগুলি দিবে। আনারস অর্দ্ধসিদ্ধ হইয়া আসিলে তাহাতে সরিষাবাটা, চিনি, লবণ, কিস্‌

মিস্‌ ও লেবুর রস দিয়া এক ফুটের পর নামাইয়া হাঁড়িটী পরিষ্কার করিবে। পরিষ্কার করিয়া তাহাতে ঘৃত দিয়া তাহার গাঁজা মরিয়া আসিলে এলাইচের দানা এবং গোটা সরিষা দিয়া হাঁড়ির মুখবন্ধ করিয়া দিবে সরিষার চুড় চুড় শব্দ হইলে ঢাকনি খুলিয়াই তাহাতে ঝোলের সহিত আনারস গুলি ঢালিয়া দিও। ফুটিয়া উঠিলে নাড়িয়া চাড়িয়া নামাইয়া রাখ.

কাঁচা আমের আচার

কাঁচা আম ১ সের, আদাবাটা ৩ তোলা, কালজিরা ১ ॥ তোলা, লবণ ৪ ০ তোলা, রসুন ১।॰ তোলা, তৈল আবশ্যক মত অর্থাৎ যতটুকু পরিমাণে আচার ডুবান হইতে পারে

আঁবগুলির খোসা ছাড়াইয়া কুশী বাহির কর ও খণ্ড খণ্ড করিয়া কাট সেগুলিকে ছেঁচিয়া নিংড়াও বেশ [নিংড়ান হইলে কালজিরা, রসুনবাটা, আদাবাটা ও লবণ মিশাইয়া গোল-ধরণের দলা বাঁধ এক একটী দলা পাতায় মুড়িয়া রোদে শুকাইবে। শুকাইয়া শক্ত হইলে পাতা ছাড়াইয়া তৈলে ডুবাইয়া রাখিলেই আচার প্রস্তুত হইল।

কাঁচা আমের সহিত দুগ্ধের চাট্‌নি।

কাঁচা আম্র সিদ্ধ করিয়া তাহার শাঁস দুগ্ধ ও চিনি এক সঙ্গে গুলিয়া লও আম্র ও চিনি একরূপে মিশাইতে হইবে যে, তাহাতে যেন অম্ল এবং মিষ্ট না হয়। এই মিশ্রপদার্থ বড়

বসনাতফোক

আমের ঝালদার চাট্‌নি। ৭

কাঁচা আমের খোসা ছাড়াইয়া লম্বা ধরণে ফালি ফালি করিয়া কাটিয়া লও। খুব কচি হইলে কুশী বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। আমখণ্ডগুলিতে চূণ মাখাইয়া ১ ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখ। পরে শীতল জলে ধুইয়া লও, যেন চূণ না থাকে। জল শুকাইয়া একটি পাত্রে রাখ এবং খাঁটি সরিষার তৈল তাহাতে ঢালিয়া দাও; সেগুলি যেন ভাসা ভাসা হইয়া থাকে। তৈল দেওয়ার পর লবণ দিয়া গোটা লঙ্কা লম্বা ভাবে চিরিয়া তাহাতে দাও। তাহার পর ৮ ১০ দিন উপর্য্যুপরি রৌদ্রে রাখিলেই চাট্‌নি প্রস্তুত হইল।

গোলাপজলের চাট্‌নি

জলে তেঁতুল ভিজাইয়া গুলিয়া লও। পরে আবশ্যক মত চিনি ও লবণ মিশাইয়া একখানি পরিষ্কার নেকড়ায় ছাঁকিয়া লইলেই গোলাপী চাট্‌নি প্রস্তুত হইল।

কৎবেলের চাট্‌নি ৮

পাকা কৎবেলের শাঁস ১ পোয়া, চিনি আধ পোয়া, দধি ১ পোয়া, কিস্‌মিস্‌ আধপোয়া, ছোট এলাইচের দানা ১ আনা, হরিদ্রা বাটা ৪ আনা, গোটা সরিষা ২ আনা, সরিষা বাটা ৮ আনা, ঘৃত ০ তোলা, লবণ ১ তোলা, জল একপোয়া।

পাকা কৎবেল ভাঙ্গিয়া তাহার মাড়ি বাহির কর। তাহাতে জল দিয়া চটকাও। জলের সঙ্গে মিশিয়া গেলে দধি, চিনি,

লবণ, হরিদ্রা বাটা মিশ্রিত কর এখন সাদা নেকড়ায় ছাঁকিয়া লও হাঁড়ি জ্বালে চড়াইয়া সমুদয় ঘৃত ঢালিয়া দাও; যখন দেখিবে উহা পাকিয়া আসিয়াছে, তখন তাহাতে গোটা সরিষা ছড়িয়া দিয়া পাকপাত্রের মুখ বন্ধ কর। সরিষা ফোটার শব্দ হইলে কৎবেলের গোলা ঢালিয়া দিয়া সরা চাপা দাও একবার ফুটিলেই গাঢ় হইয়া আসিবে, তখন নাড়া চাড় করিয়া নামাও। বলা বাহুল্য যে চাটনি বাঁধিবার সময় কোন ধাতুপাত্র ব্যবহার করিবে না

ঝাল কাসুন্দি।

সরিষা ৫ সের, রাই সরিষা আধ সের, ধৌত খোসা ছাড়া কাঁচা আম্রখণ্ড আধ মণ, লবণ দেড়সের, খাঁটী সরিষার তৈল ১ সের

সরিষাগুলি ঝাড়িয়া বাছিয়া চারি পাঁচ বার ধুইয়া লইবে তাহার পরে সে গুলিকে উত্তমরূপে শুকাইবে শুষ্ক হইলে উত্তমরূপে গুঁড়া কর সেই সরিষা গুঁড়ায় গরম জল ঢালিয়া দিয়া কাটীদ্বারা নাড়া চাড়া করিবে। আধ ঘণ্টা আন্দাজ ঘুঁটিতে ঘুঁটিতে কাদার মত হইবে দশ দিন পর্য্যন্ত উহা রৌদ্রে শুষ্ক কর। অনন্তর আম্রগুলি ঢেঁকিতে কুটিয়া ২ দিন রৌদ্রে শুষ্ক কর তাহার পর সরিষা, আম্র, লবণ, তৈল মিশাইয়া লইলেই ঝালকাসুন্দি হইল।

তেঁতুল কাসন্দি।

তেঁতুল ৩ সের, সরিষা ৫ সের, লবণ ১।০ সের, খাঁটী সরিষার তৈল ॥০ সের।

সরিষাগুলি ঝাড়িয়া বাছিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিয়া শুকাইবে ও গুঁড়া করিবে তেঁতুল গুলিয়া ছাঁকিয়া রৌদ্রে ৮ দিন শুষ্ক কর ঐ সময়মধ্যে উহা আটার মত হইবে ফলকথা ৮ দিনেই হউক আর ১০ দিনেই হউক ঐরূপ করিতে হইবে তাহার পর সরিষা গুঁড়া, তেঁতুল, লবণ, তৈল এক সঙ্গে উত্তমরূপে মিশাও তাহা হইলেই তেঁতুল কাসুন্দি হইল

বৌ কাসুন্দি।

আম্র ২ শত, সরিষা ৫ সের, তৈল ১ সের, লবণ ১॥০ সের পূর্ব্বোক্তরূপে সরিষাকে ধুইয়া বাছিয়া শুকাইবে ও পশ্চাৎ গুঁড়া করিবে গুঁড়া হইলে ৮০টী আমের খোসা ও আঁটী ছাড়াইয়া আমগুলি উত্তমরূপে কুটিয়া লইতে হইবে; পরে কুটিত আম্র সরিষার গুঁড়া আধসের ও লবণ এক সঙ্গে মিশাইয়া তিন দিন রাখিবে চারিদিনের দিন আবার ৮০টী আম্র পূর্ব্ববৎ কুটিয়া তাহাতে আধ সের লবণ মিশাইয়া তাহার সহিত রাখিতে হইবে তাহার ৩ দিন পরে ফের ৪০টী আম্র কুটিয়া আধসের লবণের সহিত তাহাতে রাখিবে শেষে ১ সের তৈল দিয়া চট্‌কাইয়া লইলেই বৌকাসুন্দি প্রস্তুত হইল

বিলাস অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিলাস দ্রব্য।

বিলাস সভ্যতার অঙ্গীভূত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যেরূপ খাদ্য ও পরিধেয় হইলেই আমাদের জীবনরক্ষা হইতে পারে, কিন্তু তাহার বাড়াবাড়ি হইলেই উহা বিলাসিতায় পরিণত হয়। দাউল ডালনা ভাত খাইলে এবং ধুতি চাদর পরিধান হইলেই গৃহস্থলোকের জীবনযাত্রা এক রকম মোটামুটী চলিয়া যায়, কিন্তু মনুষ্যের মন তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে না, মনুষ্যমনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম অভাব সৃষ্টি করা। আজি যে একমুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত, সে যদি বিনাকষ্টে সেই একমুষ্টি অন্নের সংস্থান করিতে পারে, তাহা হইলে অন্নের উপর দুইটা ভাল তরকারির জন্য আকাঙ্ক্ষা হয়। সেই আকাঙ্ক্ষা হইলে তাহার মন তাহাতেও নিশ্চিন্ততা লাভ করিতে পারে না। কালিয়া, কোপ্তা, কাবাব, পোলাও খাইবার জন্য ইচ্ছা করে। ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আকাঙ্ক্ষাই বিলাসের জননী। সাধারণ মনুষ্যমাত্রেরই মনে আকাঙ্ক্ষা এবং তাহা পরিপূরণের চেষ্টা আছে, সুতরাং তাহারা সকলেই বিলাসপ্রিয়। লোকের আকাঙ্ক্ষা,

যতই বাড়িতেছে, দেশ মধ্যে বিলাস সাধনেরও তত অনুষ্ঠান হইতেছে। বিলাস অর্থের যোরতর শত্রু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে বিলাসের বৃদ্ধি সভ্য ভব্য এবং দশজনের কাছে পরিচিত হইতে হইলে অর্থ শক্ত হইলেও লোকলজ্জায় পড়িয়া বিলাসের আশ্রয় লইতেই হয়। আজি কালি আমাদিগের দেশের মহিলাগণের মধ্যে সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করার অভ্যাস এক প্রকার সর্ব্বব্যাপী হইয়া উঠিয়াছে সে বিষয়ে ও বিলাস সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ে তোমাকে কিছু বলিতে চাহি, এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিলে অনেক অর্থ বাঁচিয়া যাইবে

গাত্রমার্জ্জন

ভগিনীবন্দ! আজি কালিকার অনেক স্ত্রী লোকেরই সাবান দিয়া গাত্র মার্জ্জন করা অভ্যাস হইয়াছে কিন্তু সাবানে খরচ বেশী আমাদের মত গৃহস্থঘরের মেয়েদের বেশ অন্য উপায় আছে। সাবানে চর্বি মিশান থাকে বলিয়া অনেক লোকেরা স্ত্রীলোক স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে নিষেধ করেন সাবান ছুঁইলে ধর্ম্ম যায় কি থাকে সে অনেক কথার কথা, সেকথা বলিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। প্রাচীনদিগের যদি তাহাতে আপত্তি থাকে, তবে সেকাজ করিয়া তাঁহাদের মনে কষ্ট দিবার প্রয়োজন নাই আমাদের দেশে গাত্রমার্জ্জনা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিবার অতি সহজ উপায় আছে। তাহাতে বড় অর্থব্যয়ও নাই বেসম দিয়া গাত্রমার্জ্জনা করিলে গা বেশ পরিষ্কার হয়, অতএব তাহাই করিবে।

দেহরঞ্জন।

কদম্বপত্র, লোধ ও অর্জ্জনপুষ্প একত্র পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে গাত্রের দুর্গন্ধ দূর হয়

এলাইচ, শঠী, তেজপত্র, রক্তচন্দন, হরিতকী মুথা, কুড়, জটামাংসী, শৈলজ, দনা, পদ্মকাষ্ঠ একত্র মর্দ্দন করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলে গাত্র সুগন্ধময় হইয়া থাকে

হরিতকী মুথা, চন্দন, নাগকেশর, বেণারমূল, লোধ, কুড়, হরিদ্রা একত্রে জলে মর্দ্দন করিয়া গাত্রে লেপন করিলে গাত্রের ঘর্ম্মজন্য গন্ধ দূর হয়

চন্দন, বেণার মূল, বালা, তেজপত্র, কুলআঁটি, অগুরুচন্দন, নাগেশ্বর, এই সকল দ্রব্য একত্র জলে পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে গাত্র সুগন্ধময় হইবে

তিল, সর্ষপ, দারুহরিদ্রা, দূর্ব্বা, গোরচনা ও কুড় এই সকল দ্রব্য ঘোলের সহিত মর্দ্দন করিয়া শরীরে লেপন করিলে গাত্রের দুর্গন্ধ দূর হইয়া সুগন্ধ হয়

হরিতকী ও মুথা সমভাগ, কুড় চতুর্থভাগ, নখী অর্দ্ধভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া গাত্রে লেপন করিলে গাত্রে সদ্গন্ধ হইয়া থাকে

ধন্যা, বচ, শৈলজ ও লোধ সমভাগে পেষণ করিয়া মুখে লেপন করিলে মুখের ব্রণ নষ্ট হয়

শ্বেতসর্ষপ ও তিল একত্র দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া মুখে লেপন করিলে সপ্তাহ মধ্যে মুখের নীল ব্রণ নষ্ট হইয়া মুখের কান্তি বৃদ্ধি হয়

মরিচ গোরচনা একত্র পেষণ করিয়া মুখে প্রলেপ দিলে যৌবনকালের মুখজাত সকল রকম ব্রণ নষ্ট হইবে

মনঃশিলা, লোধ, হরিদ্রা, দারুচিনি ও সর্ষপ সমভাগে জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া মুখে লেপন করিলে মুখের কৃষ্ণতা ঘুচিয়া কান্তি বৃদ্ধি হয়

মুখরঞ্জন।

দারুচিনি, এলাইচ, নখী, জাতিফল, শিলারস, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া ক্ষুদ্র বটিকা করিবে ইহার এক একটী বটী তাম্বুলের সহিত দিবা ও রাত্রিতে পানের সহিত ভক্ষণ করিলে মুখে সুগন্ধ হয়

আমের আঁটী, জামের আঁটী ও পদ্মমূল একত্র পেষণ করিয়া মধুর সহিত রাত্রিতে মুখে ধারণ করিলে মুখে অতি সদ্‌গন্ধ হয়

মুরামাংসী, নাগেশ্বর কুড় এই সকল চূর্ণ করিয়া যে স্ত্রী একপক্ষকাল প্রাতঃ ও সায়ং সময়ে মুখ ধৌত করিবে, তাহার মুখে চিরদিন কর্পূরের ন্যায় গন্ধ থাকিবে

যে ব্যক্তি শিঙ্কণী চূর্ণ, ঘৃত ও মধু একত্র ভক্ষণ করে, এক মাস মধ্যে তাহার মুখে কেতকী পুষ্পের ঘ্রাণ পাওয়া যাইবে

কেশরঞ্জন।

তিলবৃক্ষের মূল, গব্যদুগ্ধ ও লোধ সমান ভাগে গব্য ঘৃতের সহিত সপ্তাহ কাল মস্তকে মর্দ্দন করিলে কেশ ঘন ও দীর্ঘ হয়

* হস্তীদন্ত দগ্ধ করিয়া তাহার ভস্মে কালী প্রস্তুত করিবে; সেই কালীর সহিত তুল্য পরিমাণে রসাঞ্জন মিশ্রিত করিয়া পেষণ করিতে হইবে তাহার পর উহা মস্তকে লেপন করিলে যত দিনের টাক হউক নষ্ট হইবে এবং তাহার উপর সুন্দর কেশ বিনির্গত হইবে

পরিষ্কৃত চর্ব্বি ১ ছটাক, একড্রাম ভার্বেনা অয়েল একত্র করিয়া চুলে মর্দ্দন করিলে চুল ঘন ও পুষ্ট হইয়া থাকে

কাকলীর পত্র ও মূল, পীত ঝিণ্টী এবং কেতকীর মূল এই সকল ছায়াতে শুষ্ক করিয়া তাহার সহিত ভৃঙ্গরাজ ও ত্রিফলার রস একত্র মিশ্রিত করিয়া তৈলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে এই তৈল একটী লৌহপাত্র মধ্যে রাখিয়া মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত করিবে। একমাস পরে ঐ তৈল উঠাইয়া কেশে মর্দ্দন করিলে কাশ কুসুমের ন্যায় শুভ্র কেশও ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিবে।

অপরাজিতা পুষ্প এরণ্ড তৈলে পাক করিয়া কেশে মৰ্দ্দণ করিলে শুক্লবর্ণ কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়

নীলের পাতাকে চূর্ণ করিয়া তাহাতে অত্যল্প খদির মিশ্রিত করিয়া জলে গুলিলে যখন উহা কাদা কাদা হইবে, তখন মস্তকে দিয়া তাহার উপর একখানি কলাপাতা দিয়া তিন ঘণ্টা কাল বাঁধিয়া রাখিলে শুভ্র কেশ কৃষ্ণবর্ণ হইবে

পাথরের চূণকে সীসার সহিত ঘর্ষণ করিলে উহা পাংশুটে রঙ্গের মলমের মত হইবে প্রয়োজন হইলে তাহাতে একটু জল দিয়া পাতলা করা যাইতে পারে তাহার পরে ঐ দুই দ্রব্য মাথায় দিয়া যতক্ষণ না চুল শুকায় ততক্ষণ রাখিলে নিশ্চয় শুভ্রকেশ ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিবে

মুথা, সর্ষপ, বেণার মূল, হরিতকী, নখী ও আমলকী সমভাগে লইয়া একত্র পেষণান্তর কেশমূলে লেপন করিলে শুক্ল কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়।

ভৃঙ্গরাজ, ত্রিফলা, বেগুর্ত্তা, নীলোৎপল ও লৌহ এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে, এই সকল চূর্ণের সহিত তৈল পাক করিবে। এই তৈল কেশে লেপন করিলে কেশ দৃঢ়, কৃষ্ণবর্ণ, কোমল ও কুটীল হইয়া থাকে।

লৌহমল, জবাপুষ্প, আমলকী এই সকল একত্র পেষণ করিয়া মস্তকে তিনমাস কাল লেপন করিলে শুক্ল কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়।

চিরযৌবন লাভের উপায়

গজ পিপ্পলী, কৃষ্ণকুড়, অশ্বগন্ধা ও বচ সমান ভাগে পর্য্যুষিত জলে মর্দ্দন করিয়া নবনীতের সহিত স্তনে লেপন করিলে কুচদ্বয় স্থূল হয়।

বচ ও দাড়িম্বের বল্কের সহিত সর্ষপ তৈল পাক করিয়া লেপন করিলে নারীদিগের স্তনদ্বয় স্থূল ও অতি সুশ্রী হয়।

গাম্ভারীর রসের সহিত তিল তৈল পাক করিয়া তুলা দ্বারা স্তনদ্বয়ের উপরি দিলে, ইহাতে স্তন উত্থিত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

প্রসিদ্ধ চিকিৎসা-শাস্ত্র-বেত্তা চক্রপাণি দত্ত বলেন, যে যুবতী প্রথম ঋতু কালে তণ্ডুলোদকের নস্য গ্রহণ করিবে, তাহার স্তনযুগল চিরকাল স্থূল থাকে, কদাচ পতিত হয় না।

শুণ্ঠীচূর্ণ ৮০ তোলা, ৪ সের জলে পাক করিয়া অর্দ্ধেক থাকিতে নামাইয়া উহাকে এক সের তিল তৈলের সহিত পাক করিবে। পাক শেষে যখন ক্বাথ ফুরিয়া গিয়া তৈল মাত্র থাকিবে

তখন নামাইবে। সেই তৈলের নস্য গ্রহণ এবং এক পোয়া গরম দুগ্ধের সহিত প্রতিদিন ২০ ফোঁটা করিয়া সেবন করিলে এক মাস মধ্যে স্ত্রীদিগের পতিত স্তন উত্থিত হয়।

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, একত্র মর্দন করিতে করিতে যখন কৃষ্ণবর্ণ হইবে ও তাহাতে পারার কোন চিহ্ন থাকিবে না, তখন উহাকে তিল তৈল অর্দ্ধ পোয়ার সহিত পাক করিবে। তৈল গরম হইয়া আসিলে শ্রীফলের শস্য সিদ্ধ করা ৪ তোলা উহার সহিত মিশাইয়া স্তনদ্বয়ে মর্দন করিলে স্তনের কঠিনতা জন্মে এবং অবনত স্তন উন্নত হয়, ও বৃদ্ধা নারীও যুবতীর ন্যায় দেখায়।

শুক্লবর্ণ যবাফুল কৃষ্ণবর্ণা গাভীর দুগ্ধের সহিত একত্র পেষণ করিয়া স্তনের উপরিভাগে লেপন করিলে একমাস মধ্যে স্তন-যুগল স্থূল হয়।

বচ, অশ্বগন্ধা, করবীপত্র ও গজ পিপ্পলী সদ্যোতোলিত করিয়া জলে পেষণ করিয়া স্তনমণ্ডলে লেপন করিলে স্তনযুগল কখন পতিত হয় না।

গাম্ভারী পত্রের রস, তিল তৈল ও জল সমভাগে লইয়া পাক করিবে; তৈলভাগ মাত্র অবশিষ্ট থাকিলে পট্টবস্ত্রে ছাঁকিয়া লইয়া কুচযুগলে লেপন করিলে স্তন দুইটী লৌহের ন্যায় দৃঢ় হইবে।

তেউড়ি, হরিদ্রা, বেলেড়া, খৈ ও সৈন্ধব সমান ভাগে লইয়া চতুর্গুণ জলে পাক করিবে। জলের চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ গ্রহণ করিতে হইবে। এই ক্বাথের সহিত ক্বাথের চতুর্থাংশ তিল তৈল ও তিল তৈলের অর্দ্ধেক ঘৃত—

মহিষ (ভঁইস) ঘৃত একত্র পাক করিবে। যৎকালে ক্বাথ ভাগ শেষ হইয়া স্নেহ মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তৎকালে তৈলের পাক শেষ নিশ্চয় করিয়া নামাইবে। এই তৈলে একমাস কাল নস্য গ্রহণ করিলে বালা কিম্বা বৃদ্ধার যৌবনোৎপাদন হইবে।

ইন্দ্রিয়গণের সজীবতা রক্ষা।

মূলা ও হরিদ্রা একত্র পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে চক্ষুর কোন রোগ জন্মে না।

ত্রিফলার চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত প্রতিদিন সেবন করিলে জ্যোতি বিলক্ষণ বৃদ্ধি হয়।

মনঃশীলা ও অপামার্গের মূল চূর্ণ করিয়া ২ তোলা পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিলে বধিরতা নষ্ট করে।

নন্দ্যাবর্ত্ত পলাশের মূল দন্তে চর্ব্বণ করিয়া কর্ণমূলে রাখিলে কর্ণের খোল নষ্ট হয়।

শুণ্ঠী, শর্করা ও মধু একত্র করিয়া ৪টী মটর একত্র করিলে যত বড় হয় তত বড় বটী করিয়া প্রতিদিন এক একটী খাইলে কণ্ঠ শোধিত ও স্বরশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

জাতীপত্র, পিপ্পলী, খৈ, ছোলঙ্গ, লেবুর পত্র ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া পেষণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে কিন্নরের ন্যায় মধুর কণ্ঠ হইবে।

নির্লোম করণ

পলাশ কাষ্ঠের ভস্ম ও হরিতালচূর্ণ সমান ভাগে জলে মিশ্রিত করিয়া যেখানে লোম আছে তথায় লাগাইয়া ২৩ ঘণ্টা

রাখিয়া ধৌত করিলে সেখানকার সমস্ত লোম উঠিয়া যায়, আর জন্মে না।

সুপবিপাতার রসে গন্ধক পেষণ করিয়া লোমের মূলে লেপন করিলে তৎক্ষণাৎ লোম উঠিয়া যায়

হরিতাল ও শঙ্খচুর্ণ সোডার সহিত পেষণ করিয়া লোমমূলে লাগাইলে লোম উঠিয়া যায়

ছাগীদুগ্ধের সহিত হরিতাল পেষণ করিয়া লোমমূলে লাগাইয়া গাভীর উষ্ণ দুগ্ধের দ্বারা সেই স্থান ধৌত করিলে সেই স্থানে আর লোম জন্মিবে না যাহা থাকিবে তাহা পড়িয়া যাইবে

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবিধ বিষয়।

গৃহের কীটাদি বিনাশের উপায়।

গোমরাজ গাছের পল্লব ও পত্র গৃহমধ্যে দগ্ধ করিলে সে গৃহের ছারপোকা মরিয়া যায়

তাবপিনু, গূনা, বসা, অর্জ্জুন বৃক্ষের মূল, ঝিণ্টী, কেয়াগাছের মূল ও নখী এই সকল দ্রব্যে ধূপ প্রস্তুত করিয়া গৃহমধ্যে প্রজ্জ্বলিত করিলে সেই গৃহের সর্প, মশক ও মক্ষিকাদি বিনষ্ট হয়।

আকন্দের তুলাতে পলিতা করিয়া সরিষার তৈলে প্রদীপ জ্বালাইয়া ঘরে রাখিলে সে ঘরে ছারপোকা আসিতে পারে না; যদি আইসে তবে মরিয়া যায়

জুতা পরিষ্কারের কালী।

হরিতকী, বহেড়া, আমলা সমান ভাগে লইয়া বেশ সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া ছাঁকিবে তাহার পর তাহাতে সামান্য হীরাকশ মিশাইয়া ভিনেগারে ভিজাইলে দিব্য জুতার কালী প্রস্তুত হয়

শুধু হীরাকশের গুঁড়া এবং অল্প ভিনেগার একত্র মিশাইলেও একপ্রকার জুতার কালী হইতে পারে, কিন্তু উহা ততটা ভাল হয় না

ভূষা, হরিতকী, বহেড়া, আমলা ও মাজুফল একত্রে অতি সূক্ষ্ম গুঁড়া করিয়া য়্যাশিটিক্ য়্যাশিডের সহিত মিশ্রিত করিলে অত্যুৎকৃষ্ট জুতার কালী প্রস্তুত হয়

গ্যালিক্ য়্যাশিড ভিনেগার ২ ৪ ফোঁটা ও হীরাকশ একত্র করিলেও জুতার কালী প্রস্তুত হইয়া থাকে

পশমের কাপড় পরিষ্কার করিবার উপায়।

রিটাফলকে কাটিয়া জলে ভিজাইলে যখন তাহা হইতে ফেণা উঠিতে থাকিবে, তখন তাহাতে যে কোন পশমী বা রেশমী কাপড় ৪ ৫ ঘণ্টা ভিজাইয়া কোন কাঠের তক্তায় আছড়ি দিলে তাহার যত ময়লা সমস্ত পরিষ্কার হইয়া দিব্য রং হইবে।

কেহ কেহ পুরাতন দেশী কুষ্মাণ্ডের জলে পশমী কাপড় ভিজাইয়া পরে উপরোক্ত প্রকারে রিটাফলের সহিত ভিজাইয়া পশমী কাপড় পরিষ্কার করিয়া থাকেন।

সাবানের জলেও পশমী কাপড় পরিষ্কার হয় বটে, কিন্তু অগ্রে রিটাফলের জলে ভিজাইলে খুব পরিষ্কার হয়।

সূতার কাপড় পরিষ্কার করিবার উপায়।

সাবানের জলে ধৌত করিলে যেমন ময়লা হউক না কেন সূতার কাপড় পরিষ্কার হয়

সাজিমাটীর জলেও প্রায় তদ্রূপ হইয়া থাকে। আমাদের দেশের রজকেরা সাবান ও সাজিমাটীর জলে ময়লা কাপড় রাখিয়া তাহাতে জলসমেত আগুণে চাপাইয়া জ্বাল দেয়। পরে কাপড় সিদ্ধ হইলে নামাইয়া কাষ্ঠের উপর আছাড় মারিয়া পরিষ্কার করে এবং তাহার পরে ধৌত কাপড়ের উপর আতপ তণ্ডুলের মণ্ড ছড়াইয়া দিয়া কাপড় খড়খড়ে করে; তাহার পর ভাঁজিয়া ইস্ত্রী দিলেই উত্তম পরিষ্কার করা হইল।

সুগন্ধি গলাপজল প্রস্তুত করণ

৩ আউন্স রেক্‌টিফায়ড্ স্পিরিটে ১২ ফোঁটা, গোলাপী আতর দিয়া কিয়ৎক্ষণ নাড়িলে আতরটুকু স্পিরিটের সহিত মিশ্রিত হইয়া যাইবে তাহার পর তাহাতে ১২ আউন্স পরিমাণ জল মিশ্রিত করিলেই উৎকৃষ্ট গোলাপজল প্রস্তুত হইল।

সুগন্ধী মহুবীর জল প্রস্তুত করণ।

অ্যানিস্ অয়েল ১ আউন্স, রেক্‌টিফায়ড্ স্পিরিট ৩ আউন্স একত্রে কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া স্পিরিটের সহিত অ্যানিস্ অয়েল সম্পূর্ণরূপে মিশিত হইলে তাহাতে জল ২০ আউন্স দিয়া বোতলে বন্ধ করিলেই উৎকৃষ্ট মহুবীর জল প্রস্তুত করা হইবে।

ভার্ব্বেনার সুগন্ধি জল।

ভার্ব্বেনা অয়েল ■ ড্রাম, রেক্‌টিয়াড্ স্পিরিট ৩ আউন্স

একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ২০০ আউন্স জল মিশাইলেই সুন্দর ভার্বেনার জল প্রস্তুত করা হইল

লেবুর সুবাসিত জল।

লেমন অয়েল ৩ ড্রাম, রেক্টিফায়েড্ স্পিরিট ৩ আউন্স একত্র মিশাইবে, তাহার পর তাহাতে ২০ আউন্স জল মিশ্রিত করিলেই সুন্দর লেবুর গন্ধ বিশিষ্ট জল প্রস্তুত করা হইল

যত প্রকার সুবাসিত তৈলবৎ বিলাতী গন্ধ দ্রব্য আছে, সকলকেই স্পিরিটের সহিত মিশ্রিত করা যাইতে পারে এই উভয় দ্রব্য একত্র মিশাইয়া সেই মিশ্র পদার্থে পরিমাণ মত জল মিশ্রিত করিলেই সুন্দর সুগন্ধী জল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সুবাসিত অত্যুৎকৃষ্ট তৈল প্রস্তুত করিবার সহজ উপায়।

১ বোতল নারিকেল তৈলে গ্রাস্ অয়েল ২ ড্রাম, মিশ্রিত করিলে লেবুর গন্ধযুক্ত তৈল প্রস্তুত হয়

নারিকেল তৈল ১ বোতল, গ্রাস অয়েল ১ ড্রাম, লেমন অয়েল ২ ড্রাম একত্র মিশাইলে যে সুগন্ধী তৈল প্রস্তুত হয়, তাহার গন্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়

নারিকেল তৈল ১ বোতল, গ্রাসঅয়েল ১ ড্রাম, বেরোগি ২ ড্রাম ভার্বেনা অয়েল ১ ড্রাম একত্র মিশাইলে উত্তম তৈল প্রস্তুত হয়।

নারিকেল তৈল ১ বোতলে চন্দন তৈল ড্রাম ও নিরোলী ড্রাম মিশ্রিত করিয়া একদিন রাখিয়া ব্যবহার করিলে ২৪ ঘণ্টারও অতিরিক্ত গন্ধ থাকিবে

নারিকেল তৈল ১ বোতল, অটোডি রোজ ৮ ফোটা, ভার্বেনা অয়েল ১ ড্রাম, চন্দন তৈল ১ ড্রাম এবং নিরোলী ১ ড্রাম উত্তমরূপে মিশ্রিত করিলে যে তৈল প্রস্তুত হয় তাহার গন্ধ বড়ই রমণীয় ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়

এক বোতল নারিকেল তৈলে পচাপাতা দনা, অগুরুচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, গোলাপফুল, শৈলজ, জটামাংসী, নখী ঘৃতে ভাজিয়া চন্দন, মেথী, আমলা, লোধ, বালুকা এবং গন্ধতৃণ দশদিন ভিজাইয়া রাখিলে ঐ তৈলে অতি সুন্দর গন্ধ হয় নিয়মিত সময় শেষে মসলাগুলি ছাঁকিয়া ১ আনা মৃগনাভি সেই বোতলে দিয়া রাখিলে তাহার মনোমুগ্ধকর গন্ধ কিছুতেই নষ্ট হয় না ইহাদ্বারা মস্তক শীতল ও চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়, শিরোবেদনা নষ্ট এবং স্মৃতিশক্তি উত্তেজিত হইয়া থাকে।

তৈলে রং করিতে হইলে তাহাতে আবশ্যক মত "এ্যালকোহল রুট" মিশাইলে সুন্দর লাল রং হয় ইচ্ছা করিলে বাদামের তৈলে কিম্বা অলিভ অয়েলেও উক্ত প্রকার সুগন্ধী তৈল প্রস্তুত করা যায়।

সঙ্গীত।

ভাই বিন্দু তোমাকে আবশ্যকীয় বিষয় শিক্ষা দিতে গিয়ে অনেক অতিরিক্ত কথা বলিয়া ফেলিলাম সংসারে জ্ঞানের তুল্য বহুমূল্য সামগ্রী আর নাই মনুষ্য যতই দীর্ঘজীবী হউক না, চিরদিন জ্ঞানান্বেষণে নিযুক্ত থাকিলেও সকল বিষয়ের সম্যক জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইতে পারে না সংসারে যাহা শিক্ষা

করিবে তাহাই কাজে আসিবে সঙ্গীত চিত্তবিনোদনের একটী প্রধান উপায় সময় ও সুবিধা পাইলে নক্ষবিষয়ক সঙ্গীত শিক্ষা করিবে ও সঙ্গীতে নিত্যপ্রা গান করিবে অদ্য কয়েকটী গীত তোমার চিত্তবিনোদনের জন্য লিপিবদ্ধ করিতেছি, এই গুলি অনেক সময়ে তোমার আনন্দদায়ক হইবে।

রাগিণী পিলু বারোঁয়া।—তাল ঠুংরি।

নয়ন মুদে ভাব সেই সত্য সনাতন
বাক্য মন অগোচর নিখিল কারণ॥
শোক তাপ দূরে যাবে রিপুগণ পলাইবে,
অনায়াসে এড়াইবে ভব বিড়ম্বন
ধরা জল বহ্নি ব্যোম, সমীরণ সূর্য্য সোম,
যাঁহার মহিমা গান করে অনুক্ষণ।

রাগিণী বারোঁয়া।—তাল ঠুংরি।

প্রভু আমি এই ভিক্ষা চাই তোমারি চরণ সেবায় জীবন কাটাই। চাহি না ধন মান, চাহি না পরিজন, চাহি তব সঙ্গ সুধাটী।

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়া।

পিত দেহ দরশন পাপের তরঙ্গেতে আমি হতেছি মগন। নাহি তব পদে মতি, নাহি প্রভো প্রেমভক্তি, নিরাশ্রয় জনে কর আশ্রয় বিতরণ

ধর্ম্ম অধ্যায়।

বিন্দু শ্বশুরালয়ে যাইবার দুই দিবস পূর্ব্বে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বিন্দুকে নিজের কাছে ডাকিয়া ধর্ম্ম বিষয় সম্বন্ধে যাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে কথিত হইতেছে।

পিতা। মা বৈষয়িক, বিষয় সমূহ, যে সমস্ত সাংসারীকের নিত্য প্রয়োজনীয়, তাহা তুমি শিক্ষা পাইয়াছ; এক্ষণে সংক্ষেপে পরমার্থিক বিষয় কথঞ্চিৎ শিক্ষা দিতেছি, মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর

কন্যা পিতঃ! উত্তম আজ্ঞা করিয়াছেন, অন্যান্য শিক্ষার পরিসমাপ্তি, পরমার্থিক শিক্ষা না হইলে হয় না। আমিও এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিব স্থির করিয়াছিলাম

পিতা মা তোমার মুখে এই প্রকার উক্তি শ্রবণ করিয়া সুখী হইলাম বুঝিলাম, আমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে, শিক্ষা সুফল প্রসব করিয়াছে পরমার্থ বিষয়ক প্রস্তাব যেরূপ কঠিন ও দুর্ব্বোধ্য, তাহাতে তাহা সম্যক্ শিক্ষা দেওয়া এস্থলে সম্ভবে না, সংক্ষেপতঃ দুই একটী কথা বলিতেছি, অন্যান্য বিস্তৃত বিবরণ সময়ান্তরে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব

এই যে অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলীস্থ কাণ্ডপুঞ্জ নিহিত থাকিয়া ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাণ্ডত্ব রক্ষা করিতেছে, এই যে অনন্ত অম্বুরাশী, অনন্ত বিচিমালা বক্ষে করিয়া অনন্তধ্বনি করিতে করিতে অনন্ত ধরণী পরিবেষ্টন করিতেছে, চন্দ্র সূর্য্যাদি পরিভ্রাম্যমান জ্যোতিষ্ক নিচয় জগতের স্বভাবত্ব রক্ষা বিধানার্থ— বিমানদেশে অবিরাম গতিতে গতায়ত করিতেছে, ভূতপঞ্চ

জগত পরিচালক নিত্যশক্তি সহযোগে নিত্যমার্গের অনুসরণ করিয়া, স্থিতি, ধ্বংস ও সৃষ্টিমোকার্য্য সম্পাদন করিতেছে, আজীবে জৈবীশক্তি, ধনশক্তি, গণশক্তি, জনশক্তি, বিশ্বের তাবৎ শক্তি মহাশক্তির সমংশে পরিচালিত হইতেছে, সেই সর্ব্ব শক্তিমূলাধার বিধাধান নিত্যনিরঞ্জনের আভ্যন্তরিণ ভাব সম্যক অবগতির উপায় একমাত্র ধর্ম্ম। সেই লীলাময়ের লীলাকৌশল উচ্ছেদ ও তত্ত্ব নিরূপণের একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়—ধর্ম্মলাভ। এই সৃষ্টি-সামঞ্জস্য পৃষ্টিতত্ত্বের অভ্যন্তরে ব্যবচ্ছেদে সহিত প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ প্রকৃষ্টতম উপায়—ধর্ম্মার্জ্জন, এই সর্ব্ব জীবারাধ্য আরাধ্যতম পদবী লাভের মূলসূত্র কি?—তাহাই সর্ব্বাগ্রে নিরূপিত হওয়াই আবশ্যক।

সাষ্টি সামিপ্যাদি চতুর্বিধ মুক্তির ধর্ম্মই সোপনস্বরূপ ধর্ম্মার্জ্জনে ধর্ম্মই ধন সংগৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং মুক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তি মাত্রেরই ধর্ম্মার্জ্জন চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্ম কি, তাহাই লিখিত হইতেছে পরিশেষে ধর্ম্মার্জ্জনের উপায় যথাযথ বিবৃত হইবে।

ধর্ম্ম শব্দ—ধৃ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ধৃ-ধারণে। ধারণ করে যে—স্থিতিতে পরিণত করে যে সেই ধর্ম্ম। যে যাহার প্রকৃতিস্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার গতি অবিনাশি করে—তাহাই তাহার ধর্ম্ম। ধর্ম্ম নানা স্থানে নানা অর্থে ব্যবহৃত হইলেও মূল একই লক্ষ্য অভিব্যক্ত করে। প্রাকৃতিক ধর্ম্ম—বস্তুর প্রকৃতিকে ধর্ম্ম বলে। যাহার যাহা স্বভাব, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। যেমন অগ্নির ধর্ম্ম তাপ, হিমের ধর্ম্ম শৈত্য, ইত্যাদি। তাহার অভাবে বস্তুর প্রকৃতিস্থ নষ্ট হইয়া, অপ্রাকৃতত্ব প্রকাশ

ক্কুবে—যাহাব অসদ্ভাব নিবন্ধন মনুষ্যেব মনুষ্যত্ব অপগত হইয়া নিকৃষ্টে সমানিত করে তাহাব আবশ্যকতা—তাহাব প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে যাওয়া নিতান্তই ধৃষ্টতা।

ধর্ম্মেব লক্ষণ ব্যক্তি বিশেষেব মত, মহাজনগণেব অনুষ্ঠিত কার্য্য ইত্যাদিব দ্বাবা অনুমিত হইবে সে সকলই মানবের সর্ব্বপ্রযত্নে অনুষ্ঠেয় শাস্ত্র বিশেষেব উক্তি "সত্যাৎ নাস্তি পবো ধর্ম্মঃ সত্যেব অধিক ধর্ম্ম নাই যাহা সত্য, তাহাই ধর্ম্ম,, যাহা প্রত্যক্ষ্য, ইন্দ্রিয়বিষয়ীভূত তাহাই সত্য,, যাহা মিথ্যা যাহা মূলশূন্য তাহাই অসত্য সত্য মহোচ্চ তুঙ্গ শৃঙ্গ মানবনেত্রেব অগ্রবর্ত্তী জাজ্বল্যমান পবিদৃষ্ট, মিথ্যা শূন্য। অন্ধকাবময় গভীব- অন্ধকাব গর্ভে নিহীত সত্যে জগতের অস্তিত্ব, অসত্যে জগতেব ধ্বংশ। সুতবাং সত্যেব আবশ্যকতা অধিক বর্ণন বাহুল্য

"বেদপ্রতিপাদ্যপ্রযোজনবদর্থো ধর্ম্মঃ।" বেদ কর্ত্তৃক প্রতিপাদিত এবং প্রযোজনীয যাহা তাহাই ধর্ম্ম! বেদ শব্দে আদৌ সত্য। সত্যে, যাহা প্রতিপাদ্য তাহাও সত্য সত্যে যাহার প্রয়োজন তাহাও অবশ্য সত্য—সুতরাং এসূত্রেব তাৎপর্য্যও পূর্ব্ববৎ

মহাত্মা চৈতন্যেব উক্তি "জীবে দয়া নামে (ঈশবরেব নামে) ভক্তি ই ধর্ম্মেব লক্ষণ মহামতী চানক্য এই বাক্যেব প্রতিপোষণ কবিয়া বলিযাছেন "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ" সর্ব্ব জীবে আত্মভাব সর্ব্ব শাস্ত্রে সর্ব্বজাতিব ধর্ম্মশাস্ত্রেব উক্তি খৃষ্ট ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ক্রাইষ্টও তাঁহার শিষ্যগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিযাছিলেন 'তোমাদিগের পিতাকে

(ঈশ্বরকে) হৃদয়ের সহিত প্রীতিকর এবং প্রতিবেশীগণকে আপনার ন্যায় জ্ঞান কর। সর্ব্ব জীবে আত্মভাব সামান্য সাধনার বিষয় নহে। এই আত্মভাবই মুক্তির সোপান। চৈতন্য একদা এই কথাই বলিয়াছিলেন আমি "আমার জন্য আমার গতির জন্য ভাবি না, আমার সঙ্গীগণের জন্যই আমি চিন্তিত।" এই জন্যই চৈতন্য ভক্তচূড়ামণি সাধকের অগ্রণী। সাধনা—সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ, সাধনা বলে জীব সর্ব্বপদ প্রাপ্ত হয়। এ সাধনা এই মহান সাধনা সর্ব্ব শ্রেণীর সর্ব্ব জাতির করণীয়।

মহাভাগ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ধর্ম্মের লক্ষণ ও মানবের যে ধর্ম্ম ব্রত করা কর্ত্তব্য, সেই মানবধর্ম্ম এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন। স্বাধ্যায় নিরত, ব্রহ্মচর্য্য, দান, যজন, অকার্পণ্য, অনায়াস, অহিংসা, জিতেন্দ্রিয়, শৌচ, দয়া কয়েকটীর অনুষ্ঠানই মানব ধর্ম্ম। এ উক্তির অর্থ ক্রমশঃ বিশদ করা যাইতেছে।

স্বাধ্যায় নিরত।—যিনি স্বানুষ্ঠিত কার্য্যে নিপুণ, আপনার অনুষ্ঠিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে যিনি তৎপর, তিনি স্বাধ্যায়-নিরত।

ব্রহ্মচর্য্য।—যিনি ব্রহ্মের পদ প্রাপ্তেচ্ছু, এবং পূর্ব্বোক্ত গুণ-সম্পন্ন, দানপ্রতিগ্রাহী তিনি ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী।

দান।—দান সম্বন্ধে অত্রির উক্তি,—

অহন্যহনি দাতব্যমদীনে নান্তরাত্মনা।
স্তোকাদপি প্রযত্নেন দানমিত্যভিধীয়তে।

দানে যিনি মনস্তাপ না পান, যাচক যাঁহার নিকট বিফল মনোরথ নহেন, সামান্য দান কালেও যিনি যত্ন সহকারে

যাচ্ঞা-কর সম্মান রক্ষা করেন, যাঁহার দান দরিদ্রের ভরণ পোষণেই ব্যয়িত হয় তিনিই দাতা

যজন —পৌরহিত্য। যিনি ব্রতাচারী, ব্রতাচারের উদ্যোগী, যজমানের কুশলাকাঙ্ক্ষী, শিক্ষক, তিনিই যাজক।

অকার্পণ্য।—সর্ব্ববিষয়ে যিনি কৃপণতা পরিশূন্য, দয়া দাক্ষিণ্যাদি অর্থ প্রভৃতিতে যিনি কার্পণ্য না করেন, তিনিই অকৃপণ

অনায়াস — অনায়াস সম্বন্ধেও অত্রি কহিয়াছেন ;—

শরীর পিড্যতে যেন শুভেন হ্যশুভেন বা
অত্যন্তং তন্ন কুর্ব্বীতম্ অনায়াসঃ স উচ্যতে

শারিরীক পীড়নে, শুভতে কিম্বা অশুভতেই হউক, হর্ষে, বিষাদেই হউক, যাঁহার আত্যান্তিকী ভাব পরিদৃষ্ট হয় না, তিনিই অনায়াসী

অহীংসা —পরের যে কোন কার্য্যে অসূয়াশূন্যতা প্রদর্শন, অপরের ধনজনে বা শোকদুঃখে হিংসা শূন্য ভাব যাহার স্বভাব তিনিই অহিংসক মহামতী বৌদ্ধধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শাক্যসিংহ অহিংসাকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়াছেন। "অহীংসা পরমো ধর্ম্ম" এই মহামূল্য উক্তি তাঁহারই

জিতেন্দ্রিয় —ইন্দ্রিয় জয়, ইন্দ্রিয় পরিচালনের যথেষ্ট ক্ষেত্র বর্ত্তমানেও তাদাচরণে নিবৃত্তিভাবই জিতেন্দ্রিয় ব্যঞ্জক। ঐন্দ্রিয় বৃত্তি সমূহ স্ফূরিত ও কার্য্যক্ষম থাকিতেও যিনি সেই প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তি মার্গানুসারী করিতে সক্ষম—সেই মহাপুরুষই জিতেন্দ্রিয়।

শৌচ্য —শৌচ্য সম্বন্ধে মহামতী অত্রির পুনরায় উক্তি ;—

অভক্ষ্যাদি বহু সংস্কারণাধিকৈঃ
আচার্য্যাং বিশ্বাসং কৌলাচার্য্যশিরোমতে

যাহা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ অভক্ষ্য —তাহা নিত্য প্রকার সর্ব পরিহার— অভক্ষ্যাদি ভোজন না করা, যিনি সদাচারী ও ব্যবস্থায়ী— তিনিই কৌলাচারী।

সাঙ্গত্য — এ সম্বন্ধে বলিতেছি —

প্রশস্তাচরণং নিত্যমপ্রশস্তবিবর্জ্জনম্
এতদ্ধি মঙ্গলং প্রোক্তমৃষিভির্ধর্ম্মদর্শিভিঃ।

যিনি অপ্রশস্তাচার পরিত্যাগ করিয়া প্রশস্তাচারে নিরত, তিনিই সাঙ্গত্যাচারী। প্রশস্ত অর্থাৎ যাহা ন্যায়, মীমাংসা ও বেদবিধির অনুযায়ী তাহাই প্রশস্ত। তদাচরণই প্রবৃত্ত।

শক্তি সাধন —শক্তি মহাশক্তিরূপে জগতের শক্তি পরিচালনে নিযুক্ত। প্রাচ্য শিব ও শক্তি, পাশ্চাত্য জড় ও শক্তির রূপান্তর মাত্র। প্রকৃতিগত পার্থক্য শূন্য। যে মহাশক্তি বলে জগতে পরিচালিত মহাশক্তি জীব সৃষ্টির পূর্ব্বে তৈজসী শক্তি মধ্যে অবস্থান ও তদ্দ্বারা জনক ও জনিত পুত্রের পরিপালন করেন। মহাশক্তি জীব রক্ষার্থ বৃক্ষে ফল, তৃষ্ণার জল, রোগে শান্তি, পদ্মের কান্তি, প্রাণীর আয়ু, পবনের বায়ু, ক্ষিতির অহিংস্রত্ব, তেজের উষ্ণতা এবং সর্ব্বোপরি সমদৃষ্টি ভাবে জগত ও জীবগণকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। মা! তুমি যে দিকে দেখিবে সেই দিকেই মহাশক্তির অনন্তশক্তি উপলব্ধি হইবে। বনে উপবনে, গহনে কাননে; সাগরে ভূধরে, বীজনে কা[illegible], মানবে দানবে ফুলে ফলে, কীটপতঙ্গে, জলে স্থলে, অনলে অনিলে যে দিকে চাহিবে সেই দিকেই মহাশক্তি পূর্ণ জ্যোতিতে

পূর্ণ বিকসিতা—চতুর্দ্দিকে মহাশক্তিরূপে বিরাজিতা শ্রীশক্তি, আয়ু শক্তি, ধন শক্তি, জন শক্তি, সকলই সেই মহাশক্তির অংশ তিনি বিশ্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, অগ্নির দাহিকা, সমুদ্রের শোষিকা, হৃদয়ের ভক্তি, ধর্ম্মের আসক্তি, সাধুতের শান্তি, হেমন্তের হৈমকান্তি শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য সকলই তিনি॥ তিনি এই জগতের অধিষ্ঠাত্ররূপে অধিষ্ঠান করতঃ জগত পরিচালন করিতেছেন এই প্রপঞ্চ ভূতপঞ্চের সংযোগ বিয়োগজাত জগত—এই মহাশক্তির লীলা কৌশল প্রলয় তাঁহার নেত্রপক্ষপর্য্যায়ে সাধিত হয় সৃষ্টি তাঁহার মানসে সম্পাদিত স্থিতি—তাঁহার স্থিতি মাত্রে নিষ্পন্ন হইতেছে। এই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যাঁহার ইচ্ছা ও শক্তি মাত্রে সম্পন্ন হইতেছে, তাঁহার পূজা তাঁহার স্মরণ তাঁহার পবিত্র চিত্র হৃদয়চিত্রে চিত্রিত করা কি মানব মাত্রেরই কর্ত্তব্য নয়?

দয়া—মৎস্য পুরাণের উক্তি—

আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যো হিতায় শুভায় চ।
বর্ত্ততে সততং হৃষ্টঃ ক্রিয়া হ্যেষা দয়াস্মৃতা।

সর্ব্বভূতের প্রতি আত্মবৎ শুভ ও হিত সূচক যে ক্রীয়া তাহারই নাম দয়া।

অপিচ পদ্মপুরাণে—

যত্নাদপি পরক্লেশং হর্ত্তুং যা হৃদি জায়তে
ইচ্ছা ভূমী সুরশ্রেষ্ঠ সা দয়া পরিকীর্ত্তিতা॥

যত্নের পরের ক্লেশ নিবারণ জন্যই হৃদয়ে যে ইচ্ছা সঞ্জাত হয়, হে সুরশ্রেষ্ঠ, তাহারই নাম দয়া

ভগবান কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাখ্যাত ধর্ম্ম তত্ত্বের লক্ষণগুলি

সময় পরিবর্জিত হইল, এই সকল গুলির সম্যক অনুষ্ঠান, ধর্ম্ম সাধনের উপায়। যাহা ধর্ম্মে বিশ্বের প্রতিষ্ঠা এবং ধর্ম্মই সাংসারান্তে মোক্ষ সাধনের সেতুস্বরূপ। অতএব ধর্ম্মাচরণ যে মানব মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা কে অস্বীকার করিবে? ধর্ম্মই সামিপ্য সাযুজ্যাদি প্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ। নিত্য বৈকুণ্ঠ সমাসেচ্ছুগণ সপ্রাণে ধর্ম্মাচরণে জীবনের পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া জীবন বিনিময়ে এই ধর্ম্মরত্ন লাভ করিয়া থাকেন। সর্ব্বশক্তিমান যিনি শান্ত যিনি পূর্ণ যিনি আদি যিনি অন্ত, যিনি পৃথিবী অন্তরিক্ষাদি দিক সমূহ, যিনি, চন্দ্র সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কনিচয়, যিনি জ্ঞাতা, যিনি শ্রোতা, যিনি কর্ত্তা যিনি দ্রষ্টা, যিনি কারণ, যিনি কার্য্য সেই সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বগত এবং সর্ব্ব গুণধর পরম-ব্রহ্মের প্রতি সকল মনোবৃত্তির প্রবৃত্তি নিষ্ঠাসহকারে অর্পণ কর। হৃদয়ে পবিত্র মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া একান্তে ঐকান্তিকী যত্ন সহকারে শ্রীপাদের চরণপ্রান্তে জীবন উৎসর্গ কর, প্রাপ্তি পরিহার বাসনা মুক্তিলাভের নিদান স্বরূপ পরমাত্মায় চিত্তকে চিত্ত যোগ কর [illegible] মন তাহার সাধনা তাহাতে বশীভূত হইয়া একাগ্র সাধনা সম্পাদনে লাভে মগ্ন হইবে। যোগ যাগাদি অনন্ত পরিবর্জিত করণাদির অংশ কর্ম্ম ও অনুষ্ঠান ভক্ত হইয়া [illegible] কর তোমার সাধনা সাফল্য প্রাপ্তকল্প হবে অবশ্যই প্রাণ করিবে। সর্ব্বকালে সর্ব্বারাধ্য আরাধ্যদেবের মূর্ত্তি মনন পূজন চিন্তন ও আত্মোৎসর্গই সাধনার উৎকর্ষ। এই আদর্শকে আদর্শ করে মনোবৃত্তি উন্নতিক্রমে প্রতিষ্ঠাপিত কর, ইহারই পরিণামফল শান্তি! শান্তি! শান্তি!!

গ্রন্থকারের উক্তি।

প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু প্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়ের যুক্তি ও পরামর্শ মত আমি এই "গৃহস্থ জীবন" নামক পুস্তকখানি লিখিয়াছি আমার পরিশ্রমের উচিত মূল্য দিয়া তিনি এতৎ গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ত্ব ক্রয় করিয়া লইয়াছেন অতএব এই গ্রন্থে আমার বা আমার উত্তরাধিকারীদিগের কোন স্বত্ত্ব থাকিবে না। প্রসাদ বাবুই ইহার স্বত্ত্ব যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে পারিবেন।

ভাঙ্গামোড়া।
৮ই জানুয়ারী—
১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।
"মহারাণী ভিক্টোরিয়া" প্রণেতা

সূচি পত্র।